দ্বিজ মাধব রচিত

মঙ্গলচণ্ডীর গীত

শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য, এম. এ.
সম্পাদিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৫২

মূল্য—আট টাকা

স্বর্গীয় পিতৃদেব

মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ

মহাশয়ের পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশ্যে

এই গ্রন্থ অর্পিত হইল

গ্রন্থ-সম্পাদক

সূচী

ভূমিকা

দেবীপ্রসঙ্গ

চণ্ডীমঙ্গলের দেবীর প্রকৃত পরিচয়সম্বন্ধে নানা পণ্ডিতের নানা মত। অনেকে মনে করেন, চণ্ডীমঙ্গলে পৌরাণিক চণ্ডীরই লৌকিক লীলা বর্ণিত হইয়াছে। পৌরাণিক চণ্ডী অসুর বধ করিয়া স্বর্গে শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহা দেবীর স্বর্গ-লীলা। মার্কণ্ডেয়-পুরাণের এক অংশে (৮১-৯৩) এই কাহিনী পাওয়া যায়। মর্ত্ত্যবাসী দেবীর কৃপাপ্রার্থী হইলে তিনি তাহা-দিগকেও বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়া সুখ-সম্পদ্ দান করেন, এই আশার বাণী শুনাইবার জন্য বাঙালী কবি দেবীর এই মর্ত্ত্যলীলা রচনা করিয়াছেন, ইহাই প্রচলিত বিশ্বাস। এই মত অনুসারে পৌরাণিক চণ্ডী ও চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডী অভিন্ন।

কিন্তু এই মত অনেকে সমর্থন করেন না। তাঁহারা বলেন, বাঙালীর ধর্ম্ম-কর্ম্ম একমাত্র পুরাণের ভিত্তি-ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। তাঁহাদের মতে ইহার অনেক কিছুই পুরাণ-বহির্ভূত লৌকিক ধর্ম্ম-কর্ম্ম মাত্র। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বাঙালীর লৌকিক ধর্ম্ম-কর্ম্মের উপর বৌদ্ধ প্রভাবের কথা প্রথম বলেন। এই মতবাদের জের টানিয়া বলা হয়, 'চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডী বৌদ্ধ দেবী বজ্র-তারা, বিশালাক্ষী বা পর্ণশবরীর হিন্দু রূপান্তর মাত্র'। মঙ্গলচণ্ডীর উৎপত্তি সম্বন্ধে আর একটি মত অধুনা বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। এই মতের সমর্থকগণ বলেন, বাংলার পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে যে-সকল কোল- ও দ্রাবিড়-ভাষী আদিবাসী বাস করে, চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডী তাহাদেরই ধর্ম্ম-জগৎ হইতে গৃহীত। দুঃখের বিষয়, এ-পর্য্যন্ত তন্ত্রগুলিতে মঙ্গলচণ্ডীর উৎপত্তি অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা করা হয় নাই। বাঙালীর ধর্ম্মে-কর্ম্মে, বিশেষ করিয়া তাহার মাতৃপূজায়, তান্ত্রিক প্রভাব সুস্পষ্ট। সেজন্য উক্ত তিনটি মতের সহিত আমরা এখানে মঙ্গলচণ্ডীর তান্ত্রিক উৎপত্তির কথাও বিবেচনা করিয়া দেখিব।

চণ্ডীমঙ্গলের দেবীর পরিচয় জানিতে হইলে চণ্ডীমঙ্গলগুলিতেই প্রথমে তাহা অনুসন্ধান করা আবশ্যক। এই কাব্যগুলি পাঠ করিলে দেবীর যে-মূর্ত্তি

প্রধানতঃ চোখে পড়ে, কোন বৌদ্ধ বা আদিম গোষ্ঠীর দেবী অপেক্ষা পৌরাণিক বা তান্ত্রিক মাতৃ-মূর্ত্তির সহিত তাহার সাদৃশ্য বেশী। মুকুন্দ, মাধব প্রভৃতি কবিগণ দেবীকে দুর্গা, চণ্ডী, চামুণ্ডা, ভবানী, গৌরী, উমা, নারায়ণী, অম্বিকা, সারদা প্রভৃতি পৌরাণিক নামে অভিহিত করিয়াছেন। সুতরাং চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ তাঁহাকে পৌরাণিক গোষ্ঠীভুক্ত দেবী বলিয়াই জানিতেন, অন্ততঃ সেই ভাবেই তাঁহারা মঙ্গলচণ্ডীর পরিচয় দিতে চাহিয়াছিলেন, এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এইজন্য মঙ্গলচণ্ডীর উপরিতন স্তরকে পৌরাণিক পলিসাটির স্তর বলা যাইতে পারে। কিন্তু এখানে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, চণ্ডীমঙ্গলে দেবীকে এতগুলি পৌরাণিক নামে অভিহিত করা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও তাঁহাকে পৌরাণিক দেবী বলিতে আমাদের দ্বিধা কেন, কেনই বা অপৌরাণিক দেব-লোকে তাঁহার উৎপত্তি অনুসন্ধান করিতে যাইতে হয়।

ইহার কারণ তিনটি বলিয়া আমাদের মনে হয়। প্রথমতঃ, চণ্ডীমঙ্গলে দেবীকে বিভিন্ন পৌরাণিক আখ্যা দেওয়া হইলেও তিনি যে ঠিক কোন্ পৌরাণিক দেবী, চণ্ডীমঙ্গল হইতে তাহা নির্ণয় করা যায় না। দেবী যখন রাজসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করেন, তখন তাঁহাকে মহিষ-মর্দ্দিনী চণ্ডী বলিয়া মনে হয়। আবার কালকেতুর ভাঙ্গা কুড়ে ঘরে যাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহার আকৃতি-প্রকৃতির সহিত মহিষ-মর্দ্দিনীর কোনও মিল নাই; পৌরাণিক লক্ষ্মীর সহিত তাঁহার সাদৃশ্য বেশী। চণ্ডীমঙ্গলের দেবীকে পৌরাণিক গোষ্ঠীভুক্ত করার ইহাই প্রধান বাধা। দ্বিতীয়তঃ, চণ্ডীমঙ্গলের আখ্যায়িকা দুইটি এ পর্য্যন্ত কোনও নির্ভরযোগ্য পুরাণে পাওয়া যায় নাই। অপৌরাণিক আখ্যানদ্বারা যে-দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে তাঁহাকে পৌরাণিক দেবী বলা যায় কি প্রকারে? তৃতীয়তঃ, এই গল্পের অন্যতর অংশ হইল কালকেতু-ব্যাধের উপাখ্যান। ইহাতে অনার্য্য ব্যাধ মর্য্যাদা পাওয়ায় অনার্য্য আদিবাসীদের লোক-পুরাণ হইতে এই দেবী ও গীত-কথা গৃহীত হইয়াছে, এইরূপ অনুমান করা হয়। আমাদিগকে এই সকল বিষয় একে একে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

প্রথমেই আমাদের মনে রাখা আবশ্যক যে, চণ্ডীমঙ্গলে দেবী বিভিন্ন পৌরাণিক নামে অভিহিত হইলেও, তাঁহার প্রকৃত নাম মঙ্গলচণ্ডী। তিনি উমাও নহেন, চণ্ডীও নহেন, বা দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী কেহই নহেন, তিনি মঙ্গলচণ্ডী। তাঁহার আকৃতি ও প্রকৃতি স্বতন্ত্র, সেজন্য অন্যান্য বিশিষ্ট পৌরাণিক দেবীর সহিত সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহার মিল নাই। কিন্তু এই মঙ্গলচণ্ডীও অন্যতম পৌরাণিক দেবতা। এক সময়ে এদেশে এই দেবীর পূজা প্রচলিত

ছিল। কিন্তু এখন চণ্ডীমঙ্গলের বাহিরে এই দেবীর অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়াছে। চণ্ডীমঙ্গলে দেবীর যে-চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা প্রথমে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া পরে পুরাণ-বর্ণিত মঙ্গলচণ্ডীর সহিত এই দেবীর সাদৃশ্য দেখাইতে চেষ্টা করিব।

মঙ্গলচণ্ডীর সহিত একক ভাবে কোন পৌরাণিক দেবীর মিল পাওয়া যায় না, তাহার কারণ মঙ্গলচণ্ডী মিশ্র-দেবতা। 'মঙ্গল-চণ্ডী' নামকরণেই তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। কোন্ কোন্ পৌরাণিক দেবীর গুণাবলী গ্রহণ করিয়া মঙ্গলচণ্ডীর পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে তাহা আমরা প্রথমে চণ্ডীমঙ্গলের আধারে বিবেচনা করিয়া দেখিব। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে গুণ- বা প্রকৃতি-অনুসারে পৌরাণিক দেবীগণের শ্রেণী-বিভাগ করিয়া লওয়া আবশ্যক।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণ-অনুসারে হিন্দু দেব-দেবীর শ্রেণী-বিভাগ করা হয়। উক্ত মত-অনুসারে উমা ও সরস্বতী সত্ত্বগুণের, লক্ষ্মী রজোগুণের এবং মহাকালী তমোগুণের অধিকারী।[১] অন্য এক ভাবেও দেবী-মূর্ত্তির শ্রেণী-বিভাগ করা হইয়া থাকে। এই মত অনুযায়ী দেবী-মূর্ত্তি দুই প্রকার, কল্যাণময়ী (benevolent) ও ভয়ঙ্করী (malevolent)।[২] সাত্ত্বিক ও রাজসিক মাতৃ-মূর্ত্তিকে দেবীর শান্ত বা কল্যাণী মূর্ত্তি বলা যাইতে পারে। এবং তামসিক মহাকালীর মধ্যে দেবীর ভয়ঙ্করী, ঘোরা বা উগ্র মূর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে। মহাদেব একাই শঙ্কর ও রুদ্র; কিন্তু তাঁহার এই দুই শক্তি দুই প্রকার দেবী-মূর্ত্তির মধ্যে প্রকাশ লাভ করে। উমা, গৌরী, পার্ব্বতী, শঙ্করী, অম্বিকা, অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মী, সরস্বতী—ইঁহারা শান্তমূর্ত্তি। কিন্তু কালী, চণ্ডিকা, চামুণ্ডা প্রভৃতি উগ্রমূর্ত্তি মহাকালীর ভিন্ন ভিন্ন রূপ। এই সকল দেবী-চরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশ সন্নিবেশিত করিয়াই চণ্ডীমঙ্গলের দেবী-চরিত্র গঠিত হইয়াছে, ইহা আমরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইব।

মঙ্গলচণ্ডী ও উমা—যে-শক্তিময়ীর অঙ্গুলি-হেলনে চণ্ডীমঙ্গলের অন্যান্য চরিত্রের উত্থান-পতন ঘটিতেছে, তাঁহাকে প্রথমতঃ উমা বলিয়া মনে হয়। মঙ্গলচণ্ডীর ক্রম-বিকাশের শেষ অধ্যায়ে পৌরাণিক উমার সহিত তাঁহাকে অভিন্নরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। উমা শিব-পত্নীর কল্যাণীমূর্ত্তি। তিনি সাধ্বী স্ত্রী ও স্নেহময়ী জননী। শিবের সহিত বিবাহ, গণেশ ও কার্ত্তিকের

[১] G. Rao, *Elements of Hindu Iconography*, Vol. I, Part II, p. 327.

[২] তু: "গৃহভেদগতা পূজা শান্তোগ্রবিধিনা যথা"।

—দেবীপুরাণ, ১ম অধ্যায়।

জন্ম, প্রভৃতি সুমধুর গার্হস্থ্য চিত্রের মধ্য দিয়া পুরাণে তাঁহার চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। মুকুন্দরাম ও তাঁহার অনুবর্ত্তী অন্যান্য চণ্ডীমঙ্গল লেখকগণ দেবীর পূর্ব্ব-কথা বর্ণনাপ্রসঙ্গে দক্ষের শিব-নিন্দা, সতীর দেহত্যাগ, দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংস, উমার জন্ম, উমার তপস্যা, মদন-ভস্ম, শিবের সহিত বিবাহ, গণেশ ও কাত্তিকের জন্ম—উমা-মহেশের এই পৌরাণিক কাহিনীটি চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে চণ্ডীমঙ্গল-আখ্যায়িকার সহিত উমার গার্হস্থ্য জীবনের কোনও যোগ নাই। তথাপি চণ্ডীমঙ্গলের মুখবন্ধ রূপে কাহিনীটি ব্যবহৃত হওয়ায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, মঙ্গলচণ্ডী ও উমাকে অভিন্ন বলিয়া প্রচার করাই এই সংযোজনের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

মাধবানন্দ মুকুন্দরামের সমসাময়িক হইলেও মাধবের কাব্যে চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীর প্রাচীনতর রূপটি পাওয়া যায়। ইহাতে উমা-মহেশের এই সকল বৃত্তান্ত নাই বটে, কিন্তু দ্বিজ মাধব যুগের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন নাই। তাই মঙ্গলচণ্ডীর সহিত পৌরাণিক উমার সমীকরণের আভাস তাঁহার কাব্যেও পাওয়া যায়। মাধবানন্দ নীলাম্বরকে কেন্দ্র করিয়া উমা-মহেশের পারিবারিক জীবনের ছবি আঁকিয়াছেন। সংক্ষিপ্ত হইলেও চিত্রটি বড়ই সুন্দর। পুষ্প-চয়নে বিলম্ব করায় মহাদেব নীলাম্বরকে শাপ দিতে উদ্যত হইলে,

চরণে ধরিয়া দেবী শিবেরে বুঝান॥
ইন্দ্রের নন্দন নীলা অতি শিশুমতি।
তার তরে শাপ দিতে না হয় যুকতি॥
দেবীর বচনে হর ক্রোধ সম্বরণে।
দেবার্চ্চন হেতু গেল বল্লুকার বনে॥

কিন্তু স্নেহময়ী দেবী এত চেষ্টা করিয়াও নীলাম্বরকে রক্ষা করিতে পারিলেন না।—

বল্লুকার তটে হর করেন দেবার্চ্চা।
ধরিতে শ্রীফল-পত্র করে লাগে খোঁচা॥
কন্টকের ঘায়ে প্রভুর রক্ত পড়ে ধারে।
না হইল অর্চ্চনা সাঙ্গ হরের ক্রোধ বাড়ে॥
নীলাম্বরে রাখিবারে যেবা বলে মোরে।
নীলারে এড়িয়া আমি শাপ দিব তারে॥
ভয়ের কারণে দেবী না কৈল সাধন।
তত্ত্ব জানি শাপ দিল দেব ত্রিলোচন॥

কবি এখানে অল্প কথায় পতিব্রতা উমার কল্যাণী মাতৃমূর্ত্তিটি সুন্দরভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন।

চণ্ডিকা ও মঙ্গলচণ্ডী—কোনও কোনও অংশে পৌরাণিক চণ্ডিকার সহিত মঙ্গলচণ্ডীর সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। অসুর-দলনী চণ্ডিকার পরিকল্পনা-অনুযায়ী চণ্ডীমঙ্গলেও দেবীকে দিয়া মঙ্গল অসুর বধ করানো হইয়াছে। দ্বিজ মাধব লিখিয়াছেন, মঙ্গল নামক দৈত্য বধ করিয়াই দেবী মঙ্গলচণ্ডী আখ্যা লাভ করিলেন। অষ্ট-মাতৃকা ও ডাকিনী-যোগিনী পরিবৃত হইয়া দেবী যেভাবে যুদ্ধ করিয়াছেন তাহার সহিত মার্কণ্ডেয়-পুরাণ-বর্ণিত চণ্ডিকার মিল আছে। শুধু তাহাই নহে, কলিঙ্গ নৃপতি ও সিংহল নৃপতির সহিত যুদ্ধে মঙ্গলচণ্ডীর যে-চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাও ভয়ঙ্করী মহিষমর্দ্দিনীরই প্রতিচ্ছবি।

মঙ্গল-দৈত্যবধের কাহিনী দ্বিজ মাধবের কাব্যে ও পরবর্ত্তী অন্য দু'একটি চণ্ডীমঙ্গলে বর্ণিত হইয়াছে। মুকুন্দরাম দেবীর এই স্বর্গলীলা গ্রহণ করেন নাই। ইহার পরিবর্ত্তে তিনি উমা-মহেশের কাহিনী বর্ণনা করিয়া সেই পৌরাণিক ভিত্তির উপর চণ্ডীমঙ্গলের মূল আখ্যায়িকা স্থাপন করিয়াছেন। মঙ্গল-দৈত্যের কাহিনীটি আখ্যায়িকার মুখবন্ধস্বরূপ গ্রহণ করিয়া দ্বিজ মাধব দেবীর ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিকেই প্রাধান্য দিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে দেবীর উগ্র মূর্ত্তি অপেক্ষা তাঁহার কল্যাণী মূর্ত্তিই দেশবাসীকে অধিক অনুপ্রাণিত করিতে লাগিল। সেজন্য মুকুন্দ ও তাঁহার অনুসরণ করিয়া অধিকাংশ চণ্ডীমঙ্গল লেখক মঙ্গল-দৈত্যের কাহিনীর পরিবর্ত্তে উমার জন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া চণ্ডিকার স্থলে উমাকে দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠা করিলেন।

কিন্তু উমার সহিত সমীকরণের দ্বারা মঙ্গলচণ্ডীর চরিত্রগত হিংস্রতা দূর করা সম্ভব হয় নাই। ভক্ত বিপদে পড়িলে দেবী তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখে দশভুজা সিংহ-বাহিনী মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হন, সমস্ত চণ্ডীমঙ্গলেই দেবীর এই ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে। মুকুন্দরাম লিখিয়াছেন—কালকেতুর অনুরোধে,

> নিজ মূর্ত্তি ধরিতে চণ্ডিকা কৈল মন ॥
> মহিষ-মর্দ্দিনী-রূপ ধরিলা চণ্ডিকা।
> আট দিকে শোভা করে অষ্ট-নায়িকা ॥
> সিংহ-পৃষ্ঠে শোভা করে দক্ষিণ চরণ।
> মহিষের পৃষ্ঠে বাম পদ আরোহণ ॥ ইত্যাদি

দ্বিজ মাধবের কাব্যে পাই,

অঙ্গশুচি হৈয়া রামা করয়ে দেবাচর্চা।
সাক্ষাৎ হইল তানে দেবী দশভুজা ।।
ত্রিভঙ্গ-নয়ানী মাতা সর্ব্ব ভূতে দয়া।
পাশ-অঙ্কুশদণ্ড বরদা-অভয়া ।।
হরি-পৃষ্ঠে আরোহণ সঙ্গে সহচরী।
এই মতে দেখা দিলা হেমন্ত-কুমারী ।।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, মাধব, মুকুন্দ প্রভৃতি কবিগণের মানস-লোকে মঙ্গলচণ্ডীর যে-মূর্ত্তি স্থান লাভ করিয়াছিল, তাহা একদিকে যেমন কল্যাণময়ী উমা-মূর্ত্তি, অন্যদিকে উগ্রা মহিষ-মর্দ্দিনীর সহিত তাহার রূপগত ভেদ নাই।

মঙ্গলচণ্ডী ও লক্ষ্মী—চণ্ডীমঙ্গলগুলি পড়িতে পড়িতে অপর একজন পৌরাণিক দেবীর সহিত মঙ্গলচণ্ডীর আংশিক সাদৃশ্য সহজেই উপলব্ধি করা যায়, তিনি লক্ষ্মী বা গজ-লক্ষ্মী। মঙ্গলচণ্ডীর অন্যতম প্রধান গুণ হইল, তিনি ধনদাত্রী। তিনি নিরন্ন কালকেতুকে রাজ-ঐশ্বর্য্য দান করেন। এই মূর্ত্তির সহিত লক্ষ্মীর সাদৃশ্য বেশী। দ্বিতীয় উপাখ্যানের প্রধান চরিত্রের নাম ধনপতি, তাহার পুত্র শ্রীপতি। এই নামকরণ হইতেও এই কাহিনীর মূলে লক্ষ্মীর প্রভাব অনুমান করা যায়। কালকেতুর ন্যায় দরিদ্রই যে শুধু এই লক্ষ্মী-রূপা দেবীর পূজা করিবে তাহা নহে, ধন-কুবেরগণকেও ধন-সম্পদ্ রক্ষা করিতে হইলে এই দেবীর পূজা করিতে হইবে, ইহাই যেন চণ্ডীমঙ্গলগুলির অন্তর্নিহিত উপদেশ। তাহা ছাড়া, চণ্ডীমঙ্গলে কমলে-কামিনীর বর্ণনা পড়িলে স্বভাবতঃই গজ-লক্ষ্মীর কথা মনে পড়িয়া যায়।

চণ্ডীমঙ্গলের আর এক নাম জাগরণ পালা। চট্টগ্রাম অঞ্চলে দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গল 'জাগরণ' নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ, এবং প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে দ্বিজ মাধবের কাব্য 'জাগরণ' নামেই মুদ্রিত হয়। অন্যান্য মঙ্গল-গানের অংশ-বিশেষ জাগরণ নামে অভিহিত হইলেও 'জাগরণ' বলিলে ধর্ম্ম-মঙ্গল বা মনসা-মঙ্গলের পালা-বিশেষ না বুঝাইয়া সমগ্র চণ্ডীমঙ্গলের কথাই বুঝায়। এই জাগরণ শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছিলেন,

মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে ।।

ভক্তগণকে জাগাইয়া রাখার জন্যই যদি জাগরণ-পালার উদ্ভব হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই দিক্ দিয়া মঙ্গলচণ্ডীর ধারার সহিত কোজাগর-লক্ষ্মীর

ধারার সাদৃশ্য আছে। 'দায়ভাগ'-রচয়িতা জীমূতবাহন (খ্রীষ্টীয় ১১শ শতক) বাংলার একজন প্রাচীন স্মার্ত্ত পণ্ডিত। তাঁহার কালবিবেক নামক গ্রন্থে 'কোজাগর' পূজার কথা পাওয়া যায়। যথা,

> আশ্বিনে পৌর্ণমাস্যাঞ্চ চরেজ্জাগরণন্নিশি।
> কৌমুদী সা সমাখ্যাতা কার্য্যা লোক-বিভূতয়ে।।
> কৌমুদ্যাং পূজয়েল্লক্ষ্মীমিন্দ্রমৈরাবতস্থিতম্।
> সুগন্ধিনিশি সদ্বেশমক্ষৈর্জাগরণঞ্চরেৎ।।[১]

উক্ত শ্লোকদ্বয়ে "জাগর-লক্ষ্মী'র সহিত ঐরাবত-বাহন ইন্দ্রকেও পূজা করার কথা বলা হইয়াছে। প্রচলিত তন্ত্রে ও পুরাণে লক্ষ্মীকে বিষ্ণুর স্ত্রী বলা হইয়া থাকে। সেজন্য কোজাগর-লক্ষ্মীর সহিত ইন্দ্রের উল্লেখ প্রণিধানযোগ্য। এখানে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীর সহিত ইন্দ্রের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। তাঁহার দুই পুত্রই মর্ত্ত্যে মঙ্গলচণ্ডীর পূজাপ্রচারে সহায়তা করিয়াছিলেন।

মধ্যপ্রদেশের বাস্তার অঞ্চলে ধন-কুল-গীত নামে এক প্রকার গীতের প্রচলন আছে। ইহা লক্ষ্মীপূজার সময়ে এক মাস ধরিয়া প্রতি রাত্রে গীত হইয়া থাকে। লক্ষ্য করিবার বিষয়, এই গীতের অন্য নাম জাগর-গীত।[২] বাস্তারের অনেক গ্রামে একটি গৃহ এই সাম্বৎসরিক উৎসবের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা থাকে। ঐ গৃহের নাম জাগর-গুডি।

মঙ্গলচণ্ডী ও সরস্বতী—মঙ্গলচণ্ডীর সর্ব্বনিম্ন স্তরে আর একজন সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন দেবী রহিয়াছেন, তিনি সরস্বতী। দ্বিজ মাধব অধিকাংশ ভণিতায় দেবীকে সারদা নামে অভিহিত করিয়াছেন। কয়েক স্থলে ভণিতায় তিনি গীতটিকে সারদা-মঙ্গল বা সারদা-চরিত আখ্যা দিয়াছেন।[৩] অবশ্য সারদা বা শারদা শব্দের অর্থ সরস্বতী এবং দুর্গা দুই-ই হইতে পারে। কিন্তু এস্থলে

১ প্রমথনাথ তর্কভূষণ-সম্পাদিত, পৃঃ ৪০৩।

২ পূরণ সিং, হলবী ভাষা-বোধ, ১৯০৭, পৃঃ ৪৮।

৩ সুকুমার সেন ও পঞ্চানন মণ্ডল-সম্পাদিত "রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গলে" আছে,

ধাতানাই বন্দিব সারদা ঠাকুরাণী। (পৃঃ ১৬)

এই গ্রামটি কোথায়? দ্বিজ মাধবের কাব্যে সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। উক্ত গ্রামটি সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণীর নিকটবর্ত্তী কিনা দেখা আবশ্যক।

সারদা শব্দের অর্থ যে সরস্বতী তাহা পরে বুঝা যাইবে। চণ্ডীমঙ্গলের কাব্য-কথায় পৌরাণিক সরস্বতীর প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া না গেলেও কতকগুলি সূত্র অবলম্বন করিয়া মঙ্গলচণ্ডীর মধ্যে সরস্বতীর বা অন্য কোন বিদ্যাদেবীর অস্তিত্ব অনুমান করা চলে।

প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে চৌতিশা নামে এক প্রকার রচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। চৌতিশার অর্থ ককারাদি চৌত্রিশ অক্ষরে দেবতার স্তুতি। বাংলা-সাহিত্যে দুইটি চৌতিশা বিশেষ প্রসিদ্ধ, একটি কালকেতুর, অপরটি শ্রীমন্তের। দুইটি চৌতিশাই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। চণ্ডীমঙ্গল ব্যতীত অন্য কোন প্রাচীন কাব্যে চৌতিশার প্রচলন নাই। সেজন্য মনে হয় চণ্ডীমঙ্গলেই চৌতিশার প্রথম প্রচলন হয়। দ্বিজ মাধবের গীতে সরস্বতীর বন্দনায় বলা হইয়াছে :

ধবল-বসন দেবী ধীর গম্ভীর।
পঞ্চাশ অক্ষরে যাঁর নির্ম্মাণ শরীর।।

চৌতিশা মূলতঃ বর্ণমালা-গঠিত এই বাগ্‌দেবতারই বর্ণনা বলিয়া মনে হয়। চণ্ডীমঙ্গলের চৌতিশা দুইটিই সমধিক প্রসিদ্ধ। সেজন্য মনে হয়, চণ্ডীমঙ্গলের দেবীকে বর্ণমালা-গঠিত বাগ্‌দেবতা কল্পনা করিয়াই চৌতিশাদ্বারা তাঁহার বন্দনা করার রীতি এই মঙ্গলগানে প্রচলিত হইয়াছিল।

অন্য ভাবেও মঙ্গলচণ্ডীর সহিত সরস্বতীর যোগসূত্র স্থাপন করা যায়। ধর্ম্ম-পূজা-বিধান নামক ধর্ম্ম-পূজার শাস্ত্রে বাশুলীর আবাহন-মন্ত্র এইরূপ :

ওঁ বাশুল্যৈ নমঃ

ওঁ আবাহয়ামি তাং দেবীং শুভাং মঙ্গলচণ্ডিকাম্।
সরিৎ-তীরে সমুৎপন্নাং সূর্য্য-কোটি-সম-প্রভাম্।।
রক্ত-বস্ত্র-পরিধানাং নানালঙ্কার-ভূষিতাম্।
অষ্ট-তণ্ডুল-দূর্ব্বোক্তামর্চেন্ মঙ্গলকারিণীম্।। ইত্যাদি

এখানে বাশুলীকে মঙ্গলচণ্ডিকা নামে আবাহন করা হইয়াছে। চণ্ডীমঙ্গলের দেবীর ন্যায় এই বাশুলী-মঙ্গলচণ্ডিকাও অষ্ট-তণ্ডুল-দূর্ব্বাদ্বারা পূজিত হন। সুতরাং ইনি ও চণ্ডীমঙ্গলের মঙ্গলচণ্ডী এক হওয়াই সম্ভব। বাশুলী বা বাসলী বাগীশ্বরী শব্দের তদ্ভব রূপ। কোনরূপ কষ্ট-কল্পনা না করিয়াই আর্য্য ভাষাতত্ত্বের নির্দ্দিষ্ট পথে বাগীশ্বরী >বাইসরী>বাইসলী> বাসলী> বাশুলী— এই ভাবে শব্দটির ইতিহাস দেখানো চলে। সেক্ষেত্রে বাগীশ্বরী>বাসলী—এই ভাষাতাত্ত্বিক পরিবর্ত্তনকে কষ্ট-কল্পনা মনে করিয়া বাসলীর উৎস-সন্ধানে

সুদূর মহীশূরের বিসলী মন্দিরে যাইতে হইবে কেন,তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। বিসলী ও বাসলী দেবীর মধ্যে মূর্ত্তিগত সাদৃশ্য আছে কি-না, তাহা প্রথমে দেখা দরকার। তাহা ছাড়া, আমাদের জানা উচিত, কর্ণাটী ভাষা ও সাহিত্য সংস্কৃতের নিকট বিশেষভাবে ঋণী। হিন্দুস্থানী ভাষায় যে-পরিমাণ আরবী-ফারসী শব্দ পাওয়া যায়, কর্ণাটীতে প্রায় সেই পরিমাণ সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দ পাওয়া যাইবে। প্রাচীন কর্ণাটী সাহিত্যের শুভ-উদ্বোধন হয় ১০ম-১১শ শতকে সংস্কৃত পুরাণ, ব্যাকরণ ও অলঙ্কার-শাস্ত্রের অনুবাদ দিয়া।[১] তাহার পূর্ব্বে কর্ণাটী অঞ্চলে সংস্কৃত-সাহিত্যের অনুশীলন হইত। প্রাচীনকালে উত্তরভারতের বহু রাজবংশের সহিত মহীশূরের যোগ সাধিত হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত মহীশূরের শ্রবণ-বেলগোলা নামক স্থানে শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সুতরাং বিসলী যে কর্ণাটী ভাষায় আর্য্য-ঋণ নহে, তাহা ভাষাতত্ত্বের অনুমোদিত পথে প্রথমে প্রমাণ করা আবশ্যক।

বাগীশ্বরী একজন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক দেবতা। তন্ত্রে ইঁহার নানা মূর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে ও ইঁহার জন্য বলির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কাশীতে একটি প্রাচীন বাগীশ্বরী মন্দির আছে। ঐ মন্দিরের দেবী সিংহ-বাহনা সরস্বতী। আবার ছাতনার বাসলী মূর্ত্তিও প্রচলিত পৌরাণিক সরস্বতী মূর্ত্তি হইতে পৃথক্, তিনি অসুরের উপর দণ্ডায়মানা বিদ্যা-মূর্ত্তি। অভিনব গুপ্তের শিষ্য ক্ষেমরাজ মালিনী-বিজয়তন্ত্র হইতে কয়েকজন পূর্ণফলপ্রদা মহাবিদ্যার নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কামাখ্যা ও বাসলী অন্যতমা। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় আরও কয়েকটি বাসলী বা বাসিরী মূর্ত্তি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন, সেগুলি সরস্বতী মূর্ত্তি।[২] আমাদের মনে হয়, এইরূপ কোন তান্ত্রিক সরস্বতীই প্রথমে বাসলী এবং তাহার পর মঙ্গলচণ্ডীতে রূপান্তরিত হইয়াছিলেন। কালিকাপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, বসন্তকাল ও পঞ্চমস্বর মঙ্গল-চণ্ডীর প্রিয়। ইহাও মঙ্গলচণ্ডীর সহিত সরস্বতীর সম্পর্ক সমর্থন করে। সরস্বতী-মূর্ত্তির কাঠামোর উপর যথাক্রমে মহিষ-মর্দ্দিনী, লক্ষ্মী ও উমা-মূর্ত্তির প্রলেপ দিয়া মঙ্গলচণ্ডীর প্রতিমা নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহাই আমাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

১ *Linguistic Survey of India*, Vol. IV, p. 315 ;
R. Narasimhacharya, *History of Kannada Literature*, 1940.

২ "সরস্বতী," পৃ: ৯৮-১০০।

এইরূপ মিশ্র-দেবতার কথা যে আমরা নূতন বলিতেছি তাহা নহে। দেব-জগতে ঐতিহাসিকের সন্ধানী আলোক নিক্ষেপ করিলে সে রাজ্যেও জন্ম, ক্রমবিকাশ ও মৃত্যুর প্রভাব দেখিতে পাওয়া যাইবে। সেখানেও নূতন নূতন দেব-দেবীর জন্ম হইতেছে, তাঁহারাও নিজ নিজ প্রভাব বিস্তারের জন্য পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছেন এবং এই আত্ম-প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এক এক জন দেবতা পার্শ্ববর্ত্তী একাধিক দেব-শক্তিকে নিজের মধ্যে সংহত করিয়া পুষ্টি লাভ করিতেছেন। এমন কি সংগ্রামে পরাজিত হইয়া অনেকে অন্য কোনও দেবতার মধ্যে আত্ম-গোপন করিতেছেন। কেহ কেহ বৈদিক বরুণের ন্যায় মর্য্যাদা-ভ্রষ্ট হইয়া কালপাত করিতেছেন। কোনও কোনও দেবতার নাম ও পরিচয় লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। সব দেশেই দেব-জগৎ এই জৈব নিয়মের অধীন।[১] ঐতিহাসিক দৃষ্টি লইয়া বিচার করিলে আমাদের দেশেও বৈদিক ওঅবৈদিক দেবতাদের মধ্যে এই ক্রমবিকাশ ও মিশ্রণ পাওয়া যাইবে। আমাদের বর্ত্তমান ধর্ম্ম-জীবনের উপর এখানকার আদিবাসীদের প্রত্যক্ষ প্রভাব এখনও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় নাই। কিন্তু বাঙালীর ধর্ম্ম-কর্ম্মে তন্ত্রের প্রভাব শুধু কল্পনা-মাত্র নহে। সেই তন্ত্রশাস্ত্রে মিশ্রদেবতার বহু নজীর পাওয়া যায়।

হিন্দুর পূজা-পদ্ধতি, আচার, দীক্ষা প্রভৃতি বৈদিক ও তান্ত্রিক ভেদে দ্বিবিধ। সেজন্য মনে হয়, তান্ত্রিক ধর্ম্ম-কর্ম্ম বৈদিক ধারার প্রতিযোগী অপর একটি ধারা।[২] বেদে কোনও উল্লেখযোগ্য ভয়ঙ্করী দেবীমূর্ত্তির কথা পাওয়া যায় না। প্রকৃতি ফলে, জলে, শস্যে বৈদিক আর্য্যদের সম্মুখে কল্যাণী মাতৃ-মূর্ত্তিরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেইরূপ বজ্র, বিদ্যুৎ, বর্ষণ প্রভৃতির মধ্য দিয়া প্রকৃতির রুদ্রমূর্ত্তিও তাঁহারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তবে ধ্বংসের দেবতাকে বৈদিক আর্য্যগণ পুরুষ-মূর্ত্তি-রূপেই প্রথমে কল্পনা করেন। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই রুদ্রের কথা মনে পড়ে। এই ভয়ঙ্কর দেবতা যাহাতে গবাদি পশু ও সন্তান-সন্ততি ধ্বংস না করেন সেজন্য বেদে তাঁহাকে নানা ভাবে স্তব-স্তুতি করা হইয়াছে।[৩] নির্ঋতি, অপ্বা, কৃত্যা, অলক্ষ্মী, যাতুধানী

১ J. S. Frazer, *The Golden Bough*, Vol. III, The Dying God, Ch. I, Mortality of Gods; 1914.

২ এবিষয়ে চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী-লিখিত "তন্ত্রের প্রাচীনতা ও প্রামাণ্য" প্রবন্ধে (হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা, ১ম খণ্ড) বহু মূল্যবান্ তথ্য পাওয়া যায়।

৩ R. G. Bhandarkar, Collected Works, Vol. IV, *Vaisnavism*, ., p. 146 ; যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি, পূজা-পার্ব্বণ, পৃঃ ১০২-৩।

প্রভৃতি অপদেবতার কথাও বেদে পাওয়া যায়। কিন্তু ইঁহারা সকলেই স্ত্রী-দেবতা নহেন, এবং ইঁহাদের অনিষ্ট করিবার শক্তি খুবই সামান্য। অপর পক্ষে তন্ত্রে বহু ঘোরা, উগ্র প্রকৃতির স্ত্রী-দেবতা পাওয়া যাইতেছে। অভীষ্ট যন্ত্র-মন্ত্র-বলি প্রভৃতি দ্বারা তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিতে না পারিলে, তাঁহারা সব কিছুই ধ্বংস করিয়া ফেলেন। বৈদিক দেব-দেবী সকলেই প্রায় সাধারণ নর-নারীর ন্যায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বিশিষ্ট। কিন্তু তন্ত্রে প্রায়শঃ একের অধিক মস্তক-বিশিষ্ট এবং দুইয়ের অধিক নেত্র ও হস্ত-বিশিষ্ট দেবতার মূর্ত্তি পাওয়া যায়, এবং ইঁহাদের আয়ুধগুলিও মারাত্মক। সেজন্য মনে হয়, গোড়ায় তন্ত্রে ঘোরা দেবী-মূর্ত্তির প্রাধান্য ছিল। যিনি মা, তিনি কখনও সন্তানের অনিষ্ট করিতে পারেন না।[১] এই সকল উগ্রচণ্ডা তান্ত্রিক মাতৃ-মূর্ত্তি হিন্দুদের মনে বিশেষ রেখাপাত করিতে পারে নাই। সেজন্যই আদি-তান্ত্রিক ও বৈদিক দেবী-মূর্ত্তি মিশ্রিত করিয়া পরবর্ত্তী তান্ত্রিক দেবীমূর্ত্তি সকল গঠিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এই সকল তান্ত্রিক দেবী-মূর্ত্তি ক্রমে ক্রমে পৌরাণিক সাহিত্যেও স্থান লাভ করে। শুধু তন্ত্রে নহে, জৈন মূর্ত্তি-শিল্পেও এইরূপ বহু মিশ্র-দেবতার পরিকল্পনা পাওয়া যায়। অধ্যাপক বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জৈন মূর্ত্তিগুলি বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের মধ্যে উগ্র যক্ষিণী-মূর্ত্তি ও শান্ত বিদ্যা-দেবী-মূর্ত্তির বিবিধ মিশ্রণ দেখাইয়াছেন। আমরা প্রথমে তন্ত্র ও মূর্ত্তি-শিল্প হইতে মঙ্গল-চণ্ডীর অনুরূপ কয়েকটি মিশ্র-দেবী-মূর্ত্তির কথা উল্লেখ করিব।

তান্ত্রিক দেবী-মূর্ত্তিগুলিকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে—(১) মাতৃ-মূর্ত্তি, (২) শক্তি-মূর্ত্তি ও (৩) ডাকিনী-মূর্ত্তি। (১) সমস্ত তন্ত্রেই নানা প্রকার সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী মাতৃ-মূর্ত্তির কথা পাওয়া যায়। সর্ব্ব-জননী, অম্বিকা, শারদা, দুর্গা, মহালক্ষ্মী, মহাকালী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি নামে তন্ত্রগুলিতে তাঁহাকে পাই। তিনি আদি-জননী, আদ্যা-শক্তি, এবং ব্রহ্মের সমান

১ তুলনীয় : "Throughout India the villagers dread and take endless trouble to placate the Matal or village Mothers. These dangerous and malignant beings are the cause of disease, domestic tragedy and accident. It would be an interesting subject for psycho-analytic research to discover why the beautiful name 'Mother' should be given to these blood-thirsty deities."—Verrier Elwin, *The Muria and Their Ghotul*, 1947, p. 186.

মর্য্যাদা-বিশিষ্ট সর্ব্বশক্তিময়ী দেবী। (২) শক্তি-মূর্ত্তি মাতৃ-মূর্ত্তির ন্যায় সর্ব্ব-গুণময়ী নহেন। শাক্ত মত-অনুযায়ী পুরুষ-দেবতার শক্তি আছে, কিন্তু তিনি একা কিছুই করিতে পারেন না। মস্তিষ্ক যেমন চিন্তা করিতে পারে, কিন্তু চিন্তা অনুযায়ী কর্ম্ম করিতে হইলে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সাহায্য আবশ্যক হয়, সেইরূপ দেবগণের বিশেষ বিশেষ ঐশ্বর্য্য বা শক্তি তাঁহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট স্ত্রী-দেবতার মধ্য দিয়াই প্রকটিত হয়। (৩) ডাকিনীগণ সীমাবদ্ধ শক্তি-বিশিষ্ট সহচরী-দেবতা।

তন্ত্রে ও পুরাণে বহু 'সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী' মাতৃ-মূর্ত্তির কথা পাওয়া যায়। ইঁহারা সকলেই মিশ্র-দেবতা; শান্ত ও উগ্র দেবী-মূর্ত্তির বিভিন্ন গুণ ও শক্তির মিশ্রণে এই সকল মাতৃ-মূর্ত্তির পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে। মার্কণ্ডেয়-পুরাণের অন্তর্গত দেবী-মাহাত্ম্যে যে-দেবীর কথা পাওয়া যায়, তিনি সমস্ত দেব-দেবীর তেজঃ, শক্তি ও আয়ুধ লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহাই তান্ত্রিক ও পৌরাণিক মিশ্র-দেবতার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। দুর্গোৎসবের মধ্য দিয়া বাংলাদেশে এই দেবতারই প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। মহিষমর্দ্দিনী চণ্ডীর আধারে এই দেবী-মূর্ত্তি গঠিত হয়। শারদাতিলক একখানি প্রসিদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থ। এশিয়াটিক সোসাইটির পুথিশালায় ১৪শ–১৫শ শতকে লিপিবদ্ধ শারদাতিলকের পুথি আছে। এই গ্রন্থের বাগ্দেবী-প্রকরণে শারদা নামক এক দেবীর কথা বর্ণিত হইয়াছে। টীকাকার রাঘবভট্ট শারদা শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিয়া বলিয়াছেন[১]: "শারং স্থূলং কর্ম্মফলং তদ্দদাতি ইতি শারদা, তত্তৎকারণত্বেন ব্রহ্মবিদ্যাধিরূঢ়া সতী দ্যতি খণ্ডয়তীতি বা শারদা চিচ্ছক্তিঃ।" শারদাতিলকে এই মাতৃ-মূর্ত্তির ধ্যান এইরূপ:

কলাত্মা বর্ণজননী দেবতা শারদা স্মৃতা।
হ্রস্বদীর্ঘান্তরগতৈঃ ষড়ঙ্গং প্রণবৈঃ স্মৃতম্ ॥
হস্তৈঃ পদ্মং রথাঙ্গং গুণমথ হরিণং পুস্তকং বর্ণমালাং
টঙ্কং শুভ্রং কপালং বরমমৃতলসদ্ধেমকুম্ভং বহন্তীম্।[২]

সরস্বতীর সহিত এই দেবীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইনি কলাত্মা, বর্ণ-জননী দশভুজা শারদা। ইঁহার আয়ুধ—পদ্ম, চক্র, ত্রিশূল, মৃগ, পুস্তক, অক্ষমালা, পরশু, কপাল, শঙ্খ ও কলশ। আয়ুধগুলির মধ্যে পদ্ম, অক্ষমালা, পুস্তক প্রভৃতি কল্যাণী মাতৃমূর্ত্তির প্রতীক। সঙ্গে সঙ্গে দেবীর হস্তে পরশু,

১ শারদাতিলক, কাশী সংস্কৃত সিরীজ, পৃঃ ৮।
২ ঐ ৬; ৩৫-৩৬, পৃঃ ২০১।

ত্রিশূল, কপাল প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রও শোভা পাইতেছে। কালিকাপুরাণে এই শারদাকে দুর্গা ও কামাখ্যার সহিত মিশাইয়া দিবার চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। শারদাতিলকে জগৎ-স্বামিনী নামে আর এক চতুর্ভুজা মাতৃ-মূর্ত্তির কথা আছে, তাঁহার আয়ুধ—জপমালা, দুই পদ্ম ও পুস্তক। চারিটি গজ এই দেবীর মস্তকে বারি-সিঞ্চন করিতেছে। জগদীশ্বরীও চতুর্ভুজা মাতৃকামূর্ত্তি, তাঁহার হস্তে জপমালা, পাশ, অঙ্কুশ ও পুস্তক। তিনি পদ্মের উপর উপবিষ্টা।[২] এই দুই দেবী-মূর্ত্তির মধ্যে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মিশ্রণ হইয়াছে। তন্ত্রসারে শ্রীবিদ্যা নামে এক মূল দেবীর কথা বলা হইয়াছে, তাঁহার নামান্তর ত্রিপুরসুন্দরী, তিনি বিষ্ণু-পত্নী। শ্রী ও বাগ্‌দেবীর সমন্বয়ে এই দেবী-মূর্ত্তি গঠিত।

মূর্ত্তি-শিল্পও ছোটখাট বহু মিশ্রণের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। দুই একটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। লক্ষ্মণ সেন তাঁহার রাজত্বকালের তৃতীয় বৎসরে এক দেবী-মূর্ত্তি[৩] প্রতিষ্ঠা করেন, এই মূর্ত্তি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর দণ্ডায়মানা এবং ইঁহার দুই দিক্ হইতে দুই গজ দেবীর মস্তকে বারি-সিঞ্চন করিতেছে। কিন্তু এই দেবী-মূর্ত্তির নীচে একটি সিংহও ক্ষোদিত দেখা যায়। ক্ষোদিত লিপিতে এই দেবীকে চণ্ডী নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এখানে গজ-লক্ষ্মী ও সিংহ-বাহনার মিশ্ররূপকে চণ্ডী আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, ইহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

নান্নুরের বাসলী মূর্ত্তি পুস্তক-অক্ষমালা-বীণাহস্তা সরস্বতীর প্রস্তরময়ী প্রতিমা। কিন্তু ছাতনার বাসলী দ্বিভুজা, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে খড়্গ, বামে খর্পর, প্রশান্ত হসিত-বদনা, কর্ণে কুণ্ডল, কণ্ঠে মুণ্ডমালা, নূপুর-শোভিত চরণদ্বয়ের বামটি শয়ান এক অসুরের জঙ্ঘায় এবং অন্যটি অসুরের মস্তকে স্থাপিত।[৪] কাশীর প্রসিদ্ধ প্রাচীন বাগীশ্বরী মন্দিরের মূর্ত্তিও সিংহ-বাহনা সরস্বতী। প্রচলিত সরস্বতী-মূর্ত্তির সহিত এই দুই দেবী-মূর্ত্তির পার্থক্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। দুঃখের বিষয় তন্ত্রশাস্ত্রের বিপুল অংশ এখনও অমুদ্রিত অবস্থায় রহিয়াছে। উহাদের মধ্যে লক্ষ্মণ সেনের চণ্ডীর, ছাতনার বাসলীর ও কাশীর বাগীশ্বরী মূর্ত্তির আদর্শ পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় 'সরস্বতী' নামক তথ্যবহুল গ্রন্থে আরও কয়েকজন সিংহ-বাহনা ও সিংহারূঢ়া

১ শারদাতিলক ও কাশী সংস্কৃত সিরীজ, ৬ ; ৫২। ২ ঐ, ৬ ; ৪৮।

৩ এসিয়াটিক সোসাইটি জর্নাল, জুলাই, ১৯১৩, পৃঃ ২৮৯-৯০।

৪ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, ৩য় সংস্করণ, ভূমিকা, পৃঃ ১৷৵০।

সরস্বতী মূর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে সিংহ-বাহনা সরস্বতী বৌদ্ধ মূর্ত্তি।

আমরা মঙ্গলচণ্ডীর ন্যায় অন্য কয়েকটি মিশ্র দেবী-মূর্ত্তি তন্ত্র ও মূর্ত্তি-শিল্প হইতে দেখাইলাম। আমাদের মতে মঙ্গলচণ্ডীর মধ্যে সরস্বতী, মহিষ-মর্দ্দিনী চণ্ডী, লক্ষ্মী ও উমার সমন্বয় ঘটিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশে প্রচলিত লক্ষ্মী-সরস্বতী-কার্ত্তিক-গণেশ-সমন্বিত মহিষ-মর্দ্দিনী দুর্গা-প্রতিমার কথা স্বভাবতঃই মনে পড়ে। এই প্রতিমাতেও আমরা উপরি-উক্ত চারিজন দেবীর সমাবেশ দেখিতে পাই। মহিষ-মর্দ্দিনী চণ্ডী মূর্ত্তিই দুর্গা-প্রতিমার প্রধান অঙ্গ। পূজাতেও অষ্টশক্তিসহ[১] মহিষ-মর্দ্দিনীকেই আবাহন করিয়া প্রধানতঃ তাঁহারই অর্চনা করা হয়। দুর্গাপূজায় লক্ষ্মী-সরস্বতী-কার্ত্তিক-গণেশ প্রভৃতি দেবীর 'সাঙ্গোপাঙ্গ'। এক দিকে লক্ষ্মী-সরস্বতীকে মহিষ-মর্দ্দিনী প্রতিমার সহিত যুক্ত করিয়া উগ্র ও শান্ত মূর্ত্তির সমাবেশ করা হইয়াছে এবং অন্য দিকে কার্ত্তিক ও গণেশকে প্রতিমায় স্থান দিয়া মহিষ-মর্দ্দিনী চণ্ডীর সহিত মাতৃ-মূর্ত্তি উমার সমীকরণ করা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, দুর্গা-প্রতিমায় উগ্রমূর্ত্তি মহিষ-মর্দ্দিনীই প্রধান দেবতা, তাঁহার সহিত লক্ষ্মী, সরস্বতী ও উমার পরি-কল্পনা যুক্ত করিয়া এক সর্বৈশ্বর্য্যময়ী, সর্ব্বগুণময়ী, মাতৃ-মূর্ত্তি গঠিত হইয়াছে। মঙ্গলচণ্ডীও দুর্গার ন্যায় মিশ্র মাতৃ-মূর্ত্তি। শান্ত-মূর্ত্তি বাগ্‌দেবীর সহিত উগ্র-মূর্ত্তি মহিষ-মর্দ্দিনী এবং শান্ত-মূর্ত্তি লক্ষ্মী ও উমার রূপ-গুণ মিশাইয়া মঙ্গলচণ্ডীর পরিপূর্ণ রূপ প্রস্তুত হইয়াছিল। চণ্ডীমঙ্গলের দেবী এইরূপ মিশ্র-মূর্ত্তি বলিয়াই তাঁহাকে পৌরাণিক মাতৃ-মূর্ত্তি বলিয়া চিনিতে বিলম্ব হয়।

দুর্গা-cult-এর ন্যায় মঙ্গলচণ্ডী-cult'ও এক সময়ে এদেশে প্রচলিত ছিল। এই দেবীর পূজা লৌকিক ধর্ম্ম-কর্ম্ম মাত্র, এই মতবাদ সমর্থন করা যায় না। তাহার কারণ বাঙালীর পৌরাণিক ধর্ম্ম-কর্ম্মসম্বন্ধে যাঁহার কথার উপর আর কথা চলে না, সেই রঘুনন্দন স্বয়ং তাঁহার "কৃত্যতত্ত্বে" মঙ্গলচণ্ডীর পূজাবিধি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন,

"এবং রোগাদিশান্ত্যর্থং মঙ্গলবারমারভ্য মঙ্গলবারপর্য্যন্তং গীতাদিভিঃ পরিপূজয়েৎ।"[২]

[১] উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা। চণ্ডা চণ্ডাবতী চৈব চামুণ্ডা চণ্ডিকা তথা॥ আভিঃ শক্তিভিরষ্টাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতম্। চিন্তয়েৎ সততং দেবীং ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষদাম্॥ কালিকাপুরাণ, পঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত ৫৯; ২২।

[২] অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব, পৃঃ ৬৩৯।

রঘুনন্দন এক মঙ্গলবার হইতে আর এক মঙ্গলবার পর্য্যন্ত আট দিন ধরিয়া গীতাদি দ্বারা মঙ্গলচণ্ডিকার পূজা করার কথা বলিয়াছেন। অষ্টবাসরীয় গীতের উল্লেখ থাকায় এই দেবী ও চণ্ডীমঙ্গলের দেবী যে এক, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। কালিকাপুরাণ একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। ইহাতেও মঙ্গলচণ্ডী-cult-এর কথা পাওয়া যায়। ইহার এক স্থানে আছে:

পটেষু প্রতিমায়াং বা ঘটে মঙ্গলচণ্ডিকাম্ ।।
যঃ পূজয়েদ্ ভৌমদিনে শুভৈর্দ্দূর্ব্বাঙ্কুরৈঃ শিবাম্ ।
সততং সাধকঃ সো'পি কামমিষ্টমবাপ্নুয়াৎ ।। (৮০ ; ৬৪, ৬৫)

চণ্ডীমঙ্গলের মঙ্গলচণ্ডীর সহিত এই দেবীর সাদৃশ্য পাওয়া যাইতেছে।

কালিকাপুরাণের রচনাকাল আমাদের জানা নাই। রঘুনন্দন কালিকা-পুরাণকে প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া মানিতেন। তিনি ইহা হইতেই মঙ্গলচণ্ডী-পূজার কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন। রঘুনন্দনেরও পূর্ব্ববর্ত্তী স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন শূলপাণি (১৪শ–১৫শ শতক)।[১] তিনিও তাঁহার দুর্গোৎসব-বিবেকে কালিকা-পুরাণ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছিলেন।[২] সুতরাং কালিকাপুরাণ ১১শ–১২শ শতকের পরবর্ত্তী রচনা হইতে পারে না। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, মঙ্গলচণ্ডীর ধারা তাহারও পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। আরও দুইখানি পুরাণে[৩] মঙ্গলচণ্ডীর কথা পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ ১৫শ–১৬শ শতকের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ অপেক্ষাকৃত প্রাচীন গ্রন্থ। ইহা ১০ম–১১শ শতকে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। চণ্ডীমঙ্গলসম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনাকারিগণ সকলেই এই দুইখানি পুরাণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া আমরা ঐ পুরাণ দুইটি হইতে প্রয়োজনীয়

১ শূলপাণি আরও প্রাচীনকালের লোক হইতে পারেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে তাঁহার আবির্ভাবকাল যথাক্রমে ১২শ ও ১১শ শতক। এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য আলোচনার জন্য মনোমোহন চক্রবর্ত্তী-লিখিত "The History of Smriti in Bengal and Mithila" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য—এশিয়াটিক সোসাইটি জর্নাল, ১৯১৫।

২ R. P. Chanda, *The Indo- Aryan Races*, p, 126;
মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, ঐ, পৃ: ৩৩৮।

৩ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড, ৪৪শ অধ্যায়। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, বঙ্গবাসী সং, উত্তর-খণ্ড, ১৬শ অধ্যায়।

অংশের পুনরুক্তি করিলাম না। কালিকাপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে মঙ্গলচণ্ডী-cult-এর কথা পাওয়া যাইতেছে; তাহা ছাড়া রঘুনন্দনও এই দেবীর পূজায় দেশবাসীকে উৎসাহিত করিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, অন্ততঃ পক্ষে ১০ম—১১শ শতক হইতে পৌরাণিক দেবীরূপেই মঙ্গলচণ্ডীর পূজা এদেশে চলিয়া আসিতেছে এবং চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ এই দেবীর পরি-কল্পনার জন্য পুরাণের নিকটেই ঋণী ছিলেন। তাঁহারা কোন অপৌরাণিক ধর্ম্ম-জগৎ হইতে মঙ্গলচণ্ডীকে গ্রহণ করেন নাই।

এখানে একটি কথা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। বৃন্দাবন দাস সেযুগের (১৬শ শতকের প্রথমার্দ্ধ) বাঙালী জনসাধারণকে মঙ্গলচণ্ডী ও বিষহরির পূজায় মত্ত দেখিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন ও এই ধরণের পূজাকে নিম্নস্তরের ধর্ম্ম-কর্ম্ম বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলেন। বৃন্দাবন দাসের এই আক্ষেপোক্তিকে মঙ্গলচণ্ডীর লৌকিকত্বের প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। অর্থাৎ মঙ্গলচণ্ডী যদি নিম্ন-সমাজ হইতে গৃহীত লৌকিক দেবী না হইয়া পৌরাণিক দেবতাই হইবেন, তাহা হইলে বৃন্দাবন দাস তাঁহার পূজা করাকে নিন্দা করিবেন কেন? আমাদের মনে হয়, বৃন্দাবন দাসের এই আক্ষেপ ও নিন্দার কারণ, তিনি 'চৈতন্য-ভাগবতে' কামনা-বাসনা-শূন্য কৃষ্ণ-প্রেমেই জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। সেজন্য কি পৌরাণিক, কি অপৌরাণিক, সমস্ত সকাম ধর্ম্ম-কর্ম্মই তাঁহার অনুমোদন লাভ করিতে পারে নাই। ঐ গ্রন্থে এক স্থানে শ্রীচৈতন্য শ্রীধরকে বলিতেছেন:

> লক্ষ্মী-কান্ত সেবন করিয়া কেন তুমি।
> অন্ন-বস্ত্রে কষ্ট পাও কহ দেখি শুনি॥
> দেখ এই চণ্ডী বিষহরিরে পূজিয়া।
> কে না ঘরে খায় পরে যত নগরিয়া॥ আদি—৮

চণ্ডীমঙ্গলগুলিতে মঙ্গলচণ্ডীকে এই ভাবেই অঙ্কিত করা হইয়াছে। তিনি আশ্রিতকে রক্ষা করিয়া ধন-সম্পদ্ দান করেন, ইহাই তাঁহার প্রধান কৃতিত্ব। পার্থিব ধন-সম্পদের জন্য দেবতার এই ভক্তিহীন সকাম পূজাতেই বৃন্দাবন দাসের আপত্তি।

মঙ্গলচণ্ডীকে পৌরাণিক গোষ্ঠী-বহির্ভূত লৌকিক দেবতা বলিয়া মনে করা অসঙ্গত। মঙ্গলচণ্ডী এক সময়ে এদেশে অন্যান্য পৌরাণিক দেবীর সমান মর্য্যাদা পাইয়াই পূজিত হইতেন, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু নানা কারণ-বশতঃ দুর্গা-cultই বাংলাদেশে বিশেষ প্রসার লাভ করিতে থাকে। ১১শ

হইতে ১৬শ শতকের মধ্যে জীমূতবাহন, শূলপাণি, বৃহস্পতি মহিন্তা, বিদ্যাপতি, রঘুনন্দন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ দুর্গাপূজা-সম্বন্ধে নিবন্ধ রচনা করেন। এইভাবে ক্রমে ক্রমে দুর্গাপূজাই বাংলার জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়। অপর পক্ষে মঙ্গলচণ্ডীর ধারা পণ্ডিত-সমাজের পৃষ্ঠপোষকতা-লাভে অসমর্থ হইয়া প্রধানতঃ মঙ্গলচণ্ডীর গীতগুলির মধ্যে কোনও প্রকারে অস্তিত্ব বজায় রাখে। শারদীয়া দুর্গাপূজার সময়ে চণ্ডীপাঠের রীতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দুর্গাপূজার কয়দিন মঙ্গলচণ্ডীর গীত গাওয়া হইত। এইভাবে এই দুই ধারার মিলন-সাধনের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সে যুগে দেশে সংস্কৃতের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইতেছিল বলিয়াই হউক অথবা চণ্ডী-সপ্তশতীর উদাত্ত সুরের জন্য কিংবা অন্য যে-কারণেই হউক, মঙ্গলচণ্ডীর গীতের পক্ষে চণ্ডী-সপ্তশতীকে স্থানচ্যুত করা সম্ভবপর হয় নাই। এইভাবে মঙ্গলচণ্ডী বিশিষ্ট পৌরাণিক দেবতাগণের পঙ্‌ক্তি হইতে ক্রমে ক্রমে চ্যুত হইয়া পড়িলেন।

বাংলাদেশে দুর্গাপূজা-সম্বন্ধে নানা প্রকার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। তাহাদের মধ্যে কালিকাপুরাণ-বর্ণিত পদ্ধতি অন্যতম। এই কালিকাপুরাণেই মঙ্গলচণ্ডীর পূজার কথাও পাওয়া যায়। কালিকাপুরাণের মঙ্গলচণ্ডী ও চণ্ডী-মঙ্গলের দেবীর মধ্যে সাদৃশ্য আছে, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই দুই দেবী যে মূলতঃ এক, ইহা বুঝাইবার জন্য আরও বিস্তৃত আলোচনা হওয়া আবশ্যক। এই পুরাণে চণ্ডীমঙ্গলের দেবীর পূর্ব্ববর্ত্তী স্তরের সন্ধান পাওয়া যায়। চণ্ডীমঙ্গলের দেবীর মধ্যে উমা, লক্ষ্মী, মহিষমর্দ্দিনী চণ্ডী ও সরস্বতীর সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। কালিকাপুরাণ-বর্ণিত মঙ্গলচণ্ডী ও দুইজন দেবী-মূর্ত্তির সমন্বয়ে গঠিত, তাঁহাদের একজন শান্তপ্রকৃতির ও অন্য জন উগ্রপ্রকৃতির। কালিকাপুরাণে মঙ্গলচণ্ডীর দ্বিবিধ মূর্ত্তির কথা বলা হইয়াছে, তাঁহাদের নাম ললিত-কান্তা ও তীক্ষ্ণ-কান্তা। তুলনীয়ঃ

পরা ললিতকান্তাখ্যা যা শ্রীমঙ্গলচণ্ডিকা।
তস্যাস্তু সততং রূপং তীক্ষ্ণকান্তাহ্বয়ং নৃপ।।
লোহিতাঙ্গস্য দিবসঃ প্রিয়ো'স্যাঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কালো বসন্তকালশ্চ স্বরশ্চাপি তু পঞ্চমঃ।। (৮০; ৩৯ ও ৫৯)

বসন্তকাল ও পঞ্চমস্বর এই দেবীর প্রিয়। ইহা সরস্বতীর কথা মনে করাইয়া দেয়। আবার উগ্র মাতৃ-মূর্ত্তির ন্যায় মঙ্গলবার এই দেবীর প্রিয় বার। দূর্ব্বাঙ্কুর ও আতপ তণ্ডুল দ্বারা এবং ঘটে এই দেবীর পূজা করা হয়, এই পূজা-বিধির সহিত চণ্ডীমঙ্গল-বর্ণিত দেবীর পূজা-বিধির মিল পাওয়া যাইতেছে।

কালিকাপুরাণেও মঙ্গলচণ্ডীর সহিত উমার সমীকরণের আভাস পাওয়া যায়, কারণ একাক্ষর উমা-মন্ত্রের দ্বারাই মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করার কথা ইহাতে বলা হইয়াছে (৮০ ; ৬৬)। এই কারণেই পরবর্ত্তী যুগে মুকুন্দরাম প্রভৃতি কবিগণ চণ্ডীমঙ্গলের মুখবন্ধস্বরূপ উমা-মহেশের কাহিনী সংযুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কালিকাপুরাণে শান্ত ও উগ্র ভেদে মঙ্গলচণ্ডীর দ্বিবিধ মূর্ত্তি বর্ণিত হওয়ায় ইহার মধ্যেই 'মঙ্গল-চণ্ডী'র নামের প্রকৃত তাৎপর্য্য পাওয়া যাইতেছে। দেবী একাধারে 'মঙ্গলা' এবং 'চণ্ডী', অর্থাৎ তিনি একাধারে শান্ত ও উগ্র গুণময়ী মিশ্র মাতৃ-মূর্ত্তি।

তাহা হইলে কালিকাপুরাণের মঙ্গলচণ্ডী ও চণ্ডীমঙ্গলের দেবীর মধ্যে গুণ-গত সাদৃশ্য পাওয়া যাইতেছে। কালিকাপুরাণ-বর্ণিত মঙ্গলচণ্ডীই কালক্রমে চণ্ডীমঙ্গলের দেবীতে পরিণত হইয়াছিলেন, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। কালিকা-পুরাণেরও পূর্ব্বে মঙ্গলচণ্ডী-cult-এর অস্তিত্ব ছিল কি-না, তাহা এবার বিচার করা আবশ্যক। প্রাচীন ও প্রধান পুরাণগুলিতে মঙ্গলচণ্ডীর সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু মঙ্গলচণ্ডীর অনুরূপ বহু মিশ্র-দেবতা তন্ত্রে পাওয়া যায়, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে প্রাচীন পুরাণগুলি বৈদিক ধর্ম্ম-কর্ম্মের ঐতিহ্য-বাহী। কিন্তু তন্ত্র বেদের প্রতিযোগী অপর একটি ধারা। তন্ত্রের উদ্ভব কবে হইয়াছিল নির্ণয় করা কঠিন। তবে একটি বিষয় লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, বৈদিক যুগের অন্যতম প্রধান দেবী সরস্বতী পুরাণে সেরূপ মর্য্যাদা পান নাই, অথচ তন্ত্রে সরস্বতী একজন প্রধান দেবতা। ইহা হইতে স্বভাবতঃই মনে হয়, বৈদিক যুগের শেষ ভাগেই তন্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছিল। তন্ত্রে উপাসনার একটি নূতন পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। এই নূতন বিদ্যাকে বৈদিক ভিত্তি-ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই সরস্বতীকে তন্ত্রে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাই আমরা তন্ত্রে বাগ্‌দেবীর সহিত উগ্র মাতৃমূর্ত্তিগুলির মিশ্রণের দ্বারা নূতন নূতন শান্তোগ্র মিশ্র-দেবতা সৃষ্টি করিতে দেখিতে পাই। মঙ্গলচণ্ডীও এইরূপ একটি শান্তোগ্র দেবীমূর্ত্তি। সেজন্য ইহা খুবই সম্ভব যে, পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও তান্ত্রিক শান্তোগ্র দেবীর প্রভাব কালিকাপুরাণের মঙ্গলচণ্ডীর উপর পড়িয়াছিল। তন্ত্রে মঙ্গলচণ্ডীর কথা পাওয়া যায় কি-না, তাহা এখন অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক।

বিশ্বসারতন্ত্র একখানি প্রসিদ্ধ তন্ত্র-গ্রন্থ। ইহাতে মঙ্গলচণ্ডী ও তাঁহার গীত-সম্বন্ধে মূল্যবান্ তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ "তন্ত্রসারে" এই তন্ত্র হইতে অনেক কবচ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, তন্ত্রখানি বাংলাদেশে বিশেষ প্রচলিত ছিল। ইহাতে সরস্বতী-

কবচ ও মহিষমর্দ্দিনী-কবচ ধারণের পূর্ব্বে তিন দিন ধরিয়া "আখেটক-উপাখ্যান" শ্রবণ করার কথা বলা হইয়াছে। যথা,

আখেটকমুপাখ্যানং তত্র কূর্য্যাদ্ দিনত্রয়ম্।
তদা ধরেন্মহাবিদ্যাং কবচং সর্ব্বকামদম্ ॥[১]

তিন দিন ধরিয়া গীত হইবার মত কোন প্রসিদ্ধ পৌরাণিক ব্যাধোপাখ্যান আমাদের জানা নাই। দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতুর কাহিনীটি তিন দিনে ছয় পালায় সমাপ্ত হইতে দেখা যায়। সুতরাং বিশ্বসারতন্ত্রে চণ্ডীমঙ্গল-কাহিনীর একটি প্রাচীন সূত্র পাওয়া যাইতেছে, এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এবং মঙ্গলচণ্ডীর মূর্ত্তি যে মূলতঃ সরস্বতী ও মহিষমর্দ্দিনীর সমন্বয়েই গঠিত হইয়াছিল আমাদের এই মতও বিশ্বসারতন্ত্রে সমর্থিত হইতেছে। এশিয়াটিক সোসাইটিতে ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে বিশ্বসারতন্ত্রের দুইখানি খণ্ডিত পুথি আছে। বিশ্বসারের অংশবিশেষ বলিয়া কথিত ঐ খণ্ডিত পুথি দুইটিতে শ্রীচৈতন্যের কথা বর্ণিত হইয়াছে।[২] কিন্তু বিশ্বসারতন্ত্রের সম্পূর্ণ পুথিতে এই অংশ খুঁজিয়া পাই নাই। কালী, দুর্গা, ত্রিপুরসুন্দরী, মহিষমর্দ্দিনী, সরস্বতী (যিনি বলি গ্রহণ করেন)—এই সকল তান্ত্রিক মাতৃমূর্ত্তির যন্ত্র-কবচ-সহস্রনাম প্রভৃতি যাহাতে বর্ণিত হইয়াছে, এইরূপ একখানি খাঁটি তন্ত্র-গ্রন্থে মধ্যপথে শ্রীচৈতন্যকে অবতার বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। এই অংশটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রমাণিত হইলে বিশ্বসারকে একখানি প্রাচীন তন্ত্র-গ্রন্থ বলিতে কোনও বাধা থাকে না।

বিশ্বসারতন্ত্রে মঙ্গলচণ্ডী নামে কোনও দেবীর কথা পাওয়া না গেলেও, মহিষমর্দ্দিনী ও সরস্বতীর প্রসঙ্গে আখেটক-উপাখ্যানের উল্লেখ থাকায় বুঝা যাইতেছে, মঙ্গলচণ্ডীর মিশ্র রূপ তখনও দানা বাঁধিয়া উঠে নাই। একটি কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া দুইটি বিপরীত প্রকৃতি-বিশিষ্ট দেবী কিভাবে পরস্পরের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, বিশ্বসারে তাহারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

[১] বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, পুথি নং ১২৯৯, পৃঃ ৮৯।১; ১১৪।১। তন্ত্রসারেও কবচ দুইটি উদ্ধৃত হইয়াছে; কিন্তু ঐ গ্রন্থে সরস্বতী-কবচটি লক্ষ্মী-কবচ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সরস্বতী-কবচে যেখানে "তত্র কূর্য্যাদ্" পাঠ আছে, সেই স্থলে মহিষমর্দ্দিনী-কবচে "কুমার্য্যৈব" পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়।

[২] কেহ কেহ বিশ্বসারতন্ত্রে নিত্যানন্দের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে বলিয়া ইহাকে অর্বাচীন তন্ত্র বলিয়া গণ্য করিয়াছেন।

এই তন্ত্রখানি কালিকাপুরাণের পরে সঙ্কলিত হইলেও ইহাতে প্রাচীন তন্ত্রের ধারা রক্ষিত হইয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তন্ত্রে মঙ্গলচণ্ডীর নাম বহু স্থলে পাওয়া না গেলেও মঙ্গলচণ্ডীর অনুরূপ বহু শান্তোগ্র দেবতার কথা তন্ত্রে পাওয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে একজনকে মঙ্গলচণ্ডীর তান্ত্রিক রূপ বলিয়া চিনিতে বিলম্ব হয় না। এই দেবীর নাম নীল-সরস্বতী। ভদ্র-কালী নামেও ইনি পরিচিত। এই দেবীর নামকরণের সহিত মঙ্গলচণ্ডীর নামকরণের ভাবগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। তন্ত্রে ইঁহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে:

কলৌ কৃষ্ণত্বমাসাদ্য শুক্লাপি নীলরূপিণী।
লীলয়া বাক্‌প্রদা চেতি তেন নীল-সরস্বতী॥[১]

অর্থাৎ শুক্লা-রূপিণী দেবীও কলিকালে কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়া নীল রূপ ধারণ করিয়াছেন। শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ যথাক্রমে শান্ত ও উগ্র মাতৃমূর্ত্তির প্রতীক। বৈদিক ঐতিহ্যের ধারক পৌরাণিক সরস্বতী সর্ব্ব-শুক্লা। কিন্তু যুগ-প্রয়োজনে তাঁহাকেও কৃষ্ণ-মূর্ত্তি মহাকালীর সহিত মিশ্রিত করিয়া নূতন দেবীমূর্ত্তি সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ মিশ্রিত করিলে নীলবর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া, এই দেবীর নাম হইয়াছে নীল-সরস্বতী—ইহাই উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য। বাংলাদেশে চড়ক-পূজার সময়ে নীলের পূজা করা হয়। এ-বিষয়ে প্রচলিত মত এই যে, মহাদেব নীলকণ্ঠ বলিয়াই 'নীল' নামে পূজিত হন। লক্ষ্য করিবার বিষয় মহাদেবের মধ্যেও রুদ্র ও শঙ্কর—এই দুই দেবের মিলন হইয়াছে, ইঁহাদের একজন কৃষ্ণবর্ণ ও অপর জন শুক্লবর্ণ। সেজন্য আমাদের মনে হয়, এই দুই বর্ণের মিশ্র-মূর্ত্তি বলিয়াই শান্তোগ্র মহাদেবকে 'নীল' রূপে কল্পনা করা হইয়াছিল। শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণের মিশ্রিত রূপকে শ্যাম বর্ণও বলা হয়। মহাভারতে 'শ্যাম' শব্দের এইরূপ নিরুক্তিই পাওয়া যায়। যথা

গৌরঃ কৃষ্ণশ্চ পতগস্তয়োর্বর্ণান্তরে নৃপ।
শ্যামো যস্মাৎ প্রবৃত্তো বৈ তস্মাৎ শ্যামো গিরিঃ স্মৃতঃ॥
—ভীষ্মপর্ব্ব, ১১, ২২

টীকাকার 'পতগঃ' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'মিশ্রবর্ণ'। শাক-দ্বীপি-ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক আনীত শাকদ্বীপি-ব্রাহ্মণগণই তাঁহাদের উপাস্য-দেবতা সূর্য্যের গুণাবলী কৃষ্ণে আরোপিত

[১] প্রকীর্ণ অংশ, রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত, পৃঃ ১।

করিয়াছিলেন এবং গৌরবর্ণ সূর্য্যের সহিত অসিত-বর্ণ কৃষ্ণকে মিশ্রিত করিয়া তাঁহারাই প্রথম শ্যামসুন্দরের কল্পনা প্রচার করিয়াছিলেন।[১] বৈষ্ণবশাস্ত্রেও শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য-মণ্ডিত দ্বিবিধ মূর্ত্তির কথা পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য ঐশ্বর্য্যবর্জিত, চির-মধুর, বর্হ-স্ফুরিত-রুচি গোপ-বেশধারী কৃষ্ণকেই আরাধনা করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে মুকুন্দরাম প্রভৃতি কবিগণের রচনাতেও মঙ্গলচণ্ডী-চরিত্রের শান্ত ভাবই প্রাধান্য লাভ করে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

সে যাহা হউক, তান্ত্রিক নীল-সরস্বতীর পরিকল্পনা অনুসরণ করিয়াই মঙ্গলচণ্ডীর উদ্‌ভব হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। বৃহন্নীলতন্ত্রে নীলসরস্বতী কোন্ দেশে কি নামে পূজিত হইয়া থাকেন, তাহার বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, নীল-সরস্বতী রাঢ়ে মঙ্গলচণ্ডী নামে পূজিতা হন। তুলনীয়—

যত্র তে যানি নামানি কথয়িষ্যামি তচ্ছৃণু।
মঙ্গলা মঙ্গলে কোটে রাঢ়ে মঙ্গলচণ্ডিকা।[২]

সুতরাং দেখা যাইতেছে, শুধু কালিকাপুরাণ ও অন্যান্য উপপুরাণে নহে, তন্ত্রেও মঙ্গলচণ্ডীর ধারার সন্ধান পাওয়া যায়। এই সকল তন্ত্র কালিকাপুরাণের[৩] অর্থাৎ ১১শ—১২শ শতকের পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা না গেলেও, আমাদের আলোচ্য তন্ত্রগুলিতে যে ১১শ—১২শ শতকের পূর্ব্ববর্ত্তী তান্ত্রিক ধারাই রক্ষিত হইয়াছে, ইহা অন্য ভাবেও দেখানো চলে। তান্ত্রিক নীল-সরস্বতী মঙ্গলচণ্ডীর মডেল বা প্রতিরূপ। এই জাতীয় দেবীর পরিকল্পনা যে ৮ম—৯ম শতকেও পরিচিত ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। ৭ম শতক হইতে ভারতে তুর্কী আক্রমণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত যুগকে বৌদ্ধমূর্ত্তি-শিল্পের তান্ত্রিক যুগ বলা হয়, এই যুগে বৌদ্ধমূর্ত্তির উপর তন্ত্রের প্রভাব স্বীকৃত হইয়াছে।[৪] সেজন্য

১ রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ, "গ্রহবিপ্র ইতিহাস," পৃঃ ১৮১।

২ রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত, পৃঃ ১১-১২।

৩ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে কালিকাপুরাণ ৮ম-১১শ শতকের মধ্যে আসামে রচিত হইয়াছিল। "পূজা-পার্ব্বণ," ১৩৫৮, পৃঃ ১৫২-৫৪।

৪ Binayatosh Bhattacharyya, *Sadhana Mala*, Vol. II, Introduction, p. xiii.

নীল-সরস্বতীর অনুরূপ যে-সকল বৌদ্ধ দেবীমূর্ত্তি এই সময়ের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাঁহাদের পরিকল্পনার মূলে তান্ত্রিক নীল-সরস্বতীর প্রভাব অনুমান করা চলে। বজ্র-শারদা এই যুগের একজন বৌদ্ধ দেবী। ইনি ত্রিনেত্রা (উগ্র মাতৃমূর্ত্তির প্রতীক), কিন্তু ইঁহার বাম হস্তে পুস্তক, দক্ষিণে পদ্ম, ও এই দেবী পদ্মাসনা।[১] সুতরাং বুঝা যাইতেছে, সরস্বতীর শান্তমূর্ত্তির সহিত উগ্র গুণ মিশ্রিত করিয়া এই বৌদ্ধ তান্ত্রিক মূর্ত্তি গঠিত হইয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে নীলতারা ও জাঙ্গুলীতারা নামে দুইজন বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবীর কথা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। ইঁহারাও মঙ্গলচণ্ডী বা নীল-সরস্বতীর অনুরূপ মিশ্র-দেবতা। নীলতারা নীলবর্ণা ও ত্রিনেত্রা এবং শবের উপর দণ্ডায়মানা, কিন্তু তাঁহার হাতে অন্যান্য মারাত্মক আয়ুধের সহিত অক্ষসূত্র ও পদ্মও দেখিতে পাওয়া যায়।[২] এই দেবী উগ্রতারা ও একজটা নামেও পরিচিত। জাঙ্গুলীতারা বৌদ্ধ দেবী সিততারার তান্ত্রিক মূর্ত্তি-বিশেষ। ইনি সর্ব্ব-শুক্লা, চতুর্ভুজা ও ইঁহার হাতে বীণা, অভয়মুদ্রা এবং সর্প। নীলবর্ণা জাঙ্গুলীতারাও বৌদ্ধমূর্ত্তি-শিল্পে পাওয়া যায়।[২] সর্পায়ুধা চতুর্ভুজা জাঙ্গুলী দেবী যে মূলতঃ উগ্র প্রকৃতির দেবতা ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইনি সর্প-বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া বাগ্‌দেবীর সহিত ইঁহাকে যুক্ত করিয়া জাঙ্গুলীতারা সৃষ্টি করা হয়। সুতরাং এখানেও শান্ত-মূর্ত্তি সরস্বতীর সহিত এক জন উগ্র-মূর্ত্তি দেবীকে মিশ্রিত করা হইয়াছে।

মঙ্গলচণ্ডীর সহিত কয়েক জন বৌদ্ধ দেবীর সম্পর্কের কথা পণ্ডিতগণ পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলেন, একথা এই আলোচনার আরম্ভেই আমরা বলিয়াছি। এই মতবাদকে যে সম্পূর্ণ উড়াইয়া দেওয়া যায় না, উপরের আলোচনা হইতে তাহা বুঝা যাইবে। তবে এই প্রসঙ্গে পূর্ব্বাচার্য্যগণ পর্ণশবরী, বজ্রধাত্বীশ্বরী প্রভৃতি দেবীর নামোল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, ঐ সকল দেবী অপেক্ষা বজ্রশারদা, নীলতারা ও জাঙ্গুলীতারার সহিত আমাদের মঙ্গলচণ্ডীর সাদৃশ্য বেশী। কারণ মঙ্গলচণ্ডীর ন্যায় এই তিনজন বৌদ্ধ দেবীর মধ্যেও সরস্বতীর সহিত একজন উগ্র দেবীর মিশ্রণ পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু অন্যান্য বৌদ্ধ দেবী-সম্বন্ধে একথা বলা যায় না।

১ *Sadhana Mala*, Vol. I, p. 337.

২ A. Getty, ***The Gods of Northern Buddhism***, **2nd Edn., 1928, pp. 123-24.**

এই তিন জন দেবীর মধ্যে নীলতারার সহিত মঙ্গলচণ্ডীর সাক্ষাৎ সম্পর্ক বর্ত্তমান বলিয়া মনে হয়। নীলতারার নামান্তর উগ্রতারা ও একজটা। কালিকা-পুরাণে বলা হইয়াছে, উগ্রতারা বা একজটা দেবীই মঙ্গলচণ্ডী। যথা,

পীঠে দিক্করবাসিন্যা দ্বিরূপা রমতে শিবা।
তীক্ষ্ণকান্তাহ্বয়া ম্বেনা যোগ্রতারা প্রকীর্ত্তিতা॥ (৮০; ৩৮)

কালিকাপুরাণে উগ্রতারার বর্ণনা এইরূপ—তিনি কৃষ্ণা, লম্বোদরী, রক্তদন্তিকা, কর্ত্তৃ, খর্পর, খড়গ তাঁহার প্রহরণ, তিনি একজটা, শবের উপর দণ্ডায়মানা, এবং নাগহার ও শিরোমালা-ভূষিতা। এই চতুর্ভুজা দেবীর এক হস্তে পদ্ম থাকিবে (৭৯; ৭৭-৮২)। কালিকাপুরাণে বলা হইয়াছে, উগ্রতারা প্রথমে শান্ত মাতৃমূর্ত্তিই ছিলেন, পরে বশিষ্ঠের শাপে তিনি বাম-ভাবে, অর্থাৎ শ্রুতি-বিরুদ্ধ পথানুসারে, পূজিত হইতে থাকেন (৮১; ২১)। দক্ষিণ-ভাবে পূজিত কোনও শান্ত দেবীর সহিত উগ্র গুণাবলী মিশ্রিত করিয়া উগ্রতারার পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল, বশিষ্ঠের অভিশাপের ইহাই অন্তর্নিহিত অর্থ বলিয়া মনে হয়। এই উগ্রতারারই অন্য নাম নীলতারা। কালিকাপুরাণে মঙ্গলচণ্ডী ও উগ্র-তারাকে অভিন্ন বলা হইয়াছে। উগ্রতারা একজন তান্ত্রিক দেবী। তন্ত্র হইতেই ইনি বৌদ্ধ ধর্ম্ম-কর্ম্মে গৃহীত হন। এবং পরে এই তান্ত্রিক উগ্রতারাই মঙ্গলচণ্ডী নামে কালিকাপুরাণে স্থানলাভ করেন, ইহা উক্ত পুরাণে মঙ্গলচণ্ডীর বর্ণনা পড়িয়া আমরা বুঝিয়াছি। সুতরাং তান্ত্রিক-বৌদ্ধ-দেবী উগ্রতারা হইতেই মঙ্গলচণ্ডী উৎপন্ন হইয়াছেন, একথা ঠিক নহে। তন্ত্রকেই এখানে বৌদ্ধ-দেবী উগ্রতারা ও হিন্দু-দেবী মঙ্গলচণ্ডীর উৎস বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

ঋগ্বেদে এক শ্রেণীর মন্ত্রে "বিশ্বেদেবা"-র স্তুতি করা হইয়াছে। এইরূপ একটি মন্ত্রে পাওয়া যায়,

তদদ্য বাচঃ প্রথমং মংসীয়
যেনাসুরা অভিদেবা অসাম।

অর্থাৎ মন্ত্রাত্মক বাক্যকেই আমি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করি, কারণ ইহার দ্বারা অসুরগণকে অভিভূত করিয়াছি।[১] ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, বৈদিক আর্য্যগণ জ্ঞানের দ্বারা অসুরগণকে অভিভূত ও পদানত করিতে পারিয়াছিলেন। সেজন্য বৈদিকযুগে সরস্বতী ছিলেন অন্যতম প্রধান

[১] নিরুক্ত, মুকুন্দ শর্ম্মা-সম্পাদিত, বোম্বাই, ১৯৩০, পৃঃ ১১৬-১১৭।

দেবতা। সে সময়ে তপোবনগুলিই ছিল ভারতীয় সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র। পরে খ্রীষ্ট-পূর্ব ৬ষ্ঠ—৭ম শতকে মগধে রাজশক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং ক্রমে ক্রমে তপোবনের শান্ত, সরল, অনাড়ম্বর জীবন অপেক্ষা নাগরিক সভ্যতা ও ঐশ্বর্য্য-আড়ম্বরের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হইতে থাকে। খ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতক হইতেই দেশে ধনদাত্রী গজ-সেবিতা লক্ষ্মীর cult প্রসার লাভ করিতে আরম্ভ করে,[১] ভার্হুত স্তূপের প্রসিদ্ধ প্রস্তরশিল্পে তাহার প্রমাণ উৎকীর্ণ রহিয়াছে। দেশবাসীর ভাব-জগতে যে পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছিল, এইভাবে দেব-জগতেও তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তন্ত্রেও যন্ত্র-মন্ত্র দ্বারা দেবতাগণকে তুষ্ট করিয়া জাগতিক দুঃখ-কষ্ট হইতে মুক্তিলাভের উপায় বর্ণিত হইয়াছে।[২] মনু-সংহিতার কোনও কোনও বচনকে তন্ত্রের নিন্দা বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে।[৩] তাহা হইলে মনুর পূর্ব্বেও তন্ত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। এই সকল কারণে আমাদের মনে হয়, ভারতে নগর-সভ্যতা-প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই বৈদিক যাগ-যজ্ঞের পরিবর্ত্তে আশু-ফলদায়ী তান্ত্রিক যন্ত্র-মন্ত্রের প্রচলন হয়। বৈদিক সরস্বতী অধিক মাত্রায় শান্ত ও সাত্ত্বিক প্রকৃতির দেবতা। দুষ্টকে দমন করিয়া ভক্তকে বিপদ্ হইতে মুক্ত করিবার শক্তি তাঁহার ছিল না। তান্ত্রিক সাধনা বেদ-বহির্ভূত হইলেও প্রথম হইতেই ইহাকে বেদ-নিষ্ঠ বলিয়া প্রমাণ করার চেষ্টা দেখা যায়। সেজন্য তান্ত্রিকগণ তন্ত্র-বিদ্যার প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্য সরস্বতীকে তান্ত্রিক দেবতা-রূপে গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে অধিক যুগোপযোগী করিবার জন্য তান্ত্রিক ঘোরা মাতৃমূর্ত্তির সহিত সরস্বতীকে মিশ্রিত করিয়া নূতন নূতন তান্ত্রিক দেবী সৃষ্টি করেন। এইভাবে তন্ত্রে নীল-সরস্বতীর এবং সরস্বতীকে আশ্রয় করিয়া ঐ জাতীয় অন্যান্য শান্তোগ্র দেবতার উদ্ভব হয়, এবং সেই সকল দেবীর পরিকল্পনা অনুসরণ করিয়া পরে মহাযান তান্ত্রিক ধর্ম্মে নীলতারা, জাঙ্গুলীতারা প্রভৃতি দেবীর পরিকল্পনা রচিত হয়।

প্রাচীন পুরাণগুলি (কাল—আনুমানিক খ্রীঃ ৫ম-৮ম শতক) বৈদিক ঐতিহ্যের উত্তর-বাহক। অনেক প্রাচীন পুরাণে তন্ত্রের নিন্দাবাদ পাওয়া

১ *The Age of Imperial Unity*, Ch. XIX, Minor Religious Sects, H. D. Bhattacharyya, p. 470.

২ তুলনীয়: "The Tantras do not encourage the escapist mentality, usually associated with religion." Mahendranath Sircar, *Mysticism of the Tantras*, Calcutta, 1951, p. 29.

৩ চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, "তন্ত্রের প্রাচীনতা ও প্রামাণ্য," পৃঃ ৭৮।

গেলেও ভারতবর্ষের কোন কোন অংশে তন্ত্রের জনপ্রিয়তা ক্রমেই বাড়িতে থাকে। পূর্ব্ব-ভারত এই সকল স্থানের মধ্যে অন্যতম। পরে বাংলা-দেশে সেন রাজগণের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের অভ্যুত্থান ঘটে। এই সময়ে তন্ত্র ও পুরাণের সমন্বয়ে এক প্রকার নূতন পুরাণ-শাস্ত্র গড়িয়া উঠিতে থাকে। কালিকাপুরাণ এই জাতীয় গ্রন্থ। ১০ম—১১শ শতকেই নীল-সরস্বতীর ন্যায় কোনও শান্তোগ্র তান্ত্রিক দেবতার পরিকল্পনা অনুসরণ করিয়া বাংলাদেশে পৌরাণিক মঙ্গলচণ্ডীর সৃষ্টি হয় এবং কালিকাপুরাণে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা-বিধি স্থান লাভ করে।

এইভাবে মঙ্গলচণ্ডী-cult-এর প্রবর্ত্তন হইল। এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে, নীলসরস্বতী বা নীলতারা ও জাঙ্গুলীতারার সহিত একটি বিষয়ে মঙ্গলচণ্ডীর পার্থক্য রহিয়াছে। তন্ত্রে নীলসরস্বতী কালী-মূর্ত্তির প্রকার-বিশেষ। নীলসরস্বতীর পৌরাণিক নাম ভদ্রকালী। বিষ্ণুপুরাণে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-কথা বর্ণনা-প্রসঙ্গে যশোদার নীলবর্ণাকন্যা রূপে ভদ্রকালীর আবির্ভাবের কথা বর্ণিত হইয়াছে। কালীকে তন্ত্রে নাগ-হস্তা ও নাগ-যজ্ঞোপবীতিনী বলা হইয়াছে। বৌদ্ধ নীলতারা কালীর ন্যায় শবাসনা এবং জাঙ্গুলীতারা কালীর ন্যায় সর্প-হস্তা। কালিকাপুরাণ-বর্ণিত উগ্রতারাও মহাকালীর ন্যায় শবাসনা, মুণ্ডমালিনী ও সর্পভূষণা দেবী। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, সরস্বতীর সহিত তান্ত্রিক মহাকালীর সমন্বয়ে গঠিত তান্ত্রিক দেবীই নীলসরস্বতীর এবং জাঙ্গুলীতারার আদর্শ। কিন্তু ৯ম—১০ম শতকে বাংলাদেশে মহিষমর্দ্দিনী চণ্ডীর cult প্রসার লাভ করিতে থাকে। লক্ষ্মণ সেনের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে ক্ষোদিত দেবীমূর্ত্তিকে চণ্ডী নামে অভিহিত করা হয়। এই দেবী গজ-লক্ষ্মী ও সিংহবাহিনীর মিশ্র-রূপ। ৯ম—১১শ শতকে বাংলাদেশে লিপিবদ্ধ চণ্ডী-সপ্তশতীর বহু পুথি নেপাল হইতে সংগৃহীত হইয়া এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত আছে। এই সকল কারণে অনুমান করা চলে যে, দশম-একাদশ শতকে বাংলাদেশে চণ্ডী-cult বিশেষ প্রসার লাভ করিতে থাকে এবং এই সময়েই সরস্বতীর সহিত কালীর পরিবর্ত্তে মহিষমর্দ্দিনী চণ্ডীকে যুক্ত করিয়া এক নূতন শান্তোগ্র দেবতার পরিকল্পনা রচিত হয়। কালিকাপুরাণে এই মিশ্র-দেবতা মঙ্গল-চণ্ডী নামে অভিহিত হন। ইনিই পরে বাংলা চণ্ডীমঙ্গলগুলিতে পুষ্টি লাভ করেন।

জাঙ্গুলীতারা এবং তাঁহার আদর্শ মহাকালী-সমন্বিত তান্ত্রিক দেবতার ধারাও মঙ্গলচণ্ডীর পাশাপাশিই প্রবাহিত হইতে থাকে। বাংলা মনসামঙ্গলগুলিতে এই ধারার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। অনেক মনসামঙ্গলে মনসার সহিত চণ্ডীর কলহ

বিস্তৃত- ও সরস-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।[১] এই সকল স্থানে দেখানো হইয়াছে যে, চণ্ডীর সহিত পারিবারিক প্রভুত্বে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া মনসা নিজের জন্য পৃথক্ পূজা প্রবর্ত্তন করিলেন। চণ্ডী ও মনসার কলহের মধ্যে একটি নূতন cult-প্রতিষ্ঠার ইতিহাস লুক্কায়িত রহিয়াছে। পূর্ব্বে নীলসরস্বতী, নীলতারা, জাঙ্গুলীতারা প্রভৃতি সমগোত্রীয় দেবীর মধ্যেই মঙ্গলচণ্ডী ও মনসা অঙ্গীভূত ছিলেন। মঙ্গলচণ্ডীর ন্যায় মনসা-মূর্ত্তির অন্তরালেও যে একজন বিদ্যাদেবী রহিয়াছেন তাহার প্রমাণ, সরস্বতীর ন্যায় অষ্টনাগ এবং মনসাও পঞ্চমী তিথিতেই পূজিত হন। জীমূতবাহন-রচিত কালবিবেকে পঞ্চমী-তিথি-কৃত্যের বর্ণনা-প্রসঙ্গে শ্রীপঞ্চমী, নাগপঞ্চমী ও মনসাপঞ্চমীর কথা বলা হইয়াছে। জীমূতবাহন অষ্টনাগ-ও-মনসাপূজার বচনগুলি ভবিষ্যপুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেজন্য মনে হয়, ১০ম-১১শ শতকের পূর্ব্বেই মঙ্গলচণ্ডী ও মনসার ধারা পৃথক্ হইয়া পড়ে।

মহিষমর্দ্দিনী ও মহাকালী উভয়েই ঘোরা মাতৃমূর্ত্তি। কিন্তু মহাকালী চণ্ডী অপেক্ষাও অধিক নিষ্ঠুরা। মঙ্গলচণ্ডীতে মহিষমর্দ্দিনীর উগ্রভাব আরও হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু মনসাতে মহাকালীর উগ্রভাব অধিক পরিমাণে রক্ষিত হইয়াছে। চণ্ডীমঙ্গলে ও মনসামঙ্গলে এই দুই দেবীর চরিত্র যে-ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা হইতেও ইঁহাদের চরিত্রের এই পার্থক্যটুকু বুঝিতে পারা যায়। মঙ্গলচণ্ডী যে শান্তোগ্র মাতৃমূর্ত্তি ইহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। মনসা মঙ্গলচণ্ডী অপেক্ষা অধিক রুক্ষ। মনসার এই চারিত্রিক উগ্রতা অনেকটা প্রবাদের মত দাঁড়াইয়া গিয়াছে; সেজন্য মনসার সহিত উগ্রপ্রকৃতির লোকের উপমা দেওয়া হয়। তাঁহার মধ্যে শান্ত-সাত্ত্বিক ভাবের একান্তই অভাব। তিনি চাঁদ সদাগরের উপর জুলুম করিয়া তাঁহাকে দিয়া স্বীয় পূজা-প্রবর্ত্তনে ব্যগ্র। কিন্তু চণ্ডীমঙ্গলে মণিকণকে অভিশাপ দিবার সময়ে দেবী একটু অধিক পরিমাণে উগ্রপন্থী হইলেও আর কোথাও তাঁহাকে স্বীয় পূজা-প্রবর্ত্তনের জন্য অশোভন আচরণ করিতে দেখা যায় না। পশুগণ ও কালকেতুর দুঃখ-মোচনের জন্যই তিনি কালুকেতুকে ধন-রত্ন দান করিয়া তাহাকে দেবীপূজায় আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। খুল্লনাকেও তিনি স্বীয় পূজায় উদ্বুদ্ধ করিতে বাধ্য করেন নাই। খুল্লনা যখন নিজের গর্ভধারিণীর কোলে আশ্রয় পাইল না, তাহার সেই অতি-বড় দুঃখের দিনে মঙ্গলচণ্ডী কৌশলে খুল্লনাকে নিজের কোলে টানিয়া আনিয়া আশ্রয় দিয়াছিলেন। মনসার পদ্ধতির সহিত মঙ্গলচণ্ডীর পদ্ধতির

[১] সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১৯৪৮, পৃঃ ৭৩৮।

অনেক প্রভেদ। চাঁদ সদাগর শিবের ভক্ত, তিনি মনসার নূতন cult মানেন না। শুধু এই অপরাধেই দেবী তাঁহাকে চরম দুঃখ দিয়াছেন। কিন্তু চাঁদ সদাগর অটল ধৈর্য্যের সহিত এই আঘাত সহ্য করিয়া চরিত্রের আদর্শে দেবী অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিয়াছেন। মঙ্গলচণ্ডীও দুষ্টকে শাস্তি দিয়াছেন বটে, শুধু শাস্তি বলিলে কম বলা হয়, তিনি প্রয়োজন হইলে বিপক্ষকে ধ্বংস করিয়া ছাড়িয়াছেন। কিন্তু মঙ্গলচণ্ডী শুধু স্বীয় পূজা-প্রবর্ত্তনের জন্য নিরপরাধকে শাস্তি দেন নাই। এই সকল চরিত্রের কোন-না-কোন আদর্শ-চ্যুতির জন্যই তিনি তাহাদের উপর আঘাত হানিয়াছেন। চণ্ডীমঙ্গলের লেখকগণ, বিশেষ করিয়া দ্বিজ মাধব, এই tragic errorটি স্পষ্ট করিয়া দেখাইতে বিশেষ যত্নবান্। আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাকে কেন্দ্র করিয়াই চণ্ডীমঙ্গলের চরিত্রগুলির উত্থান-পতন দেখান হইয়াছে। চরিত্রের পতনের মূল কারণ তাহাদের নিজ নিজ চরিত্রেই বীজ-রূপে নিহিত ছিল, সে কারণটি হইল তাহাদের আদর্শ-ভ্রষ্টতা। সেকালের বাংলা-সাহিত্যে এরূপ উন্নত সাহিত্য-রুচি বিস্ময়কর, সন্দেহ নাই। দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গল হইতে মঙ্গলচণ্ডীর এই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য দেখান যাইতে পারে।

যখন কালকেতুর উপর প্রজা-পালনের দায়িত্ব অর্পণ করা প্রয়োজন হইয়া পড়িল, তখন দেবী কলিঙ্গরাজের সহিত একটা রফা করিলেন যে, কলিঙ্গপতি কলিঙ্গেই রাজ্য পরিচালনা করিবেন, কালকেতুকে শুধু গুজরাটের বন ছাড়িয়া দিতে হইবে। তদনুসারে কালকেতু বন-জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া নগর-পত্তন করিলে, ভাঁড়ু দত্তের প্ররোচনায় কালকেতুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করা ও কালকেতুকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করা কলিঙ্গরাজের পক্ষে অন্যায় হইয়াছিল। এই ঈর্ষা ও অতিলোভ এবং পরের প্ররোচনায় আদর্শ-ভ্রষ্ট হওয়া কলিঙ্গ-নৃপতির পতনের মূল কারণ। তাই দেবী তাঁহাকে স্বপ্নে তিরস্কার করিয়া বলিলেন,

অয়ে বেটা কলিঙ্গ কুবুদ্ধি "পাষণ্ড-সঙ্গ"
পালন করিতে দিলু প্রজা।
পূর্ব্ব জন্মের ফলে জন্মাইলু ক্ষিতিতলে
রাজ্যের করিয়া দিলু রাজা॥
তোরে দিলু রাজ্য-ধন কেতুরে দিলুম বন
বসতি করিতে গুজরাটে।
তার সঙ্গে বাদ কর "আপনার দোষে মর"
এথ রাজ্যে তোর নাহি আটে॥

(মঙ্গলচণ্ডীর গীত, পৃঃ ১০৩)

ধনপতির অঙ্গ-বিকৃতি ও লাঞ্ছনার জন্যও ধনপতির বিচার-বুদ্ধির অভাব ও পরমত-অসহিষ্ণুতাই প্রধানতঃ দায়ী। লহনার প্ররোচনায় সন্দেহ-পরবশ হইয়া পতিব্রতা খুল্লনার নিভৃত পূজাস্থানে গমন করা এবং সেখানে ক্রোধে আত্মহারা হইয়া দেবতার ঘটে পদাঘাত করা আদর্শ-বিরোধী আচরণ, সন্দেহ নাই। চাঁদ সদাগরও সনকাকে মনসাপূজা করিতে দেখিয়া দেবীর ঘটে পদাঘাত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহা চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীরই অনুকরণ বলিয়া মনে হয়। চাঁদ সদাগরের সহিত মনসার বিরোধ এই ঘটনার পূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। ধনপতি ও মঙ্গলচণ্ডীর বিরোধ শৈব- ও শাক্ত-মতের সংঘাত-রূপে কোন চণ্ডীমঙ্গলেই স্পষ্ট করিয়া দেখানো হয় নাই। সেজন্য চণ্ডীমঙ্গলে ধনপতির দেবীর ঘটে পদাঘাত অনেক বেশী দৃষ্টিকটু হইয়া উঠিয়াছে। তারপর, কাণ্ডারী কমলে-কামিনী দেখে নাই,—এবিষয়ে তাহাকে যেন সাক্ষী করা না হয়, ইহা কাণ্ডারী স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছিল ; তাহা সত্ত্বেও কাণ্ডারীকে অনুকূল সাক্ষ্য দিতে বলা ধনপতির পক্ষে অন্যায় হইয়াছিল। এতগুলি অপরাধের জন্য ধনপতিকে শাস্তি পাইতে হইল। শ্রীমন্তের অপরাধ অপেক্ষাকৃত লঘু। তিনি বিপদের সময় মাতৃদত্ত অষ্টদূর্ব্বা ও তণ্ডুলের কথা বিস্মৃত হইয়া মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন ও দেবীর আশীর্বাদে অবহেলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেজন্য তাহার সিংহল-যাত্রাও নির্ব্বিঘ্ন হইল না। সিংহলরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার পূর্ব্বে দেবী প্রথমে অতি-বৃদ্ধার রূপ গ্রহণ করেন ও কোটালকে ভাল কথায় বুঝাইয়া শ্রীমন্তকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু স্বাধিকার-প্রমত্ত কোটাল এই অস্থিচর্ম্মসার বৃদ্ধার উপর বলপ্রয়োগ করায় তাহার এই অহেতুক বলদর্পের সমুচিত শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মঙ্গলচণ্ডী সাধারণতঃ অকারণে রুষ্ট হন না। কিন্তু মনসার মনে নিষ্ঠুরতার জন্য কোনও দ্বিধা নাই।

এই সকল কারণে মনসা দেবীমূর্ত্তির মূলে একজন অতি-ঘোরা তান্ত্রিক মাতৃমূর্ত্তির অস্তিত্ব অনুমান করা চলে। আমরা তাঁহাকে মহাকালী বলিয়া গ্রহণ করিতে চাই। মনসা মহাকালীরই একটি specialized বা বিশিষ্ট রূপ বলিয়া মনে হয়। জাঙ্গুলীতারা, নীলতারা ও নীলসরস্বতীর মধ্যেও কালীকে পাওয়া যায়। কালীও যে পূর্ব্বে অন্যতমা বিষহরি দেবী বলিয়া বিবেচিত হইতেন, তাহার প্রমাণ আছে। জীবন মৈত্রের পদ্মাপুরাণে পাওয়া যায়, ওঝা ধন্বন্তরি কালিকা মাতাকে স্মরণ করিয়া সর্প-দষ্ট রাজকুমারের জীবন-রক্ষার জন্য যাত্রা করিতেছেন। মনসার ন্যায় কালীও যে একজন সর্পদেবী, জৈন শিল্পশাস্ত্রেও তাহার সমর্থন পাওয়া যাইবে। জৈনগণ

বিদ্যা-দেবী ও যক্ষিণী মূর্ত্তির মিশ্রণজাত বহু শান্তোগ্র দেবীর পূজা করেন, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এইরূপ এক জন জৈন দেবীর নাম বজ্র-শৃঙ্খলা। প্রাচীনপন্থী দিগম্বরগণের মতে এই দেবী—

বরদা হংসমারূঢ়া দেবতা বজ্র-শৃঙ্খলা।
নাগপাশাক্ষ-সূত্রোরুফল-হস্তা চতুর্ভুজা॥

দেখা যাইতেছে, ইনিও জাঙ্গুলীর ন্যায় সরস্বতী ও নাগহস্তা কোন উগ্র দেবতার সমন্বয়। লক্ষ্য করিবার বিষয়, এই দেবীকেই নব্যপন্থী শ্বেতাম্বরগণ কালিকা নামে অভিহিত করিয়াছেন :

কালিকাদেবীং শ্যামবর্ণাং পদ্মাসনাং চতুর্ভুজাম্।
বরদ-পাশাধিষ্ঠিত-দক্ষিণভুজাং নাগাঙ্কুশান্বিত বামকরাম্॥[১]

জৈনগণ এই কালিকা ছাড়া আরও একজন উরগ-বাহনা দেবীর পূজা করেন; এই প্রসঙ্গে তাঁহার কথাও বলা যাইতে পারে। তিনি পদ্মাবতী।[২] মনসারও অপর নাম পদ্মা এবং সেজন্য মনসামঙ্গলের নামান্তর পদ্মাপুরাণ। আরও এক জন জৈন দেবীর সহিত মনসার সাদৃশ্য লক্ষ্য করিবার বিষয়, তিনি মনোদ্ভূতা "কন্দর্পা" বা "মানসী," তাঁহার অন্য নাম পন্নগা দেবী। এই সর্প-বাহনা মানসীই ক্রমে মনসায় পরিণত হইয়াছেন কি-না বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। মনঃ শব্দের তৃতীয়ার এক বচনে হয় মনসা। এইরূপ তৃতীয়া-বিভক্তিযুক্ত আরও একজন দেবীর নাম পাওয়া যায়, তিনি 'লীলয়া,' গৌরী-মূর্ত্তির শ্রেণীবিশেষ। মণ্ডন সূত্রধার রচিত 'রূপমণ্ডন' নামে প্রতিমা-নির্ম্মাণ-বিষয়ক গ্রন্থে এই দেবীর বর্ণনায় বলা হইয়াছে,

গোধাসনা ভবেদ্ গৌরী লীলয়া হংস-বাহনা।

ঐ গ্রন্থের সম্পাদক মহাশয় 'লীলয়া' শব্দ একটি পৃথক্ দেবীমূর্ত্তির নাম হিসাবে গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী।[৩]

ভবিষ্যপুরাণে মনসাপূজার কথা বর্ণিত হইয়াছে। এই বচনগুলি জীমূত-বাহন কালবিবেকে উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা,

সুপ্তে জনার্দ্দনে দেবে পঞ্চম্যাং ভবনাঙ্গনে।
পূজয়েন্ মনসাং দেবীং স্নুহী-বিটপ সংস্থিতাম্॥

১ B. C. Bhattacharya, *Jaina Iconography*, p. 124.
২ ঐ, ঐ, পৃঃ ১৪৪। ৩ রূপমণ্ডন, *Calcutta Oriental Series.*

পিচুমর্দ্দস্য পত্রাণি স্থাপয়েদ্ ভবনোদরে।
পূজয়িত্বা নরো দেবীং ন সর্পভয়মাপ্নুয়াৎ॥ (পৃঃ ৪১৪)

স্নুহী-শব্দের অর্থ সিজ-মনসা গাছ; পিচুমর্দ্দের অর্থ নিম।

কালিকাপুরাণে বহুলা নামে একজন দেবীর কথা পাওয়া যায়। 'বহুলা চ মহাসতী' (২৩; ৩০)। ইনি ইন্দ্রালয় হইতে ও সাবিত্রী রবিমণ্ডল হইতে নির্গত হইয়া মানস-পর্ব্বতে গায়ত্রী, সরস্বতী ও চারুপদার সহিত সদালাপে মগ্ন থাকেন। মেধাতিথি তাঁহার কন্যা অরুন্ধতীকে বহুলা ও সাবিত্রীর নিকট স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্যকার্য্য-বিষয়ে উপদেশ লইবার জন্য লইয়া গিয়াছিলেন। মনসামঙ্গলের বেহুলা-চরিত্রের সহিত এই বহুলা মহাসতীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। বহুলা সতী ইন্দ্রালয়ে বাস করেন এবং বেহুলা সতী ইন্দ্রালয়ে গিয়া মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। বেহুলাকে পৌরাণিক বহুলার কাব্যিক রূপ বলিয়া মনে হয়। তিনি কার্য্যের দ্বারা সতীত্বের উন্নত আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বাচস্পত্যভিধানেও বহুলা নামে একজন শক্তিমূর্ত্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। কালিকাপুরাণে বহুলার অপর একটি গুণের কথা বলা হইয়াছে। বশিষ্ঠের সহিত অরুন্ধতীর বিবাহ হইলে তাঁহাকে সাবিত্রী বর দিয়াছিলেন, তুমি পতিব্রতা হও, এবং বহুলা বর দিয়াছিলেন, তুমি বহুপুত্রবতী হও। সর্পের সহিত বংশ-বিস্তার ও উৎপাদন-শক্তি-বৃদ্ধির সম্পর্ক রহিয়াছে। এদেশের স্ত্রীলোকগণ স্বপ্নে সর্প দেখিলে ইহাকে বংশ-বৃদ্ধির ইঙ্গিত বলিয়া মনে করেন। এই পৌরাণিক বহুলা ও তাঁহার কাহিনীর সহিত মনসা ও মনসামঙ্গলের কোনরূপ যোগ আছে কি-না, তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক।

মঙ্গলচণ্ডী ও মনসার উৎপত্তি নির্ণয় করিতে বসিয়া হিন্দুপুরাণে ও তন্ত্রে এবং বৌদ্ধধর্ম্মে ও জৈনধর্ম্মে এই দুই জন দেবীর উল্লেখের কথা বা ইঁহাদের আদিরূপ বলিয়া গণ্য হইতে পারেন এইরূপ কয়েক জন দেবীর কথা বলা হইল। আমরা দিগ্‌দর্শন করিলাম মাত্র, এই বিষয়ে আরও গবেষণা হওয়া আবশ্যক। এই সকল দেবীকে অনার্য্য-গোষ্ঠীভুক্ত করিবার জন্য আমরা কেন যে ব্যগ্র হই, তাহা বুঝা কঠিন। আর্য্য- ও অনার্য্য-সংস্কৃতির সংমিশ্রণেই হিন্দু-সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহা অস্বীকার করি না। কিন্তু এই মিশ্রণ হইয়াছিল অতি প্রাচীন কালে। সেজন্য ষোড়শ শতকে বাংলাদেশে যে-cult পাওয়া যাইতেছে, তাহার উপর অনার্য্য প্রভাব কল্পনা করা অসঙ্গত। ইহা অনেকটা কলিকাতার গঙ্গাজলে যমুনার নীল-ধারা আবিষ্কার করার মত হইবে। কালী বা মহিষমর্দ্দিনী চণ্ডী হয়তো কোন ধ্বংস-কুশলা অনার্য্য মাতৃমূর্ত্তির আদর্শে

গঠিত। কিন্তু তাই বলিয়া মঙ্গলচণ্ডী বা মনসাকে অনার্য্য-গোষ্ঠীভুক্ত বলিয়া দাবী করা অযৌক্তিক। মঙ্গলচণ্ডী শান্তোগ্র দেবতা, কিন্তু অনার্য্যদের মধ্যে যদি এখনও তাঁহার আদিমতম রূপের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা হইলে কেবল উগ্রমূর্ত্তিতেই তাঁহাকে সেখানে পাওয়া যাইবে। তাঁহার সহিত চণ্ডীর সম্পর্ক থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহাকে মঙ্গলচণ্ডীর উৎস-রূপে গণ্য করা কষ্ট-কল্পনা মাত্র।

মঙ্গলচণ্ডীর সহিত কোনও অনার্য্য দেবীর সাদৃশ্য ও সম্পর্ক এখনও সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ হয় নাই। এই প্রসঙ্গে ওরাওঁদের চাণ্ডীর কথা বলা হইয়া থাকে। কিন্তু এই সমীকরণ আমরা সমর্থন করিতে পারি না। প্রথমতঃ, আমরা অনুসন্ধান করিয়া যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে বিহার, উড়িষ্যা এবং দিনাজপুর ও মালদহ অঞ্চলের ওরাওঁগণ চান্দী নামে এক দেবীর পূজা করে বটে, কিন্তু চাণ্ডী-উচচারিত দেবী তাহাদের অজ্ঞাত। চিহ্ন-বর্জিত ইংরেজী অক্ষরে চান্দীকে লেখা হয় Chandi ; ইহাকে চাণ্ডী পড়া যাইতে পারে। এইভাবেই চাণ্ডীর উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এক জন বৌদ্ধ দেবীর নাম চুন্দা, ইংরেজী হরফে তিনি Chunda. আশঙ্কা হয়, তাঁহাকেও হয়তো কেহ মঙ্গলচণ্ডীর আদি-রূপ বলিয়া উল্লেখ করিবেন। এবিষয়ে দ্বিতীয় বক্তব্য হইল, ওরাওঁগণ কোল- ও দ্রাবিড়-ভাষী। বিহার উড়িষ্যার আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত চান্দী, টাকরাণী, গাঙ্গী প্রভৃতি দেবতার নামের পিছনে যে "স্ত্রিয়াম্ ঈপ্" প্রত্যয়টি পাওয়া যাইতেছে, ইহা ভারতীয় আর্য্যভাষার লক্ষণ। কোল ও দ্রাবিড়ভাষায় এবং ওরাওঁদের ভাষাতেও এইরূপ কোনও প্রত্যয় নাই। তৃতীয়তঃ, দ্রাবিড় ও আর্য্যভাষায় শব্দের লেন-দেন হইয়াছে বটে, কিন্তু কোন্ শব্দের জন্য কে কাহার নিকট ঋণী, তাহা এখনও বিতর্ক-সঙ্কুল রহিয়াছে। এই সম্পর্কে Bishop Caldwell কতকগুলি সূত্রের কথা বলিয়া গিয়াছেন, সেই সকল সূত্র অবলম্বন করিয়া ভাষাতাত্ত্বিকগণ এই ঋণ-নির্ণয়ে অগ্রসর হইয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে একটি সূত্র আমাদের মনে রাখা আবশ্যক। 'হিন্তাল' শব্দটি ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভারতীয় আর্য্যভাষায় এবং সমস্ত দ্রাবিড়-ভাষাতেই পাওয়া যায়, কিন্তু ভারতের বাহিরে কোন আর্য্য-ভাষাতেই ইহার সন্ধান পাওয়া যায় না। সুতরাং বলা যাইতে পারে, মনসামঙ্গলে ব্যবহৃত এই সংস্কৃত শব্দটি দ্রাবিড় শব্দ-ভাণ্ডার হইতে গৃহীত।[১] এই সূত্র অনুযায়ী বিচার

[১] T. Burrow, *Some Dravidian Words in Sanskrit*; **Transactions of the Philological Society, 1945, p. 119.**

করিলে দেখিব, চান্দী (বা চাণ্ডী) অন্য কোনও দ্রাবিড়ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং ওরাওঁ চান্দী (বা চাণ্ডী) বাংলায় মঙ্গলচণ্ডী হইয়াছেন, এইরূপ বিচার আপাততঃ স্থগিদ রাখা আবশ্যক।

মনসার আদি-রূপ বলিয়া কথিত 'মঞ্চাম্মা'-সম্বন্ধেও আমাদের এই একই বক্তব্য। কর্ণাটী ভাষার 'অদৃশ্য সর্প'-জ্ঞাপক মঞ্চাম্মা শব্দটি ঐ অর্থে বা ঐ জাতীয় বস্তু বুঝাইবার জন্য অন্যান্য দ্রাবিড় ভাষাতেও ব্যবহৃত হইতেছে, ইহা যতদিন না দেখান হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত ইহাকে একটি খাঁটি দ্রাবিড় শব্দ বলিয়া গণ্য করা চলিবে না। তাহা ছাড়া, মহীশূরে মঞ্চাম্মার পূজা কতদিন পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত, তাহাও অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। জীমূতবাহন ভবিষ্যপুরাণ হইতে মনসাপূজার বচন উদ্ধৃত করিয়াছিলেন এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম-কর্ম্মে মনসার অনুরূপ একাধিক সর্প-দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। সুতরাং ১২শ শতকের পূর্ব্বে উত্তরভারতে মনসাপূজা পাওয়া যায় না, একথা ঠিক নহে। দ্বাদশ শতকের অনেক পূর্ব্বেই মনসাপূজা এদেশে প্রচলিত ছিল। এখন মহীশূরে মঞ্চাম্মার পূজা কতদিনের পুরাতন, তাহা আমাদের জানা আবশ্যক। পুরাতন কর্ণাটী শিলালিপিতে মঞ্চাম্মার উল্লেখ দেখানো হউক।

আমরা তন্ত্র হইতে মঙ্গলচণ্ডীর আদি-রূপ উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছি। এই আদি-মূর্ত্তির মূলে যে-ঘোরা তান্ত্রিক দেবীমূর্ত্তি রহিয়াছেন, তিনি হয়তো অনার্য্য সমাজ হইতেই গৃহীত। কিন্তু তাই বলিয়া যদি মঙ্গলচণ্ডীর পূজাকে অনার্য্য-উদ্ভব লৌকিক ধর্ম্ম-কর্ম্ম বলিতে হয়, তাহা হইলে পৌরাণিক দেবী বলিয়া স্বীকৃত অনেক প্রধান মাতৃমূর্ত্তিই এই অপবাদ হইতে মুক্তি পাইবেন না। কালিকাপুরাণে কামাখ্যা ক্ষেত্রের নিকটেই মঙ্গলচণ্ডীর ক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। সুতরাং আমাদিগকে একান্তই যদি অনার্য্য-সমাজে মঙ্গলচণ্ডীর আদি-পীঠের সন্ধান করিতে হয়, তাহা হইলে কিরাত মহাজাতির অর্থাৎ মোঙ্গালীয় অনার্য্যদের ধর্ম্ম-জগতেই তাহা করিতে হইবে, ওঁরাও-মুণ্ডাদের সমাজে মঙ্গল-চণ্ডীর আদি-পীঠ পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে করি না।

আমরা এই আলোচনার সূচনাতেই বলিয়াছি যে, চণ্ডীমঙ্গলে একটি ব্যাধের কাহিনী বর্ণিত হওয়ায় এই কাহিনী ও ইহার দেবীর অনার্য্য-উৎপত্তি কল্পনা করা হয়। কিন্তু চণ্ডীমঙ্গলে ব্যাধের প্রতি উদারতা দেখানো হইয়াছে বলিয়াই মঙ্গলচণ্ডীকে অনার্য্য ব্যাধের দেবতা বলিয়া গণ্য করা যুক্তিযুক্ত নহে। এদেশে অনার্য্যগণ সংখ্যায় এত অধিক ছিল যে বৈদিক আর্য্যগণের পক্ষে তাহাদের একেবারে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হয় নাই। সেজন্য প্রাচীন কাল হইতেই আর্য্য ও অনার্য্যগণ এদেশে মিলিয়া মিশিয়া বসবাস করিয়া আসিতেছে। সংস্কৃত-

সাহিত্যে নানা স্থানে ব্যাধের গল্প পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে ব্যাধের কাহিনীর জন্যই চণ্ডীমঙ্গলের অনার্য্য-উৎপত্তি কল্পনা করা অসঙ্গত।

বিশ্বেদেবার স্তুতিবাচক একটি বৈদিক মন্ত্রের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। মন্ত্রটির অবশিষ্ট অংশে দেবতা ও অন্য সকলের সহিত, 'পঞ্চজনাঃ'-কেও যজ্ঞের হবি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। যথা—

ঊর্জাদ উত যজ্ঞিয়াসঃ পঞ্চজনা
মম হোত্রং জুষধ্বম্॥

বেদে অন্যান্য স্থলেও 'পঞ্চ-জনাঃ'-র উল্লেখ পাওয়া যায়। এই শব্দের অর্থ লইয়া মতভেদ আছে। যাস্ক এই শব্দের নিরুক্তি করিয়াছেন, "নিষাদ-পঞ্চমা চতুর্ব্বর্ণাঃ"। সুতরাং সনাতন আর্য্য-সমাজে চারিবর্ণের অতিরিক্ত একটি পঞ্চ-বর্ণও স্বীকৃত হইয়াছিল। যে-সকল অনার্য্য তখনও পুরাপুরি আর্য্য-সংস্কৃতি মানিয়া লয় নাই, এইভাবে উদারতা দেখাইয়া তাহাদিগকে পঞ্চম-বর্ণ বলিয়া সমাজে গ্রহণ করা হয়। যিনি বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিবেন, তাঁহাকে নিষাদগণের মধ্যে গিয়া তিন দিন বাস করিতে হইবে, ইহা পঞ্চবিংশতি ব্রাহ্মণে বলা হইয়াছে।[১] ইহা হইতেও বুঝা যাইতেছে, অনার্য্য নিষাদগণকে কখনও আর্য্য-সমাজ হইতে সম্পূর্ণ বহির্ভূত বলিয়া মনে করা হইত না। অনার্য্যগণের মধ্যে অনেকে রাজ্য-পরিচালনাও করিতেন, সংস্কৃত-সাহিত্যে এই সকল অনার্য্য-নৃপতির কথা পাওয়া যায়। রামায়ণের গুহক-রাজকে রামচন্দ্র মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাভারতে এক ধর্ম্ম-ব্যাধের গল্প বর্ণিত হইয়াছে। এই গল্পে ব্যাধকে উৎকৃষ্ট ভক্তরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং ব্যাধের কথা আছে বলিয়াই চণ্ডীমঙ্গল অনার্য্যদের কাহিনী এবং মঙ্গলচণ্ডী অনার্য্যদের দেবতা, একথা বলা চলে না। চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতুকে দেবীর প্রথম ভক্তরূপে দেখানো হয় নাই। কলিঙ্গ-রাজ মর্ত্ত্যে দেবীর প্রথম ভক্ত। সকলেই এই দেবীর পূজা করার অধিকারী, ইহা দেখাইবার জন্যই ব্যাধকে এই কাহিনীর এক অংশের প্রধান চরিত্র রূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে।

গীত-প্রসঙ্গ

মঙ্গলচণ্ডী মহিষমর্দ্দিনী চণ্ডী হইতে স্বতন্ত্র একজন তান্ত্রিক বা পৌরাণিক মিশ্র-দেবতা, ইহাই আমরা এতক্ষণ দেখাইতে চেষ্টা করিলাম। এই প্রসঙ্গে

১ R. P. Chanda, *The Indo-Aryan Races*, p. 5.

মঙ্গলচণ্ডীর সহিত বৌদ্ধ ও অনার্য্য দেবীগণের সম্পর্কের কথাও আলোচিত হইল। এখন আমাদিগকে চণ্ডীমঙ্গলের গীতকথার উৎপত্তি নির্ণয় করিতে হইবে। কিভাবে এই আখ্যান মঙ্গলচণ্ডীর সহিত আসিয়া যুক্ত হইল, তাহাও বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক।

রঘুনন্দন মঙ্গলচণ্ডীর পূজা-বিধি বর্ণনা-প্রসঙ্গে 'গীতাদিভিঃ'-র উল্লেখ করিয়াছেন এবং বিশ্বসারতন্ত্রে 'আখেটক-উপাখ্যানে'-র কথা উল্লেখিত হইয়াছে। ইহার অতিরিক্ত মঙ্গলচণ্ডীর কাহিনী-সম্বন্ধে আর কোনও কিছু সংস্কৃত পুরাণে বা তন্ত্রে পাওয়া যায় নাই। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের একটি শ্লোকে চণ্ডীমঙ্গলের উভয় কাহিনীর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু উক্ত পুরাণটিকে চণ্ডীমঙ্গল গীতকথার উৎস বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। শ্লোকটি—

> ত্বং কালকেতুবরদাচ্ছলগোধিকাসি
> যা ত্বং শুভা ভবসি মঙ্গলচণ্ডিকাখ্যা।
> শ্রীশালবাহননৃপাদ্ বণিজং সসূনো'
> রক্ষো'ম্বুজে করিচয়ং গ্রসতী বমন্তী॥[১]

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ একখানি অতি অর্ব্বাচীন উপ-পুরাণ। কোনও নির্ভরযোগ্য তালিকাতেই এই পুরাণটির নাম নাই। ইহার সমস্ত অংশ মিলাইয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, ইহা একাধিক পুথির সমষ্টি। তাহা ছাড়া, উক্ত শ্লোকটিও মোটেই নির্ভরযোগ্য নহে, কারণ শ্লোকটি এশিয়াটিক সোসাইটি-কর্ত্তৃক মুদ্রিত বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে নাই। ঐ সংস্করণে উত্তরখণ্ডের ১৬শ অধ্যায়ই নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে 'মঙ্গলচণ্ডী' নামের বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীর কোনও উল্লেখ সেখানে নাই। আমাদের আলোচ্য দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গলের 'খ' পুথিতে কোনও পাতার এক কোণে লেখা আছে—

> সহস্রাক্ষে যথা তুষ্টা মৃগেষু কালকেতুকে।
> খুল্লনায়াং যথা তুষ্টা তথা মে ভব সর্ব্বদা॥

পুথি-লেখক শ্লোকটি কোথায় পাইলেন জানা যায় না।

সংস্কৃত বা কোনও প্রাদেশিক সাহিত্যে এ পর্য্যন্ত চণ্ডীমঙ্গলের গীতকথার সন্ধান পাওয়া না গেলেও ইহার আদি-কবি মাণিক দত্ত যে কাহিনী নিজে উদ্ভাবন করেন নাই, একথা বোধ হয় নিশ্চয় করিয়া বলা চলে। অন্ততঃ

১ বঙ্গবাসী সং, উত্তরখণ্ড, ১৬শ অধ্যায়।

কালকেতুর গল্পটি যে প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে, বিশ্বসারতন্ত্রের নজির ছাড়াও মূর্ত্তি-শিল্পের সাক্ষ্য-প্রমাণ হইতে তাহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায়। এক শ্রেণীর গোধাসনা দেবী-মূর্ত্তি বাংলা দেশের নানা স্থান হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঢাকা, মালদহ ও রাজসাহীর প্রত্নশালায় এবং কলিকাতা যাদুঘরে মূর্ত্তিগুলি সংরক্ষিত আছে। মঙ্গলচণ্ডী গোধিকা-মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াই কালকেতুকে ছলনা করিয়াছিলেন। সেজন্য গোধিকা-বাহনা দেবী-মূর্ত্তি দেখিলে স্বভাবতঃই তাঁহাকে কালকেতুর কাহিনী-বর্ণিত দেবীর প্রস্তর-মূর্ত্তি বলিয়া মনে হয়। কালিকাপুরাণে আছে, 'পটেষু প্রতিমায়াং বা ঘটে মঙ্গলচণ্ডিকাম্,' ইত্যাদি। এই গোধাসনা দেবী-মূর্ত্তিই মঙ্গলচণ্ডীর সেই প্রতিমা কি-না বিবেচ্য। এই সকল মূর্ত্তির কোন-কোনটি খুব প্রাচীন। বিশেষজ্ঞ-গণের মতে মালদহে প্রাপ্ত গোধাসনা দেবী-মূর্ত্তিটি ৯ম শতকে খোদিত। এই গোধাসনা দেবীর প্রকৃত পরিচয় এখনও অজ্ঞাত রহিয়াছে। অগ্নিপুরাণে বিভিন্ন মূর্ত্তি-নির্ম্মাণের প্রামাণিক বিবরণ আছে, কিন্তু সেখানে কোনও গোধা-বাহনা দেবীর উল্লেখ নাই। মণ্ডন সূত্রধার রচিত "রূপমণ্ডনে" গোধাসনা গৌরীর কথা পাওয়া যায়, ইহা পূর্ব্বে দেখানো হইয়াছে। অগ্নি-পুরাণে চণ্ডীর বিভিন্ন মূর্ত্তি-কল্পনায় গৌরীকে আদ্যা-চণ্ডিকা বলা হইয়াছে। যথা—

তথা গৌরী চণ্ডিকাদ্যা কুণ্ড্যক্ষবরদাগ্নিধৃক্।[১]

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই আদ্যা-চণ্ডিকা গৌরীও একজন শান্তোগ্র-মিশ্র মাতৃমূর্ত্তি।

জৈন মূর্ত্তি-শিল্পেও গোধা-বাহনা গৌরী মূর্ত্তি পাওয়া যায়। তাঁহার ধ্যান :—

"গৌরীং দেবীং গোধাবাহনাং চতুর্ভুজাং বরদ-মুষল-যুত-দক্ষিণকরাং অক্ষ-মালা-কুবলয়ালঙ্কৃত-বামহস্তাম্।"[২]

মণ্ডন সূত্রধারের অপর একখানি গ্রন্থে জৈনদের চতুর্ভুজ গৌরী মূর্ত্তির সহিত সাদৃশ্যযুক্ত গোধা-বাহনা গৌরীর বর্ণনা পাওয়া যায়। যথা—

অক্ষসূত্রং তথা পদ্মমভয়ং চ বরং তথা।
গোধাসনাশ্রিতা মূর্ত্তির্গৃহে পূজ্যা শ্রিয়ে তদা॥

গ্রন্থকার বলিতেছেন, শ্রী অর্থাৎ পার্থিব ধনসম্পদ্ অভীষ্ট হইলে এই দেবীকে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা করা আবশ্যক। সুতরাং

১ অগ্নিপুরাণ, ৫০।

২ B. C. Bhattacharyya, *Jaina Iconography*, p. 172.

দেখা যাইতেছে, ভক্তের ধনসম্পদ্ বৃদ্ধির ব্যাপারে এই দেবীর অসাধারণ খ্যাতি ছিল। গোধার কথা ছাড়িয়া দিলেও, প্রকৃতির কথা বিবেচনা করিলে মূর্ত্তি-শিল্পের এই দেবী ও চণ্ডীমঙ্গলের দেবী অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। কারণ চণ্ডীমঙ্গলেও দেবী ভক্তের ধন-জন-বৃদ্ধির ব্যাপারে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। মঙ্গলচণ্ডী প্রসন্ন হইলে ভক্তকে 'ধন-জন', 'ধন-পুত্র,' 'ধন-বর' প্রভৃতি দান করেন, এবং ক্রুদ্ধ হইলে তিনি ভয় দেখান,

ধনে-জনে সম্প্রতি মজ্‌জাইমু পৌরজন।

চৈতন্য-ভাগবতেও এই দেবীর দারিদ্র্য-মোচনের শক্তির কথা স্বীকৃত হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

তন্ত্রে বা পুরাণে দেবীর কথা-প্রসঙ্গে গোধার উল্লেখ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেখানে গোধার সহিত দেবীর সম্পর্ক অন্য প্রকার। কালিকাপুরাণে চণ্ডিকার প্রীতির জন্য গোধা বলিদান করার উপদেশ পাওয়া যায়।[১] বিশ্বসার-তন্ত্রের পঞ্চম পটলেও বলা হইয়াছে যে, গোধা-মাংসে গুহ্যকালী তুষ্টা হন।[২] এক স্থলে দেবী গোধাকে বাহন-রূপে গ্রহণ করিতেছেন এবং অন্যত্র দেবী গোধা-বলি গ্রহণ করিতেছেন, ইহাকে পরস্পর-বিরোধী মনোভাব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার মধ্যে কোনও বিরোধ নাই। দেবী গোধা-মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই কাহিনীই উভয় স্থলে গোধা-প্রসঙ্গ উত্থাপনের মূল প্রেরণা বলিয়া মনে হয়। গোধার প্রতি দেবীর পক্ষপাতের কথা কল্পনা করিয়া এক স্থলে ভক্ত গোধাকে বাহন-পদে অধিষ্ঠিত করিয়া দেবীকে তুষ্ট করিতে চাহিয়াছেন; অপর স্থলে বলি-প্রিয় তান্ত্রিকগণ গোধা-মাংসে দেবী সহজে তুষ্ট হইবেন কল্পনা করিয়া গোধা বলি দিবার বিধান দিয়াছেন।

মধ্য-প্রদেশের কয়েকটি আদিম জাতি এখনও গোধাকে কুলকেতুরূপে (totem) পূজা করিয়া থাকে।[৩] মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বে জম্বুখণ্ডের নদ-নদী-দেশাদি বর্ণনায় গোধা-জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪] এই গোধা-কুলকেতু বা গোধা-জনপদের সহিত কালকেতুর কাহিনীর কোনও যোগাযোগ

[১] ৫৫; ৩।

[২] পুথি, পৃঃ ২৮।

[৩] Russell, *Tribes and Castes of C. P.*, Vol. I, p. 365; Vol. III, p. 441.

[৪] ৯।৪২।

আছে কি-না বলা কঠিন। তবে গোধাসনা দেবী-মূর্ত্তি যে এই কাহিনীর প্রাচীনত্বের একটি প্রমাণ, এই অনুমান নির্ভুল বলিয়াই মনে হয়। মালদহে প্রাপ্ত গোধাসনা দেবী ৯ম শতকে খোদিত। আমরা যে-সকল জৈন মূর্ত্তির কথা আলোচনা করিয়াছি ঐগুলি খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ হইতে ১১শ শতকের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। সুতরাং ৭ম–৮ম শতকে কালকেতুর কাহিনী প্রচলিত ছিল, একথা বলা যাইতে পারে।

চণ্ডীমঙ্গলগুলিতে মঙ্গলচণ্ডী-সম্বন্ধে দুইটি সূত্র পাওয়া যায়, একটি দেবীর প্রকৃতি, অপরটি চণ্ডীমঙ্গল-কাহিনী। আমরা এই দুইটি সূত্র অবলম্বন করিয়া ইহাদের পূর্ব্ব-ইতিহাস অনুসন্ধান করিলাম। দেখা গেল, খ্রীষ্টীয় ৭ম–৮ম শতকে উত্তর-ভারতের সংস্কৃতি-জগতে মঙ্গলচণ্ডী ও তাঁহার গীত-কথা, এই দুইটিকেই বীজাকারে পাওয়া যাইতেছে। গোধাসনা গৌরীর বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, তিনি মূলতঃ ছিলেন শান্ত-মূর্ত্তি দেবতা। বেদে সরস্বতী ব্যতীত আরও কয়েকজন বাগ্‌দেবতার কথা পাওয়া যায়। গৌরী তাঁহাদের মধ্যে একজন।[১] অন্যান্য বৈদিক বাগ্‌দেবতা হইলেন সসর্পারী, ইলা ও ভারতী। মহাভারতেও গৌরীকে বিদ্যাদেবী আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।[২] জৈনদের মতেও এই গোধাসনা গৌরী অন্যতমা বিদ্যাদেবী। মঙ্গলচণ্ডীর সর্ব্বনিম্ন স্তরে সরস্বতীর অস্তিত্বের কথা বলা হইয়াছে। এই সকল গোধাসনা গৌরী-মূর্ত্তিও তাহা সমর্থন করিতেছে, কারণ গৌরীও একজন বাগ্‌দেবতা। তাহা হইলে দেখা গেল, মঙ্গলচণ্ডী একেবারে গোড়ায় কেবলমাত্র শান্ত-মূর্ত্তি বাগ্‌দেবী ছিলেন, এবং সেই সময় হইতেই কালকেতুর কাহিনীটি এই দেবীর সহিত সম্পৃক্ত ছিল। বিশ্বসারতন্ত্রের সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে, পরে (সম্ভবতঃ ১০ম–১১শ শতকে) কালকেতুর কাহিনীটি মহিষমর্দ্দিনীর পূজাকালেও গীত হইতে থাকে।

তাহা হইলে বুঝিতে হইবে এই বাগ্‌দেবী গৌরী ও কালিকাপুরাণ-বর্ণিত ললিতকান্তা দেবী অভিন্ন। ললিতকান্তার সহিত সরস্বতীর গুণগত সাদৃশ্যের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই দেবীর সহিত উগ্র-মূর্ত্তি তাম্রকান্তাকে (ইনি সম্ভবতঃ কিরাত-কুল-বন্দিতা মাতৃ-মূর্ত্তি) সংযুক্ত করিয়া আমাদের আলোচ্য দেবীর পূর্ণাবয়ব গঠিত হয়। নানুর ও ছাতনার বাসলী-মূর্ত্তি দুইটি তুলনা করিলেও সরস্বতীর এই ক্রমিক রূপান্তর বুঝিতে পারা যায়। সে যুগে বাংলা দেশে চণ্ডীমূর্ত্তির প্রচলন বৃদ্ধি পাইতে থাকায়, এই দেবীর অন্তর্নিহিত

[১] ১, ১৬৪, ৪১। [২] ৩, ২৩১, ৪৮।

উগ্র-মূর্ত্তিটিকে চণ্ডী নামে অভিহিত করা হয়। দ্বিজ মাধবের কাব্যে মঙ্গলদৈত্যের গল্পাংশ সংযোজিত হইয়াছে, ইহা হইতেও এই গীত-কথার উপর মহিষমর্দ্দিনী চণ্ডীর প্রভাব অনুমান করা চলে।

মঙ্গল-দৈত্যের কাহিনী কোনও পুরাণে বা তন্ত্রে নাই। আমাদের মনে হয়, কালিকাপুরাণ-বর্ণিত নরকাসুরকেই চণ্ডীমঙ্গলে মঙ্গল-দৈত্যরূপে অঙ্কিত করিয়া বৈষ্ণবগণের উপর শাক্তদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হইয়াছিল। নরক বরাহ-মূর্ত্তি বিষ্ণুর ও ধরিত্রীর পুত্র। তিনি তাঁহার পিতা বিষ্ণুর নির্দ্দেশক্রমে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গমন করেন। স্থানটি মহাদেবের অধীন। সেখানে অত্যন্ত বলবান্ ও ক্রূর কিরাতগণ বাস করিত। তাহারা সুবর্ণ-স্তম্ভসদৃশ, জ্ঞানহীন, বিনা কারণে মুণ্ডিত-মস্তক এবং মদ্য-মাংস-ভোজনে তৎপর। নরক বিষ্ণুর আজ্ঞায় কিরাত-গণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিলেন ও দিক্করবাসিনীর স্থান পর্য্যন্ত তাহাদিগকে অপসারিত করিলেন। তাহার পর বিষ্ণু মহাদেবের অনুমতি লইয়া দুইটি রাজ্যের সীমা নির্ণয় করিয়া দিলেন। দিক্করবাসিনী ললিতকান্তার পূর্ব্বভাগ হইতে সাগর পর্য্যন্ত ভূমি কিরাতদের বাসস্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ললিতকান্তার পশ্চাৎ ভাগকে সীমা করিয়া করতোয়া নদী পর্য্যন্ত কামাখ্যা দেবীর আবাস—সে-স্থান হইতে কিরাতদিগকে অপসারিত করিয়া ঐ ভূভাগ বেদশাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণগণের আবাসরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল। এই অংশের রাজা হইলেন ভূমি-পুত্র নরক। কিন্তু নরক ক্রমশঃ পাপাসক্ত হইয়া বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের উপর অত্যাচার করিতে থাকায় বিষ্ণু ক্রুদ্ধ হইয়া নরককে বধ করেন। "বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে নরক কৃষ্ণের নিকট কালিকাসদৃশী কালিকামূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। ঐ দেবীর রক্তবর্ণ মুখ ও নয়ন, দীর্ঘ কলেবর, করে খড়্‌গ ও পাশ, তিনি জগদ্ধাত্রী কামাখ্যা দেবী। নরক দেবীকে দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত ভীত হইলেন" (৩৪ ; ১০৪, ১০৫)। নরক ভূমি-পুত্র ; কালিকাপুরাণে তাঁহাকে বারম্বার 'ভৌম' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। জ্যোতিষশাস্ত্রমতে মঙ্গলগ্রহও ভূমি-পুত্র, তাঁহারও এক নাম ভৌম। নরকাসুরের সহিত দিক্‌করবাসিনী ললিতকান্তারও যোগাযোগ পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং নরকাসুরকেই মঙ্গল-দৈত্য নামে গীত-কথায় অঙ্কিত করা হইয়াছে কি-না বিবেচ্য। মঙ্গল-দৈত্যের প্রসঙ্গ অন্য কোনও পুরাণে পাওয়া যায় না। খুব সম্ভব সেই জন্যই মুকুন্দরাম এই কাহিনী গ্রহণ করেন নাই।

এ পর্য্যন্ত ধনপতির কাহিনীর কোনও প্রাচীন সূত্র পাওয়া যায় নাই। ইহা কখন কিভাবে মঙ্গলচণ্ডীর সহিত আসিয়া যুক্ত হইল, তাহা নির্ণয় করা যায়

না। বিশ্বসারতন্ত্রে তিন দিনের পালার কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু রঘুনন্দন আট দিনের গীতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। মাধব এবং মুকুন্দরামও আট দিনের পালাই রচনা করিয়াছিলেন। মুকুন্দরাম মাণিক দত্ত নামে জনৈক কবিকে চণ্ডীমঙ্গলের আদি-কবি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মাণিক দত্তের প্রদর্শিত পথেই মুকুন্দরাম অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই উভয় কাহিনীই মাণিক দত্তের কাব্যে স্থানলাভ না করিলে মুকুন্দরাম কর্ত্তৃক অনুকরণের এই স্বীকৃতি নিরর্থক হইয়া পড়ে। সুতরাং মাণিক দত্তের কাব্যেও এই উভয় কাহিনীই গ্রথিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। পরে মুকুন্দরামের সময়ে আসিয়া এই দুইটি কাহিনীর সহিত উমা-মহেশের পারিবারিক চিত্রটি সংযোজিত হয়। ইহাই হইল ১৬শ শতাব্দী পর্য্যন্ত চণ্ডীমঙ্গলের গীত-কথার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলের একখানি পুথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত আছে। ইহাতে চণ্ডীমঙ্গলের উভয় কাহিনীই পাওয়া যায়। নানা কারণে এই কাব্যটিকে আমরা মাণিক দত্তের মূল রচনা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। তবে কতকগুলি বিষয়ে কাব্যখানি কিঞ্চিৎ অভিনব, সেজন্য ইহার আলোচনা হওয়া আবশ্যক। ইহাতে শিব ও দক্ষের বিরোধ, সতীর মৃত্যু, পার্ব্বতীর জন্ম, গঙ্গা ও গৌরীর সপত্নীত্ব, কার্ত্তিক ও গণেশের জন্ম প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। আবার দেবীকে দিয়া মঙ্গল-দৈত্যের ন্যায় ধূম্রাসুর নামে দৈত্যকেও বধ করানো হইয়াছে। সংস্কৃত চণ্ডীতেও ধূম্রলোচন-বধের কথা আছে। শিবায়নের ন্যায় ইহাতেও শিবের কোচিনী-আসক্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে। আবার অন্নদামঙ্গলের দেবীর ন্যায় গৌরীও এখানে ভিক্ষুক শিবের জন্য অন্ন রন্ধন করিতেছেন, ইহা দেখান হইয়াছে এবং নারদকে এই কাব্যের একজন চরিত্ররূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে। ইহাতে চৈতন্যের চৌতিশা ও দেবীর আত্ম-চৌতিশা অর্থাৎ ককারাদি বর্ণে আত্মকথা পাওয়া যাইতেছে। কাব্যটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, ইহাতে নূতন নূতন motif স্থান লাভ করিয়াছে, মাধবানন্দ বা মুকুন্দরামের কাব্যে ঐ সকল গল্পাংশ পাওয়া যায় না। ইহার ভাষা তেমন মার্জিত নহে ও ছন্দ অধিকাংশ স্থলে শিথিল, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বর্ণনা-ভঙ্গী বেশ চিত্তাকর্ষক। অল্প একটু উদ্ধৃত করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। দেবী দয়াপরবশ হইয়া পশুগণকে বর দিলেন :

জন্তি জীব যত ছিল জগত-সংসারে।
সভাকে বর দিল তবে সর্ব্বমঙ্গলে॥

বর দিয়া ভবানী হইল বর-দাতা।
চলিল পশু নাহি মনে ব্যথা॥

কিন্তু এখন মৃগয়াজীবী কালকেতুর কি উপায় হইবে? তাই

পদ্মা বোলে ভগবতী কর মন।
পশুকে দিলে বর কেতুকে দেহ ধন।
স্বর্গপুরের রথ দেবী স্বর্গপুরে থুইঞা।
নাম্বিল ভবানী দেবী গোধিকামূৰ্ত্তি হয়্যা॥

গোধিকা-রূপে ভগবতী গহন-কাননে প্রবেশ করিলে সেই বনানী রাজ্যে আনন্দের শিহরণ খেলিয়া গেল। কবি তাহার বর্ণনা দিয়াছেন—

চন্দ্র সূর্য্য দেব অভ্র-ছায়া কৈল॥
মন্দ মন্দ মলয়া বহে ধীরে ধীরে।
জেহি বৃক্ষ মরিয়াছিল অরণ্য ভিতরে॥
পল্লব মেলিয়া তারা ধরিল ফুল।

অরণ্যে যখন "এতেক মঙ্গল হৈল," সেই সুখের প্রভাতে দারিদ্র্যপূর্ণ পরিবেশের ভিতর কালকেতুর নিদ্রাভঙ্গ হয়।

দিনেকের সম্বল বীর নাহি দেখে ঘরে।
বিধাতা স্মরিয়া বীর লাগিল কান্দিবারে॥

বীরের বিলাপ সমস্ত চণ্ডীমঙ্গলেই আছে। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থের বর্ণনাটি কিছু অধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও বীরত্বপূর্ণ :

বিধাতা, কালকেতু জন্মাইল কে?
যখন বীরের জন্ম হৈল তখন কেনে না মৈল
অন্ন-দুঃখ না সয়ে শরীরে॥
গামছা বহিতে নারে যারা শতে শতে পান তারা
কেহো বসিয়া করে ঠাকুরালী।
জাখে তুমি কৃপা কৈলে নানা ধন দিলে তারে
আমি উদর না পারি পালিবারে॥
রজনী প্রভাত হৈলে জাই মৃগ বধিবারে
ফুলরা থাকেন পথ চায়া।
যদি মৃগ না পাই উধারের নাহিক ঠাই
প্রাণ রাখি কচু খায়া॥

তুঞ্চি বিধি বিষম বড়   অন্তরে জানিলো দড়
দারিদ্র্য সৃজিলে কি লাগিয়া।
সুবর্ণের খাটে কেহো   শুইয়া নিদ্রা যায়
আমি থাকি চর্ম্ম উড়িয়া ॥

এখানে কালকেতু বিদ্রোহী বীর। অসম ধন-বন্টনের জন্য সে বিধাতার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে।

মঙ্গলচণ্ডীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দেখাইতে গিয়া এই ইতিহাসের দুইটি যুগের কথা আলোচিত হইয়াছে। প্রথম যুগে (খ্রীঃ ৭ম–৮ম হইতে ১৩শ–১৪শ শতক পর্যন্ত) মঙ্গলচণ্ডী ছিলেন সরস্বতী, মহিষমর্দ্দিনী ও গজলক্ষ্মীর মিশ্ররূপ। ইহা প্রাক্-বাংলা কাব্যের যুগ। এই আদি যুগে আমরা মঙ্গলচণ্ডীকে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক মূর্ত্তিতে দেখিতে পাই। মঙ্গলচণ্ডীর দ্বিতীয় যুগ বা মধ্য যুগ হইল বাংলা চণ্ডীমঙ্গলের যুগ। মাণিক দত্তের কাল হইতে অর্থাৎ আনুমানিক ১৪শ–১৫শ শতক হইতে ১৮শ শতকের মধ্য ভাগ পর্যন্ত এই যুগের বিস্তৃতি। এই যুগেই মঙ্গলচণ্ডীর সহিত উমা-মূর্ত্তি মিশ্রিত করিয়া মঙ্গলচণ্ডীর নব-পরিকল্পনা রচিত হয়। মধ্য যুগের শেষে অর্থাৎ ১৮শ শতকের মধ্যভাগ হইতে মঙ্গলচণ্ডীর ক্রমবিকাশে যে-পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছিল, মুকুন্দরামের কাব্যেই তাহার সূত্রপাত হয়।

১৮শ শতকে মঙ্গলচণ্ডীর যে নব-পরিণতি হইয়াছিল তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইলে মধ্য যুগে বাংলা চণ্ডী-সাহিত্যের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে হইবে। এই যুগে চণ্ডী-সাহিত্যের তিনটি ধারা দেখা যাইতেছে। প্রথম হইল মহিষ-মর্দ্দিনী চণ্ডীর ধারা। মার্কণ্ডেয় পুরাণ-বর্ণিত মহিষমর্দ্দিনী চণ্ডীর কাহিনী এই সকল চণ্ডী-কাব্যের উপাদান। দ্বিজ কমললোচনের চণ্ডিকা-বিজয় ১৭শ শতকের মধ্যভাগে রচিত হয়। ইহা ও ভবানীপ্রসাদ রায়ের দুর্গা-মঙ্গল এই শ্রেণীর দুইখানি প্রধান কাব্য। এই শ্রেণীর চণ্ডী-কাব্যে দেবী প্রধানতঃ উগ্রা-প্রকৃতির। এই যুগের দ্বিতীয় শ্রেণীর চণ্ডী-কাব্য হইল দ্বিজ মাধব ও তাঁহার অনুকরণকারী ভবানীশঙ্কর দাস[১] প্রভৃতি লেখকগণ-রচিত চণ্ডীমঙ্গল। চট্টগ্রাম-অঞ্চলে এই গীতগুলির প্রচলন। এই কাব্যগুলিতে উমার গার্হস্থ্য-জীবনের কাহিনী নাই, তাহার পরিবর্ত্তে দেবী-কর্ত্তৃক মঙ্গল-দৈত্য-বিনাশের কাহিনী গীতের অঙ্গীভূত হইয়াছে। এই গীতগুলিতে দেবীর

১ মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

শান্তোগ্র মিশ্ররূপটি সুন্দরভাবে বজায় আছে। এই যুগের তৃতীয় শ্রেণীর চণ্ডী-কাব্য হইল মুকুন্দরাম ও তাঁহার অনুসরণকারী কবিগণের রচিত চণ্ডী-মঙ্গল। এই সকল কাব্যে উমা-মহেশের কাহিনী সবিস্তারে গীতের ভূমিকা-রূপে বর্ণিত হওয়ায় ইহাতে দেবীর উগ্রভাব হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া শান্তভাব প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ক্রমে কাহিনী দুইটির খোলস বর্জন করিয়া এই মঙ্গলচণ্ডীই ভারতচন্দ্রের (১৮শ শতক) কাব্যে অন্নদা-মূর্ত্তির সহিত মিশিয়া যান। এই মাতৃ-মূর্ত্তিতে মহিষমর্দ্দিনীর উগ্রভাব আরও হ্রাস পাইয়া প্রায় লুপ্ত হইয়া যায়।

অন্নপূর্ণা বা অন্নদার ধারাও খুব প্রাচীন। বেদে অদিতি, পৃথ্বী, পাঙ্কি, সীতা, ওষধি, অরণ্যানী, উর্ব্বরা, প্রভৃতি ভূমি ও শস্য-দেবতার কথা পাওয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে অদিতি ছিলেন প্রধান, তিনি দেব-মাতা। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবী বলিয়াছেন, তিনি শাকম্ভরীরূপে পৃথিবীকে ফলে, শস্যে পূর্ণ করিয়া তোলেন। শাকম্ভরীর মধ্যেই আমরা অদিতি, পৃথ্বী প্রভৃতি দেবীকে নূতন করিয়া পাই। শারদীয়া দুর্গাপূজার একটি প্রধান অঙ্গ নবপত্রিকা পূজা। ইহাতে রম্ভা, কচু, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিল্ব, দাড়িম্ব, অশোক, মান ও ধান্য—এই নয়টি উদ্ভিদের পত্র ও ইহাদের অধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্মাণী, কালী প্রভৃতি নয় জন দেবীকে আবাহন ও অর্চনা করা হয়। দুর্গাপূজার এই অংশটি শস্যশ্যামলা ভূমি-মাতারই পূজা বলিয়া অনুমিত হয়। অন্নপূর্ণা বা অন্নদাও সেই ভূমি- ও শস্য-দেবতারই আর একটি প্রকাশ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এবং আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে 'অন্নপত্নী' নামে একজন দেবীর কথা পাওয়া যায়। স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত কাশীখণ্ডে অন্নপূর্ণার কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

মধ্য যুগের শেষ দিকে মঙ্গলচণ্ডীকে কেন্দ্র করিয়া আর-এক শ্রেণীর সাহিত্য রচিত হইতে থাকে, ইহা ব্রতকথার পর্য্যায়ভুক্ত। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, ব্রতকথাজাতীয় ক্ষুদ্র রচনা হইতেই বিষয়বস্তু আহরণ করিয়া কবিগণ চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন। প্রকৃতপক্ষে ঘটনাটি ঠিক ইহার বিপরীত। ব্রত-কথার যুগ মঙ্গল-গীতের পূর্ব্ব অধ্যায় নহে, ইহা পরবর্ত্তী অধ্যায়। ষোড়শ শতকে চণ্ডীমঙ্গলের স্বর্ণ-যুগ অতীত হইয়া গেলে ১৭শ শতক হইতেই চণ্ডী-মঙ্গলের কাহিনী দুইটি এবং অনেক স্থলে শুধু ধনপতির কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রতকথা বা পাঁচালী রচিত হইতে থাকে।[১]

[১] সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ৫৩৯।

১৮শ শতকে মঙ্গলচণ্ডীর ধারা ভারতচন্দ্রের অন্নপূর্ণা-cultএ আসিয়া মিলিত হয়। এই সময়ে রামপ্রসাদ ও অন্যান্য শাক্ত কবিগণ এক প্রকার খণ্ড-কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। কবিতাগুলি বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে রচিত শাক্ত পদাবলী। এই শাক্তপদগুলির মধ্যেই আমরা মঙ্গলচণ্ডীর নব-কলেবর দেখিতে পাই। এখানে দেবী আর রণোন্মাদিনী চণ্ডী নহেন, তিনি সর্ব্বমঙ্গলা উমা মাতা। শাক্ত কবিদের এই আগমনী ও বিজয়ার পদগুলিতে উমার গার্হস্থ্য-জীবনের বেদনা-মধুর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। রামপ্রসাদ ও অন্যান্য শাক্ত কবি কালীকে অবলম্বন করিয়াও অনেক পদ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল পদে কালীর ভয়ঙ্করী রণোন্মাদিনী মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে তাঁহার কল্যাণময়ী শান্ত মাতৃমূর্ত্তিই অধিক পরিমাণে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কালী রামপ্রসাদকে বেড়ার দড়ি বাঁধিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। শাক্ত পদকর্ত্তাদের রচনায় কালীর সহিত ভক্তের মাতা-পুত্র সম্বন্ধই দেখানো হইয়াছে। কোন কোন পদে কালীর ভয়ঙ্করী মূর্ত্তির বর্ণনা পাওয়া গেলেও, তাহা দেবীর ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক মাত্র, দেবীর কার্য্যে কোথাও মাধুর্য্যের অভাব ফুটিয়া উঠে নাই। ত্রিতাপ-দগ্ধ ভক্ত অনেক সময়ে কালীকে দুঃখদাত্রী, ছলনাময়ী প্রভৃতি বলিয়া অভিযুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু ইহা মাতা-পুত্রের মান-অভিমানের অভিনয় মাত্র। শাক্ত পদাবলীতে কালী কোথাও স্নেহহীনা নিষ্ঠুরা মাতৃমূর্ত্তি নহেন। বাঙালী কবিগণ তাঁহাকে সন্তানের আবদার শুনিতে অভ্যস্ত কল্যাণময়ী বাঙালী জননী-রূপেই অঙ্কিত করিয়াছেন। মঙ্গলচণ্ডী বা মনসার উগ্রভাবের আভাসমাত্র সেখানে নাই।

/ সুতরাং দেখা গেল, একেবারে গোড়ায় মঙ্গলচণ্ডী ছিলেন শান্ত মাতৃমূর্ত্তি বাগ্‌দেবী। হিন্দুতন্ত্রের যুগে এই দেবীর সহিত কালীকে বা অন্য কোনও ভয়ঙ্করী মাতৃমূর্ত্তিকে যুক্ত করিয়া এক নূতন শান্তোগ্র তান্ত্রিক মাতৃমূর্ত্তি সৃষ্টি করা হয়। কালিকাপুরাণে এই তান্ত্রিক মূর্ত্তি ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া গৃহীত হয়; এবং দেবীর নামকরণ হয় মঙ্গলচণ্ডী। কিন্তু ১৬শ শতকে বাংলাদেশে তন্ত্রের প্রভাব হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া বৈদিক ঐতিহ্যবাহী পৌরাণিক আবহাওয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে। চণ্ডীমঙ্গলেও এই যুগ-পরিবর্ত্তনের আভাস পাই; ইহাতে মঙ্গলচণ্ডীর সহিত উমাকে যুক্ত করিয়া দেবী-চরিত্রের উগ্রভাব প্রশমিত করা হইয়াছে। অন্নদামঙ্গলে দেবী প্রধানতঃ শান্তমূর্ত্তি হইলেও এই কাব্যে দেবী যেভাবে নারদকে নিগৃহীত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে যেন চণ্ডী ও মনসার সামান্য-মাত্র অবশেষ লক্ষিত হইতেছে। কিন্তু শাক্ত পদাবলীতে প্রাক্-তান্ত্রিক শান্ত মাতৃমূর্ত্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইল। তবে বৈদিক বা তান্ত্রিক যুগে সরস্বতীর যেরূপ প্রতিপত্তি ছিল, এখন আর সেরূপ

নাই। সেজন্য শাক্ত পদাবলীর কেন্দ্রীভূত শান্ত দেবী-মূর্ত্তিটি সরস্বতী নহেন, তিনি উমা। এই উমা বৈদিক সরস্বতীর নিকট হইতে আলোক সংগ্রহ করিয়া কেনোপনিষদে (৩,২৫) 'ব্রহ্মবাদিনী উমা'-রূপে প্রথম আবির্ভূতা হন। পরে তিনি সংস্কৃত পুরাণ-উপপুরাণের মধ্য দিয়া বাংলা-সাহিত্যে মুকুন্দরামের কাব্যে প্রথম আবির্ভূতা হন ও অন্নদামঙ্গলে পুষ্টি ও শাক্ত পদাবলীতে পরিণতি লাভ করেন।

মুকুন্দরামের কাব্য যেরূপ মঙ্গলচণ্ডীর ক্রমবিকাশের ইতিহাসের এক অংশের উপর আলোক-সম্পাত করিতেছে, দ্বিজ মাধবের কাব্যও সেইরূপ এই ইতিহাসের পূর্ব্বতন অধ্যায়টি বুঝিতে আমাদিগকে সহায়তা করিতেছে। ইহাতে দেবীর যে-শান্তোগ্র রূপটি পাওয়া যায়, তাহাই তান্ত্রিক মাতৃমূর্ত্তির প্রকৃত রূপ। এই মূল্যবান্ কাব্যটি এ পর্য্যন্ত সাধারণ পাঠকের অগোচরে ছিল। সেজন্য আমরা ইহার একটি মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশে প্রবৃত্ত হই। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল উৎকৃষ্ট কাব্য সন্দেহ নাই, কিন্তু দ্বিজ মাধবের কাব্য নিকৃষ্ট হইবে না। এই কাব্যের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হইল, এক দিকে ইহা যেমন উৎকৃষ্ট কাব্যগুণের অধিকারী, অন্য দিকে মঙ্গলচণ্ডীর উপর তন্ত্রের প্রভাব-সম্বন্ধে ইহাতে গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

মুকুন্দরাম পুরাণ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া তাঁহার কাব্যের পরিবেশ রচনা করিয়াছেন। যক্ষ-বিদ্যাধর-অপ্সরাদের বর্ণনায় তাঁহার কাব্য পূর্ণ। প্রয়োজন হইলে নারদ আসিয়া তাঁহার কাহিনীতে গতি-সঞ্চার করেন। রামায়ণ-মহাভারত ও বিবিধ পুরাণের সারগর্ভ গল্পাংশ মুকুন্দরাম সংক্ষেপে ও সুকৌশলে তাঁহার কাব্যে ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু দ্বিজ মাধবের কাব্যে পুরাণ অপেক্ষা তন্ত্রের প্রভাব অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। মুকুন্দরামের কাব্যে এই তান্ত্রিক আবহাওয়া পাওয়া যায় না। উভয় কবি যেভাবে তাঁহাদের কাহিনীর গোড়া-পত্তন করিয়াছেন, তাহাতেই এই পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিজ মাধবের কাব্যে পাই, নীলাম্বর মৃত্যুঞ্জয়-জ্ঞান শিক্ষা করিবার জন্য শিবের নিকট গেলে শিব তাঁহাকে পুষ্প-চয়নে নিযুক্ত করেন। নীলাম্বর কর্ত্তব্যে অবহেলা করায় মর্ত্ত্যে তাহাকে কালকেতুরূপে অভিশপ্ত-জীবন যাপন করিতে হয় ও শাপ-মোচনান্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে শিব তাঁহাকে মৃত্যুঞ্জয়-জ্ঞান শিক্ষা দেন। এই তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রসঙ্গে দ্বিজ মাধব তান্ত্রিক সাধনার কথাই বর্ণনা করিয়াছেন। তুলনীয়:

হৃদিপদ্মে বসি হংসে করে নানা কেলি।
কর্ম্মযোগে জানি করে পিণ্ডের বলাবলী॥

কর্ম্মযোগে বহু যোগ আর নাহি আটে।
সে সব কারণ কহি বৈসয়ে নিকটে।।
শুন শুন কহি তত্ত্ব অয়ে নীলাম্বর।
আপনা শরীর চিন্ত হইতে অমর।।
সুষুম্না প্রধান নাড়ী শরীর মধ্যে বৈসে।
ইঙ্গলা পিঙ্গলা তার বৈসে দুই পাশে।।

(ইত্যাদি, পৃঃ ১১১)

কিন্তু মুকুন্দরামের কাব্যে মৃত্যুঞ্জয়-জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া কাহিনীর গোড়া-পত্তন করা হয় নাই। তাহার পরিবর্ত্তে সেখানে নারদ ইন্দ্রকে শিব-পূজার পরামর্শ দিয়াছেন। ইন্দ্রের আদেশে শিব-পূজাব পুষ্প-চয়ন করিতে গিয়া নীলাম্বরের কর্ত্তব্যে অবহেলা ঘটে। এই অবসরে ভগবতী পিপীলিকারূপে পুষ্পমধ্যে প্রবেশ করেন ও সেই পুষ্প দিয়া ইন্দ্র শিবের পূজা করিলে পিপীলিকা পুষ্প হইতে বাহির হইয়া শিবের মস্তকে দংশন করে। ইহাতে শিব ক্রুদ্ধ হইয়া নীলাম্বরকে অভিশাপ দেন।

দ্বিজ মাধব কলিঙ্গ-নৃপতি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত দেবী-পূজার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন। এই পূজা-বিধির উপর তান্ত্রিক মূর্ত্তি-পূজার প্রভাব সুস্পষ্ট (পৃঃ ২৭ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু মুকুন্দরামের কাব্যে কলিঙ্গরাজ ও সিংহলরাজ স্তব-স্তুতি দ্বারাই দেবীর পূজা সমাপ্ত করিলেন। তান্ত্রিক-পদ্ধতিতে দেবী-পূজা মুকুন্দরামের কাব্যে বর্জিত হইয়াছে।

দ্বিজ মাধব সরস্বতীকে 'বিষ্ণুর বনিতা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা তান্ত্রিক মত।[১] দ্বিজ মাধব সরস্বতীর বর্ণনায় লিখিয়াছেন :

পঞ্চাশ অক্ষরে যাঁর নির্ম্মাণ শরীর।

শারদা-তিলকেও একাধিক স্থানে "পঞ্চাশল্লিপিভিঃ বিভক্ত" বলিয়া সরস্বতীকে বর্ণনা করা হইয়াছে। দ্বিজ মাধব ভণিতায় গীতটিকে সারদা-মঙ্গল ও সারদা-চরিত নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ তন্ত্র-গ্রন্থ শারদা-তিলকের অনুকরণেই এই নামকরণ করা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। দ্বিজ মাধবের কাব্য চিরাচরিত-ভাবে গণেশ-বন্দনার দ্বারা আরম্ভ না হইয়া সূর্য্য-বন্দনার দ্বারা আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে স্বভাবতঃই মনে হয় মাধবানন্দ আচার্য্য-উপাধিক দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন।

১ তুঃ পাতু মাং বিষ্ণু-বনিতা লক্ষ্মীঃ শ্রীবর্ণরূপিণী।
—বিশ্বসারতন্ত্র, পুথি, পৃঃ ১১২।২।

তাঁহার কাব্যে অনেক স্থলে ফলিত জ্যোতিষের আলোচনা পাওয়া যায়। মুকুন্দ-রামও জ্যোতিষ-চর্চা করিতেন, তাহার নিদর্শন তাঁহার কাব্যেও রহিয়াছে। তথাপি তিনি দ্বিজ মাধবের ন্যায় সূর্য্য-বন্দনায় তাঁহার কাব্য আরম্ভ করেন নাই। আমরা অন্য ভাবেও এই প্রারম্ভিক সূর্য্য-বন্দনার ব্যাখ্যা করিতে পারি। তন্ত্রে শ্রীবিদ্যা-প্রকরণে প্রথমে সূর্য্যপূজা করিবার বিধি আছে। তন্ত্রসার এই প্রসঙ্গে রুদ্র-যামল হইতে নিম্নলিখিত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন:

আদিত্যং পূজয়েদাদৌ প্রত্যক্ষং লোক-সাক্ষিণম্।
অন্যথা নৈব সিদ্ধিঃ স্যাৎ কল্পকোটিশতৈরপি॥

বৃহৎ স্তবরাজ নামক পুস্তকেও আছে:

স্নানন্তু বিধিবৎ সন্ধ্যাং তর্পণং সূর্য্যপূজনম্।
কৃত্বা পূজালয়ে চাত্র পঞ্চমীং পূজয়াম্যহম্॥[১]

মঙ্গলচণ্ডীর মূল দেবতা সরস্বতী। সুতরাং মঙ্গলচণ্ডী-পূজার প্রথমে সূর্য্য-পূজা করা তান্ত্রিক মতে প্রশস্ত।

সর্ব্বদেব-দেবীর বন্দনা করা তান্ত্রিক পূজা-বিধির একটি অঙ্গ। দ্বিজ মাধবের কাব্যে সর্ব্ব-দেব-দেবীর বন্দনা আছে। কিন্তু মুকুন্দরামের কাব্যে ইহা পাওয়া যায় না। তন্ত্রে গুরুকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। দ্বিজ মাধব তাঁহার কাব্যের আরম্ভে গুরুকে বন্দনা করিতে ভুলেন নাই। কিন্তু মুকুন্দ-রামের কাব্যে গুরুর প্রসঙ্গ নাই। সুতরাং দ্বিজ মাধবের কাব্যের উপর তন্ত্রের প্রভাব পরিদৃষ্ট হইতেছে। এই কাব্যটি পাঠ করিয়াই আমাদের তন্ত্রে মঙ্গল-চণ্ডীর আদি-রূপ অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি জন্মে।

আর একটি বিষয়ে দ্বিজ মাধবের কাব্য প্রাচীন ধারার সহিত অধিকতর সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। রঘুনন্দন এক মঙ্গলবার হইতে পরবর্ত্তী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত গীতের দ্বারা মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করার কথা বলিয়াছেন। বিশ্বসার-তন্ত্রেও তিন দিবসব্যাপী আখেটক-উপাখ্যানের কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং চণ্ডীমঙ্গল মূলতঃ পালা-গান-জাতীয় কাব্য। সেইজন্যই ইহার অন্য নাম অষ্টমঙ্গলার পালা। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলও আট দিনে গীত হইত, ইহা মুকুন্দের কাব্য পড়িলে জানা যায়। তুলনীয়:

(১) ঘট সংস্থাপন করি মহামায়া মহেশ্বরী
স্থিতি কর এ অষ্টবাসর।

[১] তন্ত্রসার, বসুমতী সং, পৃঃ ২০৮।

(২) বিশ্রাম দিবস আট শুন গীত দেখ নাট
আসরে করহ অধিষ্ঠান ॥

কিন্তু মুকুন্দরামের গীতটিতে পালা-বিভাগ পাওয়া যায় না। দ্বিজ মাধবের কাব্য এই দিক্ দিয়া প্রাচীন ধারাটি বজায় রাখিয়াছে। ইহার সমস্ত পুথিতেই সুস্পষ্ট পালা-বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। দ্বিজ মাধবের কাব্যের সমস্ত পুথিতেই গীতটি চতুর্দ্দশ পালায় বিভক্ত। এই প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, দ্বিজ মাধবের গীতটিতে কালকেতু-কাহিনীর শেষ অংশ ও ধনপতি-কাহিনীর প্রথম অংশ একই পালার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। আমরা মূল পালা-বিন্যাস সামান্য পরিবর্ত্তিত করিয়া গীতটিকে ষোল পালায় বিভক্ত করিয়াছি। মূল পালা-বিন্যাস অনুসারে আট দিনের মধ্যে দুই দিন শুধু এক বেলা গীত গাওয়া হইত। ঐ দুই দিন অবশিষ্ট কাল সম্ভবতঃ পূজার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। শুধু দুই স্থানে পালা-বিভাগ সামান্য পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে, ইহা ছাড়া মূল পালা-বিন্যাসে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত অনুযায়ী পালা-বিভাগ করিয়া দ্বিজ মাধব উন্নত সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। মুকুন্দরামের ন্যায় তিনি বর্ণনা-কুশল কবি ছিলেন না। তাঁহার প্রকাশ-ভঙ্গীও মুকুন্দের ন্যায় মার্জিত নহে। কিন্তু তাঁহার প্রধান বৈশিষ্ট্য, তিনি বর্ণনা করিতে বসিয়া গল্পের গতি-রোধ করেন নাই। কাহিনীই তাঁহার নিকট বড়। কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়াই তিনি যখন যেরূপ প্রয়োজন লৌকিক ও অলৌকিক চরিত্রের এবং লৌকিক ও অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন। কোথাও আতিশয্য নাই। সুনিপুণ পালা-বিন্যাস এবং চরিত্র ও ঘটনার সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাবেশ থাকায়, পারিপাট্যে তাঁহার গীত-কথা অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে।

প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে এক শ্রেণীর রচনাকে মঙ্গল-গান বা মঙ্গল-গীত বলা হইত। চণ্ডীমঙ্গলগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সংস্কৃত-সাহিত্যেও মঙ্গল-গীত বা মঙ্গল-গাথিকার উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাবংশে[১] এক প্রকার মঙ্গল-গীতের উল্লেখ পাওয়া যায়, ইহা আনন্দোৎসবের সময় কয়েক দিবস ব্যাপিয়া গীত হইত। জয়দেবের গীত-গোবিন্দও একখানি মঙ্গল-গীতি। এই কাব্যটি দ্বাদশ 'সর্গে' বিভক্ত হইলেও সংস্কৃত মহাকাব্যের অন্য কোনও লক্ষণ ইহাতে নাই। গীত-গোবিন্দে ২৪টি গান এবং গানগুলির মাঝে মাঝে

১ E. Thomas, *Mahavamsa*, Colombo, 1837, p. 99.

গানের ভূমিকা-স্বরূপ কয়েকটি শ্লোক আছে। রাধাকৃষ্ণের লীলা-কাহিনী গানগুলির সাহায্যেই বর্ণিত হইয়াছে। প্রতিটি গানের প্রথমে রাগ ও তালের উল্লেখ আছে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, শ্লোকগুলি আবৃত্তি করা হইত এবং গীতগুলি সুর-তাল-সহকারে গান করা হইবে বলিয়া রচিত হইয়াছিল। জয়দেব এই কাব্য-ভঙ্গীটিকে ' মঙ্গল-গীতি ' আখ্যা দিয়াছিলেন। মহাবংশে উল্লেখিত মঙ্গল-গীতিও সম্ভবতঃ এইরূপ ছিল।

এই প্রকার গান ও ছড়ার সাহায্যে কাহিনী বর্ণনা করার জয়দেবী রীতিটিই বাংলা মঙ্গল-গীতগুলিতে অবলম্বিত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, মঙ্গল-গীত বা মঙ্গল-গানের পরিবর্ত্তে মঙ্গল-কাব্য শব্দটি আমরা আজকাল এত অধিক ব্যবহার করি যে বাংলার মঙ্গল-গানগুলির এই রূপ-গত (formal) বৈশিষ্ট্য-টুকু আমরা ক্রমেই ভুলিয়া যাইতেছি।

দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গল এই দিক্ দিয়া একখানি খাঁটি মঙ্গল-গীত। মঙ্গল-গানের বিশিষ্ট রূপ (form) এই কাব্য হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। জয়দেবের কাব্য সর্গ-বিভক্ত ; দ্বিজ মাধবও তাঁহার কাব্যটিকে সযত্নে বিভিন্ন পালায় বিভক্ত করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, কাব্যটিতে গানের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। এবং প্রতি গানের প্রতিলিপির শীর্ষে রাগ-রাগিণীর উল্লেখ এই কাব্যের পুথিগুলির একটি বৈশিষ্ট্য। লেখক ছড়া কাটিয়া কাহিনী-ভাগ আবৃত্তি করিবার জন্য পয়ার ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। এবং ভাবাবেগ যেখানেই গভীর ও উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে, সেখানেই লেখকের রচনা প্রায়শঃ বর্ণনামূলক পয়ার-ভঙ্গী বর্জন করিয়া ত্রিপদী বা একাবলীর গতি-বৈচিত্র্যের আশ্রয় লইয়াছে। এই সকল পদ যে সুর-তাল-সংযোগে গেয়, তাহা বুঝাইবার জন্য লেখক প্রতি ক্ষেত্রেই রাগ-রাগিণীর উল্লেখ করিয়াছেন। বিভিন্ন পুথিতে মোটের উপর একই প্রকার রাগ-রাগিণীর নাম পাওয়া যাইতেছে, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। কাব্যে এইরূপ রাগ-রাগিণীর উল্লেখ বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ।

বৈদিক যুগে কবিতায় ছন্দের উল্লেখ থাকিত। এই ধারা অনুসরণ করিয়া চাঁদ বরদাই, জায়সী, তুলসী দাস প্রভৃতি প্রাচীন হিন্দী কবিগণ ছন্দের নির্দ্দেশ দিতেন। কিন্তু প্রাচীন বাংলা-কাব্যগুলি ' গীত-ছন্দে ' রচিত হইত। অর্থাৎ সেগুলি ছিল প্রধানতঃ গেয়। ঐ কাব্যগুলিতে সাধারণতঃ পয়ার ছন্দে রচিত অংশই শুধু প্রাচীন হিন্দী কবিতার ন্যায় সুর করিয়া আবৃত্তি করা হইত। সেজন্য এই সকল অংশের উপর লেখা থাকিত 'পয়ার', এবং গেয় পদগুলির উপর রাগ-রাগিণীর নাম থাকিত। পরবর্ত্তী যুগে কবিগণ এই ব্যাপারে কতকটা

নিরঙ্কুশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিজ মাধবের কাব্যের সমস্ত পুথিতেই গীতিবন্ধটি বহুলাংশে অটুট রহিয়াছে।

গায়ক-কর্ত্তৃক পয়ার-ছন্দে ঘটনা বর্ণিত হইলে নাটকীয় রসের সৃষ্টি হইতে পারে না। কিন্তু কোনও বিশেষ ঘটনাংশ অবলম্বন করিয়া তিনি যখন একটি পদ গান করেন তখন মনে হয় তিনি যেন সেই চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই ভাবে মঙ্গল-গানের অন্তর্ভুক্ত গীতগুলি ঘটনার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে নাটকীয় তরঙ্গ সৃষ্টি করে। এই দিক্ দিয়া মঙ্গল-গানের বিশেষ একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে। এই মঙ্গল-গানই পরে গীতাভিনয়ে রূপান্তরিত হয়। বাংলা-নাটকের ইতিহাসে মঙ্গল-গানের স্থান এখনও স্বীকৃত হয় নাই। মঙ্গল-গানের নির্ম্মিতি-সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণার অভাবই যদি ইহার কারণ হয়, তাহা হইলে দ্বিজ মাধবের কাব্যে আমরা একখানি খাঁটি মঙ্গল-গানের পরিচয় পাইব।

এই উদ্দেশ্যেই আমরা আলোচ্য কাব্যটির নাম দিয়াছি "মঙ্গলচণ্ডীর গীত।" বাংলা চণ্ডীমঙ্গলগুলি জাগরণ, অষ্টমঙ্গলার পালা, মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা, অভয়ামঙ্গল, সারদামঙ্গল, চণ্ডিকা-চরিত প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দ্বিজ মাধবের বিভিন্ন পুথিতেও পুথি লেখকগণকে ঐ নামগুলির এক একটি ব্যবহার করিতে দেখা যায়। দ্বিজ মাধব ভণিতায় সারদামঙ্গল বা সারদা-চরিত নামে কাব্যটিকে পরিচিত করিয়াছেন। কিন্তু এতগুলি প্রচলিত নাম থাকিতে আমরা 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' নামটি নির্ব্বাচন করিলাম, তাহার প্রথম কারণ, এই নামকরণের দ্বারা কাব্যটি যে প্রাচীন মঙ্গল-গীতের একটি নিদর্শন, তাহা বুঝান হইবে। দ্বিতীয়তঃ, বাংলা-সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গলের প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় চৈতন্য-ভাগবতে। সেখানে ইহাকে 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' বলা হইয়াছে। সুতরাং এই নামের দ্বারা কাব্যটির সহিত প্রাচীন ধারার সংযোগ সাধিত হইবে। তৃতীয়তঃ, এই নামকরণ হইতে বুঝা যাইবে, এই কাব্যের দেবী 'মঙ্গল-চণ্ডী,' তিনি কেবল মাত্র 'চণ্ডী' নহেন।

কবি-প্রসঙ্গ

আমরা এ পর্য্যন্ত মঙ্গলচণ্ডী ও তাঁহার গীত-সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম। এখন আলোচ্য গ্রন্থের লেখক-সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলা আবশ্যক। লেখক এ পর্য্যন্ত মাধবাচার্য নামেই পরিচিত ছিলেন। ছাপা পুথির আত্ম-বিবরণী অংশে আছে—" তাঁহার তনুজ আমি মাধব-আচার্য্য। "

কবির নাম যে মাধবাচার্য্য, ইহাই তাহার একমাত্র প্রমাণ। কিন্তু পুথির ভণিতায় এই নাম কোথাও পাওয়া যায় না, সর্ব্বত্রই দ্বিজ মাধব বা মাধবানন্দ। ছাপা পুথির যে অংশে মাধবাচার্য্যের উল্লেখ আছে, ঐ অংশটি অন্য কোনও পুথিতে পাওয়া যায় না। কবির আত্মকথা-সম্বন্ধে বিভিন্ন পুথির পাঠ-সমূহ এই গ্রন্থের ৬—৭ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমরা কবিকে মাধবাচার্য্য না বলিয়া মাধবানন্দ বলিতে চাহি, তাহার প্রথম কারণ, মাধবাচার্য্য নামের স্বপক্ষে কোনও প্রমাণ নাই। দ্বিতীয়তঃ, কবিকে মাধবাচার্য্য নামে অভিহিত করিলে নাম-সাদৃশ্যবশতঃ তাঁহাকে ও অন্যান্য মাধবাচার্য্যকে লইয়া এক জটিল পরিস্থিতি সৃষ্ট হইবে।

লেখক মাধবানন্দ তাঁহার কাব্যের রচনাকাল-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

ইন্দু-বিন্দু-বাণ-ধাতা শক নিয়োজিত।
দ্বিজ মাধব গায়ে সারদা-চরিত ॥

এই অঙ্ক অনুযায়ী তিনি ১৫০১ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার কাব্য রচনা করেন। দ্বিজ মাধবের কাব্যের সমস্ত পুথিতেই এই তারিখটি পাওয়া যায়। সুতরাং ইহাকে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যাইতে পারে। শ্রীমন্তের বিদ্যাভ্যাস-প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন :

চণ্ডিকার ব্রত হেতু পড়িল সকল ধাতু
দীপিকায়ে জানিল কারণ। (পৃঃ ২১৮)

এখানে পুণ্ডরীক বিদ্যাসাগর-রচিত কলাপ-দীপিকা নামক ভট্টির টীকার কথা বলা হইয়াছে। পুণ্ডরীকের কাল ১৬শ শতাব্দী।[১] ইনি শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক। দ্বিজ মাধবের কাব্যে কোনও কোনও বিষ্ণুপদে শ্রীচৈতন্যের উল্লেখও আছে। একটি বিষ্ণুপদে কবীরের (১৫শ শতক) একটি দোহার অনুবাদ পাওয়া যায়। কবি তাঁহার আত্ম-পরিচয়ে আকবরের নাম করিয়াছেন। আকবর ১৫৭৫—৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার বিদ্রোহী সুলতান দায়ূদ খাঁকে পরাজিত করিয়া বাংলাদেশ জয় করেন। এই সকল মিলাইয়া দেখিলে তাঁহাকে ১৬শ শতকের শেষার্দ্ধের লোক বলিতে কোন বাধা থাকে না। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে মাধবানন্দ ও মুকুন্দরাম একই সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কারণ মুকুন্দরাম কাব্য-রচনা আরম্ভ করেন ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ও উহা শেষ হয় ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে।[২]

[১] গুরুপদ হালদার, ব্যাকরণ-দর্শনের ইতিহাস, পৃঃ ৪০৮।

[২] সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ৩৬৮।

মাধবানন্দ পশ্চিমবঙ্গ অথবা পূর্ব্ববঙ্গের লোক ছিলেন, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। দ্বিজ মাধবের আত্ম-বিবরণীতে পঞ্চগৌড়, সপ্তদ্বীপ ও ত্রিবেণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। সমস্ত পুথিতেই এই অংশ দৃষ্ট হয়। সুতরাং তিনি যে পশ্চিমবঙ্গের লোক, ইহাতে কোনও সংশয়ই থাকিতে পারে না। এখানে বিচার্য্য এই যে, পশ্চিমবঙ্গে তাঁহার কাব্যের প্রচলন নাই কেন? দ্বিজ মাধবের কাব্যের কোনও পুথিই এই অঞ্চলে পাওয়া যায় না। আমরা যে-সকল পুথি দেখিয়াছি উহার সবগুলিই ভোলা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, সন্দীপ প্রভৃতি অঞ্চল হইতে সংগৃহীত। চট্টগ্রামের ঘরে ঘরে দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গল সমাদর লাভ করিয়াছে। মুকুন্দরামের কাব্যের খ্যাতি ঐ অঞ্চলে দ্বিজ মাধবের কাব্যকে ম্লান করিতে পারে নাই, ইহার কারণ কি? সেজন্য মনে হয়, লেখক কোনও সময়ে পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে গিয়া বসতি স্থাপন করেন, তখনও মুকুন্দরামের কাব্য পূর্ব্ববঙ্গের প্রত্যন্ত-দেশে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। এই সময়ে দ্বিজ মাধবের কাব্য চট্টগ্রাম ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের অধিবাসিগণের চিত্ত জয় করিতে সমর্থ হয়। পরে এই মর্য্যাদা-পূর্ণ আসন হইতে তাঁহাকে স্থান-চ্যুত করা মুকুন্দরামের পক্ষেও সম্ভব হয় নাই।

মাধবানন্দের কাব্য-পাঠে জানা যায়, তিনি সংস্কৃতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কাব্য, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয় লইয়া তিনি চর্চ্চা করিতেন। তাঁহার কাব্যে মুকুন্দের কাব্যের ন্যায় পৌরাণিক ঘটনা ও চরিত্রের উল্লেখ-বাহুল্য না থাকিলেও প্রয়োজন-মত তিনি বহু স্থলে পৌরাণিক বিষয়-বস্তুর অবতারণা করিয়াছেন। পৌরাণিক শিক্ষা-দীক্ষার প্রতিও তাঁহার নিষ্ঠার অভাব ছিল না। তাঁহার কাব্যের উপর তন্ত্রের প্রভাবের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য বিষয় হইল তাঁহার বৈষ্ণব-সাহিত্য-প্রীতি। তাঁহার ধর্ম্মমত কি ছিল জানা যায় না। তবে তিনি বাংলা বৈষ্ণব-সাহিত্য হইতে উপাদান লইয়া সুকৌশলে তাঁহার কাব্যের পটভূমিকা রচনা করিয়াছেন। কাব্য-বর্ণিত চরিত্রের মানসিক অবস্থা বুঝাইবার জন্য লেখক বহু স্থলে অনুরূপ ভাব-সম্বলিত একটি বৈষ্ণব পদ ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন, শ্রীমন্ত যখন খুল্লনার নিষেধ, অনুনয়, প্রভৃতি না শুনিয়া সিংহলযাত্রার উদ্‌যোগ করিতে লাগিল, তখন দ্বিজ মাধব একটি বিষ্ণুপদের সাহায্যে শচীমাতার সহিত খুল্লনার মনের অবস্থা তুলনা করিয়া লিখিলেন:

রহাও রহাও নদীয়ার লোক
বৈরাগে চলিল দ্বিজমণি।
কেমতে ধরাইব প্রাণ শচী ঠাকুরাণী॥

আগম পুরাণ পোথা লইয়া বাম করে।
করঙ্গ বান্ধিল গোরা কটির উপরে ।।
নিজ পুর হোতে গোরা নদীতীরে যায়ে।
আউলাইয়া মাথার কেশ শচী পাছে ধায়ে ।। (পৃঃ ২২৯)

আর একটি দৃষ্টান্ত দিই। শ্রীমন্ত পাঠশালায় পণ্ডিতের নিকট তিরস্কৃত হইয়া ঘরে আত্ম-গোপন করিয়া ছিল। এদিকে খুল্লনা পুত্রকে ঘরে ঘরে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। মাতার অন্তরের আকুলতা বুঝাইবার জন্য কবি একটি বিষ্ণুপদে যশোদার আকুলতা বর্ণনা করিলেন। পদটি এইরূপ :

তোমরা নি মোর যাদব দেখিয়াছ।
চান্দ মুখের মধুর বাণী বাঁশীতে শুনিয়াছ।।
ঘুমের আলসে রায় কালি কিছু নাহি খায়
মুই অন্ন না দিলুম যাচিয়া।
সে লাগি বিদরে বুক না দেখিয়া চান্দমুখ
আজু নিশি গোঁয়াইলু কান্দিয়া।।
অরুণ-উদয়-কালে গোধেনু লইয়া চলে
লবনী খুজিল মায়ের আগে।
মুই অভাগিনী শুনি উত্তর না দিলুম পুনি
কোন্ দিকে গেলা যাদু রাগে।। (পৃঃ ২১৯)

বিষ্ণুপদগুলির কোন কোনটিতে মাধবানন্দ বা দ্বিজ মাধবের ভণিতা আছে। অনেক ক্ষেত্রে কোনও ভণিতাই নাই। অনেক পদে আবার দ্বিজ লক্ষ্মীনাথ, দ্বিজ কামদেব, দ্বিজ পার্ব্বতী, রায় অনন্ত ও অনন্ত দাসের নাম ভণিতায় পাওয়া যায়। অনন্ত দাসের ভণিতাযুক্ত উৎকৃষ্ট পদটি নরোত্তমের রচনা বলিয়া পরিচিত। বিভিন্ন পুথিতে যেখানে যে-পদটি পাওয়া গিয়াছে, তাহা সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থের পাদটীকায় যথাস্থানে দেওয়া হইল। একটি বিষ্ণুপদে কবীরের একটি পদের অনুবাদ পাওয়া যায় (পৃঃ ২২৭)। অধিকাংশ পুথিতেই পদটি আছে। পদটি যদি দ্বিজ মাধব-কর্তৃক অনূদিত বলিয়া প্রমাণ হয়, তাহা হইলে দ্বিজ মাধবের ব্যাপক-প্রতিভার প্রশংসা করিতে হইবে। দ্বিজ মাধব ও অন্যান্য পদকর্ত্তা-রচিত পদগুলি বৈষ্ণব সাহিত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ইহাদের অধিকাংশ পদই এতদিন আমাদের অজ্ঞাত ছিল। সেজন্য গ্রন্থশেষে পরিশিষ্টে পদগুলি রস অনুসারে সাজাইয়া মুদ্রিত করা হইল। আমরা যতদূর দেখিয়াছি তাহাতে পদগুলি পদকল্পতরু বা অন্য কোনও প্রসিদ্ধ পদসংগ্রহ-গ্রন্থে স্থান লাভ করে নাই। আমাদের

আলোচ্য কবি যদি চৈতন্য-পার্ষদ মাধবাচার্য্য বা পদ-কর্ত্তা মাধবাচার্য্যের সহিত অভিন্ন হন, তাহা হইলে এই পদগুলির পদ-সংগ্রহ-গ্রন্থে স্থান লাভ না করার কারণ কি? মৌলভী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ-সম্পাদিত প্রাচীন পুথির বিবরণে একখানি পুথির সন্ধান পাওয়া যায়, ইহাতে কতকগুলি বিষ্ণুপদ ও ধুয়া সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার অনেকগুলি বিষ্ণুপদ ও ধুয়া দ্বিজ মাধবের কাব্যে পাওয়া যায়।

গঙ্গা-মঙ্গল ও শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল (ভাগবতসার) নামে আরও দুইখানি গ্রন্থে দ্বিজ মাধবের ভণিতা পাওয়া যাইতেছে। এই কাব্য দুইটিও আলোচ্য মাধবানন্দ রচনা করিয়াছিলেন কি-না, তাহা বিচার করা আবশ্যক। দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গলে দুইটি গণেশ-বন্দনা পাওয়া যায়। ছাপা পুথিতে দ্বিতীয় গণেশ-বন্দনাটি প্রথম গণেশ-বন্দনার পরেই স্থানলাভ করিয়াছে। কিন্তু 'ক' ও অন্য কয়েকটি পুথিতে ইহা পরে কাহিনী আরম্ভের পূর্ব্বে পাওয়া যায়। এই দ্বিতীয় গণেশ-বন্দনার সহিত গঙ্গামঙ্গল ও ভাগবতসারের গণেশ-বন্দনার মিল আছে। শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গলের গণেশ-বন্দনাটি এইরূপ:

কুঞ্জর-সুন্দর মুখ এ তিন লোচন।
মদগল গণ্ডস্থল চলই সঘন॥
হিমকর-রুচি এক দশন উজ্জ্বল।
স্থূল খর্ব্ব দেহভার বিশাল উদর॥
প্রণমহুঁ গণপতি গৌরীর নন্দন।
পরম বৈষ্ণব দেব বিঘ্ন-বিনাশন॥
মূষিক-বাহন রক্ত-চীর-পরিধান।
প্রসন্নবদন দেব করুণা-নিধান॥
মৌলি-মিলিত চারু নব দিনকর।
লম্বিত কুটিল জটা মুকুট উপর॥
তপস্বীর বেশেতে সম্বিত চারি ভুজে।
আশু আবাহন করি যারে শুভ কাজে॥

ইহার সহিত আলোচ্য চণ্ডীমঙ্গলের দ্বিতীয় গণেশ-বন্দনা (পৃঃ ১৮) অনেকাংশে মেলে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখা আবশ্যক যে, একই গীতে দুইবার গণেশ-বন্দনা করা সাধারণ রীতি নহে। তাহা ছাড়া, দ্বিতীয় গণেশ-বন্দনাটি সমস্ত পুথিতেই পাওয়া যায় না। তবে 'ক' ও অন্য কয়েকটি নির্ভরযোগ্য পুথিতে ইহা পাওয়া যাইতেছে। সেজন্য পদটি যদি প্রক্ষিপ্ত নাও হয়, তাহা হইলেও

একথা বলা চলে যে, সংস্কৃতে রচিত একই গণেশ-বন্দনা এই কবিগণ আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

গঙ্গামঙ্গল চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতা মাধবানন্দের লেখা হইতে পারে না, তাহার কারণগুলি সংক্ষেপে সূত্রাকারে বলা হইল। (১) গঙ্গামঙ্গলের ভণিতায় কোথাও মাধবানন্দ নাম নাই, সর্ব্বত্রই দ্বিজ মাধব। (২) গঙ্গামঙ্গলে রাগিণীর সঙ্গে সঙ্গে তালেরও উল্লেখ আছে, কিন্তু চণ্ডীমঙ্গলে তালের উল্লেখ নাই। (৩) গঙ্গামঙ্গলের ভাষা ও দৃষ্টিভঙ্গী অধিক পরিমাণে সংস্কৃত-ঘেঁষা, এবং ছন্দ অনেক বেশী সংযত। দশমাত্রিক একাবলী ছন্দের সংখ্যা খুব বেশী, ও উহা চণ্ডীমঙ্গলের ন্যায় শিথিল-বন্ধ নহে। (৪) গঙ্গামঙ্গলের ভণিতায় চৈতন্যের উল্লেখ আছে, কিন্তু চণ্ডীমঙ্গলে বিষ্ণুপদ ছাড়া অন্য কোথাও চৈতন্যের উল্লেখ নাই। (৫) গঙ্গামঙ্গলে সৃষ্টিতত্ত্ব বা অন্যান্য দেব-দেবীর বন্দনা নাই, গণেশ-বন্দনার পরেই কাহিনী আরম্ভ করা হইয়াছে। (৬) গঙ্গামঙ্গলে উপদেশ ও তত্ত্ব-কথা প্রচার করার দিকে লেখকের দৃষ্টি বেশী, কিন্তু চণ্ডীমঙ্গলে কাহিনীই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই সকল যুক্তি সমগ্রভাবে গ্রহণ করিলে সন্দেহ থাকে না যে, এই দুইজন দ্বিজ মাধবের কবি-মনে ও রচনা-ভঙ্গীতে পাথ ক্য বর্ত্তমান।

চণ্ডীমঙ্গলের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলেও সুন্দর সুন্দর বৈষ্ণব-পদাবলী স্থান লাভ করিয়াছে। কিন্তু ইহার দ্বারা কিছু প্রমাণ হয় না। বিষ্ণুপদ অন্যান্য মঙ্গল-গানেও পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল-সম্বন্ধে প্রধান অসুবিধা এই যে, ইহাতে নানা প্রকার প্রক্ষেপ দেখিতে পাওয়া যায়। যতদিন না এই গ্রন্থের কোনও প্রামাণিক সংস্করণ বাহির হইতেছে, ততদিন চণ্ডীমঙ্গল ও শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের তুলনা করা বৃথা।

পাঠ-প্রসঙ্গ

একজন সাহিত্য-সমালোচক[১] মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলনকে সাহিত্য-জগতের একটি যুগান্তকারী ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন প্রাক্-মুদ্রাযন্ত্র-সাহিত্যের রূপ ছিল প্রবহমাণ (floating literature), সেজন্য তাহার মধ্য দিয়া কবির ব্যক্তিত্ব ভালভাবে পরিস্ফুট হইতে পারিত না। এই মন্তব্য প্রাচীন বাংলা-সাহিত্য-সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। পাঠক ও পুথিলেখকগণের হাতে পড়িয়া কাহার লেখা কিরূপ আকার ধারণ করিবে, সেবিষয়ে তখন কোনও লেখকই নিশ্চিত হইতে পারিতেন না। লেখকমাত্রেই

১ R. G. Moulton, *The Modern Study of Literature*, pp. 18-20.

সাহিত্যিক অমরতা কামনা করেন, সেজন্য সে-যুগে লেখকগণ ভণিতায় নিজেদের নাম যুক্ত করিয়া স্বকীয় রচনার উপর নিজ দাবী প্রতিষ্ঠিত রাখিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু ভণিতায় নূতন নাম সংযোজন করা কিছুমাত্র কঠিন নহে; এমন কি নূতন অংশ সংযোজন করাও মোটেই অসম্ভব নহে। সেকালে এইরূপ ব্যাপার অহরহঃ ঘটিত বলিয়াই আমরা আজ কৃত্তিবাস-সমস্যা ও চণ্ডীদাস-সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছি। পরবর্ত্তী কালে এই সকল মহাকবিদের রচনা শুধু যে অপরের নামে চালাইবার চেষ্টা হইয়াছে, তাহা নহে, অনেক সময়ে অক্ষম কবিগণ নিজেদের পঙ্গু রচনায় মহাকবিদের নাম যুক্ত করিয়া পরোক্ষ অমরতা লাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

শুধু বাংলা-কাব্যের পুথি-লেখক সম্বন্ধেই এই অভিযোগ নহে। অন্যত্রও ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে প্রাচীন পর্য্যটক আলবেরুনীর একটি মন্তব্য উল্লেখ-যোগ্য। ভারতে আসিয়া এখানকার শিক্ষা ও সভ্যতা সম্বন্ধে পুথি-গত জ্ঞান অর্জন করিতে গিয়া তিনি যে অসুবিধা ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন:

" Add to this that the Indian scribes are careless and do not take pains to produce correct and well-collated copies. In consequence the highest results of the author's mental development are lost by their negligence, and his books become already in the first or second copy so full of faults, that the text appears as something entirely new.

বাংলাতেও একটা কথা আছে, 'সাত নকলে আসল খাস্তা।' লিপিকরদের ভ্রম-প্রমাদবশতঃ অনেক সময়ে অদ্ভুত অদ্ভুত পাঠ সৃষ্ট হয়। যেমন ইঁহাদের হাতে পড়িয়া প্রভু হইয়াছিলেন 'ভুসি সে কাবল প্রভু ভুসি সে কাবল।' অনেক সময়ে নকলকারীদের 'স্থূলহস্তাবলেপে' বিভ্রাট ঘটিতেও দেখা যায়। যেমন একবার, মহাপ্রভু জাতিভেদ মানিতেন না এই মতবাদ প্রচার করিবার সময়ে একটি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইল,

প্রভু কহে ডোমের অন্ন যে-জন খায়।

কিন্তু অনেকের মতে ঐ পংক্তির প্রকৃত পাঠ "প্রভু কহে তোমার অন্ন যে-জন খায়।"

' Alberuni's *India.*—Ed. by E. Sachau, p. 18.

এই সকল কারণে প্রাচীন পুথি সম্পাদন করিতে হইলে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। পুথির পাঠ সন্তোষজনক কি-না, এবং পুথিতে পরবর্ত্তী কালে পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন বা পরিবর্জন হইয়াছে কি-না, এই দুইটি বিষয়ে সম্পাদককে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। লেখকের দেশ-, কাল- ও শিক্ষা-দীক্ষা-সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করিয়া লইয়া তবে পাঠ-বিচারে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। তাহা ছাড়া একই গ্রন্থের অনেকগুলি পুথি ভাল করিয়া মিলাইয়া না দেখিলে পুথির কোনও পাঠ- বা প্রসঙ্গ-সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। অনেক সময়ে পুথি মিলাইয়া দেখিলেই চলে না, নিজের বিচার-বুদ্ধিও খাটাইতে হয়। আলোচ্য গ্রন্থের সম্পাদনকালে আমাদিগকে এইরূপ অনেক সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। যেমন, মাতৃকাগণের বেশ-ভূষা ও আয়ুধ-সম্বন্ধে (পৃঃ ১৪) ভিন্ন ভিন্ন পুথিতে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা পাওয়া গেল। সেক্ষেত্রে আমাদের 'আদর্শ' পুথিতে বা অন্যত্র যে পাঠই থাকুক না কেন, মূর্ত্তি-নির্ম্মাণ-শাস্ত্রে মাতৃকাগণের যেরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় তদনুসারেই আমরা পাঠ নির্ব্বাচন করিয়াছি। কলিঙ্গ-রাজের দেবী-পূজা-বর্ণনাকালে (পৃঃ ২৭) কবি বহু পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। সেজন্য সমস্ত পুথিতেই এই অংশের যে-পাঠ পাওয়া গেল, তাহার কোনও পরিষ্কার অর্থ হয় না। তান্ত্রিক পূজা-বিধির সহিত মিলাইয়া আমাদিগকে এই অংশের পাঠোদ্ধার করিতে হইয়াছে।

পুথি-সম্পাদনকালে অনেকগুলি পুথি মিলাইয়া পাঠ নির্ণয় করাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। সুখের বিষয়, বাংলাদেশের বিভিন্ন পুথি-শালায় দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গলের অনেকগুলি পুথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। নিম্নে তাহাদের তালিকা দেওয়া হইল :

(অ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুথিশালা

ক্রঃ সংখ্যা	পুথিসংখ্যা	পত্রসংখ্যা	তারিখ
১	২৩১৮	৪—১১৪	১৭৫৯ খ্রীঃ
২	৬০৫৮	অসম্পূর্ণ	
৩	৬০৪৮	,,	
৪	৬০৮৫	,,	
৫	৬১১৫	১—৯১, ৯৪—১০১	১৭৭৭ খ্রীঃ
৬	৬১১৬	১—৮০	
৭	৬১১৭	১—১০৪	১৭৯৪ খ্রীঃ

ক্রঃ সংখ্যা	পুথিসংখ্যা	পত্রসংখ্যা	তারিখ
৮	৬১৫১	১—৮১	১৭৮৮ খ্রীঃ
৯	৬১৬৪	১—৯৫	১৮১১ খ্রীঃ
১০	৬১৬৫	অসম্পূর্ণ	
১১	৬১৬৯		
১২	৬১৭১	১—৬৫	১৮১০ খ্রীঃ
১৩	৬১৭৬	১—১০৮	১৮৪২ খ্রীঃ

সমস্ত পুথিই চাঁটগা, নোয়াখালী ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল হইতে সংগৃহীত।

(আ) সাহিত্য পরিষৎ পুথিশালা

১৪	১৬৮৩	১—১০৪	১৮২৩ খ্রীঃ
১৫	১৯০৯	সম্পূর্ণ	১৮৬৩ খ্রীঃ
১৬	১৯১০		
১৭	১৯১১		

সবগুলিই চাঁটগাঁর পুথি।

(ই) সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার

১৮ ৮২৫৯—শ্রীচন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী-কর্ত্তৃক প্রকাশিত "জাগরণ," ২য় সংস্করণ (১৩১১)।

(ঈ) অন্যান্য পুথিশালা

১৯ ১০—দৌলতপুর কলেজ লাইব্রেরী।
২০ ৫৫৯।ক—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী।
২১ ৪৯।৪—রংপুর সাহিত্য পরিষৎ পুথিশালা।

এই ২১ খানির মধ্যে (ইহাদের মধ্যে একখানি ছাপা গ্রন্থও আছে) সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন পুথিটিই আমরা 'আদর্শ' পুথি বা ক-পুথি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছি। উপরের তালিকায় ইহার ক্রমিক সংখ্যা ১; ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের লেখা অতি জীর্ণ তুলোট কাগজের পুথি। হস্তাক্ষর পুরাতন ও কদর্য্য, কিন্তু পুথিটির পাঠ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

এই পুথি ছাড়া পাঠ-নির্ণয়ে অন্যান্য যে-সকল পুথি প্রধান অবলম্বনরূপে গৃহীত হইয়াছে, তাহাদের বিবরণ:

খ-পুথি, তালিকা-সংখ্যা ৫, তারিখ ১৭৭৭ খ্রীঃ

ক-পুথির প্রথম তিন পাতা এবং শেষের সামান্য অংশ খণ্ডিত বলিয়া ঐ দুই স্থলে খ-পুথিকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

গ-পুথি, তালিকা-সংখ্যা ৮, তারিখ ১৭৮৮ খ্রীঃ

ঘ-পুথি, তালিকা-সংখ্যা ৭, তারিখ ১৮৯৫ খ্রীঃ

ইহা দুইখানি খণ্ডিত পুথি; ১—১০ এক পুথি, ১১—১১৪ অন্য পুথি মিলাইয়া বাঁধাই করা ও শ্রীদীনেশচন্দ্র সেনের নামাঙ্কিত।

ঙ-পুথি, তালিকা-সংখ্যা ১৪, তারিখ ১৮২৩ খ্রীঃ

চ-পুথি, তালিকা-সংখ্যা ১৫, তারিখ ১৮৬৩ খ্রীঃ

ছ-পুথি, তালিকা-সংখ্যা ১৮, তারিখ ১৩১১ বঙ্গাব্দ

প্রাচীন বাংলা পুথিতে একই শব্দের নানা প্রকার নূতন নূতন বানান দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন 'হৃদয়' শব্দটি কেহ লিখিয়াছেন হ্রিদয়, আবার 'হ্রিদয়' বানানও দেখিয়াছি মনে পড়ে। অনেক সময়ে একই পুথিতে একই শব্দের বিভিন্ন বানান পাওয়া যায়। প্রাচীন পুথির বানান-সম্বন্ধে দুই প্রকার মত প্রচলিত। কেহ উহাকে লিপিকরগণের অসতর্কতার বা অজ্ঞতার ফল বলিয়া মনে করেন। অবার কেহ কেহ উহাতে সেই সময়ের ভাষাগত বা উচচারণ-গত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া থাকেন। পুথি-মুদ্রণের সময়ে ঐরূপ বানান আমূল সংশোধন করিয়া দেওয়া উচিত, ইহাই প্রথম পক্ষের মত। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ সংশোধনের একান্ত বিরোধী। এই উভয় মত পরীক্ষা করিয়া অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছিলেন—"এই সকল কারণে সমস্ত পুথিরই বানান আমূল সংশোধন করা যেমন কর্ত্তব্য নহে, তেমনি মূর্খ লিপিকরের লিখিত অর্ব্বাচীন বা প্রাচীন পুথির বানানও যথাযথ প্রকাশ করা সঙ্গত নহে।"[১]

পূর্ব্বে প্রাচীন বাংলাগ্রন্থের একমাত্র পরিবেষক ছিলেন বটতলার প্রকাশকগণ। তাঁহারা প্রাচীন কবিদের রচনা সুখ-পাঠ্য করিবার জন্য শুধু বানান কেন, আখ্যান এবং ভাষাও যদৃচ্ছ পরিবর্ত্তিত করিতেন। কিন্তু ইহা সঙ্গত নহে। প্রাচীন বাংলাকাব্যে আমরা সেকালের বাংলাভাষা ও বাঙালীর আচার-ব্যবহার-সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাইতে পারি। সম্পাদনকালে এই সকল ঐতিহাসিক নিদর্শন যাহাতে বিলুপ্ত না হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। খুব সম্ভব বটতলার এই সংশোধনী-রীতির প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পরবর্ত্তী কালে

১ বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, ৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৩৩, পৃঃ ১১।

পণ্ডিতগণের মধ্যে পরিবর্ত্তন-বিরোধী মনোভাব গড়িয়া উঠে। এ পর্যন্ত প্রাচীন বাংলাকাব্যের যেসকল পণ্ডিতী-সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছে তাহার সব-গুলিতেই প্রায় গ্রন্থের মূল অংশে আদর্শ-পুথির অবিকল নকল ছাপানো হইয়াছে, এবং গ্রন্থের পাদটীকায় বিভিন্ন পুথি হইতে পাঠভেদ দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থের মূল অংশই সাধারণ পাঠক পড়িয়া থাকেন। এই অংশের প্রতি ছত্রে নানা প্রকার বিকৃত বানান-যুক্ত শব্দ স্থান লাভ করায় এই সকল গ্রন্থের ভাষা অত্যন্ত অপরিচিত ও দুরূহ বলিয়া সাধারণ পাঠকের নিকট প্রতীয়মান হয়। ফলে মুষ্টিমেয় ছাত্র ও গবেষক-পণ্ডিত ব্যতীত অপরে এই সকল কাব্য স্পর্শ করেন না। ইহাতে গ্রন্থমুদ্রণের অপর একটি মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়।

এই উভয় দিক্ বিবেচনা করিয়া অমূল্য বিদ্যাভূষণ মহাশয়-কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত একটি মধ্য-পথ অবলম্বন করা যায় কি-না, এই গ্রন্থ-সম্পাদনের ভার পাইয়া সেই কথাই চিন্তা করিতেছিলাম। এই বিষয়ে রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করিয়া বিশেষ ভাবে উৎসাহিত হই। আমরা আলোচ্য গ্রন্থে মূল পুথির বানান কতকগুলি স্থলে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছি, এবং বানান-সম্বন্ধে একটি নিয়ম মানিয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছি। ইহাতে বানান-সম্বন্ধে যে-পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে তাহার মূল সূত্রটি হইল, সংস্কৃত শব্দের বানান শুদ্ধ করিয়া লওয়া হইয়াছে, এবং তদ্ভব শব্দের বানানে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। অবশ্য কতকগুলি ক্ষেত্রে এই মূল নিয়মের ব্যতিক্রম করা হইয়াছে।

সংস্কৃত শব্দগুলিকে মোটের উপর দুই ভাগ করা চলে: (১) দরসন, নিলাম্বর, শৃজন, খুদা, সত্তর, নারাঅনি, প্রিথিবি, অন্তর্ধ্যান, সহাঅ, ইত্যাদি। এই সকল শব্দের বানান-বিকৃতির মূলে কোনও মূল্যবান্ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা কোনও শৃঙ্খলা নাই। এই সকল ক্ষেত্রে শব্দের বানান শুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। (২) কিন্তু কতকগুলি ক্ষেত্রে সংস্কৃত শব্দের পরিবর্ত্তন প্রণিধানযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় সেগুলি মূলে অথবা পাদটীকায় যথাযথ মুদ্রিত হইয়াছে। যেমন: কন্যা > কৈন্যা; সুবর্ণ > সোবর্ণ; ক্ষণেক > ক্ষেণেক; ক্ষমা > ক্ষেমা; ত্রিবেণী > ত্রিপিণী; ইত্যাদি। অপিনিহিতির ফলে কন্যা 'কৈন্যা' হইয়াছে। অন্তস্থ ব-য়ের ও-কার-প্রবণতার জন্য 'সুবর্ণ' 'সোবর্ণ' হইয়াছে মনে হয়। পূর্ব্ববঙ্গে অনেক শব্দে ক্ষ > ক্ষে হয়, ইহার কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক। পৃথগ্ভাবে উচ্চারণ করিলে পূর্ব্ববঙ্গে ক্ষ-কে 'ক্ষ্য' বলিতে শুনিয়াছি। 'ত্রিপিণী'তে ঘোষবৎ ধ্বনির অঘোষে

রূপান্তরও লক্ষ্য করিবার বিষয়। বাংলা-উচচারণে এরূপ সচরাচর হয় না।[১]

তদ্‌ভব শব্দের বানানে কোনও পরিবর্ত্তন করা হইবে না, ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু কয়েক স্থলে এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম করা হইয়াছে। যেমন :

(১) পাশাপাশি দুইটি স্বর-ধ্বনি যদি যুক্ত-ধ্বনি রূপে উচচারিত না হইয়া দুইটি পৃথক্ অক্ষরে (syllable) উচচারিত হয়, তাহা হইলে উহাদের মধ্যস্থলে 'য়' অথবা অন্তস্থ-'ব'-য়ের আগম হইয়া থাকে। এই উচচারণ-বৈশিষ্ট্য অপভ্রংশ যুগের নিকট হইতে উত্তরাধিকার-সূত্রে আমরা পাইয়াছি এবং বাংলা-লিপিতে এই উচচারণ-বৈশিষ্ট্য পুরাকাল হইতেই স্বীকৃতি-লাভ করিয়া আসিয়াছে। এই বিষয়ে পুথিলেখকগণের মধ্যে দুইটি রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ 'য়'-য়ের প্রয়োগ বেশী করেন; এমন কি লেখেন য়ঙ্গ (অঙ্গ), য়নন্ত (অনন্ত) , দাণ্ডায়িল (দাণ্ডাইল)।[২] আবার কেহ কেহ য় বাদ দিতে চান। ফলে তাঁহারা করিআ, বৈসএ, পআন, প্রভৃতি তো লেখেনই, এমন কি 'প্রিআ,' 'ভঅঙ্করী' লিখিতেও তাঁহাদের আপত্তি নাই। ইহা বিকৃত লিপি-ভঙ্গী ছাড়া আর কিছুই নহে। বাংলা উচচারণের কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত নহে। সাধারণতঃ পশ্চিমবঙ্গের পুথিতে য়-কারের বাহুল্য ও পূর্ব্ববঙ্গের পুথিতে য়-কারের অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আলোচ্য গ্রন্থের সমস্ত পুথিই পূর্ব্ববঙ্গের। সেজন্য এগুলিতে য়-কারের প্রয়োগ নাই বলিলেই চলে। বাংলা বানানে য়-শ্রুতির আগমকে চিহ্নিত করাই নিয়ম। এইরূপ বানানই উচচারণ-অনুরূপ ও নির্ভুল। এই লিপিকরণের সহিত সমতা রক্ষা করিবার জন্যই আমরা য়-শ্রুতির আগমকে চিহ্নিত করিয়া দিয়াছি। এই জাতীয় শব্দগুলিকে কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। যেমন :

(ক) -ইয়া-প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদ : সনাপিআ, চলিআ, পাঠাইআ, গিআ, ইত্যাদি।

(খ) প্রথম পুরুষ বর্ত্তমান (3rd person present tense) ক্রিয়াপদ : করএ, বৈসএ, জ্বালএ, চালাএ, যাএ, যোগাএ, ইত্যাদি। এগুলিকে আমরা যথাক্রমে করয়ে, বৈসয়ে, জ্বালয়ে, চালায়ে, যোগায়ে ছাপাইয়াছি।

১ S. K. Chatterji, *The Origin and Development of the Bengali Language*, p. 511.

২ S. K. Chatterji, *ibid.*, p. 533.

(গ) -এ-বিভক্তি-যুক্ত শব্দ। যেমন: তনএ, সদএ, মোহাশএ, সভাএ, বুদ্ধিএ, মহামাএ, ইত্যাদি। ইহাদের স্থলে আমরা লিখিয়াছি তনয়ে, সদয়ে, মহাশয়ে, সভায়ে, বুদ্ধিয়ে, মহামায়ে, ইত্যাদি। এই -এ- বিভক্তি দ্বিজ মাধবের কাব্যে অধিকাংশ স্থলে কর্ত্তৃকারকে (স্বার্থে) বা অধিকরণকারকে পাওয়া যায়। অনেক সময়ে ইহা কর্ম্মকারকেও ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন:

বন্দম দিনকর-নাথ কশ্যপ-তনয়ে। (পৃ. ১)

য়-কারের লিপিকরণ-প্রসঙ্গে আর একটি কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনুজ্ঞা -'হ' বা ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা -'ইহ'-প্রত্যয়ান্ত পদ হইতে উৎপন্ন শব্দগুলিতেও পুথিতে সর্ব্বত্র -অ ব্যবহার করা হইয়াছে। যেমন: করহ > করঅ; করিহ > করিঅ; যাহ > যাঅ; গাহ > গাঅ; সেইরূপ ঘুচাইঅ, হইঅ, ইত্যাদি। দ্বিজ মাধবের কাব্যে -হ, -অ, -ও, এই তিন প্রকার প্রত্যয়-যুক্ত অনুজ্ঞা রূপই পাওয়া যায়। কোন কোন স্থলে অনুজ্ঞা-সূচক -অ পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত হইয়া গিয়াছে। যেমন: 'নায়কেরে তার,' ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে মধ্যযুগ-সুলভ -অ- প্রত্যয়ান্ত রূপটিই অধিক ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সকল শব্দ আমরা প্রথম দিকে যায়', গায়'—এইভাবে মুদ্রিত করিয়াছি। কিন্তু ইহা কোনও মতেই যুক্তি-যুক্ত নহে বলিয়া এই গ্রন্থের শেষ দিকে শব্দগুলিকে করঅ, যাঅ, গাঅ— এই ভাবেই ছাপানো হইয়াছে।

(২) পূর্ব্ববঙ্গে ড়-য়ের র-উচচারণ সর্ব্বজন-বিদিত। এবং ঐ অঞ্চলের প্রাদেশিক উচচারণে অনুনাসিক চন্দ্রবিন্দু-ধ্বনির অভাবও অন্য কোনও প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। সেজন্য পুথি অনুযায়ী ভাঁড়ু স্থলে ভাড়ু, ঘোড়া স্থলে ঘোরা, এবং পাঁচ স্থলে পাচ বা চাঁদের স্থলে চাদ ছাপাইলে কোন্ বৈজ্ঞানিক কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইবে তাহা আমরা বুঝি না। দ্বিজ মাধব পূর্ব্ববঙ্গের লোক ছিলেন একথাও প্রমাণিত হয় নাই। এই সকল কারণে প্রাদেশিক লিপিকরণ-রীতি বর্জন করিয়া এই সকল স্থলে বাংলার চলিত লিপিকরণ-রীতি অনুসৃত হইয়াছে।

(৩) জে, জাহার প্রভৃতির ক্ষেত্রেও চলিত রীতি অনুযায়ী যে, যাহার মুদ্রিত হইয়াছে। কারণ সংস্কৃত 'জ' ও 'য' এই দুইটি ধ্বনিই মাগধী প্রাকৃতের মধ্য দিয়া বাংলায় 'জ' হইয়াছে। সেক্ষেত্রে সংস্কৃত 'জ' হইতে উৎপন্ন 'জ' ধ্বনির জন্য 'জ' এবং সংস্কৃত 'য' হইতে উৎপন্ন 'জ' ধ্বনির জন্য 'য' চিহ্ন ব্যবহার করাই অধিক যুক্তি-যুক্ত। অথচ ইহাকে উচচারণ-বিরোধী বানান বলা চলে না, কারণ বাংলায় 'জ' ও 'য'-এর একই উচচারণ।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে শব্দান্ত -এ ছন্দের প্রয়োজনে পৃথক্ এক মাত্রায় উচ্চার্য্য। যেমন : 'দোলায়ে চড়িয়া বীর করিল গমন,' 'ফুলরায়ে বোলে প্রভু যাহ কথাকারে,' ইত্যাদি। এই সকল স্থলে উচ্চারণে এবং লিপিকরণে য়-কারের আগম যুক্তিযুক্ত। অবশ্য কোনও কোনও স্থলে শব্দান্ত -এ ছন্দের প্রয়োজনে পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরধ্বনির সহিত এক মাত্রায় উচ্চারিত হইবে। সেখানে লিপিকরণে য়-কার না দিলেও চলিত।

ভাষা-প্রসঙ্গ

এখন আলোচ্য গ্রন্থের ভাষা-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে (১৭৫৯ খ্রীঃ) লিপিবদ্ধ একখানি পুথি প্রধান অবলম্বন' স্বরূপ গ্রহণ করিয়া এই গ্রন্থ সম্পাদিত হইয়াছে। ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদের যুগ। তখন বাংলা ভাষা আধুনিক যুগে পদার্পণের উদ্‌যোগ করিতেছে। সেই সময়কার পুথিতে প্রাচীন ভাষার লক্ষণ কতদূর পাওয়া যাইবে, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ ছিল। কিন্তু পুথিটি পাঠ করিয়া ইহার প্রাচীনগন্ধি ভাষায় আমরা বিস্মিত হই। পুথিখানি যে অপর একটি প্রাচীন পুথির অবিকল নকল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এবং পুথির অক্ষর যেরূপ পুরাতন আদর্শের, তাহাতে মনে হয় পুথিটি কোনও বৃদ্ধ-কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

দ্বিজ মাধবের গীতের সমস্ত পুথিই পূর্ব্ববঙ্গ হইতে সংগৃহীত। সেজন্য ইহার ভাষায় কোনও কোনও স্থলে পূর্ব্ববঙ্গীয় বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। কিন্তু কতকগুলি ক্ষেত্রে পূর্ব্ববঙ্গের রীতি ইহাকে প্রভাবিত করিতে পারে নাই। যেমন : মহাপ্রাণ ধ্বনির লোপ পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চারণের একটি বৈশিষ্ট্য, কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থের ভাষায় অধিকাংশ স্থলে মহাপ্রাণ-ধ্বনির লোপ হয় নাই। ইহাতে আদি-বাংলার সর্ব্বনাম 'আহ্মি,' 'তুহ্মি', পরবর্ত্তী মহাপ্রাণ-বর্জিত 'আমি,' 'মুই' প্রভৃতি অপেক্ষা অধিক না হইলেও, প্রচুর সংখ্যায় ব্যবহৃত হইয়াছে। এবং যথেক, এথ, তভো, সভে (সবে), সৈথে<সহিতে, প্রভৃতি শব্দে নূতন করিয়া মহাপ্রাণযুক্ত হইতে দেখা যায়। তাহা ছাড়া, পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চারণ অনুযায়ী অনুনাসিকের লোপ-প্রবণতা সত্ত্বেও (বাশ, পাচ) বন্দোঁ, মাগোঁ, প্রভৃতি শব্দে অনুনাসিক লুপ্ত হয় নাই। এমন কি, খঞিয়া, গোসাঞি, নাঞি, প্রভৃতি শব্দে পশ্চিমবঙ্গের উচ্চারণ-সুলভ নাসিক্য-প্রীতিও পাওয়া যাইতেছে।

এই গ্রন্থের ব্যাকরণ আলোচনা করিলে ইহাতে আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষার অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাইবে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন আদি-মধ্যযুগের পশ্চিমবঙ্গের ভাষায় রচিত হইয়াছিল। আলোচ্য গ্রন্থের ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিকতা প্রাপ্ত হইলেও, অনেক স্থলে ইহার সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার গাঠনিক সাদৃশ্য বর্ত্তমান। এই গ্রন্থের ভাষার রূপ-গত বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

বিশেষ্য

বচন—ইহাতে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন অপেক্ষা -রা প্রত্যয়ান্ত বহুবচন পদের সংখ্যা অধিক। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ন্যায় 'গণ,' 'সব' প্রভৃতি বহু-বচন-বাচক শব্দের প্রয়োগ-বাহুল্যও এই গ্রন্থের ভাষায় পাওয়া যায়। ইহাতে একটি নূতন সমষ্টি-বাচক শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা 'ভাগে।' যথা :

(১) রাজার প্রকৃতি দেখি রাণী ভাগে কান্দে

(২) রাহুত ভাগে নোঁয়ায়ে মাথা

কারক—আলোচ্য গ্রন্থের ভাষায় বিভক্তি-হীন কর্ত্তৃপদ সুলভ। যেমন, ধনপতি বোলে, মহাবীর মিলিল সভাতে, ইত্যাদি। কর্ত্তৃকারকে শব্দান্ত ব্যঞ্জন-ধ্বনির পরে '-এ' এবং স্বরধ্বনির পরে '-য়ে' বিভক্তিও বহুস্থলে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। যেমন : শিবে কহে, ধাতায়ে কহিলা, অপ্সরায়ে নৃত্য করে, ইত্যাদি।

কর্ম্ম-কারক

বিভক্তি-হীন কর্ম্মপদ : শান্ত কৈলাম বীরমণি, মহাবীর তুলি লও, ইত্যাদি।

-রে বিভক্তি : নায়কেরে তার, নন্দীরে স্তবন, দুহারে জন্মাইয়া, ইত্যাদি।

-একে, -কে বিভক্তি : অসুরেকে দিলা বর। খুলনাকে সমর্পিল লহনার তরে ; দুবলাকে ডাকি কহে ; ইত্যাদি।

-এ, -য়ে বিভক্তি : শ্রীয়মন্তে ধরি তোলে, ভাবিয়া সারদা মায়ে, তে কারণে পাঠাই তোমায়ে, ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও কর্ম্মকারকে -কে, -রে এবং -এ, -য়ে বিভক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে।

করণ-কারক

-এ, -য়ে বিভক্তি : ধ্যানে না পাইল, স্মরণে মাত্র, যেন মতে হইল, ত্রাসে হইল মনুষ্য শরীর, ক্ষুধায়ে আকুল, ইত্যাদি। এই '-এন' হইতে উৎপন্ন

-এঁ এবং -এ বিভক্তি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও ব্যবহৃত হইয়াছে, তবে ঐ গ্রন্থে -এঁ বিভক্তিই অধিক স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থের পুথি পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া গেলে, তাহাতেও -এঁ বিভক্তি-যুক্ত করণ-পদ পাওয়া যাইবে, সন্দেহ নাই।

'সনে'—এই অনুসর্গ-(post-position) যোগেও করণ-কারক গঠিত হইতে দেখা যায়: শচী সনে গেলা পুরন্দর।

সম্প্রদান-কারক

-এরে, -রে বিভক্তি: পুষ্পেরে, কিসেরে, অন্নেরে পোড়ে গা, মৃগেরে যাইতে বনে, ইত্যাদি। 'অন্তরে' ও 'তরে'—এই দুইটি অনুসর্গও এই কারকে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। যথা: কিসের অন্তরে, কালকেতুর তরে, ইত্যাদি। অন্তরে>তরে>-এরে, -রে—এইভাবে বিভক্তিটি উৎপন্ন হইয়াছে কি-না বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। করিবারে, দেখিবারে প্রভৃতি dative infinite ক্রিয়াপদেও এই বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। কর্ম্ম-কারকের পদ-গঠনের জন্যও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা কর্ম্ম-কারকের আলোচনাকালে দেখানো হইয়াছে। সম্প্রদান-কারক বুঝাইবার জন্য অন্যান্য অনুসর্গও ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা: খড়্গের কারণে, করের লাগি, ইত্যাদি।

অপাদান-কারক

হোন্তে, হোতে: তথা হোন্তে, এই দেশ হোন্তে, মন্দির হোতে, কচ্ছ হোতে, ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও হতেঁ, হৈতেঁ, হয়িতেঁ ব্যবহৃত হইয়াছে।

-থুন বিভক্তি: আমাথুন অধিক কিবা ঈশ্বরের ঝি।

থাকিয়া: কৈলাস থাকিয়া তাহা জানিলা পার্ব্বতী।

সম্বন্ধ

-এর, -র: দানের সজ্জা, পুত্রের বার্ত্তা, সম্প্রদানের মন্ত্র, নৌকার, ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে আরও অনেকগুলি ৬ষ্ঠী বিভক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে।

অধিকরণ-কারক

-এ, -য়ে বিভক্তি : দেহে লয় করি, আমার আসরে, হৃদয়ে সতত, ডিঙ্গায়ে, ইত্যাদি।

-এত বিভক্তি : বৃষেত চড়িয়া, মনেত আকুল, জলেত উলিয়া, মথনেত কালকূট, দম্পতি গৃহেত গেল, ইত্যাদি।

-এতে, -তে বিভক্তি : নিকটেতে না আইসে অন্তক, প্রলয় কালেতে, এথাতে, ইত্যাদি।

-কে বিভক্তি : ডাইন পানিকে কর ভর।

সম্বোধন

-গো বিভক্তি : দেবি গো বসিয়া শিয়রে, দেবি জননি গো, ইত্যাদি।

-রে বিভক্তি : জগত জননী মা রে, ইত্যাদি।

তির্য্যক্-আধার (oblique base)

অধিকাংশ স্থলে ৬ষ্ঠী বিভক্তি-যুক্ত পদের পশ্চাতে অনুসর্গ যুক্ত হয়। যেমন : ফুলরার বিদ্যামানে, দেবীর ভিতে, কিসের কারণে, করের লাগি, ইত্যাদি। কোনও কোনও স্থলে, সম্ভবতঃ ছন্দের প্রয়োজনে, অনুসর্গটিকে সরাসরি শব্দের সহিত যুক্ত করিতে দেখা যায়। যেমন, দেবাই বিদ্যমানে, বীর স্থানে, ইত্যাদি।

সর্ব্বনাম

উত্তম পুরুষ—আহ্মি ; তির্য্যক্-আধার : আহ্মা-, মো-, আমা-, আম-।

কর্ত্তৃকারক : আহ্মি, মুঞি, মুই, আমি ; বহুবচন—আহ্মারা, ইত্যাদি।

কর্ম্মকারক : আহ্মা (আহ্মা যদি মিত্রভাবে ভাব), আহ্মায়ে, আমারে।

সম্বন্ধ : আহ্মা (আহ্মা স্থানে), আহ্মার, আমার।

মধ্যম পুরুষ—তুহ্মি ; তির্য্যক্-আধার : তোহ্মা-, তোমা-, তো-।

কর্ত্তৃকারক : তুহ্মি, তুমি, তুঞি (তুচ্ছার্থে ; তুলনীয় : বুঝিলুঁ বুঝিলুঁ বেটী তুঞি দুষ্ট মতি)।

কর্ম্মকারক : তোহ্মা, তোমারে, তোরে।

সম্বন্ধ : তোহ্মা, তোমার, তোর, তুয়া।

প্রথম পুরুষ—সে ; তির্য্যক্-আধার : তা-।

কর্ত্তৃকারক : তা, সে ; বহুবচন ,তারা।

কর্ম্মকারক : তানে, তারে।

সম্বন্ধ : তাহান, তান, তার।

দ্বিজ মাধব 'আপন,' এই আত্মবাচক সর্ব্বনামটি (reflexive pronoun) বহু স্থলে ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন: সেবক পাঠাইয়া পুষ্প আনিল আপনে, আপনা জানিয়া, আপনি সৃজিল দৈত্য, আপনার পুরে, তোর ভাগ্যে সেই স্থানে আছিলাম আপনি, ইত্যাদি।

ক্রিয়াপদ

বর্ত্তমান কাল

উত্তম পুরুষ:

-ম, ইত্যাদি: বন্দম দিনকর-নাথ, মাগম, পাম চিরকাল, বন্দোঁ, মাগোঁ, বোলঁ, বন্দো, কামরাঙ্গা খাউ, ইত্যাদি।

-হুঁ: নিবেদহুঁ, চরণে ধরহুঁ, ভাবহু তোহ্মারে, ইত্যাদি।

-ই: শুন কহি, তোমার চরণ সেবি, যাই, ইত্যাদি।

লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুঞি, মুই অথবা অন্য কোনও একবচন কর্ত্তৃপদের সহিত মাগম, মাগোঁ, মাগো, মাগ—এই জাতীয় -ম, ইত্যাদি প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইয়াছে এবং আহ্মি, আমি অথবা অন্য কোনও বহুবচন কর্ত্তৃপদের সহিত -ই-প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা:

একবচন:

এ বোল শুনিয়া সই 'কহম' তোমারে; নিত্য নিত্য 'রাখো' ছেলি এই ত কাননে; মুঞি তোরে নিষেধ 'করোঁ' জ্যেষ্ঠ ভগিনী; তে কারণে গুয়া দিয়া 'মাগোঁ' পরিহার; যদি দোষী 'হম' মুঞি সংহারিবা মোরে; ইত্যাদি।

পুরাঘটিত বর্ত্তমান কালেও এইরূপ: দেখ মুঞি 'করিয়াছো' সাত সতার ঘর; কাহার রমণী মুঞি 'আনিয়াছম' ঘরে; ইত্যাদি।

বহুবচন:

আহ্মি স্বপ্ন 'কহি' তোরে: আহ্মি কহি>আহ্মি কহিএ>অস্মাভি: কথ্যতে; পালা করি 'রাখি' ছেলি দুইত সতিনী; ধর্ম্মকেতু বোলে ভাল 'আছি' সর্ব্ব জন। আহ্মি তোমার স্থানে এক 'করি' নিবেদন।।; ব্রহ্মা বলে দেবগণ না কর ক্রন্দন। চল ঝাটে 'যাই' যথা আছে ত্রিলোচন।।; সবে মনে 'পাই' পরিতোষ; ক্ষুধায়ে আকুল হই 'লোটাই' আহ্মি ক্ষিতি; ক্ষণে ক্ষণে উঠি আহ্মি চারিদিকে 'চাহি'। হেন সাধ করে মনে অন্য জাতি 'যাই'।।; মানের পাত মুণ্ডে দিয়া 'বঞ্চি' দুই জনে; হেনকালে 'চলি'

আমি মাথায়ে পসার; ইত্যাদি। আধুনিক বাংলায় একবচন ও বহুবচন ক্রিয়াপদে কোনরূপ ভেদ নাই। কিন্তু পুরাতন বাংলায় এই ভেদ বর্ত্তমান ছিল, এই অনুমান দ্বিজ মাধবের কাব্যের ভাষা হইতেও সমর্থিত হইতেছে।

মধ্যম পুরুষ :

-সি : কহসি আমারে।

প্রথম পুরুষ :

-এ, -য়ে : চালায়ে, যায়ে, শোভে, করে, করয়ে, দহয়ে, সাজয়ে, সাজে, যেবা জানে, ইত্যাদি।

-অন্তি : শারি-শুকে পরিচয় দেয়ন্তি সভায়ে।

অতীত কাল

উত্তম পুরুষ :

-ইলু, -লু : জাহ্নবী বন্দিলু, না পাইলু, প্রবিশিলু, লাঘব হইলু, নিবেদলু, ইত্যাদি। -ইলুঁ, -লুঁ প্রত্যয়ও পাওয়া যায়।

-ইলাম : পরিহাস কৈলাম।

মধ্যম পুরুষ :

-ইলা : ঘাতিলা, স্থাপিলা, কৈলা, দন্তে উদ্ধারিলা, পাতালে ছলিলা, ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ব্যবহৃত -ইলি, -ইলে এই গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

প্রথম পুরুষ :

-ইল : না আছিল, পাইল, সাজিল ভবানী দেবী, হইল, ইত্যাদি।

-ইলা : তুষিলা দেবী, রাজা করিলা গমন, ইত্যাদি।

-ইলেক : এক রামা বসিলেক, হেন কালে দেখিলেক দেব পশুপতি, কিনিলেক ইত্যাদি।

-ইলেন্ত : বসিলেন্ত সদাগর।

-ইলেন : দিলেন দেখা। সম্ভ্রমসূচক ক্রিয়াপদের সংখ্যা অল্প।

-অল : বেড়ল বায়সগণ। ব্রজবুলির প্রভাব।

ভবিষ্যৎ কাল

উত্তম পুরুষ :

-ইমু, -মু : কতদিন অভ্যন্তরে আসিমু, নিত্য বধিমু পশুগণ, করমু নিবেদন, মরিয়া যামু।

-ইব : কেমতে পুষিব, কি করিব, কোথা যাইব, বলি দিব, ইত্যাদি।

-ইবাম : মাংসের পসার তুলি দিবাম মাথায়ে।

মধ্যম পুরুষ :

-ইবা : দেবী সমর্পিবা কার স্থানে, তিন জন্ম অভ্যন্তরে আসিবা, দুইখানি খঞ্জিয়া দিবা, ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে মধ্যম পুরুষে–ইবেহেঁ ব্যবহৃত হইয়াছে।

প্রথম পুরুষ :

-ইব : নিদয়া হইব তোর মাতা, যাইব তোহ্মা এড়িয়া, মহিমা জানিব কে? সে কি রহিব ঘরে, ইত্যাদি।

-ইবেক : দিবেক তোমারে, রাখিবেক কে, ধরিবেক জোয়াতি হয়ে যে, ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রথম পুরুষে -ইবে ও -ইবেক এবং শুধু উত্তম পুরুষে -ইব, ইবোঁ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু দ্বিজ মাধবের কাব্যে ভবিষ্যৎ -ইব প্রথম পুরুষ ও উত্তম পুরুষ, উভয় ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা সম্ভবতঃ অন্ত-মধ্যযুগের ভাষার বৈশিষ্ট্য। তুলনীয় :

> সপ্ত সিন্ধু স্নান করি যে 'আসিব' ত্বরা করি
> তারে মান্য 'দিব' ত নিশ্চয়॥
>
> রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গল, পৃ. (১)

দ্বিতীয় পুরুষ অনুজ্ঞা ক্রিয়াপদ-সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে (পৃ. ৪৶০ দ্রষ্টব্য)। তৃতীয় পুরুষ অনুজ্ঞা ক্রিয়াপদ : খণ্ডুক সকল দুঃখ, সুচারু হউক মোর গান, দেউক পুষ্প-মালা, জুড়াব শ্রবণ, আইসক নিজ পতি, ইত্যাদি। প্রথম পুরুষ অনুজ্ঞার জন্য কোনও পৃথক্ ক্রিয়াপদ নাই। এক স্থলে পাঠ আছে 'প্রণমোহ'। 'প্রণমহুঁ' স্থলে 'প্রণমোহ' হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 'নিবেদন করি' অর্থে 'নিবেদেহি,' এবং 'দান করি' অর্থে 'দেহি' পাওয়া গিয়াছে। এখানে -হ-এর আগম হইয়াছে ; নিবেদেই> নিবেদেহি। -ইহ, -ইয়-যোগে ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা ক্রিয়া-পদ গঠিত হইতে দেখা যায়। যথা : রোষ না করিহ, অবধান হইয়, করিয় স্মরণ, না ভাবিয়, ইত্যাদি। এই গ্রন্থে কয়েকটি নাম-ধাতু পাওয়া যাইতেছে। যেমন : অবতার আসরে, রোষে দৈত্যপতি, তিনবার লাফে, বিরোধিতে, ক্রোধ সম্বরণে, বাহিরায়ে, তোমারে গোচরি, হুতাশনে হোমে, ইত্যাদি।

চোখাইয়া বাম পায়ে—এখানে 'চোখাইয়া' বিশেষণ হইতে ক্রিয়াপদ। একটি মাত্র ক্রিয়া-হইতে-গঠিত বিশেষণ পদ পাওয়া যায়: পিন্ধন্ত বাস। দুই-এক স্থলে ক্রিয়া হইতে গঠিত বিশেষ্য পদও ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা: উড়া দিল, কালি যাইব কাট, চাহন্তি বিশাল, ইত্যাদি। অপিনিহিতির দৃষ্টান্ত অল্প: ঘাইট, কৈন্যা, আউগ, কাইল, সাউধ, ইত্যাদি।

দ্বিজ মাধবের কাব্যের ভাষার একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ দেওয়া হইল। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষায় বিভক্তি-প্রত্যয়ের বৈচিত্র্য পাওয়া যায়, কিন্তু ইহাতে বৈচিত্র্য কমিয়াছে। কারণ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের যুগে ভাষার কোনও আদর্শ রূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। কিন্তু দ্বিজ মাধবের যুগে কতকগুলি বিভক্তি ও প্রত্যয় প্রাধান্য লাভ করে, ফলে অন্যান্য বিভক্তি ও প্রত্যয় বর্জিত হয় ও ভাষার রূপ কতকটা নির্দ্দিষ্ট হইয়া পড়ে। তাহা সত্ত্বেও ইহাতে শব্দ-রূপ ও ধাতু-রূপে একাধিক বিভক্তি-প্রত্যয় ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ব্যবহৃত বিভক্তি-প্রত্যয়গুলির সহিত ইহাদের সাদৃশ্য আছে। ইহাদ্বারা দ্বিজ মাধবের ভাষার প্রাচীনত্ব সূচিত হইতেছে।

এই গ্রন্থের ভাষা বিশ্লেষণ করিয়া ইহার কতকগুলি প্রাচীন লক্ষণ দেখান হইল। ইহাদের মধ্যে একবচন ও বহুবচনে উত্তম পুরুষ বর্ত্তমান ক্রিয়া-পদের ভেদ—এই লক্ষণটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। 'আহ্মি কহি'-র পূর্ব্ব-বর্ত্তী রূপ 'আহ্মি কহিএ'। এই রূপটিও দ্বিজ মাধবের গীতে পাওয়া যায়। যেমন: তোহ্মারে 'কহিয়ে' আহ্মি (পৃ. ২৪৪), খুলনায়ে বোলে ছিরা 'কহিয়ে' তোমারে; কেহো কেহো বোলে আহ্মি 'পাইয়ে' এমন স্বামী (পৃ. ২৪৫), ইত্যাদি।[১]

এই গ্রন্থের ভাষার প্রাচীনত্ব-সম্বন্ধে আরও দুইটি মূল্যবান্ নিদর্শনের কথা বলিয়া এই ভূমিকার উপসংহার করিব। বাংলা অতীত-জ্ঞাপক -ইল সংস্কৃত ক্ত+ল হইতে উৎপন্ন। যেমন, মৃত+ল, ইল্ল*>মঅঅ+ইল্ল>মৈল, মরিল। আদি যুগে এই -ইল-প্রত্যয়ান্ত অতীত ক্রিয়াপদগুলি কতকটা বিশেষণের মতই ব্যবহৃত হইত, অর্থাৎ ইহাদের সহিত পুরুষ-বাচক চিহ্ন যুক্ত না হইয়া লিঙ্গ-বাচক চিহ্ন যুক্ত হইত। যেমন: চর্য্যাপদে—মৈ বুঝিল; কিন্তু লাগেলী, আগি। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও এইরূপ প্রয়োগ পাওয়া যায়। যেমন: চলিলী রাহী। আলোচ্য গ্রন্থের ভাষায় এইরূপ লিঙ্গ অনুযায়ী -ইল প্রত্যয়ান্ত অতীত ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন পাওয়া না গেলেও ইহাতে অনেক স্থলে বচন বা পুরুষ -ইল-

১ S. K. Chatterji, *ibid.*, pp. 913-15.

প্রত্যয়ান্ত অতীত ক্রিয়াপদকে প্রভাবিত করে নাই, উত্তম পুরুষে -ইল প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদের বহুল প্রচলন হইতে তাহা বুঝা যায়। যেমন : বধিতে চলিল আহ্মি, প্রজা আনিবারে আহ্মি করিল গমন, পরিহাস্য কৈল বাপু কৈল দরাদরি, আহ্মি থুইল দুন, বুঝিতে নারিল আহ্মি, লাঘব হইল মুঞি, ইত্যাদি।

আদি- ও মধ্য-যুগে অনেক ক্ষেত্রে -ইল প্রত্যয়ের পরিবর্ত্তে -ইত, -ই প্রত্যয় দিয়াও অতীত কাল বুঝান হইত।[১] আলোচ্য গ্রন্থের ভাষাতেও এইরূপ প্রয়োগ পাওয়া যায়। যেমন : আমার শকতি প্রজা আনিবারে 'নারি,' (পৃ. ৬৩) ; ভোজন করিতে বণিক সারি দিয়া 'বসি,' (পৃ. ১৯৩) ; পদ্মা আদি পঞ্চকন্যা ডাক দিয়া 'আনি' (পৃ. ২৬৭) ; ইত্যাদি। ইহাও এই গ্রন্থের ভাষার প্রাচীনত্বের একটি মূল্যবান নিদর্শন।

কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন

এতদিনে মাধবানন্দের মঙ্গলচণ্ডীর গীত মুদ্রিত হইল। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় স্নেহবশে আমার উপর এই কার্য্যের ভার অর্পণ করেন। সেজন্য তাঁহার নিকট সর্ব্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা আমার কর্ত্তব্য। অধ্যাপক মিত্র অবসর গ্রহণ করিলে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা-বিভাগের ভার গ্রহণ করিয়া এই গ্রন্থ-সম্পাদন যাহাতে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয় সেজন্য নানা ভাবে আমাকে উৎসাহিত করিতে থাকেন। শুধু তাহাই নহে, এই গ্রন্থের দীর্ঘ ভূমিকাটি আদ্যোপান্ত পড়িয়া ও সংশোধনমূলক নানা প্রকার উপদেশ দিয়া তিনি ভূমিকাটির মূল্য বাড়াইয়া দিয়াছেন, সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থ-প্রকাশের ফলে পুরাতন বাংলা-সাহিত্যের প্রতি দেশবাসীর ক্ষীয়মাণ অনুরাগ যদি পুনরায় বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলেই আমাদের শ্রম সার্থক হইবে। পূজনীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটেও আমি নানা ভাবে ঋণী। বিশেষ করিয়া গ্রন্থটির ভাষা-বিশ্লেষণ-ব্যাপারে তাঁহার নিকট হইতে বহু মূল্যবান্ উপদেশ পাইয়াছি। নানা প্রকার পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া কখনও দ্রুতগতিতে, কখনও-বা শিথিলভাবে এই গ্রন্থের কার্য্য অগ্রসর হইতে থাকে। শৈথিল্যের দিনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়ের নিকট হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রেরণা লাভ করি।

[১] S. K. Chatterji, *ibid.*, p. 947.

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সরসীকুমার সরস্বতী এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভটাচার্য্যও নানা ভাবে সাহায্য করিয়া আমাকে ঋণী করিয়া রাখিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীমান্ দেবীপদ ভট্টাচার্য্যও গ্রন্থ-সম্পাদন-কার্য্যে নানা ভাবে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় মুদ্রণালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল মহাশয় যেরূপ কর্ম্মকুশলতার সহিত এই গ্রন্থের দ্রুত-মুদ্রণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে তিনিও আমার বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালার কর্ত্তৃপক্ষ ও কর্ম্মচারিগণ, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পুথি- ও পুস্তক-শালার কর্ত্তৃপক্ষ ও কর্ম্মচারিগণ এবং বিশ্ববিদ্যালয় মুদ্রণালয়ের কর্ম্মচারিগণও তাঁহাদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা-দ্বারা আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

এই গ্রন্থের শেষে একটি শব্দটীকা ও পুথির বিকৃত বানানের একটি তালিকা দেওয়ার ইচ্ছা ছিল। ভূমিকায় পুথির বানান- ও ভাষা- সম্বন্ধে যেরূপ বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে ঐরূপ টীকা ও তালিকা সংযোজিত করার প্রয়োজন হইল না।

শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য

কলিকাতা,
জন্মাষ্টমী, ১৩৫৯

মঙ্গলচণ্ডীর গীত

প্রথম পালা

বন্দনা

রাগ ধানশী *

সূর্য্য-বন্দনা

বন্দম দিনকর-নাথ কশ্যপ-তনয়ে।†
যাহার স্মরণে মাত্র বিঘ্ন বিনাশয়ে॥
উদয়-অচলে[১] প্রভু প্রথমে প্রকাশ।
ভ্রমিয়া অখিলের দুঃখ করহ বিনাশ[২]॥
বিনতা-নন্দন প্রভুর রথের সারথি।
ত্বরিতে চালায়ে[৩] রথ পবনের গতি[৪]॥
অরুণ সারথি রথ সপ্ত অশ্বে বহে।
দিনকৃত পাপ-তাপ দরশনে যায়ে॥
দ্বিজ মাধবে গায়ে মনে ভাবি দেবী।
নায়কেরে তার[৫] দুর্গা কর চিরজীবী॥

* এই গ্রন্থে প্রধানতঃ 'ক' পুথিকে আদর্শ রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু 'ক' পুথির প্রথম দুই পাতা ও শেষ পাতাটি নাই। সেজন্য এই দুইস্থলে 'খ' পুথিকে আদর্শ রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। আরম্ভ হইতে সর্ব্ব দেব-দেবী বন্দনায় ১৫ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত (পৃঃ ৫) 'খ' পুথি অবলম্বনে মুদ্রিত হইল।

† তৎসম শব্দের বানান অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল। প্রাপ্ত বিকৃত বানানের একটি নির্ব্বাচিত তালিকা গ্রন্থ-শেষে দেওয়া হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রাপ্ত বানান পাদটীকাতে দেওয়া হইল।

[১] খ—ছলেতে; ঙ—ছলনে। [২] ঙ, ছ—ঘুচাও তরাস। [৩] ঘ—চালাঅ; ঙ—চালাও।
[৪] ঙ—পবন সঙ্গতি। [৫] ঙ—ভবে।

রাগ মল্লার

গণেশ-বন্দনা

হেরম্ব মহাশয় হইয়া সদয়
ঘটেতে কর অধিষ্ঠান।
বিঘ্ন করয়ে নাশ রক্ষয়ে নিজ দাস
সুচারু হউক মোর গান।।

পীন কুম্ভস্থল সিন্দূরে উজ্জ্বল[১]
সুগন্ধ পুষ্প তথি শোভে।
অলি লাখে লাখ বিস্তারিয়া পাখ[২]
ভ্রমিয়া পড়ে মধুলোভে।।

খর্ব্ব কলেবর সুন্দর চারি কর
রত্ন অলঙ্কার সাজে।
সুচারু গজবক্ত্রে লোহিতবরণ[৩] রক্তে
কিরীট শোভে দ্বিজরাজে।।

অত্যন্ত বলবন্ত সুচারু একদন্ত
অঙ্গ যে অতি সুললিত।
পরিধান দ্বীপী-চর্ম্ম নিত্য ধেয়ায়ে[৪] ব্রহ্ম[৫]
সমাধি হইয়া[৬] এক-চিত।।

রাজা সুরোত্তম ঘুচা'য় মনের ভ্রম
তোমার চরণ সেবি।
হ'য় মোরে কৃপাযুত শৈল-সুতার সুত
নায়কে কর চির-জীবী।।

গণেশের চরণ ভাবিয়া অনুক্ষণ
মাধবে করে[৭] পরিহার।
অভীষ্ট মনের যে সিদ্ধি করিয়া দে
অন্য বর নাহি মাগি আর।। *

১ প্রাপ্তপাঠ—উজ্‌ঝল। ২ গ, ঘ, ঙ, ছ; খ—পাকে পাকে।
৩ ছ—বৈরি। ৪ ছ—ধ্যায়য়ে। ৫ ঙ—ধর্ম্ম। ৬ খ—করিয়া।
৭ গ—মাধব হইঅ; ছ—চাহে।

* ইহার পর 'ছ' পুথিতে আর একটি গণেশ-বন্দনা ও সারদা-বন্দনা আছে; কিন্তু অন্য সব পুথিতে অতিরিক্ত পদ দুইটি পরে পাওয়া যায়। তৃতীয় পালা, ১৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

রাগ পটমঞ্জরী

দেবী-বন্দনা

অবতার আসরে জগত জননী মা রে
সঙ্গে নিজগণ লইয়া।
নিবেদেহি পুন পুন শুনহ আপন গুণ
নায়কেরে কৃপাময়ী হইয়া ।।

চণ্ডিকা চামুণ্ডা ভীমা প্রচণ্ড মহিমা
চণ্ডমুণ্ড কালী কাত্যায়নী।
উগ্রচণ্ডা[১]-রূপ ধরি ঘাতিলা[২] দেবের অরি
অমরায়ে[৩] স্থাপিলা বজ্রপাণি ।।

বৎসর শতেক মহী জীবনে রহিত হই,
শস্য না হইল শক্র[৪] -দোষে।
শাকে ভরিয়া দে শিবে[৫] তোমারে যে
শাকম্ভরী বলি[৬] লোকে ঘোষে ।।

নিপাত করিতে কংস উদ্ধারিতে যদুবংশ
যশোদা-জঠরে নিলা জন্ম।
অযোনি-সম্ভবা যে মহিমা জানিব কে
শরীরে না রহে[৭] ধর্ম্মাধর্ম্ম ।।

যে তোমার করে ধ্যান নৃপ তার তৃণ-জ্ঞান
নিকটেতে[৮] না আইসে অন্তক।
দিন বার[৯] কৈলে জপ শরীরে না রহে পাপ
যেন তৃণ দহয়ে পাবক ।।

বরুণ পবন শক্র দুর্ব্বাসাদি অষ্টাবক্র
ধ্যানে না পাইল মুনি ধন্ধ[১০]।
হীনবুদ্ধি অতি মূঢ় রত্ন হারাইয়া গূঢ়
(মাগম) দুর্গার চরণ-মকরন্দ ।।

[১] ঙ, ছ—অতিচণ্ডা। [২] ঘ, ঙ, ছ; খ—গাতিলা। [৩] ঘ; খ—অমরে; ঙ—অমরা।
[৪] ছ—গ্রহ। [৫] ঘ,ছ—জীবে তাহারে নে। [৬] ঘ—করি। [৭] ছ—সকলি জানিল।
[৮] ঘ—নিকটেত [৯] ঘ, ঙ, ছ—দিনে এক। [১০] ছ—দ্বন্দ; কোন কোন পুথিতে 'ধন্দ'।

সারদা-বন্দনা

বন্দম সরস্বতী করিয়া প্রণতি স্তুতি
যুগপাণি প্রণতি বচন।
হও মোরে কৃপা-যুতা বিষ্ণুর বনিতা নিত্যা
ঘটে আসি কর অধিষ্ঠান[১] ॥
থাক বিষ্ণু বক্ষস্থলে কদম্ব কুসুম মেলে
স্থানে স্থানে রাঙ্গল[২] মালতি।
মণিহার শোভে গলে শ্রবণে কুণ্ডল দোলে
মুখ[৩] চন্দ্র দেহের[৪] অধিপতি ॥
ভাবিয়া সারদা মায়ে দ্বিজ মাধবে গায়ে
তরিবারে[৫] সংসারের ধন্ধ।
করিয়া পুটাঞ্জলি মন মোর হইয়া অলি
(মাগঁ) দুর্গার চরণ-মকরন্দ ॥

রাগ ধানশী

সর্ব্ব-দেব-দেবী-বন্দনা—ধর্ম্ম নিরঞ্জন

প্রথমে বন্দম গুরু ধর্ম্ম নিরঞ্জন।[৬]
উৎপত্তি-প্রলয়-সৃষ্টি যাহার কারণ ॥[৭]
ব্রহ্মারূপে সৃজে প্রভু সকল সংসার।
বিষ্ণুরূপে সর্ব্ব রক্ষা কৈলা বারে বার ॥
প্রলয়কালেতে প্রভু রুদ্ররূপ ধরি।
যথেক সংসার নিজ দেহে লয়[৮] করি ॥

ব্রহ্মা-বিষ্ণু

প্রণমোহ প্রজাপতি লোটায়া চরণে।
চারি বদনে যার চারি বেদ ভণে ॥
গরুড়ের পৃষ্ঠে বন্দম দেব গদাধর।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধরে চারি কর ॥

[১] খ—এই পঙ্‌ক্তি নাই। [২] ঘ, ছ, খ—আকুল; ঙ—রঞ্জিল।
[৩] ছ—পূর্ণ। [৪] ছ—দেহে। [৫] ঘ, ঙ, ক—তরিত।
[৬] খ—পূর্ব্বে অতিরিক্ত: ধরণী লোটাইয়া বন্দম ভবানী-চরণ।
[৭] খ—পরে অতিরিক্ত: গণেশ দেবতা বন্দম [illegible]। আদি গুরু বন্দি বন্দোম বিধাতার দাতা (?)। [৮] ছ—লীন।

বিষ্ণুর অবতার

বেদবাণী উদ্ধারিলা[১] মীনরূপ ধরি[২]।
ধরণী ধরিলা[৩] প্রভু কূর্ম্মরূপ ধরি॥
বরাহরূপেতে ক্ষিতি দন্তে উদ্ধারিলা।
নরসিংহরূপে[৪] হিরণ্যাক্ষ বিদারিলা॥
পাতালে ছলিলা বলি হইয়া বামন।
পরশুরাম রূপে কৈলা ক্ষত্র[৫]-'সংহারণ'॥
রামরূপে অরণ্যেতে বেড়াইল ভ্রমিয়া।
ঘুচাইলা দেবের বিঘ্ন রাবণ মারিয়া॥
হলধররূপে প্রভু অংশ[৬] অবতার।
দ্বিবিধ মারিয়া জীবের কৈল প্রতিকার॥
বুদ্ধ অবতারে প্রভু জগত-মোহন।
কল্কি অবতারে কৈল ম্লেচ্ছ-নিধন॥

বিবিধ

দশ দিক্‌পালে বন্দোঁ যোড় করি হাত।
ধরণী লোটাইয়া বন্দোঁ অখিলের[৭] নাথ॥
গ্রহগণ সিদ্ধাগণ বন্দম ধরণী।
অষ্টবসুর চরণ বন্দম যোড় করি পাণি॥
ব্রহ্মার সাবিত্রী বন্দোঁ হরির কমলা।
হরের[৮] গৌরী বন্দোঁ মনে নাহি হেলা॥
ভিন্নাভিন্ন ভেদ[৯] নাহি অঙ্গ অঙ্গ[১০] মেলা।
একহি শরীর[১১] যেন পরম উজ্জ্বলা॥
দেবী সরস্বতী বন্দোঁ হৃদয়ে[১২] সতত।
দেবতা বলিতে নারে যাহার মাহাত্ম্য॥

১ ঙ—উদ্ধারিতে। ২ ঙ—ধীর। ৩ ঙ—ধরিতে হৈল কূর্ম্ম শরীর।
৪ ঙ—রূপেতে হিরণ্য বধিলা। ৫ প্রায় সব পুথিতে 'ক্ষেত্রি'; ছ—ক্ষত্রিয় নিধন।
৬ খ, ঘ—হংস।
৭ খ, ঘ, ঙ—দিনকর। ৮ খ, ঘ—হর-গৌরীর পদ। ৯ ঙ—জ্ঞান।
১০ খ—অঙ্গ অঙ্গে; ঘ—অৰ্দ্ধ অঙ্গে; ঙ, ছ—অৰ্দ্ধ অঙ্গ। ১১ খ—শরীরে দুহা।
১২ খ, ঘ, ঙ, ছ; ক—হৃদঅ জে চিত্ত।

ধবলবসন[১] দেবী ধীর গম্ভীর।
পঞ্চাশ অক্ষরে যার নির্ম্মাণ শরীর॥
যমুনা বন্দিলু মুঞি আদি সুরেশ্বরী[২]।[৩]
যাহার স্মরণে মাত্র যমলোক তরি॥
জাহ্নবী বন্দিলু মুঞি হিমাল-নন্দিনী।
যার জলে স্নান কৈলে শমন-তরাণী॥
নদীর প্রধান বন্দম সুরেশ্বরী আদি।
পুণ্য তীর্থগণ বন্দোঁ যার যথা স্থিতি॥
করযোড়ে প্রণমোহ দেব ত্রিলোচন।
ত্রিশূল ডমরু করে ঋষভবাহন[৪]॥
জটায়ে মণ্ডিত গঙ্গা করে টলমল।
গ্রীবায়ে[৫] ফণীর পৈতা নয়নে আনল॥
বাল্মীকি ব্যাস বন্দোঁ মুনি দুই জন।
যাহার অরুণ[৬] প্রভা ঘোষে ত্রিভুবন॥
কর যোড় করি বন্দম সনক সনাতন।
প্রণতি করিয়া বন্দোঁ যত দেবগণ॥
গুরুর চরণ বন্দোঁ করিয়া প্রণতি।
জনক-জননী বন্দোঁ লুটাইয়া ক্ষিতি॥
পরাশর আদি বিপ্র বন্দিলু সকল।
সর্ব্ব-রক্ষা হয়ে জীবের যার তপ ফল॥[৭]

আত্ম-কথা

পঞ্চ-গৌড় নামে স্থান[৮] পৃথিবীর সার।
একাব্বর নামে রাজা অর্জুন অবতার॥
প্রতাপে তপন রাজা বুদ্ধি[৯] বৃহস্পতি।
কলিযুগে রামতুল্য প্রজা পালে ক্ষিতি॥

[১] খ, ঙ, ছ—বরণ।
[২] খ, ঙ, ছ—সুর্য্যের কুমারী।
[৩] ক—পুথিতেই কেবল যমুনা বন্দনা আগে, পরে গঙ্গা বন্দনা।
[৪] ঙ, ছ—বৃষ আরোহণ।
[৫] ঙ—গলাএ।
[৬] ঘ, ঙ—পুরাণ কীর্ত্তি।
[৭] —এই চার পঙ্‌ক্তি 'খ' পুথিতে নাই।
[৮] খ—গ্রাম; ঙ—স্থল।
[৯] ঘ—বুদ্ধিএ; ছ—বুদ্ধে।

সেই পঞ্চ-গৌড় মধ্যে সপ্তদ্বীপ সার।
ত্রিবেণী যে গঙ্গা যথা বহিছে[১] ত্রিধার ॥[২]
সপ্তদ্বীপ মধ্যে নদীয়া যে মহাস্থান।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র অনেক প্রধান ॥
পরাশর-সুত জান মাধব যে নাম।
কলিকালে হইল জগত অনুপাম ॥*
ডাকিনী যোগিনী বন্দোঁ ধর্ম্মের সভায়ে।
গাইন[৩] গুণীন বন্দোঁ গুরুজনের পায়ে ॥
গাইতে বন্দনার গীত হয়ে অনুক্ষণ।
স্তুতি করি বন্দোঁ স্থান দেবতাচরণ ॥
আমার আসরে অশুদ্ধ গায়ে গান।
তার দোষ ক্ষমিবা যে কর অবধান ॥
তোমার চরণে মাগোঁ এই পরিহার।
শ্রুতি-তাল-ভঙ্গ দোষ না লইবা আমার ॥

১ খ, ঘ—অতি মনোহর।

২ ইহার পর 'ক', 'খ' পুথিতে : মর্য্যাদাএ মহোদধি দানে কল্পতরু। ধাম্মিক আচারবন্ত বুদ্ধি সুরগুরু ॥ ইন্দু-বিন্দু-বাণ-ধাতা শক নিজোজিত। দ্বিজ মাধবে গাএ সারদা-চরিত ॥ 'ঙ' পুথিতে এই ৪ পঙ্‌ক্তি "ডাকিনী যোগিনী বন্দোম" ইত্যাদি ৪ পঙ্‌ক্তির পরে আছে; 'ঘ, ছ' পুথিতে 'ইন্দুবিন্দু' ইত্যাদি ২ পঙ্‌ক্তি নাই।

* এই চার পঙ্‌ক্তির স্থানে 'ক, খ, গ, ঙ' পুথিতে 'মর্য্যাদাএ মহোদধি' ইত্যাদি আছে। কিন্তু পূর্ব্ব পঙ্‌ক্তির সহিত ইহাদের কোনও সঙ্গতি নাই। আলোচ্য ৪ পঙ্‌ক্তি 'ঘ' পুথি ও সাহিত্য পরিষদের অপর তিনখানি পুথিতে (নং ১৯০৯, ১৯১০, ১৯১১) পাওয়া যায়। 'ছ' পুথির বহু-প্রচলিত পঙ্‌ক্তিগুলির সহিত ইহাদের সাদৃশ্য আছে। এই পঙ্‌ক্তিগুলি না থাকিলে যেন লেখকের আত্ম-বিবরণী অপূর্ণ থাকিয়া যায়। সেজন্য ইহা গৃহীত হইল। এস্থলে 'ছ' পুথির পাঠ এইরূপ :

সেই মহানদীতটবাসী পরাশর। যাগযজ্ঞ জপে তপে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর।
মর্য্যাদায়ে মহোদধি দানে কল্পতরু। আচারে বিচারে বুদ্ধে সম সুরগুরু ॥
তাঁহার অনুজ আমি মাধব-আচার্য্য। ভক্তিভাবে বিরচিনু দেবীমাহাত্ম্য ॥

খ—গাইনে বাইনে গাএ গীত গুরুএ ঠেলে পাএ।

সারদার চরণে সরোজ-মধুলোভে।
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হইয়া শোভে॥ *

রাগ পাহিরা[1]

সৃষ্টি-কথা: দেবীর উৎপত্তি

না আছিল রবি শশী সন্ন্যাসী তপস্বী ঋষি
না আছিল এ মেরু[2] মন্দার।
না আছিল সুরাসুর রাক্ষস[3] কিন্নর নর
সকলি আছিল শূন্যাকার॥

* ইহার পর খ, ঘ অতিরিক্ত: অষ্টমঙ্গলা পালার সার-

নম নম নম দেবী নম নারায়ণী। প্রসিদ্ধ মঙ্গলচণ্ডী বিপদনাশিনী॥
শোভ রে মঙ্গলঘটে বেদ-স্বরূপা। সকলি সপূর্ণা হএ জারে কর কৃপা॥
শুন রে সকল লোক হইআ সদাচার। জেন মতে হইল চণ্ডীব্রতের প্রচার॥
মঙ্গল নামে দৈত্য ছিল অতি বলবন্ত। লুটে পুড়ে সুরপুরী পরম দুরন্ত॥
লুটে পুড়ে সুরপুরী হরে দেবনারী। ভয়ের কারণে ইন্দ্র ছাড়ে নিজ পুরী॥
ভয়যুক্ত ভবানী-মাতা দেখি সুররাজ। অসুর মারি পূজা লইল অমর সমাজ॥
জয় জয় জয় দুর্গা সর্ব্ব বিঘ্ন খণ্ডি। মঙ্গল-দৈত্য বধি মাতা হইলা মঙ্গলচণ্ডী॥
গুরু-পত্নী হরি ইন্দ্রের ভগ হইলো গাএ। মহা লজ্জা পাইআ শক্রে সেবে সারদাএ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু খণ্ডাইতে না পারে ত্রিলোচন। ভগ ঘুচাইয়া কৈল সহস্র-লোচন॥
সহস্রাক্ষ কৈলা মাতা কাত্তিকের আই। পুনর্ব্বার পূজা লইল বিড়োজার ঠাঁই॥
মঠ স্থাপনা কৈলা কংসনদীতীরে। ধনে পুত্রে বর পাইয়া পূজে দণ্ডধরে॥
পশুগণ মহামায়া পালিবার হেতু। বর পাই তৃতীয় পূজা দিলেন কালকেতু॥
কাননে হারাইয়া ছেলী ব্যাকুল খুলনা। চতুর্থ পূজাএ তান ঘুচাইলা যন্ত্রণা॥
পঞ্চম পূজা দিল ছিরা মোকরার তটে। ষষ্ঠ পূজা মশানেতে রাখিলা সঙ্কটে।
রুধিরে সৃজিলা কমল ঘুষিতে----। সপ্তম পূজাএ রাজার জিয়াইলা কটক॥
রাজাএ দিলা কন্যাদান পরম সাদরে। চৌদ্দ ডিঙ্গা লইআ সাধু চলিলা দেশেরে॥
অষ্টম পূজা পাইআ সাধুর ব্যাধি কৈলা নাশ। পিতাপুত্র ছয়জন কৈলাসেতে বাস॥
অষ্টম মঙ্গলার গীত হইল শুভ যোগ। ব্যাধি-কষ্ট জনে শুনে খণ্ডে তার রোগ॥
রণে বনে রাজস্থানে রক্ষা কর দেবী। নায়কেরে তার দুর্গা কর চিরজীবী॥
রাম রাম রাম রাম রাম গুণগাম। চণ্ডিকার চরণে মোর সহস্র প্রণাম॥
যাবত জীয়ম মাতা তুয়া গুণগাম গাই। অন্তকালে অভয়া চরণে দিঅ ঠাই॥
(ইতি মঙ্গলবার দিবা পালা সমাপ্ত— ঘ পুথি)

[1] ক—পাহী। [2] খ—হেমের; ছ—সুমের [3] খ, ঘ—গন্ধর্ব্ব।

অক্ষয় অব্যয়[১] সেই মহাশয়
নিরঞ্জন পুরুষপ্রধান[২]।
আপনে সদয়[৩] হইয়া বেড়ায়ে জলে ভাসিয়া[৪]
সৃষ্টি সৃজিতে দিলা মন[৫] ॥
(প্রভু) সৃষ্টি সৃজিতে চাহে গায়ের মৈল ফেলায়ে[৬]
তথি করিলা পদভর।
প্রভুর পদভর পাইয়া পৃথিবী যায় বাড়িয়া[৭]
ভাসে ক্ষিতি জলের উপর ॥
(প্রভু) সৃষ্টি সৃজিতে হাসে দেবী জন্মিল নিঃশ্বাসে
নাভিতে জন্মিল প্রজাপতি।
করে জাপ্য মালা লইয়া অন্তরে হরিষ হইয়া
ধ্যানে নিবেশ কৈলা মতি ॥
ব্রহ্মার ধ্যান কায়ে বিষ্ণু রুদ্র জন্মায়
দেবী সমর্পিব কার স্থানে।
বুঝিয়া ব্রহ্মার বাণী কহিলা যে চক্রপাণি
দেবী সমর্পিবা ত্রিলোচনে ॥[৮]
ডাকি বোলে নিরঞ্জন শুন পুত্র নারায়ণ
প্রতিপালন করিবা সংসার।
ডাকি বোলে অনাদি শুন পুত্র পশুপতি
প্রলয়কালে ভরিবা উদর ॥
ভাবিয়া সারদা মায়ে দ্বিজ মাধবে গায়ে
করযোড়ে করি পরিহার।
জনমে জনমে যেন দুর্গার চরণ-ধন
বিস্মরণ না হউক আমার ॥

[১] ছ—অতিরিক্ত : হয় যেই। [২] খ, ঘ ; ক—আকার।
[৩] খ—স্বতন্ত্র ; ছ—চৈতন্য ; ঙ—সগুণ। [৪] খ, ঘ, ছ ; ক—প্রজাপতি বুঝাইয়া।
[৫] খ, ছ ; ক—সৃষ্টিতে করিল প্রয়াণ। ইহার পর খ, ঘ, ছ—অতিরিক্ত : প্রভু সৃষ্টি সৃজিতে আসে জলে স্বর্ণ ডিম্ব ভাসে নখে চিরি কৈলা দুইখান। সেই ডিম্ব ছিন্ন ভিন্ন করিলাত নিরঞ্জন সৃষ্টি সৃজিতে ততক্ষণ ॥ [৬] ঘ—চালএ ; ঙ—চালাএ।
[৭] খ, ঙ—ভাসিয়া ; ছ—বিদারিয়া।
[৮] ইহার পর খ অতিরিক্ত : ব্রহ্মা ধ্যান কৈলা সার অখিল সৃজে অন্যবার দেবনর সৃজিলা সকল। পশুপক্ষী স্থাবর সৃজিলা সকল তপের বুঝিয়া বলাবল ॥

দ্বিতীয় পালা

মঙ্গল-চণ্ডী

রাগ টোড়ী বসন্ত

মঙ্গল দৈত্যের তপস্যা

হিম-শিখরে গঙ্গার বহে পুণ্যধারা।
নির্ম্মল সলিলে বহে সুগন্ধ মনোহরা॥
বড় রম্য স্থল সেই শিবের ভুবন।
তথায়ে আসি জপ করে অসুর দুর্জ্জন [১]॥
শীতকালে জপ করে জলেতে নামিয়া।
গ্রীষ্মকালে করে স্তব আনল জ্বালিয়া॥
বরিষা বাহিরে তিতে গায়ে পড়ে পানি।
এমত কঠোর তপ জানে শূলপাণি॥
দ্বিজ মাধবানন্দে এহ রস গায়ে।
বৃষেত চড়িয়া হের [২] বর দিতে যায়ে॥

রাগ ধানশী

মঙ্গল দৈত্যের বরলাভ

হরে বর দিতে [৩] যাচে শুনি মঙ্গল দৈত্য নাচে
ঘন ঘন দিয়া করতালি।
যায়ে অসুরেশ্বর [৪] হইয়া দিগম্বর
দেখিয়া হাসে ত্রিপুরারি॥

[১] খ, ঘ, ঙ, ছ; ক—অস্পষ্ট।
[২] ছ—হর।
[৩] ঙ—আইসে।
[৪] খ—আবেশে অসুর; ঙ—হরিষে অসুর।

কিসের লাগিয়া এথাতে আসিয়া
করিলা আমার সেবা
কিবা বর চাহ নাট[১] ঘুচাও
সকলি অখনে[২] পাইবা ॥

এথেক শুনিয়া আপন জানিয়া
কর-যোড়ে দৈত্য বলে।
করমু নিবেদন শুন ত্রিলোচন
ইন্দ্র-পদ দিবা[৩] মোরে ॥

এ তিন ভুবন যত জীব জন
কেহ না জিনব[৪] মোরে।
পুরুষ যার নাম করিয়া সংগ্রাম
পলা'য়া যায়ে যেন ডরে ॥

দিলু দিলু করি বোলে ত্রিপুরারি
শুনহ দানবরাজ।
দিলু ইন্দ্রপদ সকলি সম্পদ্
সিদ্ধি হইল তোর কাজ ॥

মঙ্গল দৈত্যের স্বর্গ রাজ্য-অধিকার

(গেল) এথেক বলিয়া কৈলাসে চলিয়া
বর পাইল দুর্জ্জন।
সুমেরু পর্ব্বতে আইলা আচম্বিতে
শুনিয়া কাঁপে মঘবান ॥

দিবাকরে[৫] দিন ছাড়ে চান্দ পলায়ে ডরে
বরুণ পবন আদি করি।
যম গেল ক্ষিতিতল[৬] প্রাণে[৭] পাইয়া ডর[৮]
আইলা দৈত্য স্বর্গ বরাবরি ॥

১ খ—লেঙ্গটা ; ঘ—কপট নাট ; ছ—খাটে নাট। ২ ঘ—এই ক্ষণে। ৩ ঘ—দেহ।
৪ খ, ঘ, ঙ—জিনউক। ৫ খ, ঘ—দিনকরে। ৬ খ—গেলেন যম ;
৭ ঘ—অন্তরে ৮ ছ—অন্য দেব অন্য স্থল।

কানা-ঘুনা শুনি[১] কাঁপে সুরমুনি
অন্তরে পাইয়া ভয়।
দেবীর চরণে গতি অন্য না লয়ে মতি
দ্বিজ মাধবে রস গায়ে ॥

পয়ার

শুনরে সকল লোক হইয়া সদাচার।
যেন মতে হইল চণ্ডীব্রতের প্রচার ॥
মহোদধি জলে যেন এড়িল সাতার[২]।
তরণী তরিতে দয়া হউক সভাকার[৩] ॥
তবে কিছু বোল মুই দুর্গা অবতার।
যেন মতে হইল মঙ্গল দৈত্যের সংহার ॥

মঙ্গল নামে দৈত্য ছিল অতি বলবন্ত।
লুটে পুড়ে[৪] সুরপুরী পরম দুরন্ত ॥
লুটে পুড়ে সুরপুরী হরে দেবনারী।
ভয়ের কারণে ইন্দ্র ছাড়ে নিজ পুরী ॥
ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ আর দিবাকর।
চলিল ব্রহ্মার কাছে লইয়া অমর ॥
শিরে জটা বাকল[৫] পরিধান করি।
দেবগণ দেখি দুঃখ ব্রহ্মা মনে ধরি ॥
সে বেশ ঘুচা'য়া ব্রহ্মা করিল সম্মান।
দেবগণ লইয়া তবে শুনিল বচন ॥[৬]
মঙ্গল দৈত্য হইল ইন্দ্র সকলি কহিলা[৭]।
পৃথিবী ভ্রমিয়া[৮] গোঁসাই এথ দিন গেলা[৯] ॥

[১] খ, ঘ, ঙ—শুনি ঘুনাঘুনি; ছ—এতেক বারতা শুনি।

[২] খ, ঘ, ঙ; ক—স্নান কৈল সাতবার; [৩] খ—ভবানী গোচরে গিয়া করে পরিহার; ঘ—তরণীতে ভর দিয়া হল হৈল্য পার; ঙ—তরণী তরিতে দয়া হউক সভার; ছ—মহোদধি জলে যেন আমার সাতার। তরাইলে তবে তরি কৃপাএ দুর্গার ॥

[৪] খ, ঘ—লুরে পুরে। [৫] ঘ—বাকলিয়া।

[৬] ঘ—দেবের সদনে গিআ দিল দরশন; খ ও ছ পুথিতে এই দুই পংক্তি নাই।

[৭] খ—লইল। [৮] ঙ; ক—ছড়িয়া; খ—থাকিয়া [৯] ঘ—গেল।

ব্রহ্মা বলে দেবগণ[১] না কর ক্রন্দন।
চল ঝাটে যাই যথা আছে[২] ত্রিলোচন॥
দেবতা লইয়া ব্রহ্মা করিলা[৩] গমন।
শিবের ভুবনে গিয়া দিল দরশন॥
লোটা'য়া ধরিল[৪] ইন্দ্র হরের চরণ।
দ্বিজ মাধবে তথি প্রণতি রচন॥

রাগ ভাটিয়াল

শিবের নিকট দেবগণের বিলাপ

ইন্দ্র কান্দে শিরে[৫] ধরি হরের চরণ। ধু।
শুনরে ত্রিদশেশ্বর অসুরেকে[৬] দিলা বর
স্থষ্টিনাশ কর কি কারণ॥
বলবন্ত অসুর লুড়ে পুড়ে সুরপুর
তার ভয়ে কেহ নহে স্থির।
ভয়েত আকুল মন যতেক দেবগণ
ত্রাসে হইল মনুষ্যশরীর॥
মহী[৭] কান্দে উচ্চ স্বরে ভার সহিতে[৮] নারে
নয়ানে বহয়ে[৯] জলধার।
পৃথিবী করুণা দেখি সর্ব্ব দেব অশ্রুমুখী
ধাতায়ে[১০] কহিলা পুনর্ব্বার॥
ব্রহ্মা বলে ত্রিলোচন শুন মোর বচন
সকলি পারয়ে পশুপতি।
মনের ঘুচাও[১১] গদ দেবতারে দেয় পদ
দৈত্য[১২] মারিয়া রাখ ক্ষিতি॥

১ খ, ঘ, ঙ, ছ; ক—দেবরাজ। ২ ঘ—দেব। ৩ খ—হইল ধাতার।
৪ ঙ—লোটাইয়া পড়ে। ৫ খ। ৬ খ—অসুরেরে। ৭ ক—ধরণী।
৮ খ, ঘ, ঙ, ছ; ক—খণ্ডাইতে। ৯ ঙ—গলএ।
১০ খ, ঘ, ঙ; ক—তাহা কি হইব।
১১ ঙ—ঘুচাইয়া। ১২ খ—অসুর।

ব্রহ্মার বাক্য অনুসারে শিবে[১] কহে দেবতারে
যাও সব[২] চণ্ডিকার ভুবন।
চণ্ডিকার চরণে ধরি মনে ভক্তি দৃঢ়[৩] করি
কর গিয়া দুর্গার স্তবন॥
ভাবিয়া সারদা মায়ে দ্বিজ মাধবে গায়ে
করযোড়ে করি পরিহার।
জনমে জনমে যেন দুর্গার চরণ-ধন
বিস্মরণ না হউক আমার॥

পয়ার

শিবের নির্দ্দেশ অনুসারে দেবীর নিকট দেবগণের গমন

শিবের বচনে দেব করিলা গমন।
কৈলাসশিখরে গিয়া দিল দরশন॥
রত্নসিংহাসনে বসিছে মহামায়ে।
দুই দিকে[৪] সহচরী চামর ঢুলায়ে॥
হেনকালে গেলা ব্রহ্মা লইয়া দেবগণ।
দেখিয়া দুঃখিত দেবী ভাবে মনে মন॥
মঙ্গল দৈত্য হইল ইন্দ্র সকলি কহিল।
পৃথিবী ভ্রমিতে মাতা এত দিন গেল॥
আসিতে না পারি পন্থে চকি ঠাঁই ঠাঁই।
কুবেশ ধরিয়া আছে দেবতা গোঁসাই॥
তুহ্মি বিনে তাহারে আর কেবা বধিব।
তুহ্মি যেমত কর তেন মত হইব॥
দেবী বলে দেবরাজ[৫] না কর ক্রন্দন।
বধিতে চলিল আহ্মি সেই দুষ্ট জন॥
অসুর বধিতে দুর্গা করিলা গমন[৬]।
দ্বিজ মাধবে তথি প্রণতিবচন॥

[১] খ—হরে। [২] খ—দেবীর। [৩] খ—ধীর। [৪] ছ—চতুর্দ্দিকে।
[৫] খ, ঙ, ব—দেবগণ। [৬] খ, ছ—সাজন।

পয়ার

দেবীর রণ-সজ্জা

অতি[১] ক্রোধে নারায়ণী রক্তলোচন।
সাজ সাজ করিয়া ডাকয়ে মাতৃগণ॥
অট্ট অট্ট করিয়া দানবে[২] হাসে।
মার মার করিয়া ঘন স্ফুট ভাষে॥
ব্রহ্মাণী দেবী সাজে দেবীর অঙ্গীকারে।
পীতবস্ত্র[৩]-পরিধান কমণ্ডলু করে॥
বৈষ্ণবী দেবী সাজে গরুড় উপরে।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধরে চারি করে॥
কৌমারী[৪] দেবী সাজে ময়ূর উপরে।
রক্তবস্ত্র[৫]-পরিধান শক্তি অস্ত্র করে॥
বারাহী[৬] দেবী সাজে অতি বলবান।
নিজ দণ্ড[৭] ধরে দেবী খড়্গ[৮] খরসান[৯]।
নারসিংহী দেবী সাজে অতি বলবন্ত।
প্রখর নখের ঘায়ে[১০] বিদারয়ে অন্ত॥
চামুণ্ডা দেবী সাজে করে অসি ধারা।
দ্বীপী-চর্ম্ম পরিধান গলে মুণ্ডমালা॥
ইন্দ্রাণী দেবী সাজে কুঞ্জর উপরে।
মহাভীমা দেবী সাজে বজ্র লইয়া করে॥
মাহেশ্বরী দেবী সাজে বৃষের উপরে।
অর্দ্ধ-চন্দ্র ধরে দেবী শূল অস্ত্র করে॥
অসুর বধিতে সাজে মাতৃ ভাগে ভাগে।
দানব বধিতে বহু হুরাহুরি লাগে॥

[১] খ, ঘ, ছ। [২] ঙ—দানব সব ; ছ—দানবগণ। [৩] প্রাপ্ত পাঠ : রক্তবস্ত্র। কিন্তু ইহা মূর্ত্তি-নির্ম্মাণ শাস্ত্রের বিরুদ্ধ ; গ্রন্থশেষে শব্দটীকা দ্রষ্টব্য। [৪] খ—কুমারী।
[৫] প্রাপ্ত পাঠ : পীতবস্ত্র। [৬] প্রাপ্ত পাঠ : বারাহিনী।
[৭] ঘ, ক—দন্তে ; ঙ, ছ—অস্ত্রে। [৮] ছ ; ক, ঘ, ঙ—অতি।
[৯] খ, ঘ, ঙ ; ক—বলবান। [১০] খ ; ক—পদ নখ ঘাতে ক্ষিতি।

পয়ার

মঙ্গল দৈত্যের সহিত দেবীর যুদ্ধ

সাজিল ভবানী দেবী করি কড়মড়ি[২]।
দিনে অন্ধকার কৈল রণভূমি যুড়ি॥
ত্বরিত-গমনে কটক যায়ে বরাবরি[২]।
অবিলম্বে বেড়ে গিয়া অসুরের পুরী॥
চকিয়ানে ডাকি বলে অসুরের ঠাঞি।
তোর সঙ্গে যুঝিবারে আইসে চণ্ডী মাই॥
চকিয়ানের বচনে অসুর ক্রোধ মন।
সমর করিতে চলে লইয়া সৈন্যগণ॥
আপনি সাজিল দৈত্য চড়ি দিব্যরথে।
বিচিত্র ধনুক[৩] বাণ লইলেক হাতে॥
দেখাদেখি হইল[৪] সৈন্যপুরে[৫] সিংহনাদ।
বিষম সমরে দুহার বাধিল বিবাদ॥[৬]
গালাগালি দুই সৈন্য বাঝিল মহারণ।
দানব অসুরে পড়ে দুরন্ত শমন[৭]॥
কমণ্ডলুর জল ব্রহ্মাণী মারে মেলি।
পুড়িয়া মরয়ে অসুর ধরণীতে পড়ি॥[৮]
নারসিংহী বিদারে নখে কামড়ায়ে দশনে।
মাহেশ্বরী মারে শূল দেখে দেবগণে॥
বৈষ্ণবী গদার ঘায়ে অসুর করে চুর।
দেখিয়া রুষিল মঙ্গল দৈত্য মহাসুর॥
করে গদা লইয়া অসুর মারিবারে আইসে।
হাতের গদা কাটে দেবী চক্ষুর নিমিষে॥
করের গদা কাটা গেল রোষে দৈত্যপতি।
রথের সারথি দেবী কাটে শীঘ্রগতি॥

[১] ঘ; খ, ঙ—দানব হয়াহয়ি; ক—অস্পষ্ট। [২] ঙ, ছ; ক—থাএ লয়ালরি।
[৩] খ, ঘ, ছ; ক—তোমর। [৪] খ, ছ—দুই। [৫] ছ—ছাড়ে।
[৬] ঘ—ইহার পর ভণিতা ও কয়েকটি অতিরিক্ত ত্রিপদী পঙ্‌ক্তি।
[৭] খ—যথ দুষ্ট জন। [৮] ঘ—পড়িল অসুরগণ ধরণী উপরি।

সারথি কাটিল যদি অসুর ক্রোধে জ্বলে।
বিরথ[১] হইয়া দৈত্য পড়ে ভূমি-তলে॥
দেবীর অঙ্গেতে মারে বজ্রচাপড়।
দেখিয়া দেবীর দন্ত করে কড়মড়॥
চাপড় খাইয়া দেবী তিলেক না টলে।
চক্রে মুণ্ড কাটিয়া লোটায়ে ভূমিতলে॥[২]
মঙ্গল দৈত্য পড়িল দেবতা হরষিত।
অপ্সরায়ে[৩] নৃত্য করে গন্ধর্ব্বে গায়ে গীত॥
অসুর বধিয়া দেবী বসিলা আসনে।
দেবগণ করে স্তুতি নানান বিধানে॥

মঙ্গল দৈত্য বধ করিয়া দেবীর মঙ্গল-চণ্ডী নাম গ্রহণ

জয় জয় জয় দুর্গা সর্ব্ব বিঘ্ন খণ্ডি।
মঙ্গল দৈত্য বধি মাতা হইলা মঙ্গলচণ্ডী॥
পাদ্য অর্ঘ্য আচমনী[৪] গন্ধ পুষ্প জলে।
মধু শর্করা ঘৃত আনিল সকলে॥
বেদমন্ত্রে[৫] সকলে করিলা নিবেদন।
বসিয়া অভয়া কৈলা অমৃত ভক্ষণ॥
রত্ন সিংহাসনে বসিলা মহামায়ে।
দুই দিকে সহচরী চামর ঢুলায়ে॥
দেবী বলে শুন দেব আমার বচন।
বিপদ পড়িলে আমা করিয় স্মরণ॥
এতেক বলিয়া দুর্গা হইলা অন্তর্দ্ধান।
চলিলা সকল দেব চড়িয়া বিমান॥
দ্বিজ মাধবানন্দে এই রস গায়ে।
ইন্দ্র হইয়া[৬] ইন্দ্রে[৭] দুন্দুভি[৮] বাজায়ে॥[৯]

[১] প্রাপ্ত পাঠ : বিরথি।
[২] ইহার পর অতিরিক্ত : খ—শিবরামের ভণিতাযুক্ত পদ ; গ—দিনরামের পদ।
[৩] ছ—আপনারা ; খ—বিদ্যাধরী নাচে।
[৪] প্রাপ্ত পাঠ—আচমনীয়।
[৫] খ, ঘ, ছ ; ক—দৈবমন্ত্রে।
[৬] খ—ইন্দ্রপদ পাইয়া ইন্দ্র।
[৭] ছ—সুরপতি।
[৮] খ—ধুমধুমি।
[৯] মঙ্গলবার বিকাল পালা সমাপ্ত ইতি।

তৃতীয় পালা

মর্ত্ত্য-লীলার সূচনা

রাগ ধানশী

দ্বিতীয় গণেশ-বন্দনা *

প্রণমোহ গণপতি গৌরীর নন্দন।
ভকত-বৎসল দেব বিঘ্ন-বিনাশন ॥
মৌলি-বিকচ চারু নব হিমকর।
লম্বিত মুকুট[১]-জটা শিরের উপর ॥
মদ-গল গণ্ড, শুণ্ড, এ তিন নয়ান[২]।
মূষিক বাহন দেব, সিন্দূরে[৩] পরিধান ॥
তপস্বীর বেশ[৪], চারু লম্বিত ভুজে।
আগে আবাহন করি তোমা শুভ[৫] কাজে ॥
গণেশের চরণ-সরোজ মধু লোভে।
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হইয়া শোভে ॥

দ্বিতীয় দেবী-বন্দনা *

যুগ-পাণি তুয়া পদে কহি। ধু।
ঘটে কর অধিষ্ঠান শুন নিজ গুণগান
নায়কেরে হও কৃপাময়ী ॥
চিকুর সুচারু করি বান্ধ শিরে[৬] কবরী
মালতি মালায়ে[৭] শোভে।
মত্ত অলিকুলে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া বোলে
সৌরভে মধু-পান-লোভে[৮] ॥

* ঙ—পুঁথিতে এই অতিরিক্ত পদ দুইটি নাই।

[১] খ—কুটিল। [২] খ, ঘ—মদগণ্ড শুণ্ড গণ্ড এ তিন ভুবনে; ছ—মদগন্ধ গণ্ড স্থল শুণ্ড ত্রিনয়ান। [৩] খ, ঘ—রক্ত চির পরিধানে; ছ—পীত বস্ত্র। [৪] ক—ভেস। [৫] খ, ঘ, ছ; ক—নিত সাজে। [৬] ঘ—আসি। [৭] ঘ—মালা গলে; ছ—মালা তথি। [৮] খ, ঘ, ঙ, ছ; ক—আশে।

আমার আসরে আসি রত্ন সিংহাসনে বসি
শুন কহি তোমার মঙ্গল[১]।
নায়কেরে কর দয়া দেয় আসি পদছায়া
সভাকারে করহ কুশল ॥
যে জানে তোমার স্তুতি প্রণতি ভকতি অতি
তুহ্মি কৃপা হও তার তরে।
সেই জন ভাগ্যবান তুহ্মি যারে অধিষ্ঠান
সর্ব্ব গুণাধার সেই নরে[২] ॥
তুয়া পদকমল যুগল অতি সুন্দর
ভ্রমর হইয়া মধুগন্ধে।
মাধবানন্দের মন ঐ রসে অনুক্ষণ
রহু পড়ি তুয়া পদবন্ধে ॥

বিষ্ণুপদ

রাগ মায়ুর

আজু এমন বেশে কথার সাজনী।
ঐ রূপ দেখিলে প্রাণ না ধরে কামিনী ॥
চিকন কালিয়া[৩] যায়ে নানা আভরণ গায়ে
তাহে শোভে মুকুতার ঝুরি।
পিন্ধন পাটের ধড়া গলে[৪] শোভে বরমালা[৫]
নীল[৬] মেঘে করিছে বিজুলি ॥

পয়ার

মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায় ইন্দ্রের ব্যাধি-খণ্ডন

একদিন সুররাজ করিতে ভ্রমণ।
কুঞ্জর আনিয়া তখন করিল সাজন ॥
তৈল আমলকী দিল কুঞ্জরের গায়ে।
বাজন নূপুর দিল কুঞ্জরের পায়ে ॥

[১] খ, ঙ; ঘ—আহ্মার মঙ্গল; ছ—জগত মঙ্গল; ক—হিমাল নন্দিনী।
[২] খ; ঘ, ঙ—সর্ব্ব গুণ সেই নরে ধরে; ক—সর্ব্বগুণে সেই ভাগ্যবন্ত। [৩] ক—কালিকা; খ—কালি। [৪] খ, গ, ঙ, ছ; ক—গাএ। [৫] খ—মুণ্ডমালা। [৬] খ, ঘ, ঙ; ক—বিন।

শ্বেত চামর ঘণ্টা কণ্ঠের উপর।
হস্তীর উপরে তোলে সোনার রৈম্বর॥[১]
একে একে ভ্রমে ইন্দ্র যত স্বর্গপুরী।
দেখে দ্বারে দাঁড়াই[২] আছে গৌতমের নারী॥
অহল্যা মুনির জায়া অতি রূপবতী।
তাহা দেখি কাম ভাবে[৩] স্থির নহে মতি॥
কুঞ্জর এড়িয়া ইন্দ্র চলে[৪] ভূমিতলে।
গুরু-রমণী গিয়া ধরিলেক বলে॥
অশ্রুপূর্ণ[৫] হইয়া রামা কহে সকরুণ।
এথ কর্ম্ম কর কেন হইয়া দারুণ॥
এথেক বলিয়া কন্যা করয়ে ক্রন্দন।
হরিলা গুরুর নারী সংশয় জীবন॥

মদনের রঙ্গে আছে দেব সুরেশ্বর।
হেনকালে গৃহেত আসিল মুনিবর॥
গুরুরে[৬] দেখিয়া ইন্দ্র পলাইয়া যায়ে।
ক্রোধে মুনির অঙ্গে পাবক বাহিরায়ে॥
তোর বুদ্ধি গৌতম যে ব্রাহ্মণ না হয়ে[৭]।
যাহ সুররাজ তোর ভগ হউক গায়ে॥
ইন্দ্র গায়ে ভগ হইল হরি গুরুনারী।
দেবতা না পায়ে লাগ থাকে অন্তঃপুরী[৮]॥
লজ্জার কারণে দেখা না দে সুররাজ।
এহাতে বিরস সব দেবতা-সমাজ॥
দুঃখিত হইয়া যথেক দেবগণ।
কান্দিয়া করেন্ত স্তুতি দুর্গার চরণ॥

দেবী বোলে ইন্দ্রেরে যে আন দেবগণ।
এইক্ষণে তোম্রা আমি করিব মোচন॥

[১] ইহার পর অতিরিক্ত দুই পংক্তি: একদিন সুররাজ চড়ি ঐরাবতে। সোয়ারী হইল ইন্দ্র স্বর্গ ভ্রমিতে।
[২] ক—ডাঁরাই।
[৩] গ, ঘ, ঙ, ছ—বাণে।
[৪] ঘ—নামে।
[৫] গ, ঘ, ঙ—অশ্রুমুখী।
[৬] ঙ; ক, খ, গ, ঘ, ছ—মুনি।
[৭] ঘ, ক—ব্রাহ্মণ মুনি নহে।
[৮] ঙ, ছ—নিজ পুরী।

লজ্জার কারণে ইন্দ্র মাথা নাহি তোলে।
দেবীর চরণ পাখালে চক্ষুর[১] জলে ॥
দেবী বোলে দেবরাজ না কর ক্রন্দন।
অঙ্গের ব্যাধি তোমার খণ্ডিব[২] অখন ॥
ব্রাহ্মণের বাক্য আমি নারি খণ্ডাইবারে।
ভগ ঘুচিয়া চক্ষু হউক শরীরে ॥

ইন্দ্র কর্ত্তৃক মঙ্গলচণ্ডীর পূজা ও পঞ্চকন্যা-দান

সেইক্ষণে[৩] হইল ইন্দ্র সহস্রলোচন।
বিবিধ প্রকারে করে দুর্গার স্তবন ॥
দুর্গাপূজা করে ইন্দ্র বিবিধ প্রকারে।
পদ্মা আদি পঞ্চ-কন্যা দিলেন দুর্গারে ॥
অমলা বিমলা আর দিলা লীলাবতী।
পদ্মাবতী গুণশীলা দিলেন সঙ্গতি ॥
ইন্দ্রপূজা পাইলা দেবী পাইলা পঞ্চসখী।
কৈলাসে চলিয়া গেল[৪] পূর্ণচন্দ্রমুখী ॥

রাগ বড়ারি

মর্ত্ত্যে পূজা-প্রচার-সম্পর্কে পঞ্চকন্যার সহিত পরামর্শ

অমলা বিমলা লীলা পদ্মাবতী গুণশীলা
পঞ্চ-কন্যা যুক্তি মোরে দে।
স্বর্গে পূজে সুরপতি দেবগণে করে স্তুতি
মর্ত্ত্যে[৫] পূজিব মোরে কে ॥
যথ দেখ সংসার সকলি আম্মার
আপনে স্থজিলু দেবগণ।
সেই সব দেবতায়ে পৃথিবীতে পূজা পায়ে
মোর পূজা নাহি কি কারণ ॥

[১] ঙ, ছ—নয়নের।
[২] খ, গ—হউক মোচন; ঘ—হইব মোচন।
[৩] গ, ঘ, ছ; ক—তখনে।
[৪] খ, ঘ—ঘুড়িয়া রৈল।
[৫] খ, ঘ, ছ, ঙ, ক; গ—পৃথিবীতে।

দেবী বোলে পদ্মাবতী যুক্তি দেয় শীঘ্রগতি
পৃথিবীতে পূজিব কে মোরে।
যেবা যেই বর চাহে তারে হইব সদয়ে[1]
ঘুষিবারে থুইমু সংসারে।।

কলিঙ্গে পূজা-প্রবর্ত্তনের অভিলাষ

দেবীর বচন শুনি পদ্মাবতী কহে পুনি
উগ্র না হইয় দশভুজা।
আনিয়া যে বিশ্বম্ভর মঠ গঠ সুন্দর
কলিঙ্গে করিব তোম্রা পূজা।।
পদ্মা কৈল সারোদ্ধার দেবী কৈল অঙ্গীকার
বিশাইরে দিল গুয়া পান।
কংস-নদীর তট গঠহ সুন্দর মঠ
অনুবল দিলা হনুমান।।
ভাবিয়া সারদা মায়ে দ্বিজ মাধবে গায়ে
করযোড়ে করি পরিহার।
জনমে জনমে যেন দুর্গার চরণ ধন
বিস্মরণ না হউক আমার।।

পয়ার

বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক কংসনদীর তটে দেউল নির্ম্মাণ

দেবী বোলে বিশ্বকর্ম্মা লও গুয়াপান।
কংস-নদীতটে মঠ করহ নির্ম্মাণ।।
আরথি পাইয়া হইল বিশাইর গমন।
সঙ্গতি চলিল বীর পবননন্দন।।
কংস-নদীর তটে দিলা দরশন।
পাথর বহিয়া আনে যথ ক্ষেত্র[2]গণ।।
প্রবাল মুকুতা আর রজতকাঞ্চন।
বীর সবে যথ দ্রব্য আনে ততক্ষণ।।

[1] খ, গ—বরদাএ। [2] ছ—ভৃত্য।

প্রথমেত সূত্র ধরিল বিশ্বম্ভর।
লৌহময় কৈল মঠ বাহির ভিতর ॥[১]
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হইয়া শোভে ॥

রাগ পাহি

মঠ গঠে ভাঞ্জি কামিলা বিশাই
অন্তরে হরিষ হইয়া মন।
রজত কাঞ্চনে নানা মত বিধানে
বলভিতে[২] করি আরোপণ ॥

সানেতে চাছিয়া পাতা তোলে মাজিয়া
স্থানে স্থানে মুক্তা হীরার পানি।
উপরে দিলা চৌচাল হীরা কষা প্রবাল
নানান প্রকার রত্ন মণি ॥

বিশাই কৈল পুষ্পোদ্যান[৩] দীঘি দিল হনুমান
কমল রুঞ্জিল[৪] তার জলে।
হংস কুম্ভীর দেখি চকোর চাতক পক্ষী[৫]
কোকিল কুহরে চূত ডালে ॥

এক কালে সর্ব্ব তরু নানা ফল ধরে[৬] চারু
তথি পুষ্প অতি মনোরম[৭]।
ভক্ষ্য ও ভক্ষকে তথা কৌতুকে কহেন কথা
কারে কেহ না করে হিংসন ॥

[১] খ—ভুবন হস্ত কৈল মঠ গর্ভের ভিতর; গ—লৌহময় কৈল মঠ গম্ভীর অপার; ঘ—কলাহস্ত গঠে মঠ গর্ভের ভিতর; ঙ—লৌহশূল কৈল মঠ গম্ভীর ভিতর; ছ—লৌহময় কৈল মঠ গর্ভের ভিতর।

[২] ছ; ক—বলাধিক; গ—বলবাদি; ঙ—বলাধি। এই পংক্তির ও পরবর্ত্তী কয়েক পংক্তির পাঠ কোন পুথিতেই তেমন স্পষ্টার্থ-জ্ঞাপক নহে।

[৩] খ, গ, ঘ, ঙ, ছ। [৪] খ, গ, ঘ, ঙ, ছ—রূপিল।

[৫] খ; ক—চরে সতত মেলি; হংসপাল করে কেলি চকোর সতত (গ, ঙ), চাতক (ঘ), সংহতি (ছ), মিলি। [৬] ঘ, ঙ—ধরু; গ—ফুটে; খ—ফুলে।

[৭] খ, গ, ঙ, ছ—মনোহর; ঘ—শোভাবান।

নাটশাল পানিশাল ভাণ্ডার রসইশাল
নানা রস শয়ন মন্দির।
বান্ধিল অতিথিশালা ভক্ষ্য দ্রব্যের গোলা
চতুর্দ্দিকে পাষাণপ্রাচীর ॥
রচিয়া বিচিত্র ঘর বিশ্বম্ভর সত্বর
চলি গেলা কমলা নিকটে।
দ্বিজ মাধবে গায়ে হও দুর্গা বরদায়ে
উঠ[১] গিয়া কংস-নদীতটে ॥

পয়ার

মঠ নির্ম্মাণ কথা শুনিয়া অভয়া।
বিশাইরে তুষিলা দেবী বহু রত্ন দিয়া ॥
গুণশীলা যোগায়ে সাজন রথ খান।
মৃগরাজে বহে রথ অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ ॥
সেই রথে চড়ি হৈল দুর্গার গমন।
কংস-নদীর তটে গিয়া দিলা দরশন ॥
অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ মঠ দেখিয়া গোচর।
স্বপ্ন কহিতে গেলা রাজার শিয়র[২] ॥

রাগ সুহি

কলিঙ্গ-রাজের স্বপ্নদর্শন

দেবী গো বসিয়া শিয়রে।
রাজারে কহিতে স্বপ্ন নানা মায়া ধরে ॥
ক্ষণে কালী হয়ে দেবী বিকট দশন[৩]।
শিরে শোভে জটাভার বটের নামন[৪] ॥
ক্ষণে নানা মায়া ধরে লক্ষিতে[৫] না পারে।
ক্ষণেকে রুধিরমাংস ভরয়ে উদরে ॥

[১] ঙ—বৈস। [২] ঙ, ক, খ; গ—গোচর; ঘ—কৈলাস-শিখর।
[৩] খ, গ, ঘ, ছ; ক—দরশন। [৪] খ, ঙ। [৫] ঙ, ছ—লক্ষিতে।

ক্ষণেকে যোগিনী[১] হইয়া মহামারে।
হুহুঙ্কার দিয়া দেবী ভূপতি চেঁয়ারে ॥
উঠ উঠ অহে রাজা সত্বরে তোল গা।
আমি স্বপ্ন কহি তোরে মঙ্গল-চণ্ডিকা ॥
কংস নদীর তটে রাজা কর মোরে পূজা।
ধনে পুত্রে বর দিমু হই দশভুজা ॥
আমার স্বপ্নে রাজা যদি না দেয় মন।
ধনজন সম্প্রতি মজামু পৌরজন ॥
স্বপ্ন[২] কহিয়া দেবী রথে কৈলা ভর।
দ্বিজ মাধবে গায়ে সারদা-মঙ্গল[৩] ॥

পয়ার

পাত্রমিত্র-সমীপে কলিঙ্গ-রাজ

রাম পরম ধন জপনা রে।
শিয়রে শমনের ভয় দেখনা রে ॥ ধু ॥

স্বপ্ন দেখি উঠে রাজা ভয় পাইয়া মনে।
বদনে না স্ফুটে বাণী চমকে ঘন ঘনে ॥
রাজার প্রকৃতি দেখি রাণী ভাগে[৪] কান্দে।
কর্ণে জপ করে কেহ শিরে রক্ষা বান্ধে ॥
ক্ষণেক বেয়াজে স্থির হইল নৃপমণি।
প্রভাতে টঙ্গির বাহির হইল আপনি ॥
পাত্রমিত্রে মিলিল সকল পৌরজন।
পুরাণ ভারত লইয়া আইল সনাতন ॥
পঞ্জী লইয়া আইল বিশ্বাস ত্রিপুরারি।
রাহুত সবে নোঁয়ায়ে মাথা ঘোড়া[৫] তড়বড়ি।
মাহুত সবে নোঁয়ায়ে মাথা কুঞ্জর উপরে।
পদাতি নোঁয়ায়ে মাথা প্রখর সমরে ॥

[১] খ—উলঙ্গিনী; গ—লক্ষ্মীরূপা; ছ—যক্ষিনী। [২] ঙ, ছ; ক—সম্পূর্ণ।
[৩] ক, খ, গ, ঘ, ঙ; ছ—গোচর। [৪] খ—বসি; ঙ, ছ—সব। [৫] ঙ—ঘোড়ার।

সর্ব্ব সভা বৈসাইয়া বসিল দণ্ডধর।
সভাকারে কহে রাজা[১] নিশির উত্তর॥

রজনী প্রভাতকালে উদিত দিবাকর।
এক রামা বসিলেক শিয়র[২] উপর॥
অট্ট অট্ট হাসে রামা দেখিতে ভয়ঙ্কর।
চাপড় হানিয়া বলে শুন দণ্ডধর॥
কংস-নদীতটে রাজা কর মোরে পূজা।
ধনে পুত্রে বর দিমু হই দশভুজা॥
আমার স্বপ্নে রাজা যদি না দেয় মন।
ধনে জনে সম্প্রতি মজামু পৌরজন॥
এতেক বলিয়া তবে রহিল দণ্ডধর।
গোদোহা[৩] (?) অন্তরে দ্বিজ দিলেন উত্তর॥

দ্বিজবরে বলে শুন দণ্ড নৃপমণি।
স্বপ্নে তোম্মারে সহায় আপনে ভবানী॥
অবশ্য করিবা পূজা সেই স্থানে যাইবা।
সদয় হইলে দুর্গা ধনপুত্র[৪] পাইবা॥

পাত্রের উত্তরে রাজা করিলা গমন।
সঙ্গতি চলিল রাজার দ্বিজ পাত্রগণ॥
কংস-নদীর তটে রাজা দিল দরশন।
হস্তী হইতে নামি রাজা ভূমিতে গমন॥
অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ মঠ দেখিয়া গোচর।
নানাবিধ পুষ্প আনে দুর্গা পূজিবার॥
সেবক পাঠাইয়া পুষ্প আনিল আপনে।
রক্ত জবা রক্ত পদ্ম আনিল তখনে॥
উৎপল কদম্ব চাপা কেতকীর হার।
দশ নিশ[৫] প্রকাশিত সৌরভ যাহার॥

[১] খ, গ, ঙ; ক—কথা। [২] খ, গ—শয্যার। [৩] খ—গেদেই; গ—গোদ; ঘ—গোদহ; ঙ—গোদহি; ছ—সভাস্থ পণ্ডিত। [৪] গ, ঘ, ঙ; ক—ধনে রত্নে। [৫] গ, ঘ—দিকে।

কেহ মলয়জ ঘসি[1] ভরে খেরো বাটি।
কেহ কেহ করয়ে নৈবেদ্য পরিপাটি॥
মর্ত্তমান কলা দেহি[2] তাতে নাহি দোষ।
বারমাসিয়া দিল পনসের কোষ॥
জলেত উলিয়া স্নান কৈল ততক্ষণ।
তীরেতে উঠিয়া পৈন্ধে উত্তম বসন॥
দ্বারপাল পূজা করি মন্দিরে প্রবেশে।
কুশপাত্র পাতি রাজা আসনেতে বৈসে॥
দক্ষিণে গণেশ পূজে গুরু পূজে বামে।
সম্মুখে সারদা পূজে দণ্ড প্রণামে॥

রাগ কহু

কলিঙ্গ-রাজ কর্ত্তৃক মঙ্গল-চণ্ডীর পূজা

দুর্গাপূজা করে রে কলিঙ্গ দণ্ডধরে
মন্ত্র উচচারে পুরোহিত। ধু।
চৌদিকে নাটুয়া নাচে নানা শব্দে বাদ্য বাজে
যন্ত্র পুরিয়া গায়ে গীত॥

নাসিকা ধরিয়া হাতে সুষুম্না নাড়ীর পথে
ভূতশুদ্ধি[3] করে দণ্ডধর।
অঙ্গুলি রাখিয়া অঙ্কে সলিল পুরিয়া শঙ্খে
সংক্ষেপে স্মরে বীজাক্ষর॥

তাহা স্থাপি পঙ্করাজে পাপ পুরুষ দেহী মাঝে
পূরক কুম্ভকে কৈল ক্ষয়ে।
বামপুট নিঃশ্বাসে রেচক করয়ে শেষে
কালিকা ভাবিয়া হৃদয়ে॥

[1] খ, গ, ঘ, ছ; ক—ধরে কেহ।
[2] খ।
[3] ঙ; ক—জীবন্যাস; খ—অঙ্গন্যাস; ছ—প্রাণায়াম।

প্রণাম করিয়া রাজা হৃদে ভাবি দশভুজা
মনে পূজা করিয়া তখন।
শঙ্খ-পাত্র স্থাপিয়া তথা গন্ধপুষ্প দিয়া
বীজাক্ষর করিলা স্মরণ ॥

সেই জল কুশ আগে দর্ভ প্রক্ষে ভাগে ভাগে
আপনারে কৈল প্রক্ষালন।
শিব আদি পঞ্চ দেবে ভক্তিযুক্ত হৈয়া সেবে
তবে পূজে নবগ্রহগণ ॥

করে জবা পুষ্প[১] ধরি লোচন মুদিত করি
ভাবনায়ে পাইল নিকটে।
ষোড়শে করিয়া পূজা তুষিলেক দশভুজা[২]
পুষ্প তুলিয়া দিল ঘটে ॥

পাদ্য অর্ঘ্য আচমনী গন্ধ পুষ্প ধূপখানি
হেমের গঠিল কলানিধি[৩]।
দিয়া নৈবেদ্য মধুপর্ক হইয়া রাজা সতর্ক
বলিদান কৈল বহুবিধি ॥

ভূপতির পূজা পাইয়া ধনে পুত্রে বর দিয়া
গেলা দেবী কৈলাসশিখরী।
দ্বিজ মাধবানন্দে তরিতে সংসার ধন্দে
হৃদয়ে ভাবিয়া মহেশ্বরী ॥*

[১] ঙ, ছ; ক—জাপ্য মালা।

[২] ঙ—দেখিয়াত মহেশ্বরী মনেতে উল্লাস করি।

[৩] চাঁদমালা (?)।

* ইতি বুধবার সকাল পালা সমাপ্ত।

চতুর্থ পালা

কালকেতু

বিষ্ণুপদ

কার ঘরের কালিয়া চান্দ হের দেখা যায়ে।
সুগন্ধি কুসুম তেজি অলি পাছে ধায়ে ॥
নয়ান চন্দ্রিমা ভুরুর ভঙ্গিমা
শরের সহিতে একু ধায়ে।
একি পরমাদ ভুবন ভোলায়ে
রহি রহি মুরলী বাজায়ে ॥

পয়ার

নীলাম্বর ও লোমশ মুনি : শিব-মাহাত্ম্য

একদিন নীলাম্বর করিতে ভ্রমণ।
উপনীত হইল গিয়া লোমশ আশ্রম ॥
ইন্দ্রের নন্দন দেখি মুনি হরষিত।
বসিবারে আসন তানে দেওয়াইল[১] ত্বরিত ॥
কথ-উপকথনে বসিছে দুইজন।
মুনিরে জিজ্ঞাসা করে ইন্দ্রের নন্দন ॥
করযোড়ে সম্ভ্রমে বলয়ে নীলাম্বর।
কিসের কারণে মুনি নাহি বান্ধ ঘর ॥
মুনি বোলে শুন কহি ইন্দ্রের তনয়।
কিসের বান্ধিমু ঘর জীবন অনিশ্চয় ॥
পুনরপি নীলাম্বর কহে যুগপাণি।
কত কাল জীবা মুনি নিশ্চয় কহ শুনি ॥

১ ; ক—দিলেন।

ঈষৎ হাসিয়া তবে মুনিবরে কহে।
অপরিচিছন্ন লোম মোর দেখ সর্ব্বগায়ে।।
এক লোম ক্ষয় হইলে এক ইন্দ্র ক্ষয়।
সর্ব্ব লোম পাত হইলে মরুম নিশ্চয়।।
এত কাল জীবা মুনি নাহি বান্ধ ঘর।
পৃথিবীর মধ্যে আর কে আছে অমর।।
মুনিবরে বোলে বাক্য শুন নীলাম্বর।
কৈলাস পর্ব্বতে আছেন নামে বিশ্বেশ্বর।।
নীলাম্বরে বোলে বাক্য শুন তপোধন।
অমর হইল হর কেমন কারণ।।

পয়ার

মৃত্যুঞ্জয়-জ্ঞানলাভের অভিলাষে শিবের নিকট নীলাম্বরের গমন

মথনেত কালকূট জন্মিল অপার।
পৃথিবীতে এড়িলে পোড়ে সকল সংসার।।
কেহ না পারিল সেই বিষ নিবারিতে।
প্রলয়ের অগ্নি যেন পোড়ে চারি ভিতে।।
মজিল সকল স্থষ্টি দেখে[১] দেবগণ।
দেবতা অস্থরে চিন্তে নিস্তারকারণ।।
হেনকালে দেখিলেক দেব পশুপতি।
স্থষ্টি রাখিতে গোঁসাই হৈল অনুমতি।।
দেখি দেখি করি[২] বিষ অঞ্জলি করিয়া।
বিষপান কৈলা হর জ্ঞান ভাবিয়া।।
রহিল সকল স্থষ্টি যত চরাচর।
হরিষ হইল তবে দেব মহেশ্বর।।
নীল-কণ্ঠ নাম প্রভুর হইল তে কারণ।
মৃত্যুঞ্জয় নাম ঘোষে এ তিন ভুবন।।
প্রণতি করিয়া নীলা মুনির যে পায়ে।
বিদায় হইয়া তখন কৈলাসেতে যায়ে।।

[১] ঘ; ক—ধথ।   [২] ঘ—দেখিতে দেখিতে।

পুষ্পবনে নীলাম্বর ও ব্যাধ : পুষ্পচয়নে বিলম্ব

কৈলাসে করিল গিয়া নন্দীরে স্তবন।
নন্দীর সহায়ে গেল শিবের ভুবন॥
হরে তারে নিয়োজিল পুষ্প তুলিবারে।
নিত্যপূজার পুষ্প যোগায়ে নীলাম্বরে॥
আর দিন পুষ্প তুলিতে নীলাম্বরে।
আক্ষটির সনে দেখা কানন ভিতরে॥
ধরাধরি করি পশু বধে পুষ্পবনে।
সেই তো কৌতুক দেখে ইন্দ্রের নন্দনে॥
দেখিতে দেখিতে হইল বেলা দুই প্রহর।
আকুল হইল কুমার নীলাম্বর॥

রাগ ভূপালি

নীলাম্বরের পুষ্প-চয়ন

পুষ্প তোলে নীলাম্বর ভয় পাইয়া মনে।
অন্তরে প্রমাদ ভাবে ইন্দ্রের নন্দনে॥
চিত্ত গদগদ হইল মনেত আকুল।
প্রথমে তুলিল পুষ্প শেফালি বকুল॥
মাধবী মন্দার তোলে নেহালী পারুলী।
কদম্ব রাঙ্গল কেয়া কূটজ কদলী॥
স্থল কদম্ব তোলে রক্ত উৎপল।
জাতী যুথী পুষ্প তোলে হইয়া সত্বর॥
লঙ্গ নাগেশ্বর তোলে চাপা নানা জাতি।
কস্তূরী করবী কুন্দ তুলিল মালতী॥
তুলসীর দল[১] নীলা তুলিল ত্বরিত।
শ্রীফলের পত্র তোলে কণ্টকসহিত॥
হরের চরণে দ্বিজ মাধবে গায়ে।
পুষ্প লইয়া নীলাম্বর কৈলাসেত যায়ে॥*

১ খ, গ, ঘ—দাম।

* ইহার পর—খ, গ, ঘ অতিরিক্ত পদ—

ক্ষম অপরাধ নাথ ক্ষম অপরাধ। আপনার নিজগুণে করহ প্রসাদ॥
যাও বাপ তেয়াগিয়া অমরা নগরী। তোমার চরণে আইলু বড় আশা করি॥
তরাইবা তরিমু ভব এই নিবেদন। সব ছাড়ি তুয়া পদ লইলুম শরণ॥

পয়ার

শিবের ক্রোধে দেবীর উৎকণ্ঠা

পুষ্প তুলি উপস্থিত হইল নীলাম্বর।
তাহা দেখি রক্তলোচন ক্রোধে বাড়ে হর॥
হরে বোলে নীলাম্বর বুঝিতে নারি মন।
পুষ্পেরে পাঠাইলু বনে বিলম্ব কি কারণ॥
নীলাম্বরের তরে হর শাপ দিতে চাহে।
হরের ক্রোধ দেখিয়া ভবানী ধরে পায়ে॥
ইন্দ্রের নন্দন নীলা অতি শিশুমতি।
তার তরে শাপ দিতে না আইসে যুকতি॥
দেবীর বচনে হর ক্রোধ সঙ্কলিল।
দেবার্চ্চা[১] করিতে গেল বল্লুকার[২] কূল॥
বল্লুকার কূলে হর করেন দেবার্চ্চা।
তুলিতে শ্রীফল-পত্র করে লাগে খোচা॥
কণ্টকের ঘায়ে প্রভুর রক্ত পড়ে ধারে।
তাহা দেখি রক্তলোচন ক্রোধ[৩] বাড়ে হরে॥
ধ্যানে জানিল হর সকল কারণ।
মৃগবধে নীলাম্বর পাতি ছিল মন॥
নীলাম্বর রাখিবারে যে কহিব মোরে।
নীলাম্বর এড়ি আজি শাপ দিমু তারে॥
ভয়ের কারণে দেবী না কৈল সাধন।
তত্ত্ব জানিয়া শাপ দিলা ত্রিলোচন॥

নীলাম্বরের প্রতি শিবের অভিশাপ

যেই মৃগবধে বেটা পাতিছিলি মন।
সেই ব্যাধকুলে হউক তোমার জনম॥
নীলাম্বরে বোলে গোসাই শাপ হইল মোর।
কথ দিন অভ্যন্তরে আসিমু গোচর॥

[১] প্রাপ্ত পাঠ—দেবর্শ্চা ; ঘ, ঙ—তপস্যা। [২] খ ; ক—বালুকার।
[৩] ক, গ, ঘ ; খ—ক্রোধে কাঁপে।

যদি আম্মা শত্রুভাবে ভাব নিরন্তর।
এক জন্ম থাকিবা যে পৃথিবীর ভিতর ।।
যদি আম্মা মিত্র ভাবে ভাব নিরন্তর।
তিন জন্ম অভ্যন্তরে আসিবা গোচর ।।

রাগ পঠমঞ্জরী

চল চল নীলাম্বর কি কর রহিয়া এথা। ধু।
ধর্ম্মকেতুর ঘরে জন্ম লভ সম্বরে
নিদয়া হইব তোর মাতা ।।
আছয়ে বিধির হেতু নাম থুইব কালকেতু
পশু বধিবা কানন ভিতরে।
আমার সেবার কারণ দুর্গা হইব সুপ্রসন্ন
বর দিবে আসিয়া তোমারে ।।
পুত্রের বার্ত্তা পাইয়া মঘবান আইল ধাইয়া
কান্দে ধরি হরের চরণ।
দেবীর চরণে গতি অন্য না লয়ে মতি
দ্বিজ মাধবের সুরচন ।।

রাগ করুণ ভাটিয়াল

ইন্দ্র ও শচীর কাতরতা

কান্দি কহে সুরপতি শুনরে অখিলের পতি
একবার ক্ষম[1] অভিরোষ[2]।
নীলাম্বরের অপরাধ ক্ষম এ পরম মাদ
সবে মনে পাই পরিতোষ ।।
মাতা-পিতা পরিহরি ত্যজিয়া অমরাপুরী
তোমার চরণে যার মতি।
এমত[3] সেবক পাইয়া তিলেক না হইল দয়া
বড়হি নিষ্ঠুর পশুপতি ।।

[1] প্রাপ্ত পাঠ—ক্ষেম। [2] খ—অতি রোষ। [3] খ—হেনহি।

হরে বোলে পুরন্দর শাপ পাইল নীলাম্বর
এখনে না পারি খণ্ডাইবারে।
বার বৎসর অন্তর আসিব নীলা গোচর
তবে তারে শিখাইব অমরে।।
হরের নিষ্ঠুর বাণী শুনিয়াত বজ্রপাণি
শচী সমে গেল পুরন্দর।
শচী সমে পুরন্দর গেল নীলার গোচর
তা দেখিয়া কান্দয়ে বিস্তর।।
জনক জননীর আগে নীলাম্বর বিদায় মাগে
করযোড়ে করিয়া প্রণতি।
শচী উচচ স্বরে কাঁদে পুত্রেরে এড়িয়া না দে
ক্ষিতি পড়ি কাঁদে সুরপতি।।

পয়ার

পত্নী-সহ নীলাম্বরের অগ্নিকুণ্ডে দেহত্যাগ

ভোলানাথ পুনঃ কি আসিব আর বার।
শীতল চরণ পাইয়া শরণ লইলু ধাইয়া
তুয়া বিনে গতি নাই আর।। ধ্রু।

আপন ঐশ্বর্য্য নীলা দূর করি মায়া।
মন্দির হোতে বাহির হইল করে ধরি জায়া।।
স্নান করিল নীলা তোলা[1] গঙ্গার জলে।
দেবতারে দিল আজ্ঞা জ্বাল রে আনলে।।
বেদহস্ত[2] সম কুণ্ড কৈল নিয়োজিত।
মলয়জ কাষ্ঠে অগ্নি হইল প্রজ্বলিত।।
অগ্নি দেখিয়া নীলা সাহসে প্রবীণ।
সপ্তবার হুতাশন কৈল প্রদক্ষিণ।।
প্রদক্ষিণ প্রণাম করিল সপ্তবার।
হরি হরি স্মরি পড়ে ইন্দ্রের কুমার।।

১ ঙ—মন্দাকিনীর।
২ খ, গ, ঘ; ঙ—ভুবন হস্ত; ছ—তিন হস্ত।

তাহার পশ্চাতে প্রবেশ করিল রমণী।
দেবতা গন্ধর্ব্বে মিলি দিল জয়ধ্বনি।।
পাবকেতে ভর করি দুহার জীউ যায়ে।
রথভরে ঠেকাইল মঙ্গলচণ্ডী মায়ে।।
দুহার জীউ লইয়া হইল দুর্গার গমন।
গোলাট নগরে গিয়া দিল দরশন।।

কালকেতু ও ফুলরার জন্ম

ঋতুবতী হইয়াছে ধর্ম্মকেতুর রমণী।
তাহান জঠরে দ্রব্য থুইলা নারায়ণী।।
আর দ্রব্য থুইল নিয়া পুষ্পকেতুর ঘরে।
দুহারে জন্মাইয়া গেলা কৈলাস শিখরে।।
নীলাম্বরের জন্ম যদি পৃথিবীতে হইল।
দিনে দিনে রামার গর্ভ বাড়িতে লাগিল।।
দিনে দিনে কুচের আগে পাণ্ডুর বর্ণ ধরে।
গমন মন্থর, বল নাহিক শরীরে।।
আলস হইল দেহ শোয়ে ঘন ঘন[১]।
অন্নের ঘ্রাণমাত্র উড়য়ে জীবন।।
এক দুই তিন চারি পঞ্চ মাস হইল।
ছয় সাত আষ্ট তখন নয়ে প্রবেশিল।।
দশ মাস দশ দিন পরিপূর্ণ হইল।
চিন্ চিন্ করি ব্যথা উদরে জন্মিল।।
প্রসব বেদনায়ে রামার পোড়য়ে বদন।
উ-উ বাপ মাও বোলি ডাকে ঘন ঘন।।
যতেক ব্যাধের নারী আসিয়া ধরিল।
চণ্ডিকার প্রসাদে রামা পুত্র প্রসবিল।।
কুমার দেখিয়া তবে ব্যাধের রমণী।
নাভিচ্ছেদ করাইল দিয়া জয়ধ্বনি।।
আজানু-লম্বিত বাহু প্রশস্ত কপাল।
পঙ্কজ লোচন তার চাহন্তি বিশাল।।

১ খ, গ, ঘ, ঙ; ক—অস্পষ্ট।

নাভি গম্ভীর তার বৃষের আকৃতি।
মরকত জিনি তার দেহের দীপতি ॥
আতসী ভরাইয়া রামা রহিল মন্দিরে[১]।
ছয় দিনে পূজা কৈল ষষ্ঠী দেবতারে ॥
ছয় মাস আসিয়া হইল বিধি হেতু।
অন্ন দিয়া পুত্রের নাম থুইল কালকেতু ॥
এক বরিষের হইলা সেই বীরবর।
ফুলরা জন্মিল গিয়া পুষ্পকেতুর ঘর ॥
জন্মিয়া ব্যাধের কুলে করিল প্রকাশ।
দিনে দিনে বাড়ে রামা নাহি অবকাশ ॥

রাগ সুহি

কালকেতুর বিক্রম

বাড়ে বীরবর করিবর জিনি কর
গজশুণ্ড ধরে বাম করে।
যথেক আক্ষটি সুত তারা সব পরাভূত
খেলায়ে জিনিতে নাহি পারে ॥
বাটুল বাঁশ লইয়া করে পক্ষী বধিবার তরে
তার ঘাও ব্যর্থ নাহি যায়ে।
কুঞ্চিত করিয়া আঁখি থাকিয়া মারয়ে পাখী
ঘুমি ঘুমি পড়ে ঠায়ে ঠায়ে ॥
পক্ষী বধি হস্ত স্থির সমরে গম্ভীর ধীর
গণ্ডী শর লইয়া বাম করে।
কাচনি করিয়া বাণ অতি বড় খরশাণ
চলি যায়ে জনক দোসরে ॥
অম্বর বান্ধিয়া গলে করযোড় করি বোলে
শুন বাপ আমার বচন।
তুম্মি থাকহ ঘরে গণ্ডী শর দেয় মোরে
নিত্য বধিমু পশুগণ ॥

[১] ইহার স্থলে ঙ—অতিরিক্ত :
ভিনু শয্যা করি রামা রহিল মন্দিরে। নিকটে রাখিয়া অগ্নি যেহেন শিশিরে ॥
বাহির করিল শিশু সূর্য্য দেখিবারে।

পয়ার

কালকেতুর বিবাহের উদ্যোগ

পুত্রের বচনে ধর্ম্মকেতু হরষিত।
মৃগ বধিবারে যায়ে তনয় সহিত ॥
কালকেতু থুইয়া যায়ে পশুরব পাইয়া।
আপনে বেড়ায়ে বীর মৃগ খেদাইয়া ॥
যেই দিকে ধর্ম্মকেতু বনে আগু হয়ে।
বংশ সহিতে পশু প্রাণ হারায়ে ॥
ব্যাঘ্র মহিষ গণ্ডা মারে একু শরে।
হরিণ কৃষ্ণসার জাবড়াইয়া[১] ধরে ॥
শূকরের ঠাট বীর উফাড়িয়া[২] মারে।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পশু সব বাঁশে চাপি ধরে ॥
পিতাপুত্রে পশুবধে কাররে[৩] নাহি ভয়ে।
বুড়ি তের কড়া কড়ি হইল সঞ্চয় ॥

যুক্তি করে ধর্ম্মকেতু সঙ্গে লইয়া রামা।
পুত্রেরে করাইতে বিহা কিবা ইচ্ছা তোমা ॥
প্রভুর বচন শুনি কহিল রমণী।
সম্পত্তির[৪] কালে বিহা না করাইবা কেনি ॥
স্ত্রীর বচনে বীর করিল গমন।
পুষ্পকেতুর পুরে গিয়া দিল দরশন ॥
দ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকে ঘরে আছনি[৫] সখা।
জল আসন লইয়া পুষ্পকেতু দিল দেখা ॥
পুষ্পকেতু বোলে সখা কহত কুশল।
আপন বৃত্তান্ত মোরে কহিবা সকল ॥
কুশলে নি আছে তোমার পুত্র পরিবার।
সৎপক্ষেতে থাকিলে আপদ নহে তার ॥

[১] খ, ঘ, ঙ; ছ—দাবড়াইয়া। [২] ছ—অনায়াসে। [৩] গ—কাননে।
[৪] ছ; প্রাপ্ত পাঠ—সম্প্রত্তির কালে। [৫] গ, ঘ; ঙ—আছ।

ধর্ম্মকেতু বোলে ভাল আছি সর্ব্ব জন।
আম্মি তোমার স্থানে এক করি নিবেদন॥
হের এক বাক্য কহি অবধান[১] হ'য়।
আমার কুমার স্থানে কুমারী বিহা দেয়॥
"পণ নিয়ম করি তুম্মি যাহ ঘর।
সর্ব্বথায়ে দিব বিহা[২] আন গিয়া বর॥"

এথ শুনি ধর্ম্মকেতু কহে তরাতরি[৩]।
নিশ্চয় করিয়া কহ কথ লইবা কড়ি॥
পুষ্পকেতু বোলে সখা কহি দরাদরি।
দুইখান খঞ্জিয়া দিবা তের বুড়ী কড়ি॥
ধর্ম্মকেতু বোলে সখা করি দরাদরি।
একখান খঞ্জিয়া দিমু কড়ি নয়[৪] বুড়ী॥
রাখিলাম রাখিলাম বেহাই তোম্মার উত্তর।
সর্ব্বথায়ে দিব কন্যা আন গিয়া বর॥

হৃষ্ট হইয়া ধর্ম্মকেতু করিলা গমন।
আপনার পুরে গিয়া দিলা দরশন॥
সম্বন্ধের কথা কহে রমণীর নিকটে।
গণ্ডা তের কড়ি লইয়া বীর গেল হাটে॥
পাঁচ গণ্ডার কিনিলেক দুইগাছি ধড়া।
একখানি খইয়া লইল দিয়া পাঁচ কড়া[৫]॥
দশ কড়ার খড় কিনি হরিষ প্রচুর।
পাঁচ কড়ার কিনিলেক মাটিয়া সিন্দূর॥
চা'র কড়ার পান কিনে এক কড়ার চুন।
তিন কড়ার মরিচ কিনে দুই কড়ার নুন॥
বিবাহের সজ্জা লইয়া চলে ততক্ষণ।
দ্বিজবর সঙ্গে লইয়া করিল গমন॥
বর লইয়া উপস্থিত হইল সেই পুরী।
হরিষ হইল সব ব্যাধের নগরী॥

[১] ক—সাবধান। [২] গ, ঘ, ঙ—কন্যা। [৩] গ, ছ—কহে দরাদরি।
[৪] খ, গ—দুয়; ক—এক। [৫] ঘ—অন্যান্য পুথির পাঠ অস্পষ্ট।

রাগ শ্রী

কালকেতু ও ফুলরার বিবাহ

বাজেরে ঢেমসি বাদ্য বীরের উহারি।
কালকেতু বিহা করে ফুলরা সুন্দরী॥
দুলি খুলি পেলি আহি সাজে[1] তার ঘরে।
মৃগচর্ম্ম পরিধান দুর্গন্ধ শরীরে॥
কোন কোন আহিয়ে ডৌহার ছাল খায়ে।
বদন করিয়া রাঙ্গা ব্যাধের ঘরে যায়ে॥
হাসিয়া বিকল বীর আহিগণের সাজে।
বরণ করিতে আইল ছাপনার মাঝে॥
দ্বিজ মাধবে গায়ে ভাবিয়া ভবানী।
কালকেতু ফুলরার পুষ্পের সাজনী॥

পয়ার

ভাল বিহা করে ব্যাধ সুন্দর।
যেমত ফুলরা রামা তেমত বীরবর॥ ধু।

দুহাকারে তুলাইল যথ বন্ধুগণে।
সভামধ্যে[2] বৈসাইল মৃগচর্ম্মের আসনে॥
দুহাকার কর দ্বিজ করি একত্তর।
কুশ[3] দিয়া তখনে বান্ধিল দ্বিজবর॥
সম্প্রদানের বাক্য বিপ্র উচচারে বদনে।
দানের সজ্জা আনিয়া দিলেন বিদ্যমানে॥
ভাঙ্গা নারিকেল দিল পুরান ধনুখান।
বসিবারে মৃগচর্ম্ম দিল বিদ্যমান॥

দম্পতি গৃহেত গেল ব্যাধের নন্দন।
কর্কশা জননী গিয়া করিল রন্ধন॥

খ, ছ—আইল। [2] ঙ; ক, ঘ—ভূমিতে। [3] ছ, ঙ—সুতলি; খ—লাল সুতা।

পাবক জ্বালয়ে রামা হ'য়া হরষিত।
পাকা কলার মূল রান্ধে লবণ-বর্জ্জিত।।
পাকা পুইর শাক রান্ধে পিঠালের মেলে।
সম্ভারি তুলাইল তাহা শূকরের তৈলে।।
কৃষ্ণসারের মাংস রান্ধে হরষিত মন।
ক্ষুদ্র তণ্ডুলের অন্ন জোগায়ে[১] তখন।।
ভোজন করিল তথা ব্যাধের নন্দন।
মৃগচর্ম্ম পাতি তথা করিল শয়ন।।

সেই নিশি বঞ্চে বীর রমণীর সঙ্গে।
প্রভাত সময়ে মাত্র শুচি হইল অঙ্গে।।
শ্বশুর শাশুড়ী স্থানে করিয়া মেলানি।
আপনার গৃহেত চলিল বীরমণি।।
এথায়ে নিদয়া রামা মন হরষিত।
বধূ লইয়া ঘরে আইল তনয়সহিত।।
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হইয়া শোভে।।*

১ ঙ—ওলাইল।
* ইতি বুধবার রাত্রি পালা সমাপ্ত

পঞ্চম পালা

স্বর্ণ-গোধিকা

রাগ বড়ারি[১]

ধর্ম্মকেতুর দৈহিক অপটুতা

নিদয়া আনিয়া কাছে বৈসাইল বাম পাশে
কহে বীর করুণা বচন।
দুঃখিত করিল হরি তিন জন পুষিতে নারি
কেমতে পুষিব চারি জন॥
তুম্হি জান ভালে ভাল দুঃখে গেল সর্ব্ব কাল
আর দুঃখ না সয়ে শরীরে।
চিন্তা করি বনে যাম তথা মৃগ নাহি পাম
চাপ চাপিতে নারি করে॥
প্রভুর বচন শুনি নিদয়া কহিল পুনি
মনে চিন্তা না ভাবিহ আর।
চিন্তা কৈলে বল টুটে বুদ্ধি না রহে ঘটে
দুঃখ সুখ আছে সভাকার॥
পুত্র উপযুক্ত হয় কিসের তাহার ভয়
পিতা-পুত্র আনিবা অর্জিয়া।
বেলা অবসান হইলে শাক অন্ন যাহা মিলে
চারি জনে খাইমু বাটিয়া॥

পয়ার

স্ত্রীর বচনে ধর্ম্মকেতু হরষিত।
পশু বধিবারে গেল তনয়সহিত॥
কালকেতু থুইয়া যায় পশুরব পাইয়া।
আপনে বেড়ায় বীর মৃগ খেদাইয়া॥

[১] ইহার পর 'খ' পুথিতে বন্দনা-মূলক একটি সংস্কৃত শ্লোক পাওয়া যায়—
সহস্রাক্ষে যথা তুষ্টা মৃগেষু কালকেতুকে। খুলনায়াং যথা তুষ্টা তথা মে ভব সর্ব্বদা॥

সিংহের সহিত যুদ্ধে ধর্ম্মকেতু নিহত ও নিদয়ার সহমরণ

বিধির নির্ব্বন্ধ কভো না যায় খণ্ডান।
দৈবযোগে সিংহ হইল দরশন॥
সিংহ দেখিয়া হৃষ্ট হইল বীরবর।
আস্তে-ব্যস্তে[১] উঠিয়া গুণেতে যোড়ে শর॥
সন্ধান পুরিয়া বীর মারিবারে যায়ে।
আস্ফালে এড়িল সিংহ নাহি পড়ে গায়ে[২]॥
ক্রোধ হইল সিংহ বাণ এড়াইয়া।
আঁচড়ের ঘায়ে প্রাণ নিলেক হরিয়া॥
বাপেরে মারিল সিংহ দেখে কালকেতু।
গুণেতে পুরিল বাণ সিংহবধহেতু॥
কালকেতুর সঙ্গে মাত্র দেখাদেখি হইল।
ধর্ম্মকেতু এড়ি সিংহ উঠিয়া পলাইল॥

সিংহ না পাইয়া বীর শোকে পড়ে ভোলে।
গণ্ডী শর পেলাইয়া পিতা লৈল কোলে॥
বাড়ীর নিকটে গিয়া জননীর তরে।
জনক মারিল সিংহ কানন ভিতরে॥
পুত্রের বচনে রামা বাহিরায় তৎকাল।
শোকে ব্যাকুল হ'য়া ভাঙ্গে চূত ডাল॥
কি করিব কোথা যাইব স্থির নহে মতি।
আমিহ পুড়িয়া মরিম প্রভুর সঙ্গতি॥
কংস নদীর তটে আছে বড় রম্য স্থল।
নানা কাষ্ঠ কুড়াইয়া জ্বালিল আনল॥
প্রদক্ষিণে অগ্নি দিল মুখের উপর।
মাও বাপ নমস্কারি বীর আইল ঘর॥

নিয়মেত শ্রাদ্ধ করিল বীরমণি।
দ্বিজ মাধবে গায়ে ভাবিয়া ভবানী॥

১ প্রাপ্ত পাঠ—আস্থে বেস্থে। ২ গ, ঘ, ঙ—নাহি লাগ পায়ে।

পাহি রাগ

কালকেতুর খেদ ও ফুলরার প্রবোধ

(ফুলরা রামা) কি দিয়া পুষিমু তোমা তরে। ধু ॥
বিধি মোরে বাদী হইল অকালেতে পিতা মৈল
সেরের সম্বল নাই ঘরে ॥
অন্নেরে[১] পোড়ে সর্ব্ব গা শুন প্রিয়া ফুলরা
সকল দেখম শূন্যাকারে।
দুইজন শিশুমতি কেমনে হইমু স্থিতি
রক্ত মোর শোষয়ে শরীরে ॥
প্রভুর বচন শুনি ফুলরায়ে কহিল পুনি
চিন্তা মনে না ভাবিয় আর।
চিন্তা কৈলে বল টুটে বুদ্ধি না রহে ঘটে
দুঃখ সুখ আছে সভাকার ॥
বিধাতা সৃজয়ে যাহে আউগে[২] আহার হয়ে
তবে তার সৃজয়ে শরীর।
গর্ভে জন্মে শিশু সবে দেখিতে আছয়ে ভবে
স্তনে পূর্ণিত হয়ে ক্ষীর ॥
স্ত্রীর বচন শুনি হরষিত বীরমণি
গণ্ডী শর তুলি লইল করে।
চিন্তিতে চিন্তিতে মনে চলিল গহন বনে
মৃগপশু খেদায়ে বহুতরে ॥
জনমে জনমে যেন দুর্গার চরণধন
বিস্মরণ না হউক আমার।
দ্বিজ মাধবে বোলে দেবী-পদ-কমলে
করযোড়ে করি পরিহার ॥

পয়ার

কালকেতুর মৃগয়া

মৃগ বধে কালকেতু কানন ভিতর।
পলায়ে বনের পশু প্রাণে পাইয়া ডর ॥

১ খ, ঙ—অন্তে। ২ গ, ঘ, ঙ; ক—আগে।

ব্যাঘ্র মহিষ গণ্ডা মারে এক শরে।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পশু সব বাঁশে চাপি ধরে॥
শূকরের ঠাঁট বীর উফাড়িয়া মারে।
হরিণ যে কৃষ্ণসার বাঁশে চাপি ধরে॥
চামরিয়া আদি করি যত পশু হয়ে।
কালকেতুর তরে[১] তার জীবন সংশয়॥
উত্তম অধম পশু বধিল সকল।
শুকনা কাননে যেন অনন্ত অনল॥
বনবাসী পশুগণে পাইয়া যন্ত্রণা।
একত্র হইয়া সবে করয়ে মন্ত্রণা[২]॥
দয়ার নিদান ভাবে দেবী ভগবতী।
তাহান চরণ বিনে অন্য নাহি মতি॥
মন্ত্রণা করিয়া তবে যথ পশুগণ।
কংসনদীর তটে গিয়া দিল দরশন॥
অপর্ণা অগ্রেত পশু গদ গদ ভাষে।
সদয় হইয়া দুর্গা ঈষৎ যে হাসে॥

রাগ করুণ ভাটিয়াল

দেবীর নিকট পশুগণের বিলাপ ও দেবীর আশ্বাস দান

জয় গোপাল করুণাসিন্ধু।
এহলোকে পরলোকে তুন্ধি দীন-বন্ধু॥ ধু।

সিংহে কান্দিয়া কহে ভবানীর চরণ।
বিনি অপরাধে কেতু বধয়ে জীবন॥
ব্যাঘ্রে কান্দিয়া কহে ভবানীর পায়ে।
প্রাণে বধিয়া কেতু চর্ম্ম লইয়া যায়ে॥
কৃষ্ণসার কান্দি কহে ভবানীর চরণ।
চর্ম্মশৃঙ্গ নিমিত্তে বধয়ে জীবন॥
শশকে কান্দিয়া কহে আমরা হীনবল।
পুত্রপরিবারে কেতু বধিল সকল॥

[১] ঙ—বাণে। [২] এই চার পংক্তি ঙ।

গণ্ডা গয়েয়ালে মিলি করয়ে রোদন।
খড়্গের কারণে কেতু বধয়ে জীবন॥
দেবী বোলে পশুগণ শুনহ উত্তর।
সুখে বাস কর গিয়া অরণ্য ভিতর॥
কালকেতুর তরে তোরা না ভাবিয় ডর।
মহাবীরের তরে আহ্মি দিতে যাই বর॥

দেবীর গোধিকা-মূর্ত্তি-গ্রহণ

পশুগণেরে বর দিয়া জগতের মা।
পন্থেতে[1] রহিল হইয়া স্বর্ণ-গোধিকা॥
গোধিকা হইয়া রৈল জগত-জননী।
মহাবীর লইয়া কিছু শুনিবা কাহিনী॥
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হইয়া শোভে॥

পয়ার

কালকেতুর ভোজন ও বনযাত্রা

কালকেতু বোলে শুন পুষ্পকেতুর ঝি।
মৃগেরে যাইতে বনে[2] ঘরে আছে কি॥
ফুলরা রন্ধন করে বীরে খাইতে ভাত।
তরাতরি আনিলেক মানকচুর পাত॥
পাত লইয়া ভোজনে বসিল বীরমণি।
অন্ন পরিবেশন করে ফুলরা ব্যাধিনী॥
বারে বারে ফুলরায়ে অন্ন দিয়া যায়ে।
ফিরিয়া চাহিতে নারে খাইয়া ফেলায়ে॥
ক্রোধ করিয়া তবে ফুলরা রমণী।
পাতিলা ধরিয়া পাতে দিলেন পালনী॥
যে কিছু রুচিল বীরে করিল ভোজন।
ভাঙ্গা নারিকেলের জলে কৈল আচমন॥

খ, ছ—ত্রিপদে।   [2] ঙ—আজু।

মহাবীরে বোলে শুন ফুলরা সুন্দরী।
এমত ভোজন প্রিয়া কভু নাহি করি ॥
এমত ভোজন যদি নিত্য করাও মোরে।
বাম করে ধরিতে পারি মত্ত করিবরে ॥
ফুলরায়ে বোলে প্রভু মিথ্যা[১] কহ বাত।
মৃগেরে না গেলে কেমনে খাইবা ভাত ॥
ফুলরার বচনে বীর গহনেতে যায়ে।
পন্থে স্বর্ণ-গোধিকার দরশন পায়ে ॥

রাগ ধানশী

বনপথে কালকেতু ও গোধিকা

বীরে বোলে গোধিকার তরে।
পন্থ ছাড়ি যাহ অভ্যন্তরে ॥
আজু যাত্রা তোমারে দেখিয়া।
পশু পাইলে যাইমু বন্দিয়া[২] ॥
যদি বা না পাম পশুগণ।
তোমা লইয়া বীরের গমন ॥
বীর দেখি সঘনে ফোঁফায়ে।
সেবক ছলিতে মহামায়ে ॥
গোধিকারে করিয়া দক্ষিণে।
উপনীত গহন কাননে ॥
দ্বিজ মাধবে রস গায়ে।
পশু চাহি অটবী বেড়ায়ে ॥

পয়ার

কালকেতুর কাননে প্রবেশ ও তাহাকে মৃগরূপে দেবীর ছলনা

নিকটে থাকিয়া পশু না দেখে বীরবর।
ভ্রমিয়া বেড়ায় বীর কানন ভিতর ॥

[১] খ, গ—ব্যর্থ। [২] ঙ; ক ইত্যাদি—পশু না পাইলে লৈ যামু বান্ধিয়া।

সেবকের মন বুঝিতে নারায়ণী।
সমুখে দিলেন দেখা হইয়া হরিণী॥
হরিণ দেখিয়া হৃষ্ট হইল বীরবর।
আস্তে-ব্যস্তে উঠিয়া গুণেতে যোড়ে শর॥
সন্ধান পুরিয়া বীর মারিবারে যায়ে।
বীরের বিক্রম দেখি অন্তর্দ্ধান মায়ে॥
দেখিতে দেখিতে পশু লুকাইল বনে।
ভ্রমিয়া বেড়ায় বীর সমস্ত[১] কাননে॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে বীর তিতে শ্রমজলে।
গণ্ডী শর এড়ি বীর বৈসে তরুতলে॥
বিষাদ ভাবিয়া বীর করয়ে ক্রন্দন।
দ্বিজ মাধবে তথি প্রণতি রচন॥

রাগ ভাটিয়াল

কালকেতুর অনুচিন্তা

গুরুবারে দক্ষিণ স্বরে রজনী প্রভাতে।
এহার কারণে মোর স্পন্দিল দক্ষিণ হাতে॥
এহার কারণে খঞ্জন দেখিলু কমলে।
সব ব্যর্থ হইল মোর পাপ কর্ম্মফলে॥
বিদার[২] হও পৃথিবী বীরেরে দেয় ঠাঞি।
খণ্ডউক সকল দুঃখ রসাতলে যাই॥
এই ত কাননে পশু পাম চিরকাল।
আজিকে[৩] বধিতে পশু না পাইলু পাঞ্জার॥
কথাকারে পাইমু পশু যাইমু কথাকারে।
কি লইয়া দাঁড়াইমু গিয়া ফুলরার গোচরে॥
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হইয়া শোভে॥

[১] গ—গহন।
[২] ঙ—বিদারয়ে।
[৩] খ, গ, ঘ; ঙ—আছুক পাইমু পশু না পাম পাঞ্জাল।

পদ

ঘরেতে যাইমু কি না ধন লইয়া।
কানুরে দেখিতে আইলু প্রাণী বান্ধা দিয়া ॥ ধু ॥
বহু আশা করি আমি বাণিজ্যে আসিলুঁ।
আছুক লাভের কাজ মূলে হারাইলুঁ ॥
উপায় না দেখম ভাই কি বুদ্ধি করিমু।
না পাইলে বাণিজ্যের ভাও কিরূপে তরিমু ॥
দ্বিজ মাধবে কহে বাণিজ্যের ভাও।
বাণিজ্য করিবা যদি সাধুসঙ্গ লও ॥

পয়ার

প্রত্যাগমন-পথে কালকেতু ও স্বর্ণ-গোধিকা

কান্দিতে কান্দিতে বীর তিতে শ্রমজলে।
ভূমি হইতে গণ্ডী শর তুলি লইল করে[১] ॥
নিজ গৃহে যায় সাধু চিন্তিতে চিন্তিতে।
স্বর্ণ-রূপা গোধা দেখে শুইয়া আছে পথে ॥
গোধিকা দেখিয়া বোলে তর্জন-বচন।
তোমারে দেখিয়া আজু না পাইলু পশুগণ ॥
ধনুর্গুণ খসাইয়া চাপি ধরে বাঁশে।
সঘন ফোফায়ে দেবী সেবক পরশে ॥
উলুর[২] কচড়া পাকাই বান্ধে চারি পায়ে।
ধনুকের হুলে করি ঘরে লইয়া যায় ॥

গোধিকা লৈয়া হৈল বীরের গমন।
আপনার পুরে গিয়া দিল দরশন ॥
ছোলায়ে দুয়ারখানি কৈল একু ধারে।
গোধিকা পেলিয়া থুইল ঘরের ভিতরে ॥
গণ্ডী শর এড়ি[৩] বীর যায় শূন্য হাতে।
গোলাট নগরে যায় রমণী জানাইতে[৪] ॥

১ খ—কোলে।
২ খ, গ, ছ—ছোটার ; ঘ—বুটার।
৩ খ, ঙ ; ক—গোধিকা এড়িয়া।
৪ গ—বোলাইতে।

(এথা) পদ্মা সঙ্গে যুক্তি করে জগত-জননী।
বীরের মন্দিরে হইলা জগত-মোহিনী ॥

রাগ মন্দার

কালকেতুর গৃহে দেবীর নিজমূর্ত্তি ধারণ

হের ইন্দিবর নিন্দিয়া পদতল
অঙ্গুলি যাবক[১] রঞ্জিত।
নখের কিরণ অরুণ-কর যেন
পূর্ণচন্দ্র যেহেন উদিত ॥
পূরক করি শুণ্ড জিনিয়া[২] ভুজদণ্ড
দীপতি করয়ে শঙখ জালে।
বাম করে দিয়া ভর সানন্দ হৃদয়বর
যেন হংস শু'য়াছে মৃণালে ॥
সঙ্গের সহচরী রচিয়া মণ্ডলী
সঘন মঙ্গল বহু বাজে।
পতিত-পাবনী কিঙ্করের ক্লেশ জানি
রৈল বিভগ্ন গৃহ মাঝে ॥

পয়ার

বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক দেবীর কঞ্চুলী-চিত্রণ

সখি, নন্দকি নন্দনা।
চূড়ার উপরে ময়ূরের পাখা কিবা চাহনা ॥ ধু ॥

অলঙ্কারে পূর্ণবেশ হইলা মহামায়ে।
কঞ্চুলী নির্ম্মাইতে দেবী বিশাইরে আনায়ে ॥
দেবী বোলে বিশ্বকর্ম্মা বলিরে তোম্মারে।
বিচিত্র কঞ্চুলী নির্ম্মাই দেয়ত আমারে ॥
আরতি পাইয়া বিশাই পুরি দুই কর।
নানাবিধ বস্ত্র-চির লয়ে বিশ্বম্ভর ॥

[১] খ, গ—চম্পকে; ঘ—রঙ্গকে।
[২] খ, গ, ছ; ক, ঘ, ঙ—দ্বিতীয়।

খান খান করি অম্বর থুইল ঠাঁই ঠাঁই।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল লেখিল বিশাই ॥

প্রথমে লেখিল বিশাই ধর্ম্ম নিরঞ্জন।
উৎপত্তি প্রলয় সৃষ্টি যাহার কারণ ॥
ইন্দ্র দেবরাজ লেখে ঐরাবত গজে।
অজ বাহনে অগ্নি লেখে মহাতেজে ॥
নারদ মহামুনিরে লেখিল ঢেকি রথে।
প্রমথের[১] গণ লেখে শূল লইয়া হাতে ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী লেখে জগত পূজিত।
চণ্ডিকা চামুণ্ডা বিশাই লেখিল ত্বরিত ॥
মৈষ বাহনে তবে লেখে ধর্ম্মরাজে।
যথ কিছু দূত লইয়া যাহার সমাজে ॥
দেবগণ লেখি বিশাই হরষিত মন।
তার শেষে লেখিলেক পুষ্পের কানন ॥
সুবর্ণ-কমল লেখে হইয়া হরষিত।
পুষ্পের উদ্যান লেখিতে বিশাই দিল চিত ॥
লবঙ্গ নাগেশ্বর লেখে চাপা নানা জাতি।
কস্তুরী করবী কুন্দ লেখিল মালতী ॥
স্থল কদম্ব লেখে রক্ত উৎপল।
জাতী যূথী পুষ্প লেখে ওড় টগর ॥
মাধবী মন্দার লেখে নেহালী পারলী।
কদম্ব রাঙ্গল কেয়া কূটজ কদলী ॥
পর্ব্বত যত নদ-নদী পৃথিবীতে আছে।
অরুণ গরুড় পক্ষী লেখে তার পাছে ॥
তার শেষে লেখে যত ডিঘি সরোবর।
কমলে ভ্রমর লেখে দেখিতে সুন্দর ॥

সে কাঞ্চুলি দিয়া অঙ্গে বসিলা ভবানী।
বিশাই চলিল তবে করিয়া মেলানি ॥

[১]—নবগ্রহ।

(এথা) মাংস লইয়া ফুলরা বেড়ায় বাড়ি বাড়ি।
ত্বরায় পাইল গিয়া উজানী নগরী ॥

রাগ সুহি

ফুলরার মাংস-বিক্রয়ে ক্লেশ

অতি মৃদু-গামিনী বাজারে চলিল ধনী
মাংসের পসরা লইয়া মাথে।
বেড়ল বায়সগণ ঘন করে নিবারণ
স্থাবর[1] পল্লব লইয়া হাতে ॥
তরণীতে তেজোময় দেখিতে লাগয়ে ভয়
পন্থেতে তাপিত খর বালি।
বাড়াইতে নারি পাও ললাটেতে মারে ঘাও
কাঁদিয়া বিধিরে পাড়ে গালি ॥
ক্ষুধায় আকুল হইয়া ভ্রমে রামা মাংস লইয়া
কটিদেশে দিয়া বাম পাণি।
রুক্ষ কুটিল কেশ জুনা মলিন বেশ
লাগিয়াছে মাংসের ঝরনি ॥
প্রথমেত গিয়া হাটে তুলিল আপনা বাটে
প্রথম বেচিল মাংস বাসি।
যত ইতি বিপ্রবর্গ কিনিল গণ্ডার খড়্গ
দ্বীপী-চর্ম্ম কিনিল সন্ন্যাসী ॥
জ্ঞানপথে সুখ-ভোগা আসিয়াছে যত যোগী
ফুলরারে কহিছে তৎকাল।
কপর্দ্দ[2] গণিয়া লও কৃষ্ণসারের চর্ম্ম দেয়
কেহ বোলে দেয় তার ছাল ॥
দ্বিজ মাধবানন্দ তরিতে সংসার ধন্দ
দেবীপদে মতি করি স্থির।
ফুলরা ব্যাধের নারী মাংস বেচি লয়ে কড়ি
হেন কালে আইসে মহাবীর ॥

ঘ, ঙ, ছ; ক—স্থাবল; খ—স্তাপর। [2] খ, ঙ; ক, ঘ—কবর্গ।

পয়ার

কালকেতু কর্তৃক ফুলরাকে মৃগয়ার সংবাদ-জ্ঞাপন

মহাবীরে বোলে প্রিয়া শুনরে বচন।
পশু না পাইনু আজি ভ্রমিয়া কানন।।
কিবা ক্ষণে বাড়ি হোতে বাড়াইলু পা।
গহনে যাইতে পন্থে দেখিনু গোধিকা।।
সে সাপ দেখিয়া মুঞি অজত্রা গণিলু।
তথির কারণে বনে মৃগয়া না পাইনু।।
উদর পুরিমু আজু খাইয়া গুঞি সাপ।
পাপ কপালে মোর কথ সহে তাপ।।
দুঃখিত হইয়া রামা করিল গমন।
বাড়ির নিকটে গিয়া দিল দরশন।।
বাড়ির নিকটে গিয়া ভাবে মনে মনে।
বঁটি ঘরে নাঞি মাংস কুটিমু কেমনে।।
ভাবিয়া চিন্তিয়া রামা করিল গমন।
ব্যাধিনী সইর বাড়িত দিল দরশন।।

বঁটির জন্য ফুলরার সখীর নিকট গমন

ডাক দুই তিনে রামা বাহির হইল।
কটিদেশে হাত দিয়া কহিতে লাগিল।।
ঘন ঘন ডাক ছাড় কিসের অন্তরে।
বিলম্ব না সয়ে মোর কাজ্য আছে ঘরে।।
ফুলরায়ে বোলে সই করো নিবেদন।
মৃগ না পাইল আজু ভ্রমিয়া কানন।।
মৃগ না পাইয়া বীরে ভাবে অনুতাপ।
পন্থে পাইয়া আনিয়াছে খাইতে গুই-সাঁপ।।
তাহা খাইবারে বীরের হইছে ছটফটি।
কি দিয়া কাটিমু গোধা ঘরে নাহি বঁটি।।
বঁটি খান দেয় যদি দণ্ড দুই তরে।
গোধা কাটিয়া বঁটি আনি দিব ঘরে।।

ব্যাধিনী বোলয়ে সই নিলজ্জা যে বড়ি।
দুই মাস হইল না দেয় তের কড়া কড়ি॥
আমিষে খাইল বটি লোহা নাই তাহে।
দিনে দিনে তের কড়ার বৃদ্ধি[১] বাড়ি যায়ে॥
ফুলরায়ে বোলে সই বঁটি দেয় মোরে।
লভ্যে মূল্যে দিমু কড়ি প্রভু আইলে ঘরে॥
বঁটি বাড়াইয়া দিল করি দরাদরি।
সইয়ার শপথ লাগে যদি না দ্য কড়ি॥
ললাটে হানিয়া ঘাও ফুলরায়ে বোলে।
মুঞি মরিয়া যামু প্রভুর বদলে॥
বটি খান লইয়া হইল ফুলরার গমন।
আপনার পুরে গিয়া দিল দরশন॥
ছোলায়ে দুয়ার খান করি একু ধারে।
লক্ষ সুন্দরী দেখে ঘরের ভিতরে॥

রাগ সুহি

দেবী ও ফুলরা

বিরহিণী কি লাগি আইলা এথাকারে।
বীরে আহ্মা নারে পুষিবারে॥
কুৎসিত কুরূপ বীরমণি।
কোন্ রূপে ভুলিলা কামিনী॥
বিদগ্ধ পুরুষ পাও যথা।
চলি যাও কাজ্য নাহি এথা॥
হর মন মোহিতে পার রূপে।
আঁখি থাকিতে ডুব কূপে॥
দুরন্ত কলিঙ্গ দণ্ডধর।
বীরের নাহি অন্নের সম্বল॥[২]

[১] খ—লভ্য; ঘ-বেয়াজ; ছ—লাভ।
[২] খ, ছ—বীরের নাহিক সহোদর।

বারমাস্যা

ফুলরার বারমাসী দুঃখ বর্ণনা

ফুলরায়ে বোলে রামা যদি দেয় মন।
বার মাসের যথ দুঃখ করো নিবেদন॥
বার মাসে যথ দুঃখ ফুলরা পাইল মনে।
ভাবিতে চিন্তিতে মোর পাঞ্জর বিন্ধে ঘুনে॥
মাধবেতে দুঃখের কথা[১] শুনহ যুবতী।
যথ দুঃখে ব্যাধের ঘরে করিয়ে বসতি॥
প্রাতঃকালে প্রভু মোর যায়ে বনবাস।
যে দিনে না মিলে পশু[২] থাকি উপবাস॥
জ্যৈষ্ঠ মাসেতে রামা শুন মোর দুঃখ।
কহিতে সে সব কথা বিদরয়ে বুক॥
প্রচণ্ড রবির তাপে দহে কলেবর।
ললাটের ঘর্ম্ম মোর পড়ে পদতল॥
বাক্য মোর শুনহ সুন্দরী।
কোন্ সুখভোগের লাগি হইলা ব্যাধের নারী॥
আষাঢ়ে রবির রথ চলে মন্দগতি।
ক্ষুধায়ে আকুল হই লোটাই আম্হি ক্ষিতি॥
ক্ষণে ক্ষণে উঠি আম্হি চারিদিকে চাহি।
হেন সাধ করে মনে অন্য জাতি[৩] যাই॥
শ্রাবণ মাসেতে ঘন বরিখে ঝিমানি।
মাথা থুইতে ঠাই নাই ঘরে আঠু পানি॥
শীতের কারণে ঘরে বেড়াই চারি কোণে।
মানের পাত মুণ্ডে দিয়া বঞ্চি দুই জনে॥
ভাদ্র মাসেত রামা বিদ্যুৎ ঝঙ্কার।
হেনকালে চলি আমি মাথায়ে পসার॥
নয়ানেত পাণি দিয়া নদী হই পার।
বিষাদ ভাবিয়া স্মরি সূর্য্যের কুমার॥
আশ্বিন মাসেত রামা জগৎ সুখময়।
দুর্গার আনন্দ হেতু নাহি চিন্তা ভয়॥

১ খ, ছ—জন্ম মোর। ২ খ, ছ; ক, ঙ—অন্ন। ৩ ছ—বনে।

বীণ বাঁশী বাহে কেহ লোকে গায়ে গীত।
অন্নের কারণে প্রভু সদায়ে কুঞ্চিত ॥
গিরিসুতা-সুত মাসে শুন মোর দুঃখ।
পাড়া-পড়শী নাহি বোলাইতে সম্মুখ ॥
উঠিয়া দাঁড়াইতে নারি গায়ে নাই বল।
ক্ষুধায়ে আকুল হই খাই বনফল ॥
আঘ্রন মাসেত কৈন্যা শীত পড়ে বেশ।
ভাবিতে চিন্তিতে মোর তনু হইল শেষ ॥
মৃগচর্ম্ম ওড়ন মৃগচর্ম্ম পরিধান।
শীতে কাম্পিয়া রাত্র বঞ্চি দুই জন ॥

পৌষ মাসেত রামা হেমন্ত প্রবল।
শীত ভয়ে সদায়ে মোর কম্পিত কলেবর ॥
অধর যে অঙ্গ মোর কম্পিত সঘন।
অরণ্যের কাষ্ঠ আনি পোসাই হুতাশন ॥
মাঘ মাসেত কৈন্যা গোরুয়া লাগে শীত।
লোমে লোমে বিন্ধে মোর শোষয়ে শোণিত ॥
খইয়া পাতিয়া থাকি বিভাবরী কালে।
রজনীর শীত মোর খণ্ডে রবির জ্বালে ॥
ফাল্গুন মাসেত সাজি আইল ঋতুবতী।
নিজ পরিবার লইয়া সখার সঙ্গতি ॥
কামিনী করয়ে কেলি সখা লইয়া পাশে।
হেন কালে[১] যায়ে স্বামী বন[২]-পরবাসে ॥
মধু মাসেত কৈন্যা শুন মোর কথা।
রবির উত্তাপে মোর ঠেকি[৩] রহে মাথা ॥
মোর ক্লেশ দেখি দুঃখিত বীরমণি।
অন্তরে নাহিক সুখ না চাহে কামিনী ॥
দ্বিজ মাধবানন্দে এই রস ভণে।
ঈষৎ হাসয়ে দুর্গা ফুলরার বচনে ॥

[১] খ, ঘ, ছ—সনে।
[২] ঘ, ঙ—দুর।
[৩] খ—ঠিক নহে; ছ—দগধয়ে।

দেবীর কপট কলহ

ফুলরার বচনে দুর্গা না দিলা উত্তর।
ক্রোধ করি ফুলরায়ে কহিল তৎপর॥
বুঝিলুঁ বুঝিলুঁ বেটি তুঞি দুষ্টমতি।
এই আশা করিয়াছ নিতে মোর পতি॥
বেচিয়া খাইমু তোর যত আছে গায়ে।
মাংসের পসার তুলি দিবাম মাথায়ে॥
অন্তে পুড়িয়া দেহ করিমু ছারখার।
এই দেশ হোন্তে যেন যা'য় পুনর্ব্বার॥

দেবী বোলে কি বোলিলা বোল আর বার।
কেশেত ধরিয়া লাঘব করিমু তোমার[১]॥
স্নান করিতে আইলু জলঘট লইয়া[২]।
অশেষ প্রকারে বীরে আনিছে ভাঁড়িয়া॥
বীরে বোলিছে আহ্মি বসি রৈব খাটে।
মাংসের পসার লই ফুলরা যাইব হাটে॥
বেচিয়া কিনিয়া সেই যথ আনে ধন।
ঘরে বসিয়া তুহ্মি করিয় ব্যসন॥
বলে[৩] মারিবারে পারে এই দুষ্টমতি।
ত্বরায়ে জানাই গিয়া আপনার পতি॥
এথেক চিন্তিয়া রামা করিল গমন।
মহাবীরের বিদ্যমানে দিল দরশন॥

রাগ সুহি

কালকেতুর নিকট ফুলরার খেদ ও কালকেতুকে তিরস্কার

আমার প্রাণনাথ ব্যাধ সুন্দর রে
এবে সে গেলা ছারে খারে। ধু।
ঘরেতে নাহিক ভাত কামিনীর বড় সাধ
পরনারী আনিছ মন্দিরে॥

[১] ঙ—অপার।
[২] খ, ঙ; ক—জল নাহি পাইয়া; ঘ—ঘোরে ঘাটত পাইয়া; ছ—ঘাট পাইয়া।
[৩] ক, ঘ—বোলে।

বামন হইয়া বীরবর চান্দেরে বাড়াও কর
এহা তোমার উচিত না হয়ে।
শুনিলে কলিঙ্গপতি ধরি নিব শীঘ্রগতি
লাঞ্ছন[১] করিব আমায়ে॥
বালী বানর অধিকারী হরিল ভাইর নারী
যথ হইল বিদিত সংসারে।
পূর্ব্ব-কৃত পুণ্য ছিল তাহে বিধি ঘটাইল
সংহারিল রঘুনাথের শরে॥
নিশাচর অধিপতি হরিলা জানকী সতী
বিকল হইয়া কাম[২] বাণে।
সাজিলেক রঘুপতি কপিকুল সঙ্গতি
উদ্ধারিলা বধিয়া রাবণে॥
(যে) নিজপতি পরিহরে সে কি রহিব ঘরে
এহত না লয়ে মোর মতি।
অন্য পুরুষ পাইয়া যাইব তোমা এড়িয়া
তান সঙ্গে করিলা পীরিতি॥

পয়ার

মহাবীরে বোলে রামা কি বোলিলা মোরে।
কাহার রমণী মুঞি আনিয়াছুম ঘরে॥
ফুলরায়ে বোলে শঠ বুঝিয়ে তোমারে।
কত না চাতুরী কর ভাণ্ডিতে আমারে॥
তোমার বচনে গেলু মাংস কুটিবারে।
ত্রিলক্ষ-সুন্দরী দেখি ঘরের ভিতরে॥
সেই রূপের তুলনা হো দিতে নাহি পারি।
কৈলাস ছাড়িয়া যাই আসিয়াছে গৌরী॥
মহাবীরে বোলে যদি নার দেখাইবারে।
নাকে চুলে দিমু শাস্তি কহিলু তোমারে॥
ফুলরায়ে বোলে যদি দেখাইতে নারি।
নাকে চুলে দিয় শাস্তি হয়্যা দণ্ডধারী॥

১ খ, ছ—লাঘব; ঘ—ধরি নিব। ২ ছ—রাম বাণে।

ফুলরার বচনে বীর করিল গমন।
আপনার পুরে আসি দিল দরশন ॥
ছোলায়ে দুয়ার খান করি একু ধারে
ত্রিলক্ষ-সুন্দরী দেখে ঘরের ভিতরে ॥

কালকেতু ও দেবী

মহাবীরে বোলে রামা হও তুম্মি কে।
মোর স্থানে সত্বরেত পরিচয় দে ॥
বীরের বচনে দেবী না দিল উত্তর।
ক্রোধ করিয়া তবে উঠে বীরবর ॥

মহাবীরে বোলে রামা বুঝিতে নারি মন।
বাণে বিন্দিয়া তবে লঞিমু জীবন ॥
এথেক বোলিয়া বীরে চাহে চারি ভিতে।
আপনার গণ্ডী শর তুলি লইল হাতে ॥
ধনুকেত গুণ দিয়া তিন বার লাফে।
তাহা দেখি নারায়ণী চাহে পদ্মার দিগে ॥

ভাল বর দিতে আইলু কালকেতুর তরে।
প্রাণ মোর লইতে চাহে ঘরের ভিতরে ॥
পদ্মাবতী বোলে শুন জগত-জননী।
বীরস্থানে পরিচয় দেয়ত আপনি ॥
দ্বিজ মাধবানন্দে এহ রস গায়ে।
বীরস্থানে পরিচয় দিল মহামায়ে ॥

রাগ সিন্ধুড়া

দেবীর পরিচয় দান

পুত্র কালকেতু, কাহারে যোড়য়ে গণ্ডী শর। ধু।
আম্মিত হরের জায়া অশেষ করিয়া মায়া
তোমারে দিতে আইনু ধন-বর ॥

বিস্তর ভ্রমিলা বনে দেখা না হৈল পশু সনে
কেবল আমার মায়ার কারণ।
নিজরূপ পরিহরি গোধিকার রূপ ধরি
তোমারে দিলু দরশন ॥
বিষাদ না ভাব মন আজু দুঃখ বিমোচন
ধন-বর দিয়া যাইমু তোমারে।
লও মোর ধন-বর কাননে তোলাও ঘর
বিপদেতে স্মরিও আমারে ॥

দেবীর দশভুজা-মূর্ত্তি ধারণ

বীরে বোলে মহামায়ে হও মোরে বরদায়ে
সাক্ষাতে হও দশভুজা।
তবে লইব ধন-বর কাননে তোলাইব ঘর
গুজরাটে করিমু তোহ্মা পূজা ॥
শুনিয়া সেবক-বাণী না লঙ্ঘিলা নারায়ণী
দশভুজা হইলা তখন।
চাহিয়া দেবীর ভিত বীর হইল মোহাশ্চিত
সাম্য হও বোলে ঘন ঘন ॥
দ্বিজ মাধবানন্দ তরিতে সংসার ধন্দ
দেবীপদে মতি করি স্থির।
শুনিয়া সেবক-বাণী সাম্য হইলেন নারায়ণী
চরণে পড়িল মহাবীর ॥

রাগ মালশী

দেবী জননী গো, তুয়া পদ-পঙ্কজ সার। ধু।
এ তিন ভুবনে চাহিলু মনে মনে
তুয়া বিনে গতি নাহি আর ॥
মূর্খ অধম জন অশেষ অচেতন
গৌরী-গোবিন্দ ভাবে ভেদ।
সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন কেহ নহে ভিন ভিন
গৌরী-রাম-শিব অভেদ ॥

পয়ার

কালকেতু কর্তৃক দেবীর স্তব

ক্ষণেক ব্যাজে ব্যাধ পাইল চেতন।
যুগপাণি চণ্ডিকারে করয়ে স্তবন ॥
তুহ্মি যন্ত্রিকা দেবী যন্ত্র-স্বরূপা।
তুহ্মি ভগবতী মোরে আজু কর কৃপা ॥
তুহ্মি শরীরে থাক জীব-স্বরূপে।
মায়াপাশে বান্ধিয়া পেলায় অন্ধকূপে ॥
তুহ্মি যারে সদয় হও ঘুচাও আপদ।
কূপে থাকি উদ্ধারিয়া দেয় নিজ পদ ॥

কালকেতুর ধন-প্রাপ্তি

দেবী বোলে কালকেতু পাত দুই কর।
বহু রত্ন দিব তোর হস্তের উপর ॥
দেবীর বাক্যে হৃষ্ট হইল ব্যাধের নন্দন।
যুগপাণি হইয়া লয়ে দেবী দেহি ধন ॥
ধন পাইয়া কালকেতু নাড়ি চাড়ি চাহে।
বেঁকা পিতল খান ভাঙ্গামু কথায়ে ॥
দেবী বোলে এই ধন বড় অদ্ভুত।
এহার মূল্য ধন হয়ে ছয় অযুত ॥
এই ধন লইয়া যাহ সোমদত্তের ঘরে।
ছয় অযুত তঙ্কা দিবেক তোমারে ॥
এথেক বলিয়া দেবী হৈলা অন্তর্দ্ধান।
ধন ভাঙ্গাইতে কেতু করিল গমন ॥
ধীরে ধীরে কালকেতু ধন লইয়া যায়ে।
সোমদত্তের বাড়ীতে গিয়া উপনীত হয়ে ॥
দ্বারে দাঁড়াইয়া বোলে ঘরে আছ কে।
শুনিয়া বীরের বাক্য বাহিরায়ে সোম দে ॥

কালকেতু ও বণিক: অঙ্গুরী-বিক্রয়

সোমদত্তে বোলে বাপু তুহ্মি কেনে এথা।
কালকেতু বোলে খুড়া কিছু আছে কথা॥
অঙ্গুরী দিলেন কেতু বন্নিকের হাতে।
দশ দিশ প্রকাশ হৈল সহসাতে॥
মহাবীরে বোলে ইহার মূল্য জানে কে।
যেমত উচিত হয়ে সেই মোরে দে॥

সোমদত্তে বোলে বাপু কহি দরাদরি।
এহার মূল্য পাইবা বাপু চাইর কাহন কড়ি॥
মৃগ বধিবারে গেলু অরণ্য ভিতরে।
তথাতে পাইয়াছি ধন দেখাইলু তোহ্মারে॥
সারদার ধন বন্নিক জানিল কারণ।
এহার মূল্য হয়ে জান ছয় অযুত ধন॥
চাকর[১] ধরিল বীরে তারে কিছু দিয়া।
ছালায়ে ভরিয়া[২] ধন লই যায়ে বহিয়া॥
ধন ভাঙ্গাইয়া তথা ব্যাধের নন্দন।
চণ্ডিকা লইয়া কিছু শুনিবা কারণ॥

পয়ার

বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক গুজরাটে বনকর্ত্তন ও রাজপুরী-নির্ম্মাণ

দেবী বোলে বিশ্বকর্ম্মা লও গুয়াপান।
ত্বরায়ে নির্ম্মাইয়া দেয় বীরের পুরীখান॥
আরতি পাইয়া হইল বিশাইর গমন।
গুজরাটের[৩] বনে গিয়া দিল দরশন॥
বড় বড় বৃক্ষ সব পেলায়ে ভাঙ্গিয়া।
সেবকের ঘর দুর্গা দিলা তোলাইয়া॥
স্ফটিকের স্তম্ভ সব পাথরের চাল।
পাষাণে চিরায়া তোলে বোউলের ডাল॥

[১] খ, ছ—বহনীয়া; ঘ—মুজুর। [২] খ—সাইজ ভরিয়া; ঘ—ছালা ভরি ভরি।
[৩] খ—গোলাট নগরে।

নগরে প্রজার ঘর বান্ধে সারি সারি।
নেতের পতাকা উড়ে কনকের বাড়ি॥
চৌষাটা নির্ম্মাইয়া হৈল বিশাইর গমন।
মহাবীরে লইয়া কিছু শুনিবা কারণ॥
বাজারেতে যায়ে বীর ধন কিছু লইয়া।
পরিচছদ দ্রব্য কিনে বাছিয়া বাছিয়া॥
দোলা ঘোড়া কিনে বীর আপনার তরে।
অষ্ট অলঙ্কার দিল ফুলরার গোচরে॥
মৃগচর্ম্ম দূর হৈল প্রসাদে চণ্ডিকার।
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া পৈন্ধে স্বর্ণ অলঙ্কার॥
দোলায়ে চড়িয়া বীর করিল গমন।
গুজরাট বনে গিয়া দিল দরশন॥
ফুলরায়ে বোলে প্রভু যাহ কথাকারে।
আজুকা রহিব গিয়া নিজ বাড়ি ঘরে॥
কালকেতু বোলে প্রিয়া মনে ভাব কি।
পুরী নির্ম্মাইয়া দিছে হেমন্তের ঝি॥
শুভ লগ্ন করিয়া করহ তথা বাস।
আপনার সুখে কর ভোগ-বিলাস॥
দ্বিজ মাধবে কহে ভবানী ভাবিয়া।
আপনি কাটায়ে বন বেহ্রনী ধরিয়া॥

রাগ পাহিরা

বনকর্ত্তন : দেবী-মাহাত্ম্য

বীরে কাটায়ে কানন আকু চকু চইয়া বন
সমানে কাটয়ে ভাগে ভাগ।
হা হু করিয়া লাঙ্গুল নাড়িয়া
বাহির হইল বনের বাঘ॥
গোদা বোলে ভাই বীরের দোহাই
যদি ব্যাঘ্র মোরে বল কর।
এড়িয়া গোদায়ে প্রাণে পাইয়া ভয়
ব্যাঘ্র উঠিয়া দিল লড়॥

ক্ষণেক উঠিয়া গোদ মনেত পাই প্রবোধ
কহে গিয়া মহাবীরের আগে।
শুন শুন বীরমণি ধন্য ধন্য তোমা গণি
বনেতে পাইছিল মোরে বাঘে ॥
তোমার পুণ্যের কারণে রইলু পরাণে
কান্দি কান্দি কহে বেহুনিয়া।
দেবীর চরণে গতি অন্য না লয়ে মতি
দ্বিজ মাধবে রস গায়ে ॥

পয়ার

নগরে প্রজা স্থাপনের জন্য কালকেতুর প্রার্থনা

একদিন কালকেতু করে দুর্গাপূজা।
সাক্ষাতে হৈল তানে দেবী দশভুজা ॥
চণ্ডিকা দেখিয়া বীর করিল প্রণাম।
উঠ উঠ বোলে দেবী লইয়া তান নাম ॥
দেবী বোলে শুন পুত্র আমার বচন।
কিসের কারণে আমা করিছ স্মরণ ॥
আমার শকতি প্রজা আনিবারে নারি।
তে কারণে নারায়ণী তোমারে গোচরি ॥
দেবী বোলে শুন পুত্র আমার বচন।
প্রজা আনিবারে আহ্মি করিল গমন ॥
এথেক বোলিয়া দেবী হৈলা অন্তর্দ্ধান।
মণ্ডল-শিয়রে দেবী কৈলা অধিষ্ঠান ॥
শয্যার উপরে মণ্ডল সুখে নিদ্রা যায়ে।
শিয়রে বসিয়া স্বপ্ন চণ্ডিকা বুঝায়ে ॥
উঠ উঠ মণ্ডল সত্বরে তোল গা।
আহ্মি স্বপ্ন কহি তোরে মঙ্গলচণ্ডিকা ॥

দেবীর মণ্ডলকে স্বপ্নাদেশ

নিজ প্রজা লৈয়া মণ্ডল গুজরাটে যা।
সহায় হইল আহ্মি পূজিব তোরে প্রজা॥
গুজরাটে রাজ্য করে ব্যাধ সুন্দর।
এ বার বৎসর তোর না লইবে কর॥
মোর দেশে ঘর কর হরষিত হইয়া।
রবি শশী যাইব মাত্র শিরের উপর দিয়া॥
আমার স্বপ্নে মণ্ডল যদি না দেয় মন।
ধনে জনে সম্প্রতি মজ্‌জাব পৌরজন॥
স্বপ্ন দেখিয়া মণ্ডল পাইল চৈতন।
ডাকাইয়া আনিলেক যথ পৌরজন॥
সভার তরে কহে মণ্ডল নিশির স্বপন।
প্রজা সব লৈয়া মণ্ডল করিল গমন॥
সঙ্গতি চলিল পাত্র মিত্র দ্বিজগণ।
বীরের সাক্ষাতে গিয়া দিল দরশন॥
দোলা ঘোড়া দিল বীর মণ্ডলের তরে।
পাটের পাছড়া বান্দে প্রজাগণে শিরে॥
সারদা চরণে সরোজ-মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হইয়া শোভে॥*

* ইতি বৃহস্পতিবার সকাল পালা সমাপ্ত।

ষষ্ঠ পালা

ভাঁড়ু দত্ত

রাগ সুহি

গুজরাটে নানা জাতির বসতি-স্থাপন

বৈসেরে নগর গুজরাট
অন্তরে হরিষ হইয়া মন। ধ্রু।

মহাবীরের আজ্ঞা পাইয়া সঙ্গে পরিজন লইয়া
যোগ্য স্থানে বৈসে প্রজাগণ[১] ॥
চাটুতি মুখুটি বৈসে তেয়ারী বাড়রী আইসে
গঙ্গাকুলী বৈসে[২] একু ঠাঞি।
আর বৈসে ফুলিয়াল গড়গড়ি পড়িয়াল
মাংসচর বৈসে দিগ[৩] সাঞি ॥
পেররী ভায়রী বৈসে সেহ গাঁইয়া আসিয়াছে
সীমাই বসিল পিরাল।
শ্রোত্রিয়[৪] যথেক বৈসে নিত্য চারি বেদ পঠে
জপ হোম করয়ে তৎকাল ॥
আর আর দ্বিজগণ কেহ করে অধ্যাপন
যজন-যাজন বহুতর।
উচচারি প্রণব দ্বিজকুল সম্ভব
হুতাশনে হোমে নিরন্তর ॥
কা'স্ত নানা জাতি আইসে ঘোষ বোস মিত্র বৈসে
গুহ গুপ্ত আর বৈসে ধর।
সিংহ দাস নাগ নাথ তারা বৈসে শতে শত
দত্ত সেন আর বৈসে কর ॥

১ ঙ—ব্রাহ্মণ। ২ ঘ—গোয়াল। ৩ ঘ—দিন; ৪ ঙ—কায় শ্রোত্রিয়।

কা'স্ত বৈসে নগরে করেতে কলম ধরে
কেহ কেহ বৈসে রাজ-দ্বারে।
বিশ্বাস বৈসয়ে নিজ বৃত্তি করি খায়ে
পাইক পাচং থরে থরে ।।
জনমে জনমে যেন দুর্গার চরণ ধন
বিস্মরণ না হউক আমার।
দ্বিজ মাধবে বোলে দেবীপদ কমলে
করযোড়ে করোঁ পরিহার ।।

পয়ার

ভাল নাচেরে গৌরাঙ্গ রঙ্গিয়া।
রসভরে করে ডগমগিয়া ।। ধু।

ভাঁড়ু দত্তের চরিত্র-বর্ণনা

ইদিলপুর হোতে আইল প্রজা ষোল শয়ে।
ঠগানি করিয়া খায়ে নাহি লজ্জা ভয়ে ।।
জাতির উদ্দেশ নাহি বোলয়ে কুলীন।
ভাগেত[১] বান্দিছে ঘর মাউগ দুই তিন ।।
টালটোল পাছাটি[২] মৃত্তিকা দিয়া গায়ে।
মধুর বচনে লোকের হৃদয় জুড়ায়ে ।।
মনের কথা লয়ে লোকের হৃদয়ে পশিয়া।
অনুক্ষণ লোকের মন্দ জপয়ে বসিয়া ।।
ভুতলিয়ার সুত ভাঁড়ু বসিল নগরে।
সাত বাড়ী দিল যোড়া আপনার তরে ।।
মনের হরিষে ভাঁড়ু যোড়ে সাত বাড়ী।
ছয় বরিষ অবধি কাররে না দে কড়ি ।।
মহাবীরে বোলে ভাঁড়ু শুন মোর কথা।
এমত প্রবন্ধ তুমি না করিয় এথা ।।
এক বাড়ীর উচিত তুহ্মি যোড় সাত বাড়ী।
নগরে হইলে কর কেমতে দিবা কড়ি ।।

[১] ঙ—ভাবেতে। [২] ঙ—দক্ষিণ পাশেত টিকি।

ছয় বাড়ী এড়ে ভাড়ু বীরের বচনে।
সারদা ভাবিয়া দ্বিজ মাধবে ভণে।।

রাগ আশোয়ারী

প্রজাগণের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি

বৈসেরে ক্ষত্রিয় শূদ্র তার পার্শ্বে রাজপুত্র
ভট্ট বিপ্র বৈসে সারি সারি।
গোয়ালায়ে গোরু রাখে গো দোহায়ে গোঠে থাকে
গুয়া পান বেচয়ে তাম্বুলী।।
নগরে বৈসয়ে মালী পুষ্পের উদ্যান করি
পুষ্পমালা রচিয়া পসার।
ঘড়ি কলস ঢোল কাঁড়া মৃদঙ্গ খোল
নিজ বৃত্তি বসিল কুমার।।
বৈসয়ে বণিক পঞ্চ লইয়াত পূর্ব্ব সঙ্ঘ
নিজ বৃত্তি করয়ে স্বচ্ছন্দ।
কেহ কেহ শঙ্খ কাটে সুবণ বেচয়ে হাটে
হাটে বসি কেহ বেচে গন্ধ।।
নগরে বৈসে কর্ম্মকার খাঁড়া গঠে চোক ধার
গজ হেন গঠে একু ধারা।
সন্দেশ সজ্জা করে নানা বিধি প্রকারে
বহু লোক বসিল ময়েরা।।
বৈসয়ে তাতি জাতি হইয়া হরষিত মতি
নাবিত বৈসয়ে তার সঙ্গে।
দেবানন্দী যথ জন হইয়া হরষিত মন
বাদ্য বাজায়ে নানা রঙ্গে।।
বৈসে সাহ সজ্জন হইয়া হরষিত মন
পসার করয়ে চিত্ত দিয়া।
চণ্ডাল তামলী আর ধীবর বৈসে থরে থর
ঘাটেতে পাটনী দেহি খেয়া।।

মলঙ্গী ত্রিপুরী যথ তারা বৈসে শত শত
আপনা জানিয়া করে বাড়ি।
মুচি বৈসে থরে থর গোচর্ম্মে পূর্ণিত ঘর
স্থানান্তরে বসিল ভূমালী॥
বৈসয়ে মুসলমান পঢ়ে কিতাপ কোরান
নমায়াজ পঢ়ে পাঁচবার।
সোলেমানী মালা করে খোদার নামে জিগির কাঢ়ে
সৈদ কাজী বোসিল অপার॥

রাগ মায়ুর

নগর-রক্ষার ব্যবস্থা

কালকেতু রিপু-সেনা ত্বরিতে জিনিতে।
চণ্ডীপুরে দিয়া থানা কাটিয়া গহন খানা
গড় করিল চারি ভিতে॥
গুপ্ত[১] করি দলদল রচিল সমর-স্থল
পদ্ম পূরিল সব কূপে।
কামান রাখিল তাহে পাতিলেক গায়ে গায়ে
অল্প মাত্র রাখে গোপ্তরূপে॥
নাটা কেয়া খাজুর বাঁশ সুসার চারিপাশ[২]
লোহায়ে ধরিল যোগ ধারা।
রক্ষী থুইল পদাতিক হয় গজ অধিক
বাহিরে সৃজিল[৩] সিজগড়া[৪]॥
দেখি পত্তন নগর হৃষ্ট হইল বীরবর
ডাকিয়া সভার আগে কহে।
ক্ষমা-যুক্ত সমাজ করিয়া আপনা[৫] সাজ
নগরে রহ যথ মনে লয়ে॥

[১] খ—উত্তণ। [২] খ, গ—গড় সুন্দর সাজে। [৩] গ; ক—থুইল।
[৪] খ—সিজ-ঘর। [৫] খ—করি আজ নানা।

রাগ কর্ণাট[১]

কালকেতুর রাজ্যে প্রজাগণের সুখ

দেখরে গোরা-চান্দের বাজার।
প্রেমময় রসের[২] পসার ॥ ধু।

নগরেতে প্রজালোক বৈসে সারি সারি।
নেতের পতাকা উড়ে বীরের উহারি[৩] ॥
রাজ-বিঘ্ন নাই তাতে নাই দস্যুভীত।
দুর্গার প্রসাদে লোকে থাকে হরষিত ॥
রাজদ্বারে বাদ্য যথ বাজে সন্ধ্যাকালে।
আনিয়া পোতলা ভাল নাচায়ে ছাওয়ালে[৪] ॥
দুঃখী দরিদ্র তাতে এক নাহি জানি।
কনক কলসী ভরি প্রজা খায়ে পানি ॥
নগরে বৈসয়ে প্রজা হইয়া হরষিত।
ঘরে ভাত নাই ভাঁড়ুর দৈবের লিখিত ॥

ভাঁড়ু দত্ত কর্ত্তৃক অশান্তির সূচনা

ভাঁড়ু দত্তে বোলে শুন তপন দত্তের মা।
ক্ষুধার কারণে মোর পোড়ে সর্ব্ব গা ॥
কালুকার অন্ন যদি এক মুষ্টি পাম[৫]।
বেলান্তে নিশ্চিন্ত হইয়া দেয়ানেতে যাম[৬] ॥
যেন মাত্র ভাঁড়ু দত্তে কৈল হেন[৭] বাণী।
ক্রোধ করিয়া তারে কহিছে রমণী ॥
যেমত কথা কহ তুহ্মি লোকে বোলে আউল।
কালু কৈলা উপবাস আজু কথা চাউল ॥
তোমার ঘরে বসতি করিয়ে যেমন দুঃখে।
উদরে না চিনে অন্ন তাম্বুল পান মুখে[৮] ॥

[১] খ, গ—সারঙ্গ। [২] গ, ছ—রঙ্গের। [৩] এই দুই পংক্তি—খ, গ।
[৪] খ; ক—অস্পষ্ট; ছ—নিত্য নিত্য নৃত্য করে নাটুয়া ছাওয়াল ॥
[৫] খ, ছ—পাই। [৬] খ, ছ—যাই। [৭] খ—বোলিলেক। [৮] এই দুই পংক্তি—খ, গ।

স্ত্রীর বচনে ভাঁড়ু ভাবে মনে মন।
আজুকার অন্ন আমার মিলিব কেমন ।।
ভাঙ্গা কড়ি ছয় বুড়ি গামছা বান্ধিয়া।
ছাওয়ালের মাথায় বোঝা দিলেক তুলিয়া ।।
কড়ি বুড়ি নাই ভাঁড়ু বাক্যমাত্র সার।
ত্বরায় পাইল গিয়া নগর বাজার ।।

মিথ্যার বেসাতি

ধনা নামে চালুয়া[১] পসার দিয়া আছে।
ধীরে ধীরে ভাঁড়ু দত্ত গেল তার কাছে ।।
ভাঁড়ু দত্তে বোলে ধনা চাউল দেয় মোরে।
তঙ্কা ভাঙ্গাইয়া কড়ি দিয়া যাইমু তোরে ।।
ধনাঞি বোলে ভাঁড়ু দত্ত চাউল নাই এথা।
বারে বারে খাও চাউল কহি মিথ্যা কথা ।।
তঙ্কা ভাঙ্গাইয়া আগে মজুতে আন কড়ি।
রুজু[২] দিয়া পাঠাইমু চাউল পাইবা[৩] বাড়ী ।।
ভাঁড়ু দত্তে বোলে ধনা কহিয়ে তোমারে।
ধনের গর্ব্বে[৪] এথ কথা কহসি আমারে ।।
ঘরের ভিতরে ধন আছে[৫] গোফা গোফা।
গিরির[৬] মাথায় চুল নাঞি নাবার[৭] মাথায় যে খোপা।[৮]
ভাল মোর অধিকার আছয়ে নগরে।
কালুকা পাইমু তোরে হস্তের উপরে ।।
ভাঁড়ুর বচনে ধনা কাঁপে থর থর।
আস্তে ব্যেস্তে উঠিয়া চাপিয়া ধরে কর ।।
পরিহাস কৈলাম তাই করি দরাদরি।
চাউল নিয়া খাও তুম্মি কড়ি দিয় বাড়ি ।।
এথেক শুনিয়া ভাঁড়ু বসিল চাপিয়া।
সের অষ্ট দশ চাউল লইল মাপিয়া ।।

[১] খ, ছ, ঘ—পসারী ; গ—পৌসারী। [২] ছ—মজুর। [৩] খ, ছ ; ক, গ—লইবা।
[৪] প্রাপ্ত পাঠ—গর্ভে। [৫] খ, গ—রাখ। [৬] <গৃহী। [৭] গ—বাঞিয়ন ; খ—ডিঙ্গরের।
[৮] ছ—গিন্নীর মাথে চুল নাহি বাঁদির মাথে খোপা ।।

চাউল লইয়া হইল তবে ভাঁড়ুর গমন।
পুরার[১] পসারে গিয়া দিল দরশন॥
ভাঁড়ু দত্তে বোলে পুরা[২] কহি নিজ কাজ।
বাছিয়া বাছিয়া মোরে দেয়ত আনাজ॥
নিত্য নিত্য যোগাও আনাজ দেয়ত আমারে।
তঙ্কা ভাঙ্গাইয়া কড়ি দিয়া যাইমু তোরে॥
সাত পাঁচ[৩] বুলি তারে বোলে ভাই ভাই।
শাক[৪] বাইগন মূলা লইল তার ঠাঞি॥
আনাজ লইয়া হইল ভাঁড়ুর গমন।
লোনের পসারে গিয়া দিল দরশন॥
মলুকি মলুকি[৫] বলি গেল তার কাছে।
কালুকার মুজ[৬] বাকি তোহ্মা স্থানে আছে॥
বিশ্বাস বোলাই বীরে আনায়ে গোচর।
কথেক মজুত কড়ি বোলয়ে সত্বর॥
"মলুকিরা আড়াঙ্গ করিলা স্থানে স্থানে।
তে কারণে তোমার লোন কেহ নাহি কিনে॥"
তোর ভাগ্যে সেইখানে আছিলাম আপনি[৭]।
প্রকারে বুঝাইয়া শান্ত কৈলাম বীরমণি॥
মলুকি বোলে ভাঁড়ু দত্ত কৈলা উপকার।
কিছু লোন লই যাহ আপনে খাইবার॥
লবণ লইয়া হইল ভাঁড়ুর গমন।
তৈলের পসারে গিয়া দিল দরশন॥
কি তৈল কি তৈল বলি হাত জাবড়ায়ে।
আপনার গোপে[৮] দিল ছাবালের মাথায়॥
ভাঁড়ুদত্তে বোলে তেলী তৈল দেয় মোরে।
তঙ্কা ভাঙ্গাইয়া কড়ি দিয়া যাইমু তোরে॥
ক্রোধ না কর ভাঁড়ু মোর দিকে চাহ।
এক পাবা[৯] তৈল দেম বাকিতে[১০] লইয়া যাহ॥

[১] ক, গ, ঘ; খ, ছ—আনাজের। [২] ছ—খুড়া। [৩] প্রাপ্তপাঠ—পাচ।
[৪] প্রাপ্তপাঠ—সাঁক। [৫] গ—মলকি মলকি; খ, ঙ, ছ—মলঙ্গি মলঙ্গি।
[৬] খ—মজ কুড়নি; গ—মজুতা কড়ি; ঙ, ছ—মজুত বাকি। [৭] খ, ছ, গ; ক—আস্থি।
[৮] খ—গাএ। [৯] ছ—পোয়া। [১০] ঙ, গ—বাড়ীতে; খ, ছ—কড়ির নাহি দায়।

তৈল লৈয়া হইল ভাঁড়ুর গমন।
পানের পসারে গিয়া দিল দরশন॥
ভাঁড়ুদত্তে বোলে বারুই কহি তোমার ঠাঁই।
কালু গুরু-কৃত্য[১] পঁচিশ[২] বিড়া পান চাহী॥
বারুই বোলে ভাঁড়ু দত্ত আইলা এথায়।
পাঁচ বিড়া পান নেয় কড়ির নাঞি দায়॥
পান লইয়া হইল ভাঁড়ুর গমন।
গুয়ার পসারে গিয়া দিল দরশন॥
ভাঁড়ু দত্ত বোলে পসারী গুয়া দেয় মোরে।
তঙ্কা ভাঙ্গাইয়া কড়ি দিয়া যাইমু তোরে॥
পসারী বোলে ভাঁড়ু দত্ত গুয়া নাঞি এথা।
বারে বারে খাও গুয়া কহি মিথ্যা কথা॥
তঙ্কা ভাঙ্গাইয়া মজুতে আন কড়ি।
রুজু দিয়া পাঠাইব গুয়া পাইবা বাড়ী॥
ভাঁড়ু বোলে তোর বাক্যে লাগিল[৩] তরাস।
গুয়ার কড়ি হোতে ফান্দা পাইমু একমাস[৪]॥
সেই খানে বসি ছিল গোবিন্দ পালিত[৫]।
কি কইলা কি কইলা ভাঁড়ু বাক্য বিচলিত॥
ভাঁড়ু দত্তে বোলে প্রজা বার্ত্তা নাহি পাও।
সুখে অন্ন জল খাও সুখে[৬] নিদ্রা যাও॥
মহাবীর স্থানে লেখিছে দণ্ডধর।
ত্বরায়ে পাঠাইয়া দেয় গুজরাটের কর॥
পত্র পড়িয়া চাহি ব্যাধনন্দন।
বোলে কোন্ মতে হইব গুজরাটের ধন॥
হেনকালে বসিছিলাম বীরের একুধারে।
যথেক ফান্দার[৭] ভার দিলেক আমারে॥
যথ কথা কহে বীর আজ্ঞা করি বড়া।
গাড়ু কম্বল দিল পাটের পাছোড়া॥

[১] খ, গ, ঘ, ঙ, ছ; ক—কীর্ত্তন। [২] খ, গ, ঙ—দুই। [৩] খ, গ, ঘ, ছ—নাহিক।
[৪] খ—যথ গুয়ার কড়ি পাইবা আর এক মাস; গ—গুয়ার কড়ি ফান্দাতে পারাইমু এক মাস; ছ—গুয়ার কড়ির ফল তুমি পাইবা এক মাসে।
[৫] খ—নাপিত। [৬] গ, ছ—শুইয়া। [৭] খ—খাজনার; ছ—কর্ম্মের।

কালুকা প্রভাতে পাইক পাঠাইমু থরে থরে।
তুলিয়া[1] দিবেক টান গাছের[2] উপরে ।।
ভরতের শাপে লোক হইয়া গেল মুড়া[3]।
সাক্ষাতে থাকি[4] পুত্র বাপ আটকুড়া ।।
ভাঁড়ুর বচনে প্রজা অন্তরে কাঁপিল।
করে ধরি ভাঁড়ু দত্তের কহিতে লাগিল ।।
পরিহাস্য কৈল বাপু কৈল দরাদরি।
গুয়া নিয়া খাও তুহ্মি নাহি দিয় কড়ি ।।
গুয়া লইয়া হইল ভাঁড়ুর গমন।[5]
মধ্যনগর[6] হাটে গিয়া দিল দরশন ।।
মধ্যনগরে ভাঁড়ু প্রজা করে বল।
চিড়া মিঠা লৈল ভাঁড়ু সন্দেশ বহুল ।।
বেসাতি করয়ে ভাঁড়ু কাররে না দে কড়ি।
পসার দিয়া বসিয়াছে ঘোষের মাও বুড়ী ।।
তের বুড়ির দাধি ভাঁড়ু হস্তে করি লইল।
সেই দধি লই ভাঁড়ু সত্বরে চলিল ।।
ভাঁড়ু দত্তে বোলে শুন ঘোষের মাও বুড়ী।
দধি খাইবার যাই বাড়ীত লইয় কড়ি ।।
পরিচারক নাই বাপু দোহাইতে গাঞি।
স্বকীয় দ্রব্য নহে তোর ধারে দিয়া যাই ।।
কথার ছেছর তুহ্মি দধি খাইতে চাহ।
আপনার মাথাটি খাও দধি এড়ি যাও ।।
ভাঁড়ু দত্তে বোলে বুড়ী কি বলিব তোরে।
ধনের গর্ব্বে এথ কথা বোলহ আহ্মারে ।।
তোর পুত্র শ্যাম ঘোষ তে কারণে সহি।
অন্য জন হইলে এহার কথা কহি ।।
চোরা গাই কিনিয়া বুড়া তোমার বসত।
এহার বাদী হইয়াছে গ্রামের রায়ত ।।

[1] গ—গুয়া।
[2] ছ—পতাকা তুলিয়া দিবে।
[3] ঙ, ছ—মূঢ়।
[4] গ, ছ—থাকিতে।
[5] ইহার পর গ—অতিরিক্ত—চুনের পসারে গিয়া দিল দরশন ।। চুনুয়া বসিয়া তবে বচেন করি (?)। ভাঁড়ু দত্তে লৈল চুন ভরিয়া টোকরি ।। চুন লৈয়া হৈল তবে ভাঁড়ুর গমন।
[6] খ, গ; ক—কাপড়ুয়ার হাটে; ঙ, ছ—লাড়ুর পসারে।

ভাঁড়ুর বচনে বুড়ার অন্তরে কম্পিল।
করেত ধরিয়া তাকে কহিতে লাগিল ॥
পরিহাস কৈল বাপু কৈল দরাদরি।
খাও নিয়া দধি তুহ্মি কাইল দিও কড়ি ॥
দধি লইয়া হইল ভাঁড়ুর গমন।
মাছের পসারে গিয়া দিল দরশন ॥

মেছুনী কর্ত্তৃক ভাঁড়ুকে উপযুক্ত শিক্ষা দান

মাছোনি বসিছে মৎস্যের পসার লইয়া কোলে।
পসার হোন্তে মৎস্য ভাঁড়ু বাছি বাছি তোলে ॥
মৎস্য ধরি ডোমনীয়ে করে টানাটানি।
কড়ি না দিয়া মৈছ্য লইয়া যাও কেনি ॥
ভাঁড়ু দত্তে বোলে ডোমনী বলিরে তোমারে।
এথ কাল মৎস্য বেচ কর দেয় কারে ॥
ডোমনীয়ে বোলে ভাঁড়ু তুই তার কে।
করের লাগি ধরিবেক জোয়াতি[১] হয় যে ॥
এই মুখে তুহ্মি আমার মৈছ্য খাইবা।
আমার সঙ্গে অখনে বীরের স্থানে যাইবা ॥
গালাগালি করিল বহুল হুড়াহুড়ি।
কচ্ছ হোতে ভাঁড়ু দত্তের পড়ে ভাঙ্গা কড়ি ॥
ভাঙ্গা কড়ি পড়ে ভাঁড়ু বহু লজ্জা পায়ে।
মৎস্য এড়িয়া ভাঁড়ু উঠিয়া পলায়ে ॥
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হৈয়া শোভে ॥

পয়ার

রাজসভায় ভাঁড়ুর অশোভন আচরণ
ভাঁড়ুর শাস্তি

সেই দিন ভাঁড়ু দত্ত বঞ্চিল মন্দিরে।
প্রভাতে উঠিয়া যায় দেয়ান করিবারে ॥

১ <যোগ্য ব্যক্তি (?); খ, ঙ—জগতি; গ, ঘ,—জোগাতি; ছ—মালিক।

সেই দিন মহাবীর মিলিল সভাতে।
মধ্যস্থানে বৈসে ভাঁড়ু আচছাদি সভারে।।
সেই দিকে কালকেতু পাতিছিল মন।
তখন কিছু না বোলিল সভার কারণ।।
পুষ্প চন্দন দিল প্রজাগণের তরে।
দেয়ান ভাঙ্গিল প্রজাগণ যাইতে ঘরে।।

আগে চন্দন পাইল মণ্ডল বুঢ়ন।
তাহা দেখি ভাঁড়ু দত্তের পুড়ি উঠে মন।।
অন্তরে পোড়য়ে হিয়া সহিতে না পারে।
স্ফুট-ভাষী হইয়া বোলে সভার ভিতরে।।
ঠাকুর যে অল্প জাতি কি বোলিব তোরে।
তুহ্মি কি জানিবা বীর আমার ব্যবহারে।।
দত্তকুল অল্প জাতি তোমার জ্ঞেয়ান।
ভাঁড়ু থাকিতে চন্দন পায় অন্য জন।।
যখনে আছিল ঘর নগর গোলাটে।
মাংসের পসার লই ফুলরা যাইত হাটে।।
অখনে পরের ধনে হইছে ঠাকুরাল।
হেন জান সেই ধন তোমার হইছে কাল।।
আমারে কুরূপ দেখি মনে অল্প জ্ঞান।
এই পুরী মজাইতে চলিলু দেয়ান।।

মহাবীরে বলে মোর ধারে আছ কে।
নির্জাস[১] করিয়া ভাঁড়ুর গালে চোয়াড় দে।।
ভাঁড়ু লইয়া বীরের পাইকে করে ধরাধরি।
চোয়াড় চাপড় মারি উখাড়িল[২] দাড়ি।।
কিলের কারণে ভাঁড়ুর ফাটি যায়ে বুক।
ভূমিতে পড়িয়া দেখে মণ্ডলের মুখ।।
মণ্ডলে বোলয়ে বাপু করি নিবেদন।
লাঘব হইল ভাঁড়ু রক্ষয়ে জীবন।।
মণ্ডলের বাক্যে ভাঁড়ু এড়ান পাইল।
ঝাড়িয়া গায়ের ধূলা বাড়িতে চলিল।।

[১] ক, খ, গ, ঘ, ঙ; ছ—নির্ঘাত। [২] খ, গ, ঙ—উফাড়িল।

পন্থে পড়া ফুল তবে মাথে তুলি দিল।
কপট হাসিয়া তবে বাড়ীতে চলিল॥[১]

বাড়ীর নিকটে গিয়া ডাকয়ে রমণী।
ত্বরায় আনিয়া দেহ এক ঝারি পানি॥
প্রভুর বচন শুনি রমণী অস্থির।
ভাঙ্গা বাহাসে করি আনি দিল নীর॥
ভাঁড়ু দত্তে দেখিয়া রমণী ফোঁফায়ে।
দেয়ানেতে গেলে প্রভু ধূলা কেন গায়ে॥

ভাঁড়ু দত্তে বোলে প্রিয়া শুনরে কর্কশা।
মহাবীরের সঙ্গে আজু খেলাইছি পাশা॥
ক্রমে ক্রমে বীরে হারিছে দশ পাড়ি।
রসের রসিক হই কৈলাম ধূরাধূরি[২]॥
ধূরাধূরি করিয়া পাইছি বড় রস।
মহাবীরের গায়ে দিছি এমন দ্বাদশ॥
কি বোলিতে পার প্রিয়া বীরের মহত্ব।
তাহার পীরিতে বশ হইলাম ভাঁড়ু দত্ত॥

ভাঁড়ুর কলিঙ্গরাজ-সমীপে যাত্রার উদ্যোগ

মিথ্যা বাক্যে রমণীরে করিয়া প্রতীত।
বাড়ীর গোধার[৩] জলে ডুব দিলেক ত্বরিত॥
দেয়ানেতে যায়ে ভাঁড়ু মনে নাঞি হেলা।
চুরি করি লইলেক ফুল কাঁচকলা॥
ভেট সজ্জা লয়ে ভাঁড়ু করি পরিপাটি।
বাড়ীর বার্ত্তা[৪] শাক তুলি বান্দিলেক আঁটি॥
বীরের খাসি লইয়া ভাঁড়ু দেয়ানেতে যায়ে।
তারকপুর সিঙ্গারপুর[৫] ত্বরায়ে এড়ায়ে॥
বিনোদপুর এড়াইয়া যায়ে চণ্ডীর হাট।
উপনীত হইল গিয়া যথা রাজপাট॥

১ এই দুই পংক্তি—গ।
২ ঙ—ধূলাধূলি; খ, ছ—হড়াহড়ি; গ—ধরাধরি।
৩ খ, গ, ঙ—কুয়ার।
৪ গ, ঘ, ঙ, ছ—বাথুয়া। ছ—সিংহপুর।

ভেট সজ্জা থুইয়া ভাঁড়ু যায়ে একু ভাগে।
দণ্ড প্রণাম কৈল ভূপতির আগে।।
সারদা-চরণে সরোজ-মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হৈয়া শোভে।।

রাগ সুহি

নিবেদহুঁ নরনাথ কর অবধান।
রাজ্যেত বণিক[১] হইল ব্যাধ বলবান।।
গোপতে সৃজিল পুরী গুজরাট নগরে।
ব্যাধ-নন্দন হইয়া ছত্র ধরে শিরে।।
বড় অহঙ্কার করে তোহ্মা নাহি গণে।
ভূপতি হৈল বেটা তোহ্মা বিদ্যমানে।।[২]
বাছের বাছ পাইক রাখে বিয়াল্লিশ হাজার গোটা।
নিত্য নিশান মারে দিয়া চুনের ফোঁটা।।
শঙ্করসদৃশ যদি পঞ্চবক্ত্র হই।
তবে সে এহার কথা তোমা স্থানে কহি।।
এথেক কহিল যদি ভাঁড়ুয়ে বচন।
ভূপতি শুনিয়া তবে বুলিল তখন।।

রাগ পঠমঞ্জরী

গুজরাটে কলিঙ্গপতির গুপ্তচর-প্রেরণ

শুনিয়া ভাঁড়ুর বোল রাজা হৈল উতরোল
আনায় নিশির অধিপতি।
জীয়ার[৩] নাহিক কাজ বহুল পাইলু লাজ
বলি নিয়া দেয় শীঘ্রগতি।।
বণিক রাজ্য ভাঙ্গি নিল তাহা মোরে না জানাইল
কলিঙ্গ হৈল ছারখার।
নয়ানে দেখিতে নারি এমত পরাণের বৈরি
কহি আহ্মি বচন যে সার।।

ছ—বসতি। [২] এই দুই পংক্তি—গ, ঙ।
[৩] খ—আনের; গ, ঘ—জীবনে; ছ—বলার।

রাজার বচন শুনি পঞ্চ পাত্রে ভয় মানি
কহিতে লাগিল যোড় করে।
তাহার বচন শুনি প্রত্যয় না যাঞি পুনি
ত্বরিতে পাঠাও দুই চরে॥
ধামাই কামাই চর তারা দুই সহোদর[১]
আনিয়া বহুল কৈল মান।
রাজার আরথি[২] পাইয়া অন্তরে হরিষ হইয়া
গুজরাটে করিল প্রয়াণ॥
জনমে জনমে যেন দুর্গার চরণ ধন
বিস্মরণ না হউক আমার।
দ্বিজ মাধবে বোলে দেবীপদ-কমলে
করযোড়ে করম পরিহার॥

বিষ্ণুপদ[৩]

কার ঘরে চিকন কালা হের দেখা যায়ে।
সুগন্ধি কুসুম ত্যেজি অলি পাছে ধায়ে॥
চিকন কালারে গো দেখিতে যাইবা কে।
নিরখিতে নারি কালা মেঘে ঝাঁপিয়াছে॥
কালা নহে গোরা নহে কেবল রসময়।
হাঁটি যাইতে ঢলি পড়ে প্রাণী কাড়ি লয়ে॥

পয়ার

চরের গুজরাট-দর্শন

যেন মাত্র চরে রাজার আজ্ঞা পায়ে।
এক লক্ষের কাপড়[৪] তুলিয়া দিল গায়ে॥
যমধারা খাঁড়া ছুরি কটিতে কাঁছনি।
ভট্টের ভেসে দুই ভাই গুজরাট সাজনী॥

[১] প্রাপ্তপাঠ—সসোধর। [২] গ, ঙ, ছ—আদেশ।
[৩] খ, গ, ঙ। [৪] খ—কামাই; গ, ঙ—কাপাই।

ভট্টবেশে দুই ভাই গুজরাটে যায়।
অবিলম্বে ঠেকে গিয়া প্রচণ্ড থানায়॥
চকি দেখিয়া আইল[১] চর দুই ভাই।
পরিচয় দেহি তারা প্রচণ্ডের ঠাঞি॥
কাম[২] কামাখ্যা যথ আর খোরাসানি[৩]।
সেই সব দেশ হোতে বীরের ধ্বনি[৪] শুনি॥
বীর ধন্য ধন্য প্রশংসে সর্ব্বজন।
তানে সম্ভাষিতে দুই ভাইর আগমন॥
ভট্টমুখে শুনিয়া যে বীরের প্রশংসা।
অনুরোধে তাহারে না করিল হিংসা॥
বীরের নগরে ভট্ট করিল প্রবেশ।
একে একে ভ্রমে সব গুজরাট দেশ॥
নগরে প্রজার ঘর দেখে সারি সারি।
নেতের পতাকা উড়ে কনকের বাড়ি॥
কোনখানে দেখে ভট্ট পাইক[৫] বাঙ্গালী[৬]।
কোনখানে বৃন্দাবনে পুষ্প তোলে মালী॥
রাহুতে করয়ে মেলি চাপি অশ্ববরে।
স্থানে স্থানে দেখে ভট্ট মত্ত করিবরে[৭]॥
দুই সন্ধ্যা চরে দেখে পাইকের সাজন।
নৃত্য গীত আনন্দেত যথ প্রজাগণ॥
চৌহাটে দেখি[৮] হইল ভট্টের গমন।
বীর বিদ্যমানে গিয়া দিল দরশন॥
বীরের গোচরে ভট্ট করে আশীর্ব্বাদ[৯]।
বিবিধ প্রকারে বীরে দিলেন প্রসাদ[১০]॥
বীর সম্ভাষিয়া ভট্ট করিল গমন।
ভূপতির বিদ্যমানে দিল দরশন॥
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হইয়া শোভে॥

১ খ—বসিল। ২ ছ—কামরূপ। ৩ খ—যে গোসানী। ৪ খ—যশ।
৫ খ, ছ—বাহলী। ৬ গ—বীরের কাছারী। ৭ এই দুই পংক্তি—খ, ঙ।
৮ গ, ঙ; খ—চৌহাট্ট লেখি। ৯ খ—রাএবার।
১০ খ—বিস্তর প্রসাদ পাইল নানা অলঙ্কার।

রাগ মল্লার

কলিঙ্গ-রাজ সমীপে চরের গুজরাট-বর্ণন

রাজারে নোঁয়াইয়া মাথা দুই চরে কহে কথা
শুন রাজা কর অবধান[১]।
নাহি লোকের রোগশোক নানা বিধি ভুঞ্জে ভোগ[২]
গুজরাট অযোধ্যা সমান ॥
চণ্ডীপুর গ্রাম যাইতে পাইক রাহুত দুই ভিতে
চিনিয়া ধরিল নিশীশ্বর।
ভট্টবেশে দুই ভাই এড়াইনু[৩] তার ঠাঞি
প্রবিশিলু[৪] নগর ভিতর ॥
উত্তরিয়া নগরে প্রজা দেখি ঘরে ঘরে
বীরেরে প্রশংসে সর্ব্ব জনা।
পুত্র সম পালে যেন সব হরষিত মন
রাজকর করিয়াছে মানা ॥
দেখি বীরের সৈন্যগণ যুদ্ধবেশ[৫] অনুক্ষণ
বলাবল কেহ নাহি আঁটে।
মত্ত কুঞ্জর হয়ে দেখিতে লাগয়ে ভয়ে
বীরের প্রতাপে শিলা ফাটে ॥
বীরের যে গড়-খাই না জানি কতেক বাহী[৬]
নায়রা[৭] বাহিতে পারে জোরে।
হাঙ্গর কুম্ভীর তায় মনুষ্য ধরিয়া খায়ে
তীরে দাঁড়াইতে[৮] নাহি পারে ॥
প্রাতে সন্ধ্যা দুই বেলা শঙ্খধ্বনি কর্ণতালা
প্রতি ঘরে বাজে জয় ঢোল।
ঢেমসি দগর কাড়া ঘন ঘন পড়ে সাড়া
ঘরে ঘরে জয় জয় রোল ॥

[১] খ, গ, ঘ, ঙ, ছ; ক—আমার বচন। [২] খ, ঙ—লোক।
[৩] গ—ছোড়াইনু। [৪] খ, গ, ঘ—প্রবেশিলু।
[৫] খ, ছ, ঙ—মেলা করে; গ—মেলা করি কোন জন।
[৬] খ, ঙ; ক, গ, ঘ, ছ—ঠাহি—তু: "থাহি"—চর্য্যাপদ।
[৭] খ, গ—বালাম; ছ—নাওয়া। [৮] খ, গ, ঙ; ক—ভেরাইতে।

কালকেতু বড় রঙ্গী সম্মুখে[১] বিচিত্র টঙ্গি
দুই সন্ধ্যা পাইকের সাজন।
নৃত্য গীত আনন্দিত প্রজা দেখি চতুর্ভিত[২]
কি করিতে পারে অন্য জন।।

রাগ গুঞ্জরী

কলিঙ্গপতির যুদ্ধ-সজ্জা

সাজ সাজ যুদ্ধ মুখে ভূপতি সঘন ডাকে
রাজ্য সমেত পড়ে সাড়া।
অস্ত্র ধরিতে যেবা জানে চলহ রাজার স্থানে
ঘন ঘন বাজে শিঙ্গা কাড়া।।
মারে সব রণঝাঁপ রণসিংহ করে দাপ
রণভীম আর রণজিত।
রণের বার্ত্তা পাইয়া হাতে অস্ত্র লই ধাইয়া
রণ শুনি আইল আচম্বিত।।
সাজিল হানিপ[৩] রায় সিংহের বিক্রমে ধায়ে
সিংহ রায় ছাড়ে কোপানলে।
রাজার রাহুত ধায়ে রণ শুনি আগুয়ায়ে
পুরিল সৈন্যের কোলাহলে।।
সাজিল যথেক রাজ নানাবিধ করি সাজ
জম্বুকীতে[৪] আনল ভেজায়ে।।
সাজিলেক ধনুর্দ্ধর চাপ-গুণে যুড়ি শর
ডাকিয়া কহিছে বারে বার।
যাই থাক স্থানে স্থানে জাগি থাক সর্ব্ব জনে
কেহ পাছে ভাঙ্গে পাটোয়ার।।
সাজিলেক মহাশয়[৫] রিপুকুল করিতে ক্ষয়
ধরিবারে ব্যাধ-সুন্দর।
অশ্ব চলে প্রচুর গগনে উঠয়ে ধূর
লক্ষ লক্ষ চলয়ে কুঞ্জর।।

১ খ, গ, ঙ; ক—অস্পষ্ট; ছ—জলে। ২ খ; ক, ছ—প্রজাকুল হরষিত।
৩ খ, গ—হাণ্ডিপ ৪ খ—কামানেতে। ৫ ছ—সেনাচয়।

ইরাকী টাঙ্গন তাজী সুরঙ্গ কুম্বদ বাজী
সিন্ধুদেশী তুরগ প্রখর।
কুদিতে কুদিতে যায় গগন ছুইতে চায়
ধরিয়া রাখয়ে মীরা[১]-খোর ॥

পয়ার

কলিঙ্গ-সেনার গুজরাট যাত্রা

সাজো সাজো করি রাজা সভার দিকে চাহে।
চকিয়াল পাইকে সাজে সমুদায়ে ॥
রণগাজী সাজিলেক রণেরে পাগল।
প্রতি কোপে ছিঁড়ে রণে লোহার শিকল ॥
রসিক মঙ্গল সাজে রাজার সহচর।
বিরোধ বাধাইতে দেহি এক হাতে তার[২] ॥
রাজার ভাই শুভঙ্কর সাজিল আপনি।
তার সঙ্গে তিন কোটি সেনার সাজনী ॥
সুবর্ণজড়িত শৃঙ্গ ললাটে দর্পণ।
মহিষপৃষ্ঠেত চড়ি যম দরশন ॥
দেবাই দুভাই সাজে দুই সহোদর[৩]।
তার সঙ্গে ফৌজ সব চলিল বিস্তর ॥
শিরে টৌপর শোভে কটিতে কিঙ্কিণী।
নানা বাদ্য বাহে মেলায়ে শব্দ[৪] শুনি ॥
তার বলয় শোভে নেপুর দুই পায়।
ঘামের কারণে পাইক রেণু[৫] মাখে গায় ॥[৬]
রাজা ডাইনে করি ফৌজ করে নমস্কার।
অন্তঃপুরে জয়ধ্বনি হইল অপার ॥
রণপানে যায়ে পাইক কারে নাহি ডর।
জলপানে শুখাইল ডীঘি সরোবর ॥

[১] ছ—বাজিপাল। [২] =তুড়ি (?)<তালি। [৩] প্রাপ্ত পাঠ—সসোদর।
[৪] খ, ঙ—কেহ সুললিত ধ্বনি; গ—মেলাত কোলাহল শুনি; ছ—মারকাট।
[৫] খ—ধুলা। [৬] খ, গ, ঙ, ছ; ক—সমর কারণ পাইক রণমুখে ধায়।

পৃথিবী পুরিয়া সব রাজসেনা যায়।
অবিলম্বে ঠেকে গিয়া প্রচণ্ড থানায়॥
চকি দেখিয়া তবে বোলে নিশিপতি।
দেবাই দুভাই শুন আমার যুকতি॥
মহাবীরের স্থানে তবে পাঠাও রায়বার।[১]
জানিয়া করয়ে বীর কেমন ব্যবহার॥

কালকেতুর নিকট রায়বার প্রেরণ

দেবাই নামে চর ছিল কটক ভিতর।
ডাকিয়া আনিয়া তারে বলে দেবীবর॥
দেবাই[২] বোলে শুন চর আমার উত্তর।
রায়বার চালাইয়া দেয় বীরের গোচর॥
দেবাইর[৩] বচনে চর নোয়াইয়া মাথা।
উপনীত হইল গিয়া কালকেতু যথা॥
চরে বলে শুন বাক্য ব্যাধ সুন্দর।
রাজসেনা চলি আইসে তোমার উপর[৪]॥
যুদ্ধ করিবা নও রাজারে দিবা কর।
দুই মত কহিলাম যেই মত ধর॥
কালকেতু বলে চর কহি তোম্মা স্থানে।
গহন কানন খান জানে সর্ব্ব জনে॥
দুর্গার আজ্ঞায় কারছি নগর পত্তন।
কর নিতে চাহে যদি দণ্ড সুলক্ষণ॥
বীরবংশে জন্ম রাজারে দিব রণ।
এথেক শুনিয়া চর করিল গমন॥
দেবাই[৫] বিদ্যমানে গিয়া দিল দরশন।
কহিল যথেক সব বীরের কথন॥
এক চাপে চলিলেব নৃপতির ঠাট।
গড়েত প্রবেশ করে ঠেলিয়া কপাট॥
বীরের পাইকে বলে বেটা নাহি চিহ্ন গায়।
গড় হোতে রাজার পাইকে ডাকিয়া রহায়॥

১ গ, ঘ, ছ। ২ ক—রাজা। ৩ ক—রাজার।
৪ খ—অন্তর; ছ—নগর। ৫ ক—রাজা।

মহাবীরের পাইক বলে তোরা হও কে।
কথাকারে যাও তোরা পরিচয় দে ।।
রাজসৈন্য বলে আমরা যাই গুজরাট।
কালকেতু ধরিতে পাঠাইছে[১] নৃপ ঠাট ।।
বীরের পাইকে বোলে নাহি চিহ্ন গা।
আপনার ভালাই চাহি যুদ্ধ দিয়া যা ।।
দুই সৈন্যে বোলাবুলি[২] কেহ নাহি সহে।
শুনিয়া রুষিল প্রচণ্ড মাধবে গায়ে ।।

রাগ কানোয়ার

গুজরাট আক্রমণ

যুদ্ধে প্রচণ্ড ভাইয়া কোপে প্রজ্বলিত হইয়া
মালশাট মারে পাক দিয়া।
শিঙ্গায়ে ত দিল সান পৃথিবী কম্পমান
সেনাগণ আইসে ধাইয়া ।।
গালাগালি পাইকে পাইকে শর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে
কুঞ্জরে কুঞ্জরে চোপাচুপি।
অস্ত্র কাছনি করি তুরগ উপরে চড়ি
রাহুতে রাহুতে কোপাকুপি ।।
রোষে বোলে কালুদণ্ড শুন ভাই প্রচণ্ড
মিথ্যা করহ হটাহট।
কালকেতু ধরিমু লুটিমু পুড়িমু
নগর করিমু ধূলপাট[৩] ।।
রাহুত সব সারি সারি কামানেত[৪] গুলি ভরি
গড়-ঘরের[৫] আগে থাকিয়া ডাকে।
সেনা লইয়া কালু রায় কিঞ্চিৎ[৬] নয়ানে চাহে
গুলি পড়য়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ।।

১ প্রাপ্ত পাঠ—পাচিছে।
২ গ, ঙ, ছ—গালাগালি।
৩ খ, গ, ছ; ক—লণ্ডভণ্ড।
৪ গ—তবকেত; ছ—তড়াগেতে।
৫ গ, ঙ—গয়ার।
৬ গ, ঘ—কুঞ্চিত; ছ—কটাক্ষ।

যথেক ধনুর্দ্ধর চাপ-গুণে যোড়ে শর
এড়িয়া বোলয়ে মার মার।
শর লাগে যার গায়ে পড়ে মূর্চ্ছিত[১] হয়ে
বুকে লাগি পৃষ্ঠে হয়ে পার ॥

পয়ার

কালুদণ্ডে বোলে প্রচণ্ড শুনরে উত্তর।
কিসের যুদ্ধের ঠাট তোমার সমর ॥[২]
সহিতে না পারে প্রচণ্ড চালক[৩] বচন।
কালুর উপরে করে অস্ত্র বরিষণ ॥
সহিতে না পারে কালু প্রচণ্ডের শরে।
তুরিতে বরশা লইয়া কালুদণ্ডে মারে ॥

যুদ্ধে গুজরাট সেনাপতির পতন

কালুদণ্ডে বর্শা মারে প্রচণ্ডে নাহি দেখে।
বর্শা খাইয়া প্রচণ্ড পড়ে ঘন পাকে ॥
সেনাপতি পড়িলেক খসিল কপাট।
চারিদিকে ভঙ্গ দিল বীরের[৪] যথ ঠাট ॥
আগু ভাঙ্গয়ে পাইক পাছু নাহি চাহে।
পাছু থাকি কোটোয়ালে ডাকিয়া রহায়ে ॥
তা দেখিয়া রাজার সৈন্য ঘন ঘন ডাকে।
গুলি খাই কোটোয়ালে পড়ে ঘন পাকে ॥
চকি মারিয়া পাইক উঠে গুজরাটে।
নারাচ সান্ধী দুই দ্বারী দুহার মাথা কাটে ॥
গড় লঙ্ঘি রাজার সেনা যায় ভাগে ভাগে।
হেন কালে ভাঁড়ু দত্ত কহে সভার আগে ॥
ভাঁড়ু দত্তে বোলে শুন অহে দেবীবর।
হেলা[৫] যুদ্ধ না করিবা লঙ্ঘিতে এই গড় ॥

১ প্রাপ্ত পাঠ—মোহশ্চিত। ২ খ—কিসেরে আপনে মর করিয়া সমর।
৩ খ—তর্জ্জন।
৪ খ, গ, ঘ, ঙ, ছ; ক—নৃপতির। ৫ খ—ত্বরা।

কলিঙ্গ-সেনা কর্ত্তৃক নগর অবরোধ

হের এক বাক্য কহি করি যোড় করে।
চারি লক্ষ সৈন্য আগে পাঠাও[১] চারি দ্বারে॥
দক্ষিণে রহিল দেবাই লইয়া সেনাগণ।
পূর্ব্ব দ্বারে জনার্দ্দনে করে মহারণ॥
কালুদণ্ডে সেনা লইয়া উত্তরে রহিল।
রাজভাই শুভঙ্কর পশ্চিমে রহিল॥
চারিদিকে রহিলেক নৃপতির ঠাট।
গড় লঙ্ঘিয়া পাইক উঠে গুজরাট[২]॥

রাগ পঠমঞ্জরী

পূর্ব্ব দ্বারে রত্নাকর সংগ্রামে না বাসে ডর
মার কাট সঘন ফুকারে।
জনার্দ্দনের শর ঘায়ে ভূমিতে পড়ি রহায়ে
লক্ষ লক্ষ পড়িল কুঞ্জরে॥
বুঝিয়া সেনার বল রত্নাকর সত্বর
কুঞ্জর টুকাইয়া দিল রণে।
ঘোর আর্ত্তনাদ করে শুণ্ডে জড়াই ধরে
ক্ষিতি পাড়ি চিরয়ে দশনে॥
পড়িল বীরের সেনা কটকেতে ঘোষণা
নৃপদলের ঘুচিলেক ভয়।
দ্বিজ মাধবে বোলে দেবীপদকমলে
পূর্ব্ব দ্বারে রাজার হইল জয়॥

রাগ নট কামোদ

বিপক্ষ সেনার গুজরাট নগরে প্রবেশ ও গুজরাট-বাহিনীর পলায়ন

পশ্চিম দ্বারেতে দেবাই করিল উঠানি।
কটকে ঘোষণা হইল মার কাট ধ্বনি॥
তুরিতে আইল কটক গড়ের যে দ্বার।
পুষ্পকেতু এড়ি পাইক ভাঙ্গে পাটোয়ার॥

১ পাণ্ড পাঠ—পাচত্ত। ২ এই ৫ পংক্তি খ।

রাজার অনুজ সুত করে নানা সন্ধি।
মায়ারণে পুষ্পকেতু হইয়া গেল বন্দী॥
চোয়াড় চাপড় মারে কেহ চুল ধরে।
ভগ্ন পাইকে কহে গিয়া ফুলরা গোচরে॥
গড় লঙ্ঘিয় রাজার পাইক উঠিল নগরে।
চারিদিকে উঠিলেক নৃপতির দলে॥
যথেক বাঙ্গাল পাইক ভয় পাইয়া মনে।
পিন্ধন্ত বাস খসিলেক কেশ খসে রণে॥[১]
পলায় কৈবর্ত্ত[২] পাইক মনে পাইয়া ভয়ে।
বাঁশ ফেলাইয়া[৩] বনে লুকাইয়া রহে॥
পলায় যে ডোম[৪] পাইক মনে ভয় পাইয়া।
রহিল সমরে কাটামুণ্ড মাথে দিয়া[৫]॥
কর্ম্মকার পাইকে বলে করিয়া বিনয়ে।
ধার গুরু[৬] বধিতে[৭] তোহ্মার ধর্ম্ম নহে।
নট পাইকে বোলে বাপু আহ্মি পাইক নহি।
বেগার ধরি আনিয়াছে পরের বোঝা বহি॥
যথেক ব্রাহ্মণ পাইকে পৈতা ধরি করে।
দন্তে তৃণ লই কেহ গায়ত্রী উচচারে॥
যথেক যোগী পাইকে দণ্ড করি করে।
মুই নহে মুই নহে করিয়া শব্দ করে॥[৮]
মুসলমান বলে যদি শির বাঁচি যাঞি।
আর না আসিব ভাই খোদার দোহাই॥
ভগ্ন পাইকে কহে গিয়া মহাবীরের আগে।
তিন গড় লঙ্ঘিলেক[৯] শুন বীর ভাগে॥[১০]
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হইয়া শোভে॥

[১] খ, গ—করের বাঁশ পেলাইয়া ধাএ ততক্ষণে। [২] খ, গ, ঙ, ছ; ক—কেতুর।
[৩] ক—চামর খসাইয়া। [৪] গ—যুগী। [৫] খ—আকুল হইয়া কান্দে মাথে হস্ত দিয়া।
[৬] অস্ত্রে ধার দেয় যে (?); ছ—বীর গুরু। [৭] খ, গ, ঘ; ক—কাটিতে।
[৮] খ, ঙ; ক—মিত্তিকা মিত্তিকা বলি সিংহনাদ করে; গ—গোর্ক্ষ গোর্ক্ষ বোলি তারা সিংহনাদ করে; ছ—রক্ষ রক্ষ বলি তারা বিনয় ত করে।
[৯] খ, ঘ; ক, গ, ছ—মারা গেল। [১০] ছ—শুনি বীর রাগে।

রাগ কামোদ

ফুলরা কর্ত্তৃক সন্ধি-স্থাপনের উপদেশ

প্রভু কিসেরে লইলা চণ্ডিকার ধন। ধ্রু ॥
পাইয়া দেবীর বর কাননে তোলাইলা ঘর
সাজে রাজা তথির কারণ ॥
গোপ্যে পাতিলা নগর না জানাইলা দণ্ডধর
অল্পবুদ্ধি হইলা অহঙ্কারী।
আমার বাক্য না শুনি ঠগেরে ঘটাইলা পুনি
ভাঁড়ু দত্ত হইল প্রাণের বৈরি ॥
তোমারে না করি ভয় জানাইল নৃপ রায়
দেবাই সাজাই আনে ঠাট।
মারিয়া প্রচণ্ডের থানা চারি গড়ে দিল হানা
বেড়িয়া রহিল গুজরাট ॥
আমার বচন ধর অহঙ্কার দূরে কর
ভজ গিয়া রাজার সদন।
তুষ্ট হইলে দণ্ড রায় কাররে নাহিক ভয়
দ্বারেত পাইবা সর্ব্ব জন ॥
লোকে জানে সর্ব্ব কাল রাজা অষ্ট-লোক-পাল
বিরোধিতে না আসে যুকতি।
নৃপতিরে কর দিয়া অন্তরে হরিষ হইয়া
নিজ পূরে করহ বসতি ॥
ভাবিয়া সারদা মায় দ্বিজ মাধবে গায়
করযোড়ে করি পরিহার।
জনমে জনমে যেন দুর্গার চরণ ধন
বিস্মরণ না হউক আমার ॥

রাগ

দৈববলের উপর কালকেতুর আস্থা

শুন প্রিয়া আমার বচন।
করে লইয়া শর-গণ্ডী পূজিমু মঙ্গলচণ্ডী
বলি দিব নৃপ সৈন্যগণ ॥

কুবুদ্ধি পাইল দণ্ডধরে তেই মোরে এথ করে
দেবাই পাঠাই দিল ঠাটে।
আজু রণে দিমু হানা কটকেত ঘোষণা
মুণ্ডমালা দিমু গুজরাটে ॥
যথেক থাকয়ে অশ্ব সকলি করিমু ভস্ম
কুঞ্জর করিমু লণ্ড ভণ্ড।
বলি দিব কলিঙ্গ রায়ে তুষিমু যে চণ্ডিকায়ে
আপনে ধরিমু ছত্র[১] দণ্ড ॥
তমঃ-অরি-সুত গন্ধবহ-সুত-যুত
যদি আইসে আপনে দেবরায়ে[২]।
মনে ভাবি মহেশ্বরী মারিমু আপনা বৈরি
পরাভব করিমু সভায়ে ॥
অনঙ্গারি[৩] আইসে জানি তভো ভয় নাহি গণি
শুন রামা কহি সারোদ্ধার।
চক্রপাণি ষড়ানন সমুখে হইবে কোনজন[৪]
বীরে পাতিলে অবতার ॥ *

পয়ার

কালকেতুর যুদ্ধযাত্রা

দুয়ারে দাঁড়াই দেবাই কহে কেতুর তরে।
আপনা জানিয়া বীর নিকল[৫] বাহিরে ॥
কোন ছারে বলে তোরে সাহসে প্রবীণ।
মাউগ-ভাড়ুয়া হই রহিলা[৬] শক্তি-হীন ॥

[১] খ, গ, ঙ, ছ; ক—নব। [২] খ, গ, ঘ, ছ; ক, ঙ—দণ্ডরায়ে।
[৩] গ—অলভ্য অরি। [৪] গ, ঘ; ক—দরশন। [৫] খ—হওরে; ছ—আইস।
[৬] খ—ঘরে রহিয়াছ বেটা হইয়া।

*ইহার পর খ—অতিরিক্ত পদ—বের হরে রাবণ লঙ্কা ঘিরিল রঘুনাথে। দেব জিনি বন্দী হৈল মনুষ্যের হাতে ॥ সমুদ্রের মাঝ স্থান বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ হর গৌরী পূজি রাত্রি দিনে। হৈল তোমার কুমতি হরিলা রামের সতী তে কারণে বেড়ে বানরগণে ॥ পাবে বহু দুর্গতি আন কেনে সীতা সতী বিধি তোরে হইলেক বাম। এই তিন ভুবনে যাইবা কাহার স্থানে যথা যাও তথা যাইব রাম ॥

গণ্ডূষ জলেত মাত্র সফরী ফর ফর।
কোন ছার মুখে ভাঙ্গ কলিঙ্গ নগর॥
শিবাতে সিংহ[১] হইলে হয়ে আনমন।
ধুপি ব্রাহ্মণ হইতে চাহে ধনের কারণ॥
দেবাইর বচনে বীর জ্বলিল আগুনি।
সমরে যাইতে বীর করিল সাজনী॥
তুরিত গমনে বীর পাট ধড়া পৈন্ধে।
মেঘের উপরে যেন বিদ্যুৎ সঞ্চরে॥
খাসা পাগ বান্ধে বীর ব্যাধ-নন্দন।
লাফে লাফে উঠে বীর হস্তী আরোহণ॥
সমরেত গিয়া বীর দেবাইর তরে কহে।
মর গিয়া দেবীবর জীতে না যুয়ায়ে॥
এথ অহঙ্কার বেটা করিলা[২] যে কিসে।
কালসর্প ঘটাইয়া পুড়ি মর বিষে॥
দৈবযোগে দুঃখ পাইলাম খোটা কি কারণ।
দেবতা গন্ধর্ব্ব দুঃখ না পায় কোন জন॥
দেবতা পাইছে দুঃখ কথ দিমু লেখা।
ত্রিলোক[৩]পূজিত রাম কপিকুলসখা॥
নল নামে নরাধিপ ভুবনপূজিত।
যথ দুঃখ পাইল সেই ললাটলিখিত॥
ক্রোধে ডাকিয়া বলে ব্যাধ-সুন্দর।
এক শেল পাট মোর লহ[৪] দেবীবর॥
শেলপাট এড়ে বীর দুর্গা ভাবি মনে।
কৈলাস ছাড়িয়া দুর্গা উড়া দিল রণে॥
শেলপাট এড়ে বীর দুর্গা ভাবি মনে।
তেরেছে এড়ায়ে দেবাই পড়ে অন্য স্থানে[৫]॥
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হইয়া শোভে॥

১ খ; ক, গ—শৃঙ্গ। ২ খ; ক—বলিবা। ৩ প্রাপ্ত পাঠ—ত্রৈলোক্য।
৪ খ, ছ—সহ। ৫ খ, গ, ছ—লাগে অন্য জনে।

রাগ পঠমঞ্জরী

কালকেতুর বীরত্ব

যুঝয়ে বীরবর করে লইয়া গণ্ডী-শর
কটকে মারয়ে আশে পাশে।
যেই দিগে দেহি হানা লক্ষ লক্ষ পড়ে সেনা
তূলা ভস্ম পাবকপরশে॥
দেখিয়া যে করিবর ধাইয়া যায়ে বীরবর
দশনে ধরিয়া দেহি টান।[১]
শুণ্ড ছিঁড়ে ভুজবলে দন্ত উফাড়িয়া ফেলে
পদাঘাতে লয়েত পরাণ॥
প্রখর দেখিয়া রণে যায়ে বীর সেই[২] স্থানে
ঘোড়া রাহুত মারয়ে পাছাড়ে।
বাহুবলে ফেলে[৩] দূর গগনে লাগয়ে খুর[৪]
ক্ষিতি পড়ি চূর হয়ে হাড়ে॥
দেবাইর ঠাট মারে নানাবিধ প্রকারে
মনে ভাবি দেবীর চরণ।
দিনকর-প্রকাশে যেহেন তিমির নাশে
তেন মতে বধে সৈন্যগণ॥

পয়ার

দেবাইর ঠাট বীরে আশে পাশে মারে।
প্রচণ্ড বাতাসে যেন কলাবন পড়ে॥
অশ্বের ঠাট বীর দেখিয়া নয়ানে।
লেঙ্গুর ধরিয়া ঘোড়া উড়ায়ে গগনে॥
ঘন শ্বাস[৫] বহে ঘোড়া এড়য়ে শোণিত।
স্বরায়ে ছাড়য়ে জীউ রাহুত সহিত॥

১ খ। ২ খ—নানা। ৩ খ, গ, ঙ—পেলে। ৪ খ; গ—পরশে খুর।
৫ গ, ছ—পাক পাইয়া।

বীরের বিক্রম দেখি সেনা চমকিত।
কালুদণ্ড ভঙ্গ দিল সেনার সাহিত॥
দেবাই দুভাই ভাঙ্গে দুই সহোদর।
ভয়েত আকুল হই ধায়ে শুভঙ্কর॥
রণ জিনি কালকেতু পুরে সিংহনাদ।
নৃপতির যথ সৈন্য গণিল প্রমাদ॥

বিজয়ী কালকেতু নিরস্ত্র অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তনকালে কৌশলে বন্দী

রণ জিনি কালকেতু যায়ে নিজ ঘরে।
হেনকালে রাজসৈন্য আগুলিল[1] দ্বারে॥
গণ্ডী-শর এড়ি বীর যায়ে শূন্য হাতে।
হেনকালে রাজসৈন্য আবরিল পথে॥
পন্থ বান্ধি সেনাগণ করে নানা সন্ধি।
শূন্য হাতে কালকেতু হইয়া গেল বন্দী॥
চোয়াড় চাপড় মারে কেহ চুলে ধরে।
ভগ্ন পাইকে কহে গিয়া ফুলরার গোচরে॥
কবরী আউলাইয়া রামার পড়ে পৃষ্টদেশে।
মুকুতা গাঁথনী যেন চক্ষুর জল খসে॥
কোটোয়ালের পায়ে ধরি কহে সুবদনী।
দ্বিজ মাধবে গায়ে ভাবিয়া ভবানী॥

রাগ করুণ ভাটিয়াল

ফুলরার অনুনয়

চরণে ধরিয়া কোটোয়াল করোঁ নিবেদন।
প্রভুদান দেয় মোরে ব্যাধ-নন্দন[2]॥
ডাকা চুরি করি কার নাহি আনি ধন।
কিসের কারণে প্রভুর নিগড়বন্ধন॥

[1] খ, গ, ঙ, হ; ক—আবরিল।   [2] খ—তুমি মহাজন।

চান্দবদনে প্রভুর লুকাইল হাস।
মারণে জর্জর অঙ্গ[১] রক্তে তিতে বাস॥
চণ্ডিকার ধন কোটোয়াল কেবা নিতে পারে।
সারদার ধন পাইছে ব্যাধ-সুন্দরে[২]॥
কোটোয়ালে বলে কন্যা না কর ক্রন্দন।
কালি পাঠাইয়া দিব ব্যাধের নন্দন॥
কোটোয়ালের বাক্যে রামা হইলা নৈরাশ।
কান্দিতে কান্দিতে গেল আপনার বাস॥
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হইয়া শোভে॥

রাগ করুণ

কালকেতুর কারাবাস

সেনার তরে কোটোয়াল কহে উচচ স্বরে।
মহাবীর তুলি লও কুঞ্জর উপরে॥
কোটোয়ালের বাক্য সেনা শিরে করি বন্দে।
মহাবীর তুলিলেক কুঞ্জরের স্কন্ধে॥
জয় ঢোল বাজাইয়া কোটোয়ালের গমন।
ভূপতির বিদ্যমানে দিল দরশন॥
নৃপতি সাক্ষাতে গিয়া নোয়াইয়া মাথা।
যুগ-পাণি হইয়া বলে বীর থুইমু কোথা॥
কোটোয়ালের তরে রাজা দিল বহু ধন।
আজু কারাগারে রাখ ব্যাধ-নন্দন॥
যেন মাত্র কোটোয়াল নৃপ আজ্ঞা পায়ে।
কারাগার[৩] দ্বারে নিয়া উপস্থিত হয়ে॥
চর্ম্মপাশে কালকেতু বান্ধিল প্রকারে।
দোমনী দারুকা দিল পায়ের উপরে॥

১ গ; ক—প্রভুর; খ—মারণের ঘাএ প্রভুর।
২ খ, ছ—না মারিয়া লইয়া যাও রাজার গোচরে।
৩ খ, ঙ—কারাঘর।

লোহার শিকলে বান্ধে হাত আর পায়ে
বৃষ বান্ধিয়া যেন রাখাল ঘরে যায়ে ।। [১]
বন্দীতে বসিয়া কেতু করয়ে স্তবন ।
চণ্ডীর প্রসাদে হইল বন্ধন-মোচন ।।
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে ।
দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হইয়া শোভে ।।*

১ এই দুই পংক্তি খ, গ।
* ইতি বৃহস্পতিবার বিকাল পালা সমাপ্ত ।

সপ্তম পালা

শাপমুক্তি

রাগ বড়ারি

কারাগারে কালকেতু কর্ত্তৃক দেবীর স্তব

বন্ধন পীড়িত[1] হেতু কান্দে বীর কালকেতু
হৃদয়ে ভাবিয়া মহেশ্বরী।
দাস মৈলে কারাগারে লজ্জা পাইবা সুরপুরে
ব্রতভঙ্গ হইব মর্ত্ত্যপুরী॥
সাবিত্রী গায়ত্রী মেধা তুষ্টি রূপা স্বাহা স্বধা
ত্রিনয়না ত্রিশূল-ধারিণী।
হৈমবতী উমা নাম ত্রিভুবনে অনুপাম
নিদ্রারূপী তুহ্মি নারায়ণী॥
তুহ্মি দেবী শাকম্ভরী ভ্রামরী রূপ ধরি
অসুরেরে করিলা নিধন।
দুর্গা নামে দুর্গাসুর সমরে করিলা চূর
তবে সে তারিলা দেবগণ॥
এ চারি বেদের মাতা দেবের দেবতা
অস্ত্রশস্ত্র তুয়া লাগি পালি।
পুরাণ-ভারত-গীতা গুপত-বেকতা
তুহ্মি দান যজ্ঞ পূজা বলি॥
জনমে জনমে যেন দুর্গার চরণধন
বিস্মরণ না হউক আমার।
দ্বিজ মাধবে বলে দেবীপদকমলে
করযোড়ে করি পরিহার॥

[1] খ, ঙ—মোচন।

চৌতিশা*

কালকেতুর চৌতিশা

কান্দে কালকেতু বীরে কষ্ট পাইয়া কলেবরে
কর্কশ বন্ধন কারাগারে।
কৃপা কর রাঙ্গা পদে কঙ্কণের অপবাদে
কলিঙ্গে কাটিব কালি মোরে ॥
খলের নাহিক এম ক্ষুদ্র রিপু নরাধম
খিচাইতে নৃপতির তরে।
খাটে বসি মহারাজে খলেরে নাশিবার কাজে
খাপ দিয়া বন্দী কৈল মোরে ॥

গোধারূপে পন্থ যুড়ি গড়াইয়া আছিলা গৌরী
জ্ঞান না আছিল মোর মনে।
গলে দিয়া গুণ ফাঁসি গাণ্ডীবে বান্ধিল আসি
গৃহে দিলু গৃহিণীর স্থানে ॥
ঘরিণী ফুলরা রামা ঘিরিয়া ধরিল তোমা
ঘুচটিল কাটিতে তৎকাল।
ঘরের সেবক জ্ঞানে ঘাইট না লইলা মনে
ঘুচাইলা পশুর জঞ্জাল ॥
উগ্রচণ্ডা নারায়ণী উমা কালী কাত্যায়নী
উপজিলা গোধারূপ ধরি।
উপমা বলিতে নারি উন্নত বয়স ধরি
উপজিলা অম্বিকা সুন্দরী ॥

* গ পুথিতে চৌতিশার পরিবর্তে দ্বিজ লক্ষ্মীনাথের নিম্নলিখিত মালসী পদটি পাওয়া যায় :—

জয় ভবানী গো মা তরাইয়া নে। তুহ্মি না তরাইলে মোরে তরাইব কে ॥
তুহ্মি মাতা তুহ্মি পিতা তুহ্মি দীনবন্ধু। তুহ্মি না তরাইলে তবে কে তরাইবে সিন্ধু ॥
জগতজননী তুয়া জানে জগজনে। জননী হইয়া দুঃখ দেখবা কেমনে ॥
আপনার করমভোগ ভোগিলে আপনি। তবে কেন ধর নাম পতিত-পাবনী ॥
দ্বিজ লক্ষ্মীনাথে বলে শুনরে ভবানী। কুপুত্র হইলে তারে না ছাড়ে জননী ॥

চাতুরী দেখিয়ে তোর চপল চরিত্র মোর
চুকাইতে আইলা মোর ঠাঞি।
চাহিয়া চলিলু গৃহে চমকি উঠিল দেহে
চন্দ্রবদনী চণ্ডী আঞি॥
ছাড়িয়া কৈলাস দেশ নানা ছন্দে করি বেশ
ছোট ঘরে হইলা অধিষ্ঠান।
ছাপিতে পাইয়া ভয় ছিদ্র পাইল মহাশয়
ছল করি লৈব মোর প্রাণ॥
জানিয়া জঞ্জাল বড় যুগল করিয়া কর
জিজ্ঞাসিনু জননী বলিয়া।
যুক্তি কৈলা মোর ঠাঁই জগত জননী আই
জয় দুর্গা নামে হর-জায়া॥
ঝুটা কাজে নারায়ণী ঝঙ্কারিল বাম পাণি
ঝিলিমিলি রত্ন কঙ্কণ।
ঝাটি দিলা মোর তরে ঝটকি লইল শিরে
ঝগড়া হৈল তে কারণ॥
নিয়ম-কারিণী মায়ে নিস্তারিতে রাঙ্গা পায়ে
নৃপে যদি করে তাড়াতাড়ি।
নির্ব্বিঘ্নে পালিলা তুহ্মি নিশ্চিন্তে আছিলাম আহ্মি
নিগড় বন্ধনে কেন মরি॥
টেঁটন দেশের লোক টুকেক নাহিক শোক
টানিয়া বান্ধিল হাত পা।
টলমল করে প্রাণ টুটিল সকল জ্ঞান
টনটন করে সর্ব্ব গা॥
ঠাট দেখি চারি ভিত ঠেলা দিতে অনুচিত
ঠাকুরাণী সঙ্কট-নাশিনী।
ঠমকি বিপক্ষগণ ঠারাঠারি সর্ব্ব ক্ষণ
ঠগে করে উপহাস-বাণী॥
ডমরু ধারিণী গৌরী ডাঙ্গ-ডাবুশ ধরি
ডর হোতে কর পরিত্রাণ।
ডানে বামে দেয় হানা ডগমগ করে সেনা
ডলিয়া সবের লও প্রাণ॥

ঢোল করে নিশাপতি ঢাক ঢোল বাজে অতি
ঢাকিয়া রাখিছে কারাগারে।
ঢঙ্গ-মতি নৃপদলে ঢাল শক্তি তরোয়ালে
ঢেকা দিয়া বলি দিব মোরে॥
আন নাই মোর মতি আনের না লহি ক্ষিতি
আন জনে কেন করে মান।
আন খরতর অসি আজুকা সমরে পশি
আনন্দে রুধির কর পান॥
তুহ্মি ব্রহ্মা হরিহর তুহ্মি স্বর্গ ধরাধর
তব পদ ভাবে তিন লোকে।
তরাইতে পশুগণ তোমার হইল মন
তুষ্ট হইয়া বর দেয় মোকে॥
স্থল কাটিয়া ঝাটে স্থিতি কৈলু গুজরাটে
স্থানান্তর হোতে আনি প্রজা।
স্থাবর কাটিলু হেলে স্থিতি কৈলু সর্ব্ব বলে
থানা দিয়া মুই হৈলু রাজা॥
দোলা ঘোড়া করিবর দিছ্ ধন বহুতর
দোহাই মানয়ে সর্ব্ব লোক।
দুন্দুভি বাজনা বাজে দুই সন্ধ্যা পাইক সাজে
দুঃখ-হীন নাহি রোগ শোক॥
ধরিয়া ধবল ছত্র ধীরে মুখে শুনি শাস্ত্র
ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ ব্রত-কথা।
ধনের নাহিক ক্লেশ ধার্ম্মিক সকল দেশ
ধর্ম্ম-পুত্র সম প্রজা দাতা॥
নিত্য-কৃত্য নিত্য করে নগরে পতাকা উড়ে
নয়ানে দেখিতে অদ্ভুত।
নাই মোর কোন ভয় নিত্য থাকি নিজালয়
নাম মোর নারায়ণী-সুত॥
পরম কৌতুক-রঙ্গে পুত্রতুল্য প্রজা সঙ্গে
পঙ্কজ-নয়ান মায়ে আশ।
পতিত পাতকী আহ্মি পতিত-পাবনী তুহ্মি
পলকে করহ সর্ব্বনাশ॥

ফান্দে বন্দী কারাগারে ফুকরিয়া ডাকে তোরে
ফিরিয়া বারেক কর দৃষ্টি।
ফণী-রূপে ধর ক্ষিতি স্ফুট ভাষে করোঁ স্তুতি
ফল দেয় হত হউক রিষ্টি ॥
বহিয়া শর্ব্বরী যায়ে বেদনা নাশয়ে গায়ে
বন্ধনে ডালিয়া দেয় পাণি।
বিনতি করিয়ে আমি বিরূপ না হও তুমি
বেদে বলে বিপদ-নাশিনী ॥
ভবানী ভামিনী গৌরী ভদ্রকালী মহেশ্বরী
ভবের বনিতা সর্ব্বজয়া।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরি ভস্ম কর যথ বৈরী
ভয়হেতু ভাবম অভয়া ॥
মৈষাসুর-মর্দ্দিনী মহেশ্বরী কাত্যায়নী
মোরে রক্ষ মঙ্গলচণ্ডিকা।
মহিমা অনন্ত গুণে মোরে কৃপা নহে কেনে
মোরে রক্ষ রুদ্রাণী অম্বিকা ॥
জয়ন্তী বিজয়া জয়া জগতের মহামায়া
জানিয়া ধরিহ তুয়া পায়ে।
যোড় হস্তে কহম তোরে যশ দেয় সেবকেরে
যন্ত্রণা দিবারে না যুয়ায়ে ॥
রক্ত-বীজ বধিয়া রুধির সমরে পিয়া
রণ মধ্যে রাখিলা খ্যোয়াতি।
রোষ না করিহ চণ্ডী রক্ষা কর বিঘ্ন খণ্ডি
রাঙ্গা পদে মাগোঁ অব্যাহতি ॥
লম্পটে পাইয়া কার্য্য লুটিল সকল রাজ্য
লণ্ডভণ্ড কৈল প্রজাগণ।
লাঘব হইলু অতি রক্ষা কর সরস্বতী
লীলায়ে যে করহ মোচন ॥
বারাহী বৈষ্ণবী বাণী বজ্রদন্তা সনাতনী
বজ্রহস্ত দিয়া রাখ মোরে।
বিমানে করিয়া ভর বিপক্ষ সংহার কর
বিপত্তি দেখিয়া ডাকোঁ তোরে ॥

সাবিত্রী গায়ত্রী মেধা শক্তিরূপা স্বাহা স্বধা
শক্তিহস্ত অসুর-নাশিনী।
শঙখ চক্র গদা লইয়া সব শত্রু সংহারিয়া
সেবক রাখহ সনাতনী॥
শক্র[১] সঙ্গে সুরগণে সেবা করে এক মনে
শঙ্কর-ঘরিণী দশভুজা।
সঙ্কট মোচন জানি সানন্দ হইয়া পুনি
সহস্রলোচনে দিল পূজা॥
শিবানী সারদা ষষ্ঠী সকল তোমার সৃষ্টি
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ভুবনে।
শুনহ সারদা মায়ে সহিতে না পারি গায়ে
শূল হস্তে আইস এই পানে॥
হস্ত যোড়ে করোঁ স্তুতি হরিষ হইয়া মতি
হিত কর হরের কামিনী।
হুহুঙ্কার দিয়া হানা হত কর নৃপসেনা
হিমগিরি রাজার নন্দিনী॥
ক্ষেমঙ্করী মূর্ত্তি ধরি ক্ষয় কর যথ অরি
ক্ষম দোষ অভয়া পার্ব্বতী।
ক্ষণে ক্ষণে প্রণমিয়া ক্ষিতি তলে লোটাইয়া
ক্ষয় কর দাসের দুর্গতি॥

পয়ার

দেবীর অঙ্গ-স্পন্দন ও পদ্মা কর্ত্তৃক কারণ নির্ণয়

কারাগারে কালকেতু ভাবে মহামায়ে।
সঘন স্পন্দন করে দেবীর বাম পায়ে॥
মনস্থির করিতে নারে জগত-জননী।
পদ্মা আদি পঞ্চ কন্যা ডাক দিয়া আনি॥
দেবী বলে পদ্মাবতী জানরে কারণ।
কোন সেবকে আম্মা করয়ে স্মরণ॥

১ খ—শত্রু

দেবীর বচনে পদ্মা হইল হরষিত।
শাস্ত্র-বিহিত পোথা আনিল ত্বরিত॥
শাস্ত্র-বিহিত পোথা সমুখে থুইয়া।
ক্ষিতি রেক দিয়া গণে মহা হৃষ্ট হইয়া॥
স্বর্গেতে গণিল পদ্মা যথ স্বর্গবাসী।
মুনিগণ গণে পদ্মা মেনকা উর্ব্বশী॥
তথাতে না দেখে পদ্মা কার দুঃখ শোক।
পাতালেতে ক্রমে ক্রমে গণে নাগ লোক॥
অনন্ত বাসুকি গণে কর্কট মহাশয়ে।
শঙ্খ মহাশঙ্খ গণে সদয় হৃদয়ে॥
তথাতে না দেখে পদ্মা কার দুঃখ ক্লেশ।
পৃথিবীতে গণে পদ্মা জানিতে বিশেষ॥
প্রথমে গণিল পদ্মা ছত্র নব দণ্ড।
পাত্র আদি গণিল সকল সভাখণ্ড॥
প্রজাগণ গণে পদ্মা[১] প্রতি ঘরে ঘরে।
অবশেষে গণে পদ্মা কালকেতুর তরে॥
সাত পাঁচ গণি পদ্মা খড়িতে দিল রেক।
কালকেতুর তরে খড়ি পাইল প্রত্যেক[২]॥

দেবীর কলিঙ্গ রাজ্যে গমন

পাঁজি পোথা পদ্মাবতী দূরেত থুইয়া।
দেবীর অগ্রেতে কহে যুগপাণি হইয়া॥
ভালহি[৩] আছিল বীর বধি পশুগণ।
তোমার ধন লইয়া হইল সংশয় জীবন॥
বীরেরে ধরিল রাজা বেড়ি গুজরাট।
আজু কারাগারে বন্দী কালু যাইব কাট॥
যেন মাত্র পদ্মাবতী কৈল হেন কথা[৪]।
ক্রোধে আবেশ হইল জগতের মাতা[৫]॥
শীঘ্র করি আন রথ আহ্মার বিদিত।
কলিঙ্গ রাজ্যেত আহ্মি যাইব ত্বরিত॥

[১] গ—প্রজাগণ গণি গণে। [২] প্রাপ্তপাঠ—পরতেক।
[৩] গ—ভালসে। [৪] খ—হেন রা। [৫] খ—মা।

গুণশিলা যোগায়ে সাজন রথখান।
মৃগরাজে বহে রথ অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ।।
রথের উপরে তোলে ধ্বজ-পতাকা[১]।
পঞ্চকন্যা লইল সঙ্গে যুক্তির যে সখা।।
সেই রথে চড়ি হৈল দুর্গার গমন।
শ্বেত চামরে পদ্মা বীচে[২] ঘন ঘন।।
পবনের গতি রথ বিমানেতে যায়ে।
দুর্গার আজ্ঞায়ে রথ কলিঙ্গে রহায়ে।।
উপনীত হইল মাতা কলিঙ্গ রাজ্যয়ে।
অবতার পাতিতে[৩] চাহে জগতের মায়ে।।
হেনকালে কহে পদ্মা যোড় করি হাত।
আপনে স্থাপিয়া আছ কলিঙ্গের নাথ।।
তোমার মায়ায়ে কেবা স্থির হইতে পারে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব নর যথেক সংসারে।।
দেবীর আগে কহে পদ্মা করিয়া প্রণতি[৪]।
স্থাপিয়া সংহার কর না আসে যুকতি।।
আমার বচনে মাতা অক্রোধ না হও।
রাজারে কহিয়া স্বপ্ন বীরেরে ছোড়াও[৫]।।
পদ্মার বচন শুনি জগত-জননী।
স্বপ্ন কহিতে দুর্গা চলিল আপনি।।
সারদার চরণে সরোজ মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হইয়া শোভে।।

রাগ মল্লার

পদ্মার যুক্তিতে দেবীর কলিঙ্গরাজকে স্বপ্নাদেশ

চলে শিব-সুন্দরী ভীমা মূরতি ধরি
স্বপ্ন কহিতে দুর্গা যায়ে।
শিয়রে বসিয়া নিশি স্বপ্নে উৎকট হাসি
হুহুঙ্কারে নৃপতি চেয়ায়ে।।

১ প্রাপ্ত পাঠ—পতকা। ২ বীচে=ব্যজন করে। ৩ ছ—সমর করিতে।
৪ গ—প্রণতি। ৫ ক, খ, গ, ঙ; ছ—ছাড়াও।

সিচিল-পোখরি যেন বদন বিরূপ তেন
ঘোর তিমির তনুবরা।
যেন বজ্র[১] পোড়া তাল দশন-বিকট গাল
গায়ের লোম উলুখাগড়া ॥
বটের নামন জট[২] হাসে দেবী উৎকট
দুই আঁখি কোটরের সুয়া।
দন্তের কড়মড়ি কর্ণে লাগয়ে তালি[৩]
শুখনা উদর অন্ধ কুয়া ॥
পূর্ণ মেঘের ধ্বনি চামুণ্ডা গর্জ্জিনী
গলে শোভে নরমুণ্ড-মালা।
জঘনে বসন-হীন ক্ষণে দিগম্বরী চিন
অমাবস্যা নিশি নির্ম্মলা ॥
অসি-পাশ-পরিচ্ছদা[৪] দক্ষিণ করেত গদা
ভূপতি শিয়রে অভ্র ছায়া।
করাল বদন করি ঘন ঘোর নাদ পুরি
স্বপ্ন কহেন মহামায়া ॥
অয়ে বেটা কলিঙ্গ কুবুদ্ধি পাষণ্ড-সঙ্গ
পালন করিতে দিলু প্রজা।
পূর্ব্ব জন্মের ফলে জন্মাইলু ক্ষিতিতলে
রাজ্যের করিয়া দিলু রাজা ॥
তোরে দিলু রাজ্য ধন কেতুরে দিলুম বন
বসতি করিতে গুজরাটে।
তার সঙ্গে বাদ কর আপনার দোষে মর
এথ রাজ্যে[৫] তোর নাহি আটে ॥
উঠহ আপনা চিনি পুত্র কালকেতু আনি
কাঞ্চন প্রসাদ দেয় তারে।
পাইক রাহুত হয়ে বীরে[৬] যথ ধন[৭] চাহে
আর দেয় গুজরাট নগরে ॥

[১] খ, গ, ঘ, ঙ; ক—বিদ্ধ।
[২] খ, গ, ঙ; ক—নটের লাবন যথ; ছ—রচিয়া সুদীর্ঘ জটা। [৩] খ—ভীমা ভয়ঙ্করী।
[৪] খ—অসি পাণি পরিচ্ছদা; গ—অসি পাশে পরিছে দা; ছ—বাম করে অসিচ্ছদা।
[৫] খ; ক, গ, ঙ, ছ—দোষ তোরে। [৬] খ, গ, ঘ—আর। [৭] গ—অর্থ।

আমি চণ্ডী চামুণ্ডা অতি খরতর[১] তুণ্ডা
খাইয়া করিমু সর্ব্ব ক্ষয়।
কারাগারে[২] ধাই যাও মোর পুত্র ছোড়াও
যদি থাকে পরাণের ভয়॥
নৃপে কহি উপদেশ সম্বরি আপন বেশ[৩]
ভবানী বিমানে কৈলা ভর।
দ্বিজ মাধবে বোলে দেবীপদ-কমলে
আইলা দুর্গা কারাগার ঘর॥

রাগ করুণ ভাটিয়াল

কারাবন্দী কালকেতুকে দেবীর আশ্বাস

করযোড়ে বীরে কহে লোটাইয়া দেবীর পায়ে
ঘন নয়ানের জল ঝরে।[৪]
তুহ্মি দেবী হর-জায়া বুঝিতে না পারি[৫] মায়া
ধন দিয়া বধ কৈলা মোরে[৬]॥
যেন তোমার ধন লইলু তার যোগ্য ফল পাইলু
আর বিড়ম্বনা মোরে কেনি।
সবিনয় বোলম তোরে সদয় হইয়া মোরে
গণ্ডী শর দেয় নারায়ণী॥
শিশুকালে মৈল তাত পশু বধি খাই ভাত
রিপু না আছিল কোন জন।
পাইয়া তোমার বর কাননে তোলাইলু ঘর
সাজে রাজা তথির কারণ॥
দেবী বোলে বীরমণি আর লজ্জা দেয় কেনি
দুঃখ পাইলা দৈব দোষে।
আজু ভয়ঙ্করী হৈলু রাজারে স্বপন কৈলু
কালু প্রভাতে যাইয় দেশে॥

[১] ক, খ, ছ; গ, ঙ—ঘোরতর। [২] খ—কারাঘরে। [৩] খ, ঙ; ক, গ, ছ—শর্ব্বরী হৈল [অবশেষ। [৪] খ। [৫] খ—অশেষ করিয়া। [৬] খ, গ, ঙ, ছ; ক—অস্পষ্ট।

জনমে জনমে যেন দুর্গার চরণ ধন
বিস্মরণ না হউক আমার।
দ্বিজ মাধবে বোলে দেবীপদ-কমলে
করযোড়ে মাগি পরিহার ॥

পয়ার

রাজার স্বপ্ন-বর্ণন ও কালকেতুকে মুক্তিদানের আদেশ

বিভাবরী অস্ত গেল উদয় তরণি[১]।
শয্যা হোতে জাগিয়া উঠিল নৃপমণি ॥
স্বপ্ন দেখি উঠে রাজা ভয় পাইয়া মনে।
বদনে না স্ফুটে বাণী চমকে ঘন ঘনে ॥
রাজার প্রকৃতি দেখি রাণী ভাগে কান্দে।
কর্ণে জপ করে কেহ শিরে রক্ষা[২] বান্ধে ॥
কথক্ষণে সুস্থির[৩] হইল নৃপমণি।
প্রভাতে টঙ্গির বাহির বসিল আপনি ॥[৪]
পাত্র মিত্র মিলিল যথেক পৌরজন।
পুরাণ ভারত লইয়া আইল সনাতন ॥
পাঁজি পোথা লৈয়া আইল বিশ্বাস ত্রিপুরারি।
রাহুত ভাগে নোঁয়ায়ে মাথা ঘোড়া তড়বড়ি ॥
মাহুতে নোঁয়ায়ে মাথা কুঞ্জর উপর।
পদাতি নোঁয়ায়ে মাথা সমরে প্রখর ॥
সর্ব্ব সভা বসিল বসিল দণ্ডধর।
সভার তরে কহে রাজা নিশির উত্তর ॥
প্রভাত সময় যখন অস্ত বিভাবরী।
শিয়রে বসিল মোর এক রামা কালী ॥
অট্ট অট্ট হাসে রামা দেখিতে ভয়ঙ্কর।
চাপড় হানিয়া বোলে উঠ দণ্ডধর ॥

১ ছ—দিনমনি।
২ খ, গ—শিক্ষা।
৩ খ—ক্ষেণেক বেয়াজে স্থির।
৪ ছ—প্রভাতে টঙ্গিতে বার দিল শীঘ্র গতি।

আমার স্বপ্নেত রাজা যদি না দেয় মন।
ধনে জনে সম্প্রতি মজাব পৌরজন ॥[১]
সেনার সহিতে যদি নাহি যাইবে কাট।
প্রসাদ দিয়া কালকেতু পাঠাও গুজরাট ॥
পঞ্চপাত্রে বোলে বাক্য শুন দণ্ডধর।
দুর্গার পুত্র হয়ে এই ব্যাধ সুন্দর ॥
কোটোয়ালের তরে আজ্ঞা কৈল দণ্ডরায়ে।
ত্বরায়ে আনিয়া দেয় ব্যাধের তনয়ে ॥
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হইয়া শোভে ॥

পয়ার

কোটাল কর্তৃক কালকেতুর বন্ধনমোচন ও আত্ম-শ্লাঘা

কোটাল রাজার বাক্যে করিল গমন।
কারাগারের দ্বারে গিয়া দিল দরশন ॥
কারাগারে উঁকি দিয়া চাহে[২] নিশীশ্বর।
বন্ধনমুক্ত হইয়া যে বসিছে বীরবর ॥
কালুদণ্ডে বোলে শুন কালকেতু[৩] মিত।
পাত্রগণের স্থানে আমি বহু কৈছি হিত ॥
তোম্মা বন্দী করি ঘরে না গেলু আপনি।
নৃপতিরে বুঝাইলু সমস্ত রজনী ॥
কালকেতু বোলে মিত্র তুম্মি সে সকল।
অসম কালেত[৪] জান মিত্র বন্ধু বল ॥
কালুদণ্ডে কালকেতুর করেত ধরিয়া।
নৃপতির বিদ্যমানে গেলেন চলিয়া ॥

রাজসভায় কালকেতুর পরীক্ষা

নৃপসভা[৫] দেখি বীরে প্রণাম নাহি করে।
রাজা বোলে ব্যাধ বেটা মদগর্ব্ব ধরে ॥

[১] গ—কোন দোষে বন্দী কৈলে ব্যাধ নন্দন ॥ [২] ছ—দেখে। [৩] খ—প্রাণের যে।
[৪] খ, গ—অসমের কালে। [৫] খ—সর্ব্ব সভা; গ,ঙ—রাজসভা।

পঞ্চপাত্রে বোলে বাক্য শুন নৃপমণি।
বীরের শিরেত[১] বৈসে আপনে ভবানী॥
পাত্রের বচন শুনি দণ্ডের ঈশ্বর।
বীরের সম্মুখে দিল মত্ত করিবর॥
কুঞ্জর দেখিয়া প্রণাম কৈল মহাবীর।
উভে সমানে[২] কুঞ্জর হইল দুই চির॥
কনক অঙ্গুলি ধন[৩] পেলিল[৪] নিছিয়া[৫]।
দুর্গার প্রসাদে হস্তী দিল জীয়াইয়া[৬]॥
ভূপতি বোলেন বাক্য শুন পাত্রগণ।
ভালোহি বীরের গর্ব্ব দুর্গার কারণ॥

কালকেতুর সম্বর্দ্ধনা ও প্রত্যাবর্ত্তন

দোলা ঘোড়া পাইল বীর রাজ্য[৭] প্রাসাদ।
দুগার প্রসাদে খণ্ডে কেতুর প্রমাদ॥
দোলায়ে চড়িয়া বীর করিল গমন।
পথে যাইতে ভাঁড়ুর সনে হইল দরশন॥
আঁখি-ঠারে কালকেতু কহে সেনার তরে।
ধরি আন ওরে তোরা ভাঁড়ু দত্তেরে॥
ভাঁড়ু দত্ত লইয়া হইল বীরের গমন।
আপনার পুরে আসি দিল দরশন॥[৮]
সর্ব্ব সভা করিয়া বসিল বীরবর।
সভার তরে কহে বীর রাজার উত্তর॥
দ্বিজ মাধবে বোলে ভাবি বেদমাতা।
নাপিত[৯] ডাকিয়া ভাঁড়ুর মুড়াইল মাথা।

[১] ছ—শিরেতে।
[২] গ—উভে উভে করি; ছ—মধ্যভাগে।
[৩] খ, গ, ঙ, ছ; ক—মুক্তা।
[৪] ছ—কেলিল।
[৫] খ, গ, চ, দ; ক—মুছিয়া।
[৬] খ, ছ—উঠিলেক জিয়া; গ—উঠিল জিইয়া।
[৭] খ; ক—রাজ; গ—রাজ প্রসাদ; ছ—রাজার।
[৮] এই চার পংক্তি—খ, গ।
[৯] প্রাপ্ত পাঠ—নাবিত।

রাগ মল্লার

ভাঁড়ুর শাস্তি

আজ্ঞা কৈল মহাবীর মুড়াও ভাঁড়ুর শির
লোকেত হরিষ সর্ব্ব জন।
অশ্বমূত্রে তিতায়ে চুল ভাঁড়ু ভাবে আকুল
হরিষ সকল প্রজাগণ॥

ভাঁড়ুরে মার্জনা করি এড়িয়া ভাবরালি[1]
বাছিয়া লইল পাঁচ ক্ষুরে।
চোখাইয়া[2] বাম পায়ে ঠগে আড়চোখে চায়
গুরু বন্দি তুলি দিল শিরে॥

মন হইল উতরোল পড়য়ে চক্ষুর জল
কান্দে ভাঁড়ু পাইয়া মর্ম্ম-ব্যথা।
উজানী ক্ষুরের টানে মাংস সহিতে আনে
মনে ভাবে কেন আইলু এথা॥

মাথায়ে তিন চির ফাড়ে রুধির বহয়ে ধারে
ব্যথায় ভাঁড়ু কান্দিয়া বিকল।
নগরুয়া ইতর[3] গণে আসিয়াত জনে জনে
শিরে ঢালি দিল লোনা জল॥

ভাঁড়ুর গলে ওড়ের[4] মালা নাকে কাণে লোহার শলা[5]
আগে পাছে ঢোলের সাজনী।
ছাওয়াল শিশু[6] শতে শতে যোগান ধরে দুই ভিতে
ধূলি[7] দিয়া[8] বোলে কঠোর বাণী॥

ভাঁড়ু গঙ্গা পার করি প্রজা আইল নিজ পুরী
কেহ গিয়া জানায়ে মহাশয়ে।
দ্বিজ মাধবে বোলে দেবীপদ-কমলে
অবশ্য ঠগের এমন হয়ে॥

[1] প্রাপ্ত পাঠ—ভাম্রিয়ালি। [2] খ—বসে তাই। [3] খ, গ, ঙ, ছ; ক—যথ।
[4] ছ—হাড়ের। [5] গ, ছ; ক—কর্ণে বাসকের ডাল। [6] গ—নগরুয়া।
[7] খ—গালি। [8] গ, ঙ, ছ—মারি।

পয়ার*

ভাঁড়ুর দুর্দ্দশা ও কালকেতুর শাপমুক্তি

গঙ্গা পার হইয়া ভাঁড়ু ভাবে মনে মনে।
এথ অপমান লোকে ভাণ্ডিমু কেমনে।।
ভাবিয়া চিন্তিয়া ভাঁড়ু মনে কৈল সার।
সকল মাথার চুল মুড়াইল পুনর্ব্বার।।
লোকের সাক্ষাতে ভাঁড়ু বোলে মিথ্যা কথা।
গঙ্গাসাগরে গিয়া মুড়াইয়াছি মাথা।।
এ বোলিয়া মাগি খায়ে নগর নগর।
মহাবীরে লইয়া কিছু শুনিবা উত্তর।।
একদিন কালকেতু করে দুর্গাপূজা।
সাক্ষাতে হইল তানে দেবী দশভুজা।।
দুর্গা দেখিয়া বীর করিল প্রণাম।
উঠ উঠ বোলে দুর্গা লইয়া তান নাম।।
দেবী বোলে শুন পুত্র আমার উত্তর।
তোমার তলপ হইছে দেব গঙ্গাধর।।
মহাবীরে বোলে মা কেমতে যাইব তথা।
কহিতে লাগিল দুর্গা পূর্ব্ব জন্মের কথা।।
ইন্দ্রের নন্দন ছিলা নাম নীলাম্বর।
পুষ্প যোগাইতা নিত্য হরের গোচর।।
আর দিন পুষ্প না দিলা পূজাকালে।
তে কারণে জন্ম তোমার হইল ব্যাধকুলে।।
শাপ মুক্ত হইল তোমার এ বার বৎসরে।
ত্বরায়ে চলিয়া যাহ প্রভুর গোচরে।।

---

* ইহার পূর্ব্বে গ পুথিতে দ্বিজ কামদেবের ভণিতাযুক্ত নিম্নলিখিত বিষ্ণু-পদটি পাওয়া যায়; খ পুথিতে পদটির প্রথম দুই পংক্তি লিপিবদ্ধ হইয়াছে:

কি বা করি কেনে মরি কি গতি আমার। দেখা পাইয়া না ভজিমু নন্দের কুমার।।
কোটি কোটি জন্ম পাপী সংসারে বসিলুম। অনেক জন্মের ফলে মনুষ্য জন্ম পাইনু।।
এথ দিন চাহিনু মুই সকলি আমার। হরির চরণ বিনা গতি নাহি আর।।
(দ্বিজ) কামদেবে কহে নাথ সকলি নৈরাশা। দয়ালু হরির নাম এই সে ভরসা।।

এথেক কহিয়া মাতা হৈলা অন্তর্দ্ধান।
পূজা সঙ্কলিয়া বীর করিল প্রয়াণ॥
ডাক দিয়া আনিলেক যথ প্রজাগণ।
দ্বিজ মাধবে তথি প্রণতি-বচন॥

রাগ ধানশী

প্রজাগণের নিকট বিদায় গ্রহণ

বীর বোলে মণ্ডলের তরে।
পালিয় প্রজা গুজরাট নগরে॥
সারদা কহিছে সারোদ্ধার।[১]
ছিলাম আমি ইন্দ্রের কুমার॥
পুষ্প দিতাম হরের গোচরে।
জন্ম মোর শাপের অন্তরে॥
শাপমুক্ত এ বার বৎসরে।
তলপ করিছে গঙ্গাধরে॥
দুর্গার আজ্ঞা রহিতে না পারি।
পালিয় প্রজা হই অধিকারী॥
সভাকারে কহে যোড় করে।
গালি কেহ না দিয় আমারে॥
দ্বিজ মাধবে রস ভণে।
কান্দে প্রজা বীরের বচনে॥

পয়ার

পত্নীসহ নীলাম্বরের স্বর্গারোহণ

আপনার ঐশ্বর্য্য বীর দূর করি মায়া।
মন্দির হোর্তে বাহির হইল করে ধরি জায়া॥
স্নান করিল দুহে[২] স্রোত গঙ্গার জলে।
প্রজার তরে করে আজ্ঞা জালিতে আনলে॥

[১] এই দুই পংক্তি—খ, গ, ঙ, ছ। [২] খ, গ; ক, ছ—বীর।

বেদ হস্ত বান্ধি কুণ্ড কৈল নিয়োজিত।
মলয়জ কাষ্ঠে অগ্নি হইল প্রজ্বলিত॥
অগ্নি দেখিয়া বীর সাহসে প্রবীণ।
সপ্তবার হুতাশন কৈল প্রদক্ষিণ॥
প্রদক্ষিণ প্রণাম করিয়া সপ্তবার।
হরি হরি স্মরি পড়ে ইন্দ্রের কুমার॥
তাহার পশ্চাতে প্রবেশ করিল[১] রমণী।
গুজরাটের লোক সবে দিল জয়ধ্বনি॥
পাবকেতে ভর করি দুহার জীউ যায়ে।
রথভরে ঠেকাইল[২] মঙ্গলচণ্ডিকায়ে॥
দুহাকার জীউ লইয়া দুর্গারি গমন।
শিবের সদনে গিয়া দিলা দরশন॥
হরষিত হইল হর পাইয়া নীলাম্বর।
নিকটে রাখিয়া তারে শিখায়ে অমর॥
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হইয়া শোভে॥

রাগ মালশী

শিবের নিকট নীলাম্বরের মৃত্যুঞ্জয়-জ্ঞান শিক্ষা

হৃদিপদ্মে বসি হংসে করে নানা কেলি।
কর্ম্মযোগে জানি করে পিণ্ডের বলাবলী॥
কর্ম্মযোগে বহু যোগ আর নাহি আটে।
সে সব কারণ কহি বৈসয়ে নিকটে॥
শুন শুন কহি তত্ত্ব অয়ে নীলাম্বর।
আপনা শরীর চিন্ত[৩] হইতে অমর॥
সুষুম্না প্রধান নাড়ী শরীর মধ্যে বৈসে।
ইঙ্গলা পিঙ্গলা তার বৈসে দুই পাশে॥

১ খ, গ, ঙ; ক—পড়িল। ২ খ, গ; ক—রথে করি লইয়া গেল।
৩ খ—চিনি হওত; গ—দেখ হইব।

জোয়ার ভাটি বহে তাতে অতি খরসান।
ভাটি বন্দী করিয়া জোয়ারে দিব টান॥
সে জোয়ারে ঠেকি হংস হইব সুস্থির।
কায়া পিণ্ডে[1] হৈব দেখা নিশ্চল[2] শরীর॥
শিরে সহস্রদল পদ্ম কহি তার তত্ত্ব।
অধোমুখে থাকি কমল বরিখে অমৃত॥
সে অমৃত রহে ভাল[3] পুরুষের স্থান।
নহি টলিবেক পথ সুস্থির পরাণ॥
মেরুদণ্ডে ভর করি করিবেক ধ্যান।
নবদ্বার বন্দী কৈলে জিনিবা শমন॥
হরের চরণ দ্বিজ মাধবে গায়ে।
কমলে ভ্রমর মধু অবিরত পায়ে॥

[1] গ—কায় পিণ্ডে; ছ—মায়া সঙ্গে। [2] খ, গ, ছ; ক—নির্ম্মল।
[3] খ, গ, ছ—প্রধান।

অষ্টম পালা

উজানী ও ইছানী

রাগ ভূপালি

দেবী ও শিবের পাশা খেলা ও ইন্দ্রকুমার মণিকর্ণের মধ্যস্থতা

কৈলাস শিখরবর বড় রম্য স্থল
স্বর্ণ-তরু[১] তার স্থানে স্থানে।
সারদা সহিত হর হরষিত
বিহরে তথায় সর্ব্বক্ষণে ॥
একদিন অনঙ্গারি আনিয়া পাশার সারি
খেলে হর ভবানীর সঙ্গে।
দৈব[২]-নিয়োজিত আসিল ইন্দ্রের সুত
মধ্যস্থ করিয়া থুইল রঙ্গে ॥
দেবী দান পড়ে ভালো খেলে হর এক চাল
দশবিন্দু পেলে দুই জিনে।
পেলে দেবী সেই দান হরে করে অবসান
সারি ধরি কহে ত্রিলোচনে ॥
সারি ধরিয়াছি আহ্মি কেমতে জিনিলা তুহ্মি
পুনরপি খেল আর বার।
"দান না দেখিয়া হর মিথ্যা কন্দল কর
খেলা নাহি তোমার আমার ॥"
হরে বোলে শুন গৌরী মিথ্যা কন্দল করি
সকল জিজ্ঞাস মণিকর্ণে।
মণিকর্ণক আনি সাক্ষী তারে দুহে মানি
পিনাকে দিল হাত-সানে ॥

১ ছ—বিল্ব বৃক্ষ। ২ খ; ক—দৈবের অদ্ভুত।

বুঝিয়া তাহার মন কহে ইন্দ্র-নন্দন
আহ্মি কহিব সার উত্তর।
জয় পরাজয় কারর নাহি হয়
আছিল চালন সমসর ॥
দেবীর চরণ গতি অন্য না লয়ে মতি
দ্বিজ মাধবে রস গায়ে।
মিথ্যা উত্তরে দহে কলেবরে
ক্রোধ উপজিল মহামায়ে ॥

পয়ার

মণিকর্ণের প্রতি দেবীর অভিশাপ

ক্রোধ করিয়া তানে কহে নারায়ণী।
যায়[১] রে পাপিষ্ঠ বেটা নগর উজানী ॥
ইন্দ্রের নন্দন হইয়া মিথ্যা সাক্ষি কহ।
ধনপতিরূপে তুহ্মি পৃথিবীতে যাহ ॥
হরে বোলে বাক্য শুনয়ে অয়ে গৌরী।
এমন দারুণ শাপ কি কারণে দিলি[২]॥
চণ্ডিকায়ে বোলে দোষ নাহিক আহ্মার।
মিথ্যা সাক্ষি দেহি কেন ইন্দ্রের কুমার ॥
—মণিকর্ণে বোলে শাপ হইল আমারে।
কথ দিন অন্তরে আসিমু গোচরে ॥
দেবী বোলে আহ্মা যদি ভাব মিত্র ভাবে।
তিন জন্ম থাকিবা যে পৃথিবীতে তবে ॥
যদি শত্রু ভাবে আহ্মা বাস নিরন্তর।
এক জন্ম থাকিবা যে পৃথিবী উপর ॥

সস্ত্রীক মণিকর্ণের অনলে প্রবেশ

শাপ পাইয়া মণিকর্ণ রহিতে না পারে।
চন্দ্ররেখার করে ধরি অনলে প্রবেশ করে[৩] ॥

[১] যাহ> যাঅ, যায়'। [২] ক, খ, গ, ঙ; ছ—সহিতে না পারি।
[৩] খ, গ; ক—পৃথিবীতে চলে।

পাবকেত ভর করি দুহার জীউ যায়ে।
রথে করি লইয়া যায় মঙ্গলচণ্ডিকায়ে॥
দুহাকার জীউ লইয়া দুর্গার গমন।
উজানী নগরে গিয়া দিলা দরশন॥
ঋতুবতী হৈছে রঘুপতির রমণী।
তাহান জঠরে দ্রব্য থুইলা নারায়ণী॥
আর দ্রব্য থুইল নিয়া নিধিপতির ঘরে।
দুহারে জন্মাইয়া দুর্গা গেলা কৈলাসেরে॥

ধনপতির জন্ম

ধনপতির জন্ম যদি পৃথিবীতে হৈল।
দিনে দিনে রামার গর্ভ বাড়িতে লাগিল॥
এক দুই তিন চারি পঞ্চ মাস হৈল।
ছয় সাত অষ্ট নবমে প্রবেশিল॥
দশ মাস পরিপূর্ণে জন্মিল কুমার।
দেখিয়া রাজ্যের লোক আনন্দ অপার॥
পঙ্কজ-লোচন শিশু সুন্দর বিশাল।
আজানুলম্বিত বাহু প্রশস্ত কপাল॥
দশ মাস দশ দিনে পুত্র প্রসবিল।
দেখিয়া সুন্দর শিশু জয় জয় দিল॥
আতুরী[১] শয্যাতে রামা রহিল মন্দিরে।
ছয় দিনে পূজা কৈল ষষ্ঠী দেবতারে॥
ছয় মাস আসিয়া হইল উপনীতি।
অন্ন দিয়া পুত্রের নাম থুইল ধনপতি॥
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হইয়া শোভে॥

পয়ার

লহনার জন্ম ও ধনপতির সহিত বিবাহ

এক বরিষের যদি হইল সদাগর।
লহনা জন্মিল গিয়া নিধিপতির ঘর॥

[১] খ, গ, ঙ; ক—আতসী সাজাইয়া।

দুই বরিষের যদি হইল ধনপতি।
তিন বরিষ আসি হইল উপনীতি।।
চারি বরিষের হইল সদাগরের বালা।
দিনে দিনে বাড়ে শিশু মোহয়ে কমলা।।
পঞ্চম বরিষ হইল সাধুর নন্দন।
কর্ণ বেধ[১] করাইল চূড়াকরণ।।
লহনারে বিবাহ করিল ধনপতি।
কৈলাসেত বসি আছেন দেবী ভগবতী।।

রূপবতীর তালভঙ্গ ও অভিশাপ

নৃত্য দেখিতে বৈসে কৈলাস শিখরে।
রূপবতী নৃত্য করে দুর্গার গোচরে।।
তালভঙ্গ হইল তবে পড়ে অথান্তর।
দাঙ্গ দাঙ্গ দৃমি দৃমি হইল কল্লোল।।
ক্রোধ করিয়া তানে বোলিলা ঈশ্বরী।
যায় রে পাপিষ্ঠ বেটী ইছানী নগরী।।
শাপ পাইয়া রূপবতী রহিতে না পারে।
আনলে প্রবেশ করি পৃথিবীতে চলে।।
রূপবতী লইয়া হৈল দুর্গার গমন।
ইছানী নগরে গিয়া দিলা দরশন।।
ঋতুবতী হইল লক্ষপতির রমণী।
তাহান জঠরে দ্রব্য থুইলা নারায়ণী।।
এক দুই তিন চারি পঞ্চ মাস হইল।
ছয় সাত আট নবমে প্রবেশিল।।

খুলনার জন্ম

দশমাসে দশদিনে কন্যা প্রসবিল।
দেখিয়া সুন্দরী কন্যা জয়াকার দিল।।
ত্রৈলোক্য-সুন্দরী কন্যা কি দিব তুলনা।
সভার কনিষ্ঠ দেখি নাম থুইল খুলনা।।[২]

[১] প্রাপ্ত পাঠ—কর্ণভেদ। [২] এই দুই পংক্তি—খ।

দিনে দিনে বাড়ে তবে খুলনা যুবতী।
দ্বিজ মাধবে গায়ে বন্দিয়া পার্ব্বতী ॥*

পয়ার

ধনপতির পারাবত-ক্রীড়া ও রাঘব দত্তের সহিত প্রতিযোগিতা

দিনে দিনে বাড়য়ে যে খুলনা কামিনী।
উজানী নগরে দুর্গা চলিলা আপনি ॥
ধনপতি আদি করি বণিককুমার।
কৌতর উড়াইতে যুক্তি দিলা[১] সভাকার ॥
দিবাকর চলিল বণিক সনাতন।
বাছিয়া লইল কৌতর যোড় হীরামন ॥
সোমদত্ত চলিল বণিক পরাশর।
হরিষে চলিলা সব দোলার উপর ॥
রাঘব দত্ত চলিল বণিক ধনপতি।
বাছিয়া হিরণ্য কৌতর লইল সঙ্গতি ॥
দোলায়ে চড়িয়া সবে করিল গমন।
জীরানী গাছের তলে দিলা দরশন ॥
দিবাকরে পরাশরে প্রতিজ্ঞা করিয়া।
আনিয়া হিরণ্য কৌতর দিল উড়াইয়া ॥
দিবাকরে কৌতর উড়ায়ে সাবধানে।
উড়িয়া গেলেক কৌতর শালিকা প্রমাণে ॥
পরাশরে কৌতর উড়ায়ে দেখে সর্ব্ব জন।
উড়িতে উড়িতে কৌতর ছুইল গগন ॥
আঁখি ঠারে ধনপতি কহে সভাকারে।
ধরিয়া লাঘব কর দিবাকরের তরে ॥

* ইহার পর—খ, গ, ঙ, ছ, বিষ্ণুপদ—(রাগ বড়ারি):

কাহ্নাই তুমি ভাল বিনোদিয়া। নব কোটি চান্দ পেলাম মু'খানি নিছিয়া ॥
বনের ফুলে মালা গাঁথি তারে বোল হার। গোপের ঘরে ননী খাইয়া ভজিমা তোমার ॥
গোঠে থাক ধেনু রাখ বাঁশীতে দেও সান। গোপ-ঘরের রমণী-চোরা কানাই তোমার নাম ॥

[১] গ—কৈলা।

রাঘব দত্তে বোলে শুন ধনু সদাগর।
বণিক সমাজে তুমি বড়হি ইতর॥
গালাগালি করে দোহে ক্রোধ যে করিয়া।
মীমাংসা করিল তবে সোমদত্ত গিয়া॥
সোমদত্তে বোলে কোন্দল কর কি কারণ।
প্রতিজ্ঞা করিয়া কৌতর উড়াও দুজন॥*
রাঘব দত্ত ধনপতি প্রতিজ্ঞা করিল।
আনিয়া হিরণ কৌতর উড়াইয়া দিল॥
এত শুনি[১] রাঘব দত্তে বোলে হায় হায়।
তিন লক্ষ তঙ্কা থুইলাম জয় পরাজয়॥
ধনপতি বোলে রাঘাই কারে দেখ উন।
তিন লক্ষ তঙ্কা মাত্র আম্মি থুইল দুন॥

রাঘব দত্তের পরাজয়

রাঘব দত্তে কৌতর উড়ায়ে হইয়া সাবধান।
উড়িয়া গেলেক[২] কৌতর শালিকা প্রমাণ॥
ধনপতি কৌতর উড়ায় দেখে সর্ব্ব জন।
উড়িতে উড়িতে কৌতর ছুইল গগন॥
লজ্জায়ে লজ্জিত রাঘাই কৌতর গেল পার।
ধনপতি বোলে তঙ্কা দেয়ত আম্মার॥
ধনপতির বাক্য রাঘাই সহিতে না পারে।
গণিয়া দিলেন তঙ্কা সভার ভিতরে॥
ধন পাইয়া ধনপতি বাড়ীতে না নিল।
বণিক কুমারের তরে বিভজিয়া[৩] দিল।
দোলায়ে চড়িয়া গেল যার যে ভুবন।
কৌতর অনুসারে সাধু করিল গমন॥
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হইয়া শোভে॥

* এই ১৪ পংক্তি—খ।

[১] খ, ছ; ক—দেখি। [২] খ, গ; ক—পড়িল। [৩] ছ—বিভাজিয়া।

রাগ ধানশী

পারাবত অনুসরণ করিয়া ধনপতির ইছানী নগর গমন

সাধু চলে কৌতর অনুসারে।
সঙ্গতি করিয়া দ্বিজবরে॥
রবির বুঝিয়া বলাবল।
তরুতলে বৈসে সদাগর॥
ঘন ঘন নিরখে গগনে।
কৌতর পাছে ধরে সাঞ্চিচানে॥
একে একে দশ দিক নেহালে।
কৌতর পড়ে লক্ষপতির চালে॥
ইছানীতে কৌতর সন্ধানে।
বিধির নির্ব্বন্ধ ঘটাই আনে॥
হরিষ হইল ধনপতি।
দ্বিজ মাধবে গায়ে বন্দিয়া পার্ব্বতী॥

পয়ার

পারাবত-সন্ধানে লক্ষপতির গৃহে গমন ও খুলনার রূপে মুগ্ধ

পাটশালে বসিলেক সাধুর নন্দন।
অন্তঃপুরে গিয়া তবে জানায়ে ব্রাহ্মণ॥
দ্বিজবরে কহে কথা লক্ষপতির তরে।
ধনপতি সদাগর তোমার দুয়ারে॥
শুনিয়াত লক্ষপতি করিল গমন।
দখিন দুয়ারে গিয়া দিল দরশন॥
ধনপতি কৈল তান চরণ বন্দন।
বাহু প্রসারিয়া সাধু দিলা আলিঙ্গন॥
অন্তঃপুর মধ্যে চলি গেলা দুই[১] জন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তানে যোগায়ে আসন॥

[১] খ—তিন।

সেবকে আনিয়া কৈল পাদ প্রক্ষালন।
কর্পূর তাম্বূল সাধু করিল ভক্ষণ॥
হেনকালে খুলনার স্নানের গমন।
অনিমিখ নয়ানে সাধু করে নিরীক্ষণ॥
রাজহংস-গতি রামা ধীরে ধীরে যায়ে।
দেখিয়া সাধুর গায়ে হানে কামড়ায়ে॥[১]
কর্ণেত কহিল সাধু দ্বিজবর আনি।
জিজ্ঞাস স্নানেরে যায়ে কাহার নন্দিনী॥
দ্বিজবরে বোলে এহা জিজ্ঞাসিব কি।
খুলনা এহার নাম লক্ষপতির ঝি॥
ধনপতি বোলে দ্বিজ শুনহ বচন।
সদাগরের স্থানে কহ সম্বন্ধ কারণ॥
এথ শুনি দ্বিজবরে সাধু স্থানে কহে।
ধনপতি তোমার কন্যা বিবাহ করিতে চাহে॥*

বিবাহ-প্রস্তাবে লক্ষপতির সম্মতি

শুনিয়াত লক্ষপতি হইল হরষিত।
বাপ পিতামহ তান কুলের পূজিত॥
হেন জন কন্যা চাহে ভাগ্য অনুমানি।
সর্ব্বথায়ে দানে আমি দিবাম খুলনী॥
শুনিয়াত দ্বিজবর করিলা গমন।
ধনপতির বিদ্যমানে দিল দরশন॥[২]
ধনপতি বোলে মোর কার্য্যে নাহি হেলা।
সদয় হইয়া দেউক পুষ্প[৩] মালা॥

* ইহার পর খ, (গ, ছ) বিষ্ণুপদ—

নব নব অনুরাগে প্রাণ বন্ধুয়ারে আর না লয়ে মোর মনে।
নব নাগর চান দেখিয়া নাগরীগণ গৃহকর্ম্ম কিছু নাহি জানে॥
নবীন বসন্তের বাও নবীন কোকিলের রাও ভ্রমর-ভ্রমরী উতরোল।
বিধি কৈল পরাধীনী ভাল মন্দ নাহি জানি ...... ।

১ ক, খ, গ; ছ—দেখিয়া সাধুর অঙ্গে হানে কামরাএ।
২ এই দুই পংক্তি—গ।
৩ খ—বরণের।

পুষ্পচন্দন দিলা সভার গোচরে।
বিবাহ নির্ব্বন্ধ কৈল গোধূলি শুক্রবারে ॥

ধনপতির গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন ও লহনাকে বিবাহ-বার্ত্তা জ্ঞাপন

কৌতর লইয়া সাধু করিলা গমন।
আপনার পুরে আসি দিল দরশন ॥
আসনে বসিয়া সাধু পাখালে চরণ।
লহনারে আনাইল আপনা সদন ॥
ধনপতি বোলে প্রিয়া শুন মোর বাণী।
তোমার আজ্ঞা পাইলে বিহা করিব খুলনী ॥
যেন মাত্র কৈল সাধু বচন প্রকাশ।
লহনার মুণ্ডে যেন পড়িল আকাশ ॥[১]
দ্বিজ মাধবে তথি প্রণতি-বচন।
মন্দিরে বসি লহনায়ে করয়ে ক্রন্দন ॥*

[১] ইহার পর খ অতিরিক্ত—

মনে ভাবে লহনায়ে ব্যর্থ কেন জী। হলাহল পাইলে গণ্ডুষ করি পী ॥

* ইতি শুক্রবার দিবা পালা সমাপ্ত।

নবম পালা

লহনা ও কুমতি

রাগ করুণ

লহনার বিলাপ

কান্দেরে লহনী　　　　সাধুর রমণী
　　ললাটে হানিয়া কর ঘা।
জন্মান্তরে পাপ কৈলু　　　তে কারণে সতা পাইলু
　　শুনিয়া দগধে মোর গা॥
সাউধ নিদয় বড়　　　　কুলিশ সমান দঢ়
　　স্ত্রীবধের নাহি লাগে ভয়।
পুরুষ হয়ে দারুণ　　　　কভো নহে আপন
　　আজু সে জানিলু নিশ্চয়॥
প্রভুর বচন শুনি　　　　অক্ষম জানিয়া পুনি
　　কান্দেরে লহনা বাণ্যানী।[১]
এ ভর যৌবন কালে　　　সতা দেহি মোর তরে
　　বড়হি নিষ্ঠুর মোর স্বামী॥
সর্ব্ব অঙ্গ পোড়ে বিষে　　যাইমু কোমন দেশে
　　কথা গেলে স্বস্তি পাইমু।[২]
সতাই বৈরীর ঘ্রাণ[৩]　　　সহিতে না পারে প্রাণ
　　কেমতে সতার জ্বালা সইমু॥
হলাহল যদি পাম　　　　গণ্ডুষ করিয়া খাম
　　আর জীবনের নাহি সাধ।
সাহসে করিয়া ভর　　　প্রবেশিমু সাগর
　　যেন এড়াম সতার প্রমাদ[৪]॥

[১] খ, গ, ছ; ক—কান্দিয়া বিধিরে পাড়ে গালি।
[২] খ—সুস্থ হইনু।
[৩] খ, গ, ঙ, ছ; ক—সতাই বিড়ম্বন।
[৪] খ—বিবাদ।

দ্বিজ মাধবানন্দে তরিতে সংসার ধন্দে
দেবীপদে মতি করি স্থির।
হইয়া পরম দুঃখী কান্দে বামা ইন্দুমুখী
প্রবোধ দিলেন সদাগর ॥

পয়ার

বিবাহের আয়োজন

ধনপতি বোলে রামা শুন রে উত্তর।
এ ঘর বসতি প্রিয়া সকল তোমার ॥
রমণীরে প্রবোধিয়া সাধু ধনপতি।
ইছানীতে সমাচার দিল শীঘ্রগতি ॥
উজানীর সমাচার পাইয়া সদাগর।
শুভক্ষণে অধিবাস কৈল খুলনার ॥
জল ভরিতে আইল রম্ভা বাণ্যানী।
মনুষ্য পাঠাইয়া আনে বণিক-রমণী ॥
সনকা কনকা আইল আর সুলোচনী।
স্বর্ণরেখা শশিমুখী সারদা রুক্মিণী ॥
অমলা বিমলা আইলা মদনমঞ্জরী।
নিজ আহি সঙ্গে আইল রাঘব দত্তের নারী ॥
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হইয়া শোভে ॥

রাগ কামোদ

'জল-সাঞ্চি' নামক মঙ্গল-কর্মের অনুষ্ঠান

নানা অলঙ্কার পরি সঙ্গে লইয়া সহচরী
জল সাঞ্চিতে করিল গমন।
রম্ভা কন্যা মাঝে আহিগণ আগে পাছে
দেখিয়া হরিষ প্রজাগণ ॥

পৌরজন ধনি ধনি জল-সাঁয়ে সুবদনী
হেমঘট লইয়া কটিমাঝে।
শিরে শোভে 'শিরি' থালা[১] গলে শোভে পুষ্পমালা
আগে পাছে নানা বাদ্য বাজে ॥
লইয়া আহিগণ রম্ভা হরষিত মন
চ'ল আই হইয়া সারি সারি।
মিলিয়া ত আহিগণ জয়ধ্বনি দিয়া ঘন
শুভক্ষণে ঘটে ভরে বারি ॥[২]
প্রথমে গঙ্গাতে গিয়া হেমঘট আরোপিয়া
দূর্ব্বা-ধান্য পেলায়ে নিছিয়া।
মঙ্গল বিধান করি জল লইয়া ঘট ভরি
করেত যে হেম-ঝারি লইয়া ॥
জনমে জনমে যেন দুর্গার চরণ ধন
বিস্মরণ না হউক আমার।
দ্বিজ মাধবে বোলে দেবীপদ-কমলে
কর যোড়ে মাগি পরিহার ॥

পয়ার

অন্যান্য স্ত্রী-আচারের আয়োজন

জল লইয়া ঘরে আইল রম্ভাল বাণ্যানী।
বিবাহ উদ্যোগ[৩] সাধু করয়ে তখনি ॥
মঙ্গল পোখরী কৈল বিচিত্র নির্ম্মাণ।
রামকদলী তরু রুয়িল চারি কোণ ॥
যত্নে আনিয়া সবে সুবাসিত বারি।
পোখরীর সম্মুখে থুইল সারি সারি ॥
বাটিয়া যে মহৌষধি সুগন্ধি দিয়া তাহে।
অভ্যঞ্জন[৪] করি দিল খুলনার গায়ে ॥

[১] ঙ; ক—বারি থালা; ছ—মণিমালা। [২] গ।
[৩] প্রাপ্ত পাঠ—উর্জোগ।
[৪] প্রাপ্ত পাঠ ক—অভ্যর্থনা; ছ—মার্জনা; খ—উর্দ্ধ তৈল।

সুগন্ধি কষায়ে[1] কেশ করিল মার্জনা।
স্নান করিতে শিলায়ে বৈসয়ে খুল্লনা॥
জয় জয় দেহি কেহ পরম হরিষে।
শিরে জল ঢালে কেহ কলসে কলসে॥
মঙ্গল বিধানে স্নান করি সুবদনী।
শ্বেত নেত সূত্র[2] দিয়া বান্ধিল তখনি॥
বাহির করিয়া সূতা[3] নারীগণে ধরে।
পাকাইয়া বান্ধিল তাহা খুল্লনার করে॥
এথায় লক্ষপতির ঘরে মাতৃকা ষোড়শে।
বসুধারা দিয়া সাধু মাতৃগণ তোষে॥
খুল্লনা লইয়া তবে যথ বন্ধুগণ।
বিবাহের বেশ সবে করায়ে তখন॥

পয়ার

খুল্লনার বিবাহ-সজ্জা

চিরুণী আচড়ি কেশ করিয়া সুসার।
কানড়ি[4] বান্ধিয়া খোপায়ে দিল পুষ্পহার॥
কজ্জলের রেখা দিল নয়নযুগলে।
খঞ্জন পড়িল[5] যেন পঙ্কসুত-দলে॥
শ্রুতিমূলে শোভা করে রতনকুণ্ডল।
অরুণ সমান যার জ্যোতি ঝলমল॥
মণিময় মুক্তা শোভে নাসিকা উপর।
কণ্ঠে কণ্ঠমণি হার অতি মনোহর॥
করপল্লবে শোভে রত্ন-অঙ্গুঠি।
অলক্ষিতে পুষ্প যেন ফুটে গাঠি গাঠি॥
মঞ্জু মঞ্জীর দুই পদ করে শোভা।
পদ-অঙ্গুলে[6] শোভে রজতের আভা॥

[1] খ—কুসুমে।
[2] খ—সাত নাল; গ—সাত গাছ; ছ—সপ্ত নাল।
[3] খ, গ, ছ; ক—তাহা।
[4] খ—কনকে।
[5] খ—পশিল।
[6] খ—পদতলে।

বাহুযুগে তার শোভে বিচিত্র নির্ম্মাণ।
লাবণ্য[১] প্রবাল শঙ্খ কৈল পরিধান॥
ভ্রূযুগে পরয়ে রামা কাজলের রেখা।
নীলগিরি মাঝে যেন চান্দে দিল দেখা॥
বাছিয়া পরিল রামা দিব্য পট্ট শাড়ী।
বিধিয়ে নিম্মিল যেন সোনার পোতলী॥
এথায়ে রহুক মন হরির চরণ।
উজানী লইয়া কিছু শুনিবা কারণ॥

পয়ার

বর-যাত্রা

ষোড়শ মাতৃকা পূজা কৈল সদাগর।
বসুধারা দিল সাধু ক্ষিতির উপর॥
জয়ধ্বনি দিয়া করে মুকুট বন্ধন।
খারোয়ারে বোলে দোলা কর রে সাজন॥
সাধুর দোলায়ে সাজে খারুয়া ষোলজন।
মলয়জ খুরা আনে ত্বরিত গমন॥
ভুবন[২] হস্ত খুরা বান্ধে স্বর্ণ খিলে।
অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ করি দোলা সাজাইলে॥
কথবা নেহালি পাতে দোলার উপরে।
দিব্য পাটের থোপ দোলার চারি দ্বারে।
তথির উপরে[৩] সাজে দোলার কাছনী।
লাল চৈতনী[৪] মাথে খারুয়ার সাজনী॥
গোপী চন্দনের ফোঁটা ললাটে শোভিত।
বৈরাগীর বেশে খারুয়া হইল উপস্থিত॥
দোলা লইয়া আইল খারু সাধুর গোচর।
নিজ পরিচছদে দোলায়ে উঠে সদাগর॥

[১] গ—স্বর্ণ। [২] খ, গ—মোহন।
[৩] গ—কাছে। [৪] ছ—টোপর।

অন্তঃপুরে জয়ধ্বনি হৈল ঘন ঘন।
বিবাহ করিতে সাধু করিল গমন॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে মঙ্গল-নিশান।
ভেউর ঝাঁঝরি বাজে অনেক সন্ধান॥
ঢাকরিয়া ঢাক বায়ে সানাই করতাল।
নানাবিধ বাদ্য বাজে শুনিতে রসাল[১]॥
আইল সাধুর বালা ইছানী নগর।
যাইতে ধরিল পথে খুদিয়া ডিঙ্গর॥

পথে খুদিয়া ডিঙ্গরের সহিত আলাপ

খুদিয়া ডিঙ্গরে বোলে শুন ধনপতি।
এক বিন্দু গুয়া মোরে দেয় শীঘ্রগতি॥
সাধু বোলে আঠার বীরের নাম লও।
তবে যে বিবাহের গুয়া আমার স্থানে পাও।
খুদিয়ায়ে বোলে সাধু শুন মোর কথা।
আঠার বীরের নাম কহিব সর্ব্বথা॥
আঠার বীরের থানা নাহি জান তুহ্মি।
তার মধ্যে এক বীর আসিয়াছি আহ্মি॥
হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু সুর-বৈরি।
রাবণ কুম্ভকর্ণ দেখ লঙ্কা অধিকারী॥
বালী সুগ্রীব দেখ প্রধান দুই জন।
পাণ্ডবের[২] মধ্যে দেখ ভীম অর্জ্জুন॥
অঙ্গদ হনুমান দেখ প্রধান দুই বীর।
বীরের মধ্যে এই দুই সমরেতে স্থির॥[৩]
বীরের মধ্যে[৪] গোর্খনাথ সিদ্ধা মহাজ্ঞানী।
অঙ্গিরা পুলস্ত্য[৫] নারদ মহামুনি॥

[১] ছ; ক—পূরয়ে শিঙ্গাল।
[২] খ; ক—কৌরবের; ছ—বীর সবার।
[৩] খ, গ, ঙ, ছ—বীরগণ মধ্যে নন্দী অমর শরীর।
[৪] খ—আগে গণি।
[৫] খ—দেবতার মধ্যে; গ—দেবর্ষির মধ্যে; ছ—দেবঋষিগণ মধ্যে।

বীরের তরে[১] পরশুরাম তপস্বীর বেশে।
তাল-বেতাল তারা দুই স্বর্গে বৈসে॥
প্রধান বীর জরাসন্ধ হয়ে নৃপবর।
সাক্ষাতে দেখহ আছি খুদিয়া ডিঙ্গর॥
নাকে হাত দিয়া সাধু শুনে অদ্ভুত।
এক বিন্দু গুয়া তারে দিলেক প্রস্তুত॥
গুয়া পাইয়া খুদিয়ায়ে দোলা ছাড়ি দিল।
লক্ষপতির পুরে গিয়া উপনীত হইল॥

জামাতা-বরণ

লক্ষপতি সাধুরে আপনা ধন্য মানি।
পাদ্য অর্ঘ্য দিল[২] সাধু জামাতা বাড়ী আনি।
বস্ত্র-অলঙ্কার দিয়া করিল ভূষণ।
আসনে[৩] বৈসাইয়া কৈল জামাতা অর্চ্চন॥
তখনেত রম্ভা রামা বড় কুলা লইয়া।
জামাতা বরয়ে রামা হরষিত হইয়া॥[৪]
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হইয়া শোভে॥

রাগ ধানশী

জামাতা-দর্শনে নারীগণের ঈর্ষা

বরণ করয়ে[৫] তবে রম্ভাল বাণ্যানী।
সাধুর রূপ দেখিতে ভোলে যথ সীমন্তিনী।
দময়ন্তী বোলে মোর কি ছিল কপালে।
স্বামী বৃদ্ধ হইল মোর যৌবনের কালে॥

[১] খ, গ, ছ—মধ্যে।
[২] খ, গ; ক—অস্পষ্ট; ছ—অভ্যর্থনা করিল।
[৩] খ, গ, ছ; ক—আপনে।
[৪] এই দুই পংক্তি—খ, গ, ছ।
[৫] খ, গ, ছ—বরয়ে।

পৃষ্ঠে কুজ পক্ব কেশ নড়য়ে দশন।[১]
অবিরত হস্তপদ কম্পিত সঘন॥
সুরতির আশে যদি হাসি পুছি বাত।
ফিরি শুইয়া বোলে বুড়া একি পরমাদ॥
হামু বিদগধ নারী কান্ত সে গোঁয়ার।
অবোধেরে কেবা কথ পারে বুঝাইবার॥
বুঝাইলে না বুঝে সেই কামকলা বন্ধ[২]।
হাতের দর্পণ যেন নাহি দেখে অন্ধ॥
সত্যবতী বোলে তোরা বড় দুষ্টমতি।
ইহলোকে পরলোকে পতি ত্রাণ-গতি॥[৩]
তারে অবোধিয়া বলা তোরে না যুয়ায়ে।
নিন্দিলে পতিরে পত্নী অধোগতি পায়ে॥[৪]

পয়ার

ধনপতি রহে গিয়া চান্দোয়ার তলে।
খুলনা বাহির কৈল করি চতুর্দ্দোলে॥
সপ্তবার সুবদনী কৈল প্রদক্ষিণ[৫]।
যুগপাণি প্রণমিল প্রভুর চরণ॥
ঊর্দ্ধমুখে সদাগরে কৈল দরশন।
গলার পুষ্পমালা বদল কৈল দুই জন॥
মহৌষধি অঙ্গে দিয়া রহিল তরুণী[৬]।
শুভক্ষণে সাধু কৈল পুষ্পের সাজনী[৭]॥
দুহাকারে তুলাইল যথ বন্ধুগণে।
সভামধ্যে বৈসাইল রত্ন-সিংহাসনে॥
দুহাকার কর দ্বিজ করি একত্তর।
সূত্র দিয়া তাহারে বান্ধয়ে দ্বিজবর॥

১ খ—কাণ কুজুব কেশ নরল দশন; ছ—কূল কুজুব সব পতিত দশন।
২ ছ; ক, গ—কলার সবন্ধ; খ—মুদ্রা কলার সবন্ধ।
৩ গ, ঙ—পরিত্রাণ গতি; ছ—পতি মাত্র গতি। ৪ এই দুই পংক্তি—ছ।
৫ ছ—স্রবণ। ৬ খ—তখনি। ৭ খ, ঙ, ছ; ক—দরশনী।

লক্ষপতির কন্যা-সম্প্রদান

সম্প্রদানের বাক্য সাধু[১] উচচারে বদনে।
দানের সজ্জা আনিয়া থুইল বিদ্যমানে।।
রমণী সহিতে তবে সাধুর তনয়ে।
হুতাশন প্রণমিল সানন্দ হৃদয়ে।।
দম্পতি গৃহেতে গেল সাধুর নন্দন।
রসুই মন্দিরে গিয়া করিল ভোজন।।
কর্পূর তাম্বূল সাধু করিলা ভক্ষণ।
শয়ন-মন্দিরে গিয়া করিল শয়ন।।
সেই নিশি বঞ্চে সাধু রমণীর সঙ্গে।
প্রভাত সময়ে উঠে শুচি হইয়া অঙ্গে।।
নিজ গৃহে আসিবারে করিল মেলানি।
মায়ের অঞ্চলে ধরি কান্দয়ে খুলনী।।
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হৈয়া শোভে।।

রাগ করুণ

খুলনার মেলানি

কান্দেরে খুলনী সাধুর রমণী
মায়ের অঞ্চলে করে ধরি।
না যাইমু তথায়ে রাখহ এথায়ে
বিশেষ কান্দয়ে সুন্দরী[২]।।
তথায়ে না রইমু স্থির বুক মোর যায়ে চির
করিতে নারিমু তান ঘর।
শুনিয়া সতার কথা মরমে লাগল বেথা
গায়ে মোর হইলেক জ্বর।।
কোলে লইয়া খুলনী[৩] রম্ভায়ে বুঝায়ে বাণী
সুমধুর প্রবোধ বচন।
পতি গুরুজন সেই যে আপন
জিজ্ঞাসিয়া চাহ সর্ব্ব জন।।

[১] ক, গ, ঙ ; খ, ছ—দ্বিজ। [২] খ, গ, ছ—যতন করি। [৩] খ, গ, ছ ; ক—অস্পষ্ট।

দুর্গার চরণে গতি অন্য না লয়ে মতি
দ্বিজ মাধবে সুরচন।
মায়ের বচন শুনি খুলনা কামিনী
প্রভুর সঙ্গে করিলা গমন॥*

পয়ার

উজানী প্রত্যাগমন

দোলায়ে চড়িয়া সাধু করিল গমন।
সঙ্গতি চলিল সাধুর বিবিধ বাজন॥
নিজ পুরে আসিয়া যে দিল দরশন।
বাড়ীতে প্রবেশ কৈল সাধুর নন্দন॥
গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে ধনপতি।
দ্বার ধরি দাঁড়াইল লহনা যুবতী॥
হরষিত হইল সাধু দেখিয়া সুন্দরী।
হাসিয়া দিলেন তানে হস্তের অঙ্গুরী॥
অন্তরে বিরস বড় হইল লহনা।
নির্ম্মঞ্ছন করিয়া ঘরে লৈ গেল খুলনা॥
ভট্ট বিপ্র সদাগরে কৈল সম্বর্দ্ধন।
কথ দিন বঞ্চে সাধু লইয়া পৌরজন॥
শারি-শুক[১] লইয়া কিছু শুনিবা কারণ।
দ্বিজ মাধবে তথি প্রণতি বচন॥

* ইহার পর খ বিষ্ণুপদ— রাগ মল্লার

সজনী, সই তুমি যাও আমার বদলে।
আমি গেলে জীব না প্রাণনাথ কানাইরে দেখিলে॥
সর্ব্ব সখী সঙ্গে আমি বসিয়া খেলাই।
কানাইরে দেখিলে আমি উঠিয়া পলাই॥
যমুনার জলেরে যাইতে সখীগণ মেলে।
ঠেকি ছিলাম কানাইর হাতে বিধি রৈক্ষা কৈলে॥
নন্দের নন্দন কানাই বড়ই দুর্জন।
নাহি রাখে লাজ-ভয়ে না রাখে ভরম॥

১ প্রাপ্ত পাঠ—সাইর সুখ

পয়ার

শুক-শারির কাহিনী

শ্রীবৎস নামে রাজা ছিল স্বর্গদ্বার-পুরী।
পরম ভকতি ভাবে পূজয়ে শ্রীহরি॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ তান না যায়ে খণ্ডন।
দৈবহেতু হইল রাজার শনি[১] বিড়ম্বন॥
নৃপতির ক্ষেত্রে[২] শনি আইল আচম্বিত।
দিনে দিনে স্বর্গদ্বার মলিন নিশ্চিত॥
ভূতুলি[৩] মাতলি পক্ষী পড়ে রাজার চালে।
শৃগালে কুক্কুরে কান্দে বেলা দ্বিপ্রহর কালে।
আচম্বিতে অগ্নি উঠে নগরে নগরে॥
হাহাকার উঠে সর্ব্ব চাতরে চাতরে॥
হস্তী অশ্ব কান্দিয়া বেড়ায়ে বনে বনে।
রথধ্বজ খসি পড়ে দোহাই না মানে॥
বাদ্যভাণ্ড হরয়ে শব্দ চন্দনে হরে গন্ধ।
অরণ্যে ছুটিয়া যায়ে মত্ত মাতঙ্গ॥
সরোবরের জল হরে গাভীর হরে ক্ষীর।
এথেক দেখিয়া রাজা হইল অস্থির॥
গো মহিষ আছয়ে যথেক রাজার।
চরিতে যেমতে[৪] গেল না আসিল আর॥
তাল বেতাল আছে সিদ্ধ চিন্তামণি।
এই মাত্র রহিলেক রাজার পরাণী॥
শারি-শুক দুই পক্ষী রাজার স্থানে ছিল।
সত্য করাইয়া পক্ষী উড়াইয়া দিল॥
সত্যের কারণে পক্ষী বঞ্চয়ে[৫] কাননে।
দৈবহেতু হৈল দেখা আক্ষটির সনে॥
জাল ছাট[৬] দিয়া ব্যাধ করে নানা সন্ধি।
লোভের কারণে পক্ষী হইয়া গেল বন্দী॥

[১] ঙ—ভাগ্য। [২] খ—রাশিতে। [৩] ভুতুড়ে (?); খ—ভ্রমিয়া শকুনী; ছ—ভুতলিস পামরী। [৪] খ, ছ—বনেতে। [৫] খ—ভ্রময়ে; গ—বৈসয়ে। [৬] গ—পাট; ছ—ছলে জাল।

কাকুতি[1] করিয়া পক্ষী কহিল বচন।
আমা দুই লইয়া যায়' রাজার সদন ॥
সেই বাক্য ব্যাধবর না কৈল অন্যথা।
সেই পক্ষী লইয়া গেল নরাধিপ যথা ॥
শারি-শুক দেখিয়া জিজ্ঞাসে দণ্ডধর।
কথায়ে পাইলা দুই পক্ষী সুন্দর ॥
শারি-শুকে পরিচয় দেয়ন্তি সভায়ে।
দ্বিজ মাধবানন্দে এই রস গায়ে ॥

রাগ পটমঞ্জরী

শ্রীবৎস উপাখ্যান

স্বর্গ দ্বার[২] অধিকারী কনক দণ্ডধারী
শ্রীবৎস নামে মহারাজা।
করিয়া বিবিধ যত্ন আনিয়া নানা রত্ন
সাজিয়া আছিল মহাতেজা ॥
শনি গ্রহ সঞ্চারে পীড়িত দণ্ডধরে
রাজারে করাইল দেশত্যাগ।
তাহান যে আদেশে[৩] বঞ্চো দুই বনবাসে
দৈবযোগে[৪] ব্যাধে পাইল লাগ ॥
যথেক শ্রুতি শাস্ত্র সকলি জিহ্বাগ্রত
নিবেদিলু তোমার গোচর।
আমরা আশ্রয়ী[৫] যার যশ কীর্ত্তি হয়ে তাহার
মারুতের[৬] গতি যথ দূর ॥
পুরাণ ভারত[৭] কথা গুপত-বেকতা
চৌদ্দ শাস্ত্র পঠিবারে পারি।
বিদ্বান জন পাই উকাশ[৮] করিতে চাহি
চারিবেদ পঠাইবারে পারি ॥

[১] খ, গ, ছ—করুণা। [২] ইহার পূর্ব্বে খ, গ, ছ—
রঁজা ব্যাধেরে জিজ্ঞাসা কর কি। অবধান কর রাজা পরিচয় দি ॥
[৩] খ, ঙ, ছ; ক, গ—অভ্যাসে; ঘ—উদ্দেশে। [৪] খ, গ, ছ—এহাতে। [৫] খ—দুই হই। [৬] গ, ঙ—দিবাকর। [৭] খ, গ—গীতা; ছ—পোথা। [৮] গ—উপাছি; ছ—শিষ্য।

বৈদ্যশাস্ত্র যদি পাই চিকিৎসা করিয়া চাহি
ধনুর্ব্বেদ পারি পঠাইবারে।
এই সব তত্ত্ব জানি শ্রীবৎস নৃপমণি
বিধিমতে পালিল দুহারে ।।
দিলাম পরিচয় শুনহ মহাশয়
ব্যাধেরে করহ সন্মান।
শুনিয়া পক্ষীর বাণী হৃষ্ট হইল নৃপমণি
আক্ষটিরে দিলা বহু ধন ।।

পয়ার

স্বর্ণ পিঞ্জর আনয়নের জন্য ধনপতির গৌড় যাত্রা

শারি শুক দুই পক্ষী পাইলা রাজন।
কিসেরে থুইমু পক্ষী ভাবে মনে মন ।।[১]
কোটোয়ালের তরে আজ্ঞা কৈল দণ্ডরায়ে।
ত্বরায়ে আনিয়া দেহ সাধুর তনয়ে ।।
রাজার বচনে কোটাল করিল গমন।
সাধুর ভুবনে গিয়া দিল দরশন ।।
সদাগরের তরে কোটাল কহে বারে বার।
তিলেক বিলম্ব হইলে দোহাই রাজার ।।
কোটোয়ালের বাক্যে সাধু করিল গমন।
ভূপতির বিদ্যমানে দিল দরশন ।।
তিনবার ভূপতিরে করিয়া প্রণতি।
পরম সাদরে তানে করিল পীরিতি ।।
ভূপতি বোলিল বাক্য শুন সদাগর।
ত্বরায়ে চলিয়া যায়' গৌড় নগর ।।
শারি-শুক দুই পক্ষী দেখ বিদ্যমান।
কিসেত থুইব পক্ষী নাহি সম্বিধান ।।
সুবর্ণ পিঞ্জর আনি দেয়' ধনপতি।
পরম সাদরে তোমা্রা করিমু পীরিতি ।।

১ এই দুই পংক্তি—খ, গ, ঙ, ছ।

ভূপতির আজ্ঞা সাধু রহিতে না পারে।
বিদায় হইয়া আইল আপনার পুরে।।
খুল্লনাকে সমর্পিল লহনার তরে।
ত্বরায়ে চলিল সাধু গৌড় নগরে।।
দোলায়ে চড়িয়া সাধু করিল গমন।
পশ্চাতে চলিল সাধুর ভৃত্য বহু জন।।
বামকুলি[1] বেজকুলি এড়িয়াত যায়ে।
বিনোদপুরেত গিয়া উপনীত হয়ে।।
সিংহপুর[2] এড়ি যায়ে চণ্ডিকার হাট।
উপনীত হইল গিয়া যথা রাজপাট।।

লহনার কুমতি

গৌড়েত রহিয়া সাধু সম্ভাষে ক্ষিতিপতি।
লহনা লইয়া কিছু শুনিবা কুমতি।।
যুক্তি করয়ে রামা আনিয়া ব্রাহ্মণী।
দ্বিজ মাধবে গায়ে ভাবিয়া ভবানী।।
চরণে ধরিয়া সই করো নিবেদন।
সতার কারণে মোর স্থির নহে মন।।
দিনে দিনে বাড়ে বেটী যেন শশধর।
এহারে পাইলে আম্মা না চাহে সদাগর।।
দেখিয়া বেটীর রূপ শোণিত ফাটে[3] গায়ে।
কেমতে করিমু নাশ বোলহ উপায়ে।।
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হইয়া শোভে।।

রাগ ধানশী

ব্রাহ্মণীর সহিত পরামর্শ

আল সঞ্চি, চিন্তা কিছু না ভাবিয় মনে। ধ্রু
শুনহ প্রাণের সই তোমারে দঢ়াইয়া কহি
সৈয়ারে মানাইয়া দিমু গুণে।

[1] খ, ঙ, ছ; ক—রামকুলি। [2] প্রাপ্ত পাঠ—সিঙ্গাপুর। [3] গ—টোটে; ছ—খোষে।

অমাবস্যা মঙ্গলবারে পূর্ণ বেলা দুই প্রহরে
কালা কুক্কুরী মারিমু।
তেপথা পথেত গিয়া খুলনার নাম লইয়া
তবে তার ঔষধ বাটিমু॥
শিখির পাখের[১] ফৈর বানরের কানের মৈল[২]
তাহা দিয়া গণকের[৩] সূত।
পূর্ণ হাটের ধুলা আনি দিয়া সোত[৪] ঘাটের পানি
এই গুণ বড় অদ্ভুত॥
যত্ন করি পায়' যথা আন খাটাশির মাথা
বণিকের সজ্জ দিয়া তাহে।
দেয়' একইশ গণ্ডা কড়ি পুড়িয়া করিমু গুড়ি
তবে বশ করিমু সৈয়ারে॥
কহম তোরে দঢ়[৫] করি দেয়' একইশ গণ্ডা কড়ি
মনামনি আনিমু যতনে।
নিশাভাগ রাত্রি গিয়া খুলনার নাম লইয়া
মোহন[৬] ভাঙ্গিমু পাটের কোণে॥
আরবার দঢ়াইয়া কই কাকচিলের ছানা[৭] পাই
তাহে দিয়া কনক ধুতুরা।
উড়াইয়া দিমু তাইরে রহিতে নারিব ঘরে
সতিনীর ঘুচাইমু ঝগড়া॥
এমত সাহস করি কাটা গাছ যোড়াইতে[৮] পারি
এই বেটা কথ বড় হয়ে।
দেবীর চরণে গতি অন্য না লয়ে মতি
পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণীরে কহে॥

পয়ার

বিধ্যা-পত্র রচনার জন্য ব্রাহ্মণীকে অনুরোধ

ব্রাহ্মণীরে বোলে সই শুনহ উত্তর।
এক সত্তা দেখি তোর গায়ে হইছে জ্বর॥

[১] খ, ঙ; গ, ছ—কাণের; ক—অস্পষ্ট। [২] ছ—খৈর। [৩] ক, গ, ছ; খ, ঙ—গণিকার।
[৪] ছ—সাত। [৫] খ—দরাদরি। [৬] খ—মহমা। [৭] খ—বাথা; গ—মাংস।
[৮] খ; ক, গ—ছাটাইতে।

দেখ মুঞি করিয়াছো সাত সতার ঘর।
প্রকারে বিশেষ লাঘব করাইল বিস্তর ॥[১]
ছয় বেটী সতা ছিল আমি এক জন।
এক মুখে কহিতে নারি তাহার কথন[২] ॥
এক বেটী সতা ছিল সোহাগে আগুলি।
প্রভু গেল বারাণসী রাখাইলু ছেলি ॥
লহনায়ে বোলে সই করো নিবেদন।
নাহিক সাধিতে[৩] শক্তি আমার এ গুণ ॥
এ বোল শুনিয়া সই কহম তোমারে।
প্রভুর নামে লেখ পত্র খুলনার তরে ॥
ব্রাহ্মণীয়ে বোলে সঞি বোল অকারণ।
ছাগল রাখিতে পত্র লেখিমু কেমন ॥
প্রকার বিশেষ বুদ্ধি[৪] করিবারে পারি।
ছাগল রাখিতে পত্র লেখিতে না পারি ॥
লহনায়ে বোলে সই নিবেদলু পায়ে।
তুহ্মি পত্র লেখ আহ্মার ভালো মন্দ দায়ে ॥
ধর্ম্ম সাক্ষী করি রামা কলম ধরিল।
পত্র মসালী[৫] লইয়া লেখিতে লাগিল ॥
আগে আশীর্ব্বাদ লেখে দুহাকার তরে।
আপনা সমস্ত কুশল জানাইল প্রকারে ॥
লহনারে ঘন ঘন লেখিল ব্রাহ্মণী।
সমস্ত গৃহস্থীতে চিত্ত[৬] দিবা ত আপনি ॥
খুলনারে লেখে সাধু তজি বারে বার।
তোমারে দিলাম প্রিয়া ছাগলের ভার ॥
দুই গাছি শঙ্খ মাত্র দুই করে থুইয়া।
বিশেষ ছাগল তুহ্মি লওত গণিয়া ॥
শক তারিখ রামা লেখে হরষিতে।
শ্রীনামা[৭] লেখি দিল লহনার হাতে ॥

[১] গ, ছ—এ পাড়াপড়শি সকলি ছিল পর। [২] খ, ছ; ক, গ, ঙ—কারণ।
[৩] খ, ছ—সুধিতে। [৪] ঙ, ছ—মন্ত্র। [৫] খ, গ—মিসালি; ছ—মসীপত্র।
[৬] খ—কর্ম্ম; গ—মন। [৭] খ, গ, ছ—শ্রী লেখিয়া দিল পত্র।

পত্র লইয়া লহনা নিজ গৃহে আইল।
দুবলা পাঠাইয়া রামা খুলনা আনিল ॥
সারদার চরণে সরোজ-মধু লোভে।
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হইয়া শোভে ॥

রাগ সুহি

আমার প্রাণের ভইন খুলনারে।
কেমনে পাঠাইমু তোরে বনে।
প্রভুর আরথি তোরে ছেলি রাখিবার তরে
পত্র পড়ি দেখহ আপনে ॥

পয়ার

খুলনার প্রতি লহনার বল-প্রয়োগ

খুলনায়ে বোলে ভইন কহ যুগপাণি।
প্রভুর কেমন জনে আনিছে পত্রখানি ॥
লহনায়ে বোলে পত্র আনিছিল যে।
ত্বরায়ে চলিয়া গেল রাখিবেক কে ॥
আপনার কর্ম্ম মন্দ কপালে মারে ঘা।[১]
হয়ে নহে সত্য মিথ্যা পত্র পড়ি চা ॥
কি লাগি রহিছ ঘরে লজ্জা নাহি গা।
আপনা গৌরব রাখি ছেলি লইয়া যা ॥
খুলনায়ে বোলে দিদি বুলিলা যে কি।
আমাথুন অধিক কিবা ঈশ্বরের ঝি ॥
তবে যদি বোল পত্র লেখিয়াছে স্বামী।
পালা করি রাখি ছেলি দুইত সতিনী[২] ॥
প্রভুর ভালো মন্দর ভাগী আমরা দুই জন।
তোম্মারে এড়িয়া আম্মি না যাইব বন ॥

[১] খ, গ, ছ—আপনার কপাল ভাল নহে দর্পণে মার ঘা।
[২] ক, গ, ঙ; খ, ছ—তুমি আর আমি।

ক্রোধে আবেশ হইয়া খুলনার বোলে।
বাম পাণি দিয়া তবে ধরিলেক চুলে।।
কাড়িয়া লইল তান অঙ্গের আভরণ।
পহ্নিবারে দিল তানে ভগ্ন বসন।।
খুলনারে মারি তবে আসনেতে বসি।
পাত্র[1] জল চালি দিল দুবলা ত দাসী।।

রাগ ভাটিয়াল

নারিমু নারিমু দিদি ছেলি রাখিবারে।
দাসী করি রাখ ঘরে অভাগী খুলনারে।।
ভিন্ন জন নহো দিদি তোর খুড়ার ঝি।
মোরে দুঃখ দিলে লোকে বলিবেক কি।।
দেবতুল্য সেবিব দিদি তোমার চরণ।
ছাগল রাখিতে মোরে না পাঠাইয় বন।।
খুলনায়ে বোলে লহনার চরণে ধরিয়া।
লহনায়ে পেলে তানে পায়ে ঠেলা দিয়া।।
লাথির ঘায়ে নাসিকার রক্ত পড়ে ধারে।
সঘন মোছয়ে রামা সতিনীর ডরে।।
দৈবে লহনারে লোকে না বলিব ভাল।[2]
ত্বরায়ে গণিয়া লহ ছাগলের পাল।।
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হৈয়া শোভে।।

রাগ ধানশী

ছাগ-চরানি সম্বন্ধে লহনার খুলনাকে উপদেশ

লহনায়ে বোলে তবে খুলনার তরে।
যত্নে রাখিয় ছেলি তোহোরে দঢ়াইয়া[3] বোলি
যেন আসি প্রশংসে সদাগরে।।

[1] ছ—পারে।
[2] খ—খুলনার লাগি লোকে না বলিব ভাল; ছ—খুলনার লাগি লোকে কিছু না বলিল।
[3] খ—বরাইয়া।

লকলকি নাটা কানী চিকণিয়া লও গণি
মন দিয়া পাথরিয়া[১] পাল।
রুমনি ঝুমনি কালী নাদা পেটা তিতি ধলী
পালের প্রধান চাপাডাল ॥

বুঝিয়া রাখিয় ছেলি রত্নগর্ভা ছাই-চুলী
রাঙ্গলী রাখিয় কাছে কাছে।
কাজলী রাখিয় মাঝে বনের শৃগাল ধরে পাছে
চতুরা ভ্রমরা তার কাছে ॥

গনগনি সাতানিয়া রাখিয় যে মন দিয়া
যত্নে রাখিয় বোকা-শোকা।
ভ্রম ভাঙ্গি কৈল আহ্মি নিশ্চিন্তে না রৈয় তুহ্মি
কথা পাছে যায় পাঠা বোকা ॥

ছাগল গণিয়া দিলু ভালো মন্দ ভাঙ্গি কৈলু
আমার নাহিক কোন দায়ে।
ছেলির ভালো মন্দ হয়ে তোহোরে ছাড়িয়া যায়ে
সাক্ষী করিলু সভার পায়ে ॥

ভাবিয়া সারদা মায়ে দ্বিজ মাধবে গায়ে
করযোড়ে মাগি পরিহার।
জনমে জনমে যেন দুর্গার চরণ ধন
বিস্মরণ না হউক আমার ॥*

[১] খ, গ—রাখির ছেলির; ছ—পোঁথরির।

* ইতি শুক্রবার নিশি পালা সমাপ্ত।

দশম পালা

খুলনার দেবী-পূজা

রাগ সুহি

খুলনার ছাগ-চারণ

চলিল খুলনী সাধুর রমণী
ছাগল রাখিতে বিজু[1] বনে।
পরিধানে ক্ষৌম বাস তেজিয়া সুখের হাস
ঘন জল ঝরয়ে নয়ানে॥
নিজ অন্তঃপুরে থাকি ছেলি চালায়ে ইন্দুমুখী
পাচন[2] লইয়া বাম করে।
হাট হাট ঘন বোলি চালায়ে সকল ছেলি
প্রবেশিল নগর ভিতরে॥
নগরুয়া ইতরগণ অনিমিখ নয়ন
দাঁড়াই খুলনার রূপ চাহে।
কেহো বোলে কুলনারী কেনে বা এমন করি
কেহো কেহো দেখিয়া ঝুরয়ে॥[3]
হেটমুণ্ড হইয়া কান্দে কাররে উত্তর না দে
ভুজ দিয়া কুচের উপর।
কাজলী ধবলী বোলি চালয়ে সকল ছেলি
এড়াইল নগরুয়া ঘর॥
সিংহপুর এড়াইয়া বিনোদপুরেতে গিয়া
ছাগল চলিল নানা স্থানে।
পাল খেদাইতে নারে আছাড় খাইয়া পড়ে
ঘন ঘন স্মরয়ে শমনে॥

[1] ছ—বিজু। [2] ঙ, ছ; ক—দাঁড় ছোট; খ, গ—পলছাট। [3] খ—জুড়ায়ে।

ক্ষণেক রহিয়া বালী চালয়ে সকল ছেলি
লোটাইল তরুর ছায়ায়ে।
বেলা হইল অবসান ভয়েতে আকুল প্রাণ
নিজ গৃহে ছেলি লৈয়া যায়।।
খুলনা গৃহেত গিয়া ছাগল গণিয়া দিয়া
গোহাইলে[১] তুলিয়া দিল পাল।
কারাঘরে দিয়া দ্বারে বান্দে নানা প্রকারে
বাহিরে ত দিলা ধুঁয়া জাল।।
জনমে জনমে যেন দুর্গার চরণধন
বিস্মরণ না হউক আমার।
দ্বিজ মাধবে বোলে দেবীপদকমলে
করযোড়ে করি পরিহার।।

পয়ার

খুলনার অশন, বসন ও শয়নের দুর্গতি

খুলনা বসিল ছেলি রাখি গোহাইলে।
মানের পাতে লহনায়ে খুদের অন্ন বাড়ে।।
অল্প অন্ন দিল তান পোড়া[২] ছাই বহুল।
এক পাশে বাড়ি দিল পাকা কলার মূল।।
ভাত বাড়ি লহনা দুই হস্তে ধরি পাত।
খুলনারে দিল নিয়া ঢেকিশালে ভাত।।
ভাঙ্গা নারিকেলে জল দিল সুবদনী।
ভোজন করিতে বৈসে খুলনা বাণ্যানী।।
ধুঁয়া-পোড়া অন্ন দেখি লাড়ি চাড়ি চাহে।
ক্ষুধার কারণে রামা তাহা কিছু খায়ে।।
ঘৃণা জন্মিল তান পিপীলিকা দেখি।
অন্ন হোতে হস্ত তুলি কান্দে ইন্দুমুখী।।
পান্ত ধরিয়া অন্ন পেলিল অন্তরে।
ভাঙ্গা নারিকেলের জলে আচমন করে।।

[১] গ, ঘ—অজাশালে। [২] খ—পোড়া তণ্ডুল; ঘ—পোড়াই বহুল।

ঢেকিশাল ঘরে রইল ক্ষৌম বাস পরি।
সমস্ত রজনী কামড়ায়ে খুদিয়া পিপড়ী॥
সমস্ত রজনী রামা কান্দিয়া গোঁয়াইল।
প্রভাত-সময়ে কিছু নিদ্রান্বিত হইল॥
নিশাপতি অস্ত গেল উদিত তরণি।
চৈতন্য পাইয়া উঠে লহনা বাণ্যানী॥
জাগিয়া দেখিল রামা ছেলি আছে ঘরে।
খুলনী খুলনী বোলি ঘন ডাক ছাড়ে॥
নিদ্রার কারণে কিছু না শুনে খুলনী।
মুখেত ঢালিয়া দিল ভাঙ্গা হাড়ীর পানি॥
আস্থে ব্যেস্তে উঠে রামা ভয়েত আকুল।
কাপড় টানিয়া পিন্ধে ঝাড়িয়া বান্ধে চুল॥
লহনায়ে বোলে শুন খুলনা রূপসী।
এথ বেলি ছেলি ঘরে রাখিছ উপাসী॥
খুলনায়ে বোলে দিদি গায়ে মোর জ্বর।
হস্ত দিয়া চাহ দিদি ললাট উপর॥
আজু অবশ হইছি যাইতে না পারিমু।
প্রভাত-সময়ে কালি ছেলি লইয়া যাইমু॥
লহনায়ে বোলে বেটী লজ্জা নাহি গা।
আপনা গৌরব রাখি ছেলি লইয়া যা॥
লহনার বাক্যে রামা রহিতে না পারে।
ছাগল লইয়া চলে অরণ্য-ভিতরে॥

স্বগ্রাম-বাসী ব্রাহ্মণীর সহিত খুলনার সাক্ষাৎ

নিত্য নিত্য রাখে ছেলি খুলনা বাণ্যানী।
দৈবহেতু হইল দেখা সইমাতা ব্রাহ্মণী॥
ব্রাহ্মণীয়ে বোলে মাও এই প্রমাদ কি।
কানন মাঝারে কেন লক্ষপতির ঝি॥
খুলনা আসিয়া তান বন্দিল চরণ।
হরিষ বিষাদে দুহে জুড়িল ক্রন্দন॥
চরণে ধরিয়া রামা করে নিবেদন।
মোর দুঃখ জানাইয় মা-বাপের চরণ॥

বিহা করি গেল সাধু রাজার আরথি।
শূন্য ঘরে করে সতা নানান দুর্গতি॥
নিত্য নিত্য রাখো ছেলি এই ত কাননে।
অন্নব্যঞ্জন মোর না চিনে পরাণে॥
দিন অবসানে খুদের অন্ন খাই।
ঢেকিশালে খঞ্জিয়া পাতি রজনী গোঁয়াই॥
অভাগী খুলনার মাতা-পিতা মৈল।
তে কারণে খুলনার এথ দুঃখ হৈল॥
ব্রাহ্মণীয়ে বোলে মাও না কর ক্রন্দন।
তোহ্মা চাহিতে কামদেব পাঠাইব অখন॥
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হইয়া শোভে॥

পয়ার

ব্রাহ্মণীর নিকট সমস্ত শ্রবণ করিয়া রম্ভার বিলাপ

এথ বোলি ব্রাহ্মণীয়ে করিল গমন।
লক্ষপতির পুরে গিয়া দিল দরশন॥
ব্রাহ্মণীয়ে বোলে শুন রম্ভাল বাণ্যানী।
এবে সে জানিল তুহ্মি বড় নিদারুণী॥
ধনপতির স্থানে খুলনারে বিহা দিলা।
পুনরপি তান তুমি উদ্দেশ না লইলা॥
বিবাহ করি গেল সাধু রাজার আরথি।
শূন্য ঘরে করে সতা নানান দুর্গতি॥
নিত্য নিত্য রাখে ছেলি কানন ভিতর।
অন্ন ব্যঞ্জন তান না চিনে শরীর॥
দিন অবসানে খুদের অন্ন খায়ে।
ঢেকিশালে খঞ্জিয়া পাড়ি রজনী গোঁয়ায়ে॥
যেন মাত্র ব্রাহ্মণীয়ে কৈল হেন রীত।
ভূমিতে পড়িয়া রম্ভা হইল মূর্চ্ছিত॥

সখী সবে মুখেত ঢালিয়া দিল জল।
কন্যার উদ্দেশে পুত্র পাঠায়ে সত্বর।।
সেবক সহিতে কাম করিল গমন।
ধনপতির পুরে গিয়া দিল দরশন।।
কাম দেখি লহনা কপট হরষিত।
পাদ্য অর্ঘ্য আসন দিয়া বসাইল ত্বরিত।।
অন্তরে কপট রচি[1] কহিল লহনী।
খুড়া-খুড়ীর বার্ত্তা ভাই কহ আগে শুনি।।
কামদেব বোলে ভালো আছি সর্ব্ব জন।
এথাকারের বার্ত্তা কহ জুড়াক শ্রবণ।।

লহনার সহিত খুলনা-ভ্রাতা কামদেবের কলহ

লহনায়ে বোলে এথা সমস্ত[2] কুশল।
রাজ আজ্ঞায়ে গেছে প্রভু গৌড় নগর।।
কামদেবে বোলে শুন লহনা ভগিনী।
এথ বেলি ঘরে কেন না দেখি খুলনী।।
লহনায়ে বোলে শুন কামদেব ভাই।
না জানে খুলনা রামা খেলে কোন ঠাঁই।।
কথ-উপকথনে বসিছে দুই জন।
হেন কালে ছেলি লইয়া খুলনার গমন।।
দুঃখিত হইল কাম ভগিনী দেখিয়া।
লহনারে বোলে কিছু ক্রোধ-যুক্ত হইয়া।।
জ্যেষ্ঠ ভগিনী দেখি তে কারণে সহি।
অন্য জন হইলে এহার কথা কহি।।
পরের তরে ক্লেশ দেয়' ধর্ম্মে নাহি সহে।
এহার কারণে তোর পুত্র নাহি হয়ে।।

রাগ ধানশী

ভালো হইল আইলা এথাকারে।
মোর দোষ জিজ্ঞাস সভারে।।

১ গ—করি। ২ প্রাপ্ত পাঠ—সমর্থ।

ছেলি রাখে সাধুর আরথি।
হয়ে নহে পড়ি চাহ পাতি।।
আপনা কপাল নহে ভাল।
তে কারণে তুহ্মি মন্দ বোল।।
সর্ব্ব অঙ্গ পোড়য়ে মোর বিষে।
এ লাজ এড়াইমু কোন দেশে।।
আপনা কপাল চিরি চাহিমু।
হলাহল গণ্ডূষে ভক্ষিমু।।
দ্বিজ মাধবে রস ভণে।
হাসে কাম লহনার বচনে।।

পয়ার

কামদেব মিথ্যা আশ্বাসে প্রতারিত

কামদেবে বোলে দিদি না কর ক্রন্দন।
খুলনা লইয়া কর দুঃখ বিমোচন।।
লহনায়ে বোলে ভাই কি বোলিলা তোহ্মি।
খুলনা রমণীর কিবা ভিন্ন পর[১] আহ্মি।।
গৌড়েতে থাকিয়া পত্র লেখিছে সদাগর।
তে কারণে দিন কথ রাখিছে ছাগল।।
অখনে রহিব সেই আপনার ঘর।
আর না পাঠাব পুনি কানন ভিতর।।
কামদেবে বোলে শুন লহনা ভগিনী।
আমারে চাহিয়া তুহ্মি পালিবা খুলনী।।

কামদেব চলি গেল নগর ইছানী।
খুলনারে বোলে বেটী লৈয়া যাহ ছেলি।।
খুলনায়ে বোলে দিদি নিবেদহু এক।
এত দুঃখ দিলা কৃপা না হইল তিলেক।।
তোমার ঠাঁই ভাই মোর সমর্পিয়া গেল।
সত্য পালিতে দিদি তিলেক না হইল।।

[১] খ, গ, ঙ, ছ; ক—নহে।

ছেলি লইয়া যাইতে দিদি বোলহ অখন।
নিষ্ঠুর হৃদয় দিদি তোম্মার যেমন।।
ক্রোধ করি লহনায়ে বোলে উচচ বাণী।
কে মোরে কহাইল সত্য কহত খুলনী।।
ঘরে আসি তোর ভাই মন্দ বোলে মোরে।
দেখ কি ফল করে প্রভু আইলে ঘরে।।
কি লাগি রহিছ ঘরে লজ্জা নাহি গা।
আপনা গৌরব রাখি ছেলি লইয়া যা।।
লহনার বাক্যে রামা রহিতে না পারে।
ছাগল লইয়া চলে কানন মাঝারে।।
নিত্য নিত্য রাখে ছেলি খুলনা বাণ্যানী।
দ্বিজ মাধবে গায়ে ভাবিয়া ভবানী।।

রাগ পাহি

ষড়্ঋতুতে ছাগ-চরানির দুঃখ

রামা, ষড়্ ঋতু রাখয়ে ছাগল।
ক্ষুধায় আকুল হৈয়া ভক্ষ্য দ্রব্য না পাইয়া
অটবীতে খায়ে বনফল।।
বসন্তে রাখয়ে ছেলি লক্ষপতির বালী
মনোভব জাগিল হৃদয়ে।
শুনিয়া কোকিলের রব মনে হইল সম্ভব
সেই মাত্র[১] প্রাণ স্থির নহে।।
চণ্ডিকার ব্রতহেতু ছেলি রাখে গ্রীষ্ম-ঋতু
ঘামে উতরোল হইয়া রামা।
তাপিত তরণি-জালে বসিয়াত তরুতলে
কান্দে রামা ভাবিয়া অক্ষমা[২]।।
বরিষাতে রাখে ছেলি লক্ষপতির বালী
জলৌকা বেষ্টিত সর্ব্ব গায়ে।
শিবা ডাকে যেই[৩] ভিত ভয়ে রামা চমকিত
সেদিগে রমণী ধাইয়া যায়ে।।

[১] গ—এই মাত্র; ছ—সেই হেতু। [২] প্রাপ্ত পাঠ—অক্ষেমা। [৩] গ, ঙ; ক, খ—চারি।

শরতে বিকল হইয়া ভ্রমে রামা ছেলি লইয়া
গুরুতর হইল যখন[১]।
পাল খেদাইতে নারে আছাড় খাইয়া পড়ে
ঘন ঘন স্মরয়ে শমন॥
পরিধানে[২] ক্ষৌম বাস শীতেত পাইয়া ত্রাস
ইচ্ছে রামা আপনা মরণ।
শিশিরে হইয়া দুঃখী ছেলি রাখে ইন্দুমুখী
ধাইতে না পারে গহন॥[৩]
হেমন্তে আকুল অতি হয়্যা রামা হতমতি
তুষারে তিতিল জীর্ণ বাস।
শীতে নাহি রক্ত দেহে শক্তি নাহি কথা কহে
ঘন ঘন ছাড়য়ে নিঃশ্বাস॥[৪]
জনমে জনমে যেন দুর্গার চরণ-ধন
বিস্মরণ না হউক আমার।
দ্বিজ মাধবে বোলে দেবী-পদ-কমলে
করযোড়ে করম পরিহার॥

পয়ার

দেবীর মায়ায় খুলনার নিদ্রা ও দেবী-কর্তৃক ছাগহরণ

নিদ্রান্বিত হইল রামা বসন্তের বায়ে।
লোটাইল ছেলি লইয়া তরুয়ার ছায়ায়ে॥
নিত্য নিত্য রাখে ছেলি খুলনা রমণী।
রথভরে দেখিলেক দেবী নারায়ণী॥
তৃণশয্যা পাতি রামা তথাতে শুইল।
মায়া পাতি নারায়ণী ছেলি লুকাইল॥
নিদ্রাভঙ্গ হইল রামা পাইল চেতন।
দেখিবারে না পাইল ছাগলের গণ॥
বিষাদ ভাবিয়া কান্দে খুলনা রমণী।
দ্বিজ মাধবে গায়ে ভাবিয়া ভবানী॥

[১] খ, গ—গমন; ছ—গমন।
[২] খ; ক, গ, ঙ—দেহে নাহি; ছ—দেহে জীর্ণ।
[৩] গ, ছ—ধাইতে অবশ চরণ।
[৪] এই দুই পংক্তি —ছ।

রাগ করুণ

ছাগ-অদর্শনে খুলনার বিলাপ

তম-অরি-সুত[১]-তল[২] তাহে রামা দিয়া কর[৩]
কান্দে রামা অটবী মাঝারে।
যেন বিধুন্তুদ ভয়ে ছাড়ি ইন্দু নিজালয়ে
প্রবেশিল পঙ্ক-সুত-দলে ॥
নয়ানে গলয়ে নীর নিবারিতে নারে চির
কুচমাঝে গলিত চিকুর।
ঘন বরিষণ জানি ভুজঙ্গিনী ভয় মানি
গিরি ভারে[৪] আচ্ছাদে[৫] প্রচুর ॥
কান্দে রামা বিষাদ ভাবিয়া।
কাননে হারাইনু ছেলি সতিনী পাড়িব গালি
কি লইয়া সম্মুখে হইমু গিয়া ॥
হুতাশন-সখা-অরি পায়' ত গরল তারি
গণ্ডূষ[৬] করিয়া তারে খাইমু।
পাপিষ্ঠ সতার ভয়ে প্রাণ মোর স্থির নহে
জীবনেত জীবন তেজিমু ॥
যেবা বিধাতায়ে মোক সৃজিলেক এথ দুঃখ
অখনে তাহার লাগ পাম।
তীক্ষ্ণ অসিধার আনি করো তারে খানি খানি
শিবা অথ[৭] কাকেরে ভুঞ্জাম ॥
সতিনীরে করি ভয়ে স্মরে রবির তনয়ে
শুনহ বোলম ঘন ঘন।
তোমার এথ ঠাকুরাল খুলনা জীয়ে এথকাল
কৃপা মনে করয়ে স্মরণ ॥*

[১] কর্ণ (?) [২] খ, গ, ছ—দলে। [৩] খ, গ, ছ—তছু দিয়া বাম করে। [৪] খ, গ, ছ—ভালে।
[৫] ছ—আছয়ে। [৬] খ, গ, ছ—গরাস। [৭] খ—কাক দুহারে; ছ—আর; গ—শ্বা দুহারে।
* ইহার পর বিষ্ণুপদ—খ, গ, ছ —
যেন ধেনু হারাইয়া রাম বেড়ায়ে বনে। শ্রীদাম সুদাম মেলি সব শিশুগণে ॥
ধেনু চালাইয়া বলাই আগু ধায়ে। তার পাছে নীল-মেঘ-চান্দ চলি যায় ॥
কালী ধবলী পালের প্রধান গাই। হেন সমে ধবলী পালের মাঝে নাই ॥
চলেরে সুবল মা বাপের জানায় গিয়া। মাঠেত রহিল কানু ধেনু হারাইয়া ॥

পয়ার

ছাগ অন্বেষণ

বিষাদ ভাবিয়া কান্দে খুলনা বাণ্যানী।
জয়ধ্বনি দিয়া পদ্মা পূজে নারায়ণী।।
জয়ধ্বনি শুনি রামা বিমর্ষিল মনে।
ঐ মোর ছাগল বলি দেহি কোন জনে।।
কেশ নাহি বান্ধে রামা উর্দ্ধ মুখে ধায়ে।
পন্থ না পাইয়া রামা বন ভাঙ্গি যায়ে।।
যেইখানে দুর্গাপূজা করয়ে যুবতী।
সেইখানে খুলনা হইল উপনীতি।।
খুলনা দেখিয়া পুছে পঞ্চ-কন্যাগণ।
ধীরে ধীরে খুলনারে করে জিজ্ঞাসন।।
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হইয়া শোভে।।

রাগ ধানশী

পূজা-রত পঞ্চ-কন্যার সহিত খুলনার সাক্ষাৎ

শুন ধনী তোমারে জিজ্ঞাসি।
গহন কাননে কেনি ভ্রম তুহ্মি একাকিনী
স্বরূপে কহত রূপসী।।
কিবা তোহ্মার নাম বসতি কেমন গ্রাম
কেনে বা হইছ বনবাসী।
কেনে বা বিমন[১] তুহ্মি বুঝিতে নারিল আহ্মি
বাক্য মোতে[২] কহত প্রকাশি।।
দেখি তোর চিকুর চামরী পলায়ে দূর
লজ্জায়ে করিলা বনবাস।
দেখি তোর বয়ান হিমকরে অভিমান
পুনর্জ্জন্ম লভিবার আশ।।

[১] খ, গ, ছ—বিমনা। [২] খ, ছ—ক—মোরে।

যুগল খঞ্জন জিনি দুই আঁখি আঁটনি[1]
ভুরুযুগ বিচিত্র নির্ম্মাণ।
তম-অরি-সারথি তাহার অনুজ-পতি
তার সখা হাতের কামান।।
কদ্রু-সপত্নী-সুত দিনমণি-রথ-যুত
তার বর্ণ অধর প্রকাশ।
সুচারু দশন পাতি সিন্দূরে মার্জ্জল জ্যোতি[2]
হেন মুখে কেন নাই হাস।।
ধীর যাহার মাতা সপত্নী-বাহনা ভ্রাতা[3]
সূত-রথ-সারথি যাহার।[4]
বৈসয়ে সানন্দ মুখে তার জে চঞ্চুকে
দিতে পারি উপমা নাসার।
কিবা তুম্মি সুর-ধনী[5] কিবা[6] রাজঘরিণী
সুর-গুরু-জায়া কিবা হও।
জিজ্ঞাসয়ে পঞ্চসখী বিমলা কমলা-মুখী
মনের বিস্ময় ভাঙ্গি কহ।।*

পয়ার

খুলনার আত্ম-পরিচয় দান

খুলনায়ে বোলে শুন পঞ্চ-কন্যাগণ।
অভাগী খুলনার দুঃখ করো নিবেদন।।
বাপ মোর লক্ষপতি ইছানীতে ঘর।
সভার মান্য পিতা মোর ধনের ঈশ্বর।।
বিধির নির্ব্বন্ধ কেহো খণ্ডাইতে নারে।
অভাগী খুলনার বিহা সতিনীর ঘরে।।

[1] খ, গ—যুগল খঞ্জন নিন্দি দুই নয়ন; আঁটনি=বাঁধুনি=গড়ন (?)
[2] ক, গ; খ—মণ্ডিত অতি; ছ—রঞ্জিত সিঁথি। [3] ছ—মিতা।
[4] গ—কাহার। [5] খ, ঙ, চ; ক—ব্যাধিনী; ছ—গন্ধর্ব্বি। [6] গ, ছ—দেব।

* ইহার পর বিষ্ণুপদ :—

দীননাথের নাথ অনাথের নাথ কি আর বোলিব আম্মি।
মনের মানস কিসেরে কহিব কি বা নাহি জান তুম্মি।।

বিবাহ করি গেল সাধু রাজার আরথি।
শূন্য ঘরে করে সতা নানান দুর্গতি॥
নিত্য নিত্য রাখি ছেলি কানন ভিতর।
আজু না জানি ছেলি গেল স্থানান্তর॥
পদ্মাবতী বোলে শুন খুলনা বাণ্যানী।
হাজিছে[১] ছাগল পাইবা পূজ নারায়ণী॥
খুলনায়ে বোলে মাতা করো নিবেদন।
দুর্গাপূজা করি বর পাইছে কোন জন॥
দ্বিজ মাধবে গায়ে বন্দিয়া পার্ব্বতী।
দুর্গার মাহাত্ম্য-কথা কহে পদ্মাবতী॥

পয়ার

পদ্মা-কর্ত্তৃক মঙ্গলচণ্ডীর মাহাত্ম্য-বর্ণন

পদ্মাবতী বোলে শুন খুলনা যুবতী।
যে যেই পাইছে বর পূজিয়া পার্ব্বতী॥
সুরথ নামে রাজা ছিল কোলা নামে পুরী।
কাননে পাঠাইল তানে মিলি যথ বৈরি॥
মেধা উপদেশে স্তুতি কৈল সারদারে।
সদয় হইয়া রিপু খণ্ডাইল তারে॥
রাজরাজ্যেশ্বর হইয়া অবনীমণ্ডলে।
ভোগ ভুঞ্জিয়া রাজা গেল কৈলাসেরে॥
জয় জয় জয় দেবী সর্ব্ব বিঘ্ন খণ্ডি।
মঙ্গলদৈত্য বধি মাতা হইল মঙ্গলচণ্ডী॥
বিষ্ণু-কর্ণ-মলোদ্ভূত[২] বিকৃত আকার।
মধুকৈটভ নাম বিদিত সংসার॥
বধিলা তাহারে মাতা দেবের ইঙ্গিতে।
দুর্গতনাশিনী নারায়ণী নমোস্তু তে॥
মৈষাসুর আদি দৈত্য কৈলা মহামার।
জয়দুর্গা নাম ধরিলা আপনার॥

[১] ক, খ, ছ; গ—হাজাইছ। [২] খ—মলোভব; ছ—মলোদ্ভব।

বধিলা নিশুম্ভ শুম্ভ রাখিতে জগতে।
দুর্গতনাশিনী নারায়ণী নমোস্তু তে ॥[১]
দেবতা গন্ধর্ব্ব নর যথ দেখ ভবে।
শক্তিরূপা সনাতনী অধিকারী সবে ॥
দ্বিজ মাধবানন্দে দেবী-পদে আশ।
ভক্ত সেবকের তরে বিঘ্ন কর নাশ ॥

পয়ার

খুলনার দেবী-পূজা

এত শুনি খুলনায়ে হরষিতমতি।
সরোবরের জলে[২] স্নান করিল যুবতী[৩] ॥
গুণশিলা যোগাইল বস্ত্র আভরণ।
পদ্মাবতী করি দিলা পূজার সাধন[৪] ॥
অঙ্গ শুচি হৈয়া রামা করয়ে দেবর্চা।
সাক্ষাৎ হইল তানে দেবী দশভুজা ॥
ত্রিভঙ্গ-[৫]নয়ানী মাতা সর্ব্বভূতে দয়া।
পাশ অঙ্কুশ দণ্ড বরদা অভয়া ॥
হরি[৬] পৃষ্ঠে আরোহণ সঙ্গে সহচরী।
এই মত দেখা দিল হেমন্তকুমারী ॥
দুর্গারে দেখিয়া রামা করিল প্রণাম।
উঠ উঠ বোলে মাতা লইয়া তান নাম ॥
দেবী বোলে খুলনা মাগিয়া লহ বর।
তোরে বর দিয়া যাইমু কৈলাসশিখর ॥
খুলনায়ে বোলে দেবী এই বর চাই।
হাজিছে ছাগল পাইলে মারণ এড়াই ॥
দেবী বোলে শুন বাক্য খুলনা যুবতী।
এই বর দিলাম তোরে আইসক[৭] নিজ পতি ॥
স্বামীর সুভার্য্যা হইয়া জিনিবা সতিনী।
এই গর্ভে পুত্র ধর শুন সুবদনী ॥[৮]

[১] এই চার পংক্তি খ। [২] খ, ছ—সরোবরে উলি। [৩] খ, গ, ঘ, ছ—কৈলা শীঘ্রগতি।
[৪] খ, গ—আসাদন; ছ—আয়োজন; [৫] খ, ছ—ভঙ্গিমা। [৬] খ—সিংহ। [৭] গ—আইসউ।
[৮] খ, গ, ঙ, ছ—এই বৎসরে গর্ভে পুত্র ধরিবা আপনি।

হাজিছে ছাগল তোর দেখ বিদ্যমান।
এথেক বোলিয়া দুর্গা হৈলা অন্তর্দ্ধান ।।*

দেবীর লহনাকে স্বপ্নাদেশ

লহনার শিয়রে গিয়া দিলা দরশন।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরি কহেন স্বপন ।।
শয্যার উপরে রামা শুইয়া[1] নিদ্রা যায়ে।
অশেষ বিশেষ স্বপ্ন চণ্ডিকা বুঝায়ে ।।
অশেষ বিশেষ বোলে তর্জ্জন উত্তর।
কোন দোষে খুলনারে রাখাইছ ছাগল ।।
জীবনের আশ যদি আছয়ে তোম্মায়ে।
অহঙ্কার ত্যজি ঘরে আন খুলনায়ে ।।
এথেক বোলিয়া মাতা হইলা অন্তর্দ্ধান।
শয্যার উপরে রামা পাইল চেতন ।।
স্বপ্ন দেখিয়া রামা ভাবে মনে মনে।
দুবলা ডাকিয়া আনে আপনা সদনে ।।
দুবলাতে কহে রামা স্বপ্নবিবরণ।
খুলনা[2] আনিতে রামা করিল গমন ।।
চাইতে চাইতে বেড়ায়ে সকল কানন।
কংসনদীর তটে গিয়া দিল দরশন ।।[3]
যেইখানে দেবীপূজা করে পদ্মাবতী।
সেইখানে লহনা হইল উপনীতি ।।
লহনা দেখিয়া তবে পঞ্চ-কন্যাগণ।
অন্তর্দ্ধান হইয়া সবে করিলা গমন ।।
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হৈয়া শোভে ।।

* গ, ছ—অতিরিক্ত—
গুণশিলা যোগায়ে সাজন রথখান।
মৃগরাজে বহে রথ অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ ।।
সেই রথে চড়ি হৈল দুর্গার গমন।

[1] খ, ছ—সুখে। [2] গ—সতিনী। [3] এই দুই পঙ্‌ক্তি—খ।

রাগ ধানশী

লহনা-কর্ত্তৃক খুলনার অন্বেষণ ও তাহাকে ঘরে ফিরিতে অনুরোধ

লহনা বোলে খুলনার তরে।
ক্রোধ সম্বরিয়া চল ঘরে ॥
না পাঠাইম ছেলি রাখিবার।
যথ দোষ ক্ষমহ আমার ॥[১]

খুলনায়ে বোলে দিদি না ধরিয় হাত।
ঘরে না যাইমু না আইলে প্রাণনাথ ॥

বিষ্ণুপদ

চল ঘর হামু পরিহরি।
কালো কাঙ্গায়ির লাগি হৈছু বনচরী ॥

পয়ার

সপত্নী-মিলন ও লহনার রন্ধন

তুহ্মি ঘরে যাও দিদি আহ্মি যাইব না।
সতিনীর ঘরে গেলে আহ্মি জীব না ॥
সাধ নাই আর মোর ঐ গৃহকাজে।
তুহ্মি কেন আইলা ভইন অটবীর মাঝে ॥
দুবলায়ে বোলে রামা নিজ গৃহে চল।
জ্যেষ্ঠ ভগিনীর হাত কত বার ঠেল ॥
দুবলার বাক্যে রামা করিলা গমন।
আপনার পুরে গিয়া দিল দরশন ॥

যেন মাত্র বাড়ীতে গেল দুইত সতায়ে।
বাড়ী বাড়ী নিয়া দুবা ছাগল গছায়ে ॥
দুবলায়ে করি দিল যথ আসাদন।
হরষিতে লহনায়ে করয়ে রন্ধন ॥

[১] খ—এই চারি পঙ্‌ক্তি—সিন্ধুড়া রাগ, পরবর্ত্তী দুই পঙ্‌ক্তি ধানশী রাগ। ক, খ ব্যতীত অন্যান্য পুথিতে প্রথম চারি পঙ্‌ক্তিও চতুর্দ্দশ-মাত্রিক।

পাবক জ্বালয়ে রামা মনের হরিষে।
শাক রন্ধন করি ওলাইল বিশেষে॥
মুগ ব্যঞ্জন রাঁধে ঘৃতেত আগল।
জাতি কলা দিয়া রান্ধে ঝুনা নারিকেল॥
নিরামিষ ব্যঞ্জন রান্ধি থুইল একুভিতে।
আমিষ রান্ধিতে লহনা দিল চিতে॥
মনের হরিষে রান্ধে রোহিতের মাছ্।
দুরিতা মিশালে রান্ধে উরিচা আনাজ॥
জলপাই অম্বল রান্ধে হরষিত হইয়া।
সম্ভারি ওলাইল তাহে সর্ষ[1] পোড়া দিয়া॥
বড় বড় শুরুল[2] মৎস্য ভাজয়ে বিশেষে।
সুগন্ধি তণ্ডুল অন্ন রান্ধে অবশেষে॥
স্বর্ণ[3]থালা পিড়ি আনি যোগায়ে দুবা দাসী।
ভোজন করিতে বৈসে দুইত রূপসী॥

রাগ শ্রী

রোহিতের মুড়া খাও রান্ধিছোঁ যতনে।
বড় দুঃখ পাইছ্ ভইন ভ্রমিয়া কাননে॥
নানা মতে রান্ধিয়াছোঁ দিয়া বস্তু যত।
সম্ভারি ওলাইতে ভইন পুড়িয়াছে হাত॥
খুলনায়ে বোলে দিদি মুড়া খাও তুহ্মি।
তবে এক লক্ষ ধন পাই[4] আজু আহ্মি॥
মুড়া লইয়া পেলাপেলি কেহ নাহি খায়ে।
উভার উপরে[5] থাকি বিড়াল আড়চোখে[6] চাহে॥
ধীরে ধীরে আড়ে আড়ে গেল পাতের কাছে।
মুড়া লইয়া বিড়াল গেল বাড়ী পিছে॥

[1] সর্ষপ, সরিষা। [2] খ, গ—শৈল; ছ—কৈ। [3] খ—অন্ন।
[4] গ—পাইলাম; ছ—পাইব যে। [5] ছ—মাচার তলে। [6] খ—ফুক্যা মারি।

সরসে ভোজন দুহে করে মনস্মুখে।
আচমনে শুচি হই তাম্বূল দিল মুখে॥
নিত্য সুখ উপভোগ খুলনা সুন্দরী।
বিশেষ[1] অনঙ্গশর হইল তান বৈরী॥
বসন্তের বাত রামা সহিতে না পারে।
কুঙ্কুম[2] চন্দন রামা দেহি ত[3] শরীরে॥
দুবলা ডাকিয়া আনি কহিছে কামিনী।
দ্বিজ মাধবে গায়ে ভাবিয়া ভবানী॥

রাগ বসন্ত

খুলনার বিরহ

আর দূর দেশে দুবা না পাঠাব পিউ।
বিরহ-পয়োধি মধ্যে যদি রহে জীউ॥
মলয়জ-সমীরণ কোকিলার নাদে।
কুসুমসৌরভ অলি গগনহু চাঁদে॥
কেবা বোলে এহারে জগতে সুখময়ে।
না জানি কি ভাল মন্দ বিপদ সময়ে॥
হেন বুঝি গৌড়েতে নাহিক মধুকর।
খোড়া হইয়া রহিল তথা মন্মথের শর॥

পয়ার

দেবী-কর্ত্তৃক ধনপতিকে স্বপ্নাদেশ

বিরহে কাতর রামা দেখিয়া ভবানী।
গৌড় নগরে চলি গেলা নারায়ণী॥
স্বপ্নরূপে নারায়ণী বসিয়া শিয়রে।
অশেষ বিশেষ স্বপ্ন কহিলা তাহারে॥

খ— বিষম। [2] খ—কুঙ্কুম; গ—কস্তুরী। [3] খ, ছ—না দেহি।

উঠ উঠ সদাগর সত্বরে তোল গা।
আহ্নি স্বপ্ন কহি তোরে কুলদেবতা॥
ধন বিত্ত যথ ছিল লৈ গেল রাজন।
স্থানান্তরে গেল তোর দাসদাসীগণ॥
আর এক বাক্য বলি শুন সদাগর।
এক বৎসর খুলনায়ে রাখিছে ছাগল॥
এতেক কহিয়া তারে হইলা অন্তর্দ্ধান।
শয্যার উপরে সাধু করয়ে ক্রন্দন॥
প্রভাত সময় হইল উদিত দিবাকর।
ত্বরায়ে চলিয়া গেল রাজার গোচর॥
গৌড়ের কামলা[১] যথ ডাকিয়া আনিল।
সাত মন হেম দিয়া পিঞ্জর গঠিল॥

ধনপতির স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন

ভূপতির আগে[২] সাধু বিদায় হইল।
দোলায়ে চড়িয়া সাধু দেশেত চলিল॥
নিজ রাজ্যে আসি সাধু উপনীত হইল।
স্বর্ণ পিঞ্জর আনি ভূপতিরে দিল॥
স্বর্ণ পিঞ্জর দেখি হরিষ নৃপতি।
প্রেম সাদরে তানে করিল পীরিতি॥
শারি-শুক দুই পক্ষী যেমত সুন্দর।
তেমত আনিয়া দিল স্বর্ণ পিঞ্জর॥
শারি-শুক থুইল তাহে দেহি ঘৃত অন্ন।
নিরবধি শুনে রাজা শাস্ত্রপ্রসঙ্গ॥
বিদায় হইয়া সাধু করিল গমন।
আপনার পুরে গিয়া দিল দরশন॥

ভৃঙ্গার-বারি লইয়া খুলনার স্বামী-সমীপে উপস্থিতি

পাটশালে বসিলেক সাধুর নন্দন।
অন্তঃপুরে গিয়া তবে জানায়ে ব্রাহ্মণ॥

[১] খ—কামার। [২] খ—তরে

লহনায়ে বোলে শুন খুলনা বাণ্যানী।
গৌড় হোতে আসিয়াছে তোম্মার যে স্বামী ॥
ভৃঙ্গার ঝারিতে লহ সুবাসিত জল।
সত্বরে চলিয়া যাহ প্রভুর গোচর ॥
বহুবিধ আভরণে করি অঙ্গন্যাস।
লহু লহু গমনে গেল সাধুর যে পাশ ॥
সারদা চরণে সরোজ-মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হইয়া শোভে ॥*

* ইতি শনিবার সকাল পালা সমাপ্ত।

একাদশ পালা

মিলন

রাগ বড়ারি

**খুলনাকে পর-স্ত্রী মনে করিয়া ধনপতির ক্রোধ
ও খুলনার হেটমুণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন**

চল চল সুন্দরী তোমারে দঢ়াইয়া বলি
এথায়ে রহিয়া নাই কাজ।
আশ্রিত লম্পট নহি তোমারে দঢ়াইয়া কহি
অকারণে কেনে পাবে লাজ।।

কিবা পতি শিশু হয়ে কিবা অনুগত নহে
পর-পতি প্রতি কিবা মতি।
কিবা নাই মন্দিরে কিবা বৃদ্ধ শরীরে
স্বরূপেত কহত যুবতী।।

যদি বা এমত হয়ে তবে তারে না যুয়ায়ে
বেড়াইতে পর-পতি আশে।
বচনে না হইয় দুঃখী হইয়া পরম সুখী
চলি যায় নিজ পতির পাশে।।

কর গিয়া পতিসেবা তুষ্ট হৈব সর্ব্ব দেবা
অভিমত পাইবা যে বর।
এহলোকে পরলোকে গোঁয়াইবা পরম সুখে
গোষ্ঠীর কলঙ্ক নাহি কর।।

প্রভুর বচন শুনি খুলনা বাণ্যানী
হেঁটমুণ্ডে চলিলা কান্দিয়া।
গিয়া নিজ অন্তঃপুরী পেলিল হাতের ঝারি
বোলে কিছু লহনা দেখিয়া।।

জনমে জনমে যেন দুর্গার চরণধন
বিস্মরণ না হউক আমার।
দ্বিজ মাধবে বোলে দেবীপদ-কমলে
করযোড়ে করোঁ পরিহার ॥

রাগ সুহি

লহনার সজ্জা ও স্বামীর নিকট গমন

শুনরে লহনা দিদি ভালো ভালো বলি।
অমিয়া বোলিয়া মোরে বিষে ডুবাইলি ॥
তোহ্মার বচনে দিদি লইয়া গেলু জল।
আমারে দেখিয়া ক্রোধ হইল সদাগর ॥
প্রভুর বচনে দিদি[১] বহু পাইল লাজ।
শুনিয়া হাসিব মোরে রমণীসমাজ ॥

লহনায়ে বোলে রামা ঘরে থাক তুহ্মি।
প্রভুরে সম্ভাষা করি আসি গিয়া আহ্মি ॥
বহুবিধ আভরণে করি অঙ্গন্যাস।
লহু লহু গমনে গেল সদাগরপাশ ॥
লহনারে দেখিয়া জিজ্ঞাসে ধনপতি।
বেশ করি পাঠাইলা কাহার যুবতী ॥

লহনার লাঞ্ছনা ও আশাভঙ্গ

স্বপ্ন দেখিছে সাধু গৌড় নগরে।
সেহো কথা আছে তবে সাধুর অন্তরে ॥
ক্রোধ করিয়া সাধু লহনারে বোলে।
বাম পাণি দিয়া ধরে লহনার চুলে ॥

রাগ কামোদ

লহনা কর্তৃক খুলনার পরিচয় দান

এড়হ চুলের হাত সাধুর নন্দন।
না চিন আপনা নারী ক্রোধ অকারণ ॥

[১] ক, ঙ; খ—মুই।

কৌতর উড়াইতে গেলা ইছানী নগরে।
তথায়ে দেখিয়া বিহা করিলা খুলনারে ॥
বিবাহ করিয়া তানে অনেক যতনে।
গৌড়েতে গেলা প্রভু সমর্পি মোর স্থানে ॥
ডরে ডরাইয়া মুঞি পালিছো বিস্তর।
তুহ্মি আসি দিলা মোরে তার যোগ্য ফল ॥
কি লাগি মানুষ কৈলঁ আপনা দেহ দিয়া।
লাঘব হইল মুঞি লাভেত থাকিয়া ॥
দ্বিজ মাধবে গায়ে ভাবিয়া ভবানী।
লহনা লাঘব পায়ে আপনা না জানি ॥

পয়ার

ধনপতির নির্দ্দেশে খুলনার রন্ধন

ধনপতি বোলে প্রিয়া না কর ক্রন্দন।
খুলনার তরে কহ করিতে রন্ধন ॥
প্রভুর বচনে রামা হইল নৈরাশ।
কান্দিতে কান্দিতে গেল আপনার বাস ॥
লহনায়ে বোলে শুন খুলনা রমণী।
রন্ধন করিতে আজ্ঞা করিছে তোহ্মা স্বামী ॥
খুলনায়ে বোলে দিদি নিবেদহ পায়ে।
আপনে বসিয়া দিদি রান্ধায়[১] আহ্মায়ে ॥
সতারে প্রবোধ করি খুলনা বাণ্যানী।
রন্ধন করিতে রামা চলিলা আপনি ॥
একমনে ভাবে রামা অপর্ণা-চরণ।
আমার রন্ধনে হউক অমৃত বরিষণ ॥
দুবলায়ে করি দেহি যথ আসাদন।
হরষিতে খুলনায়ে করয়ে রন্ধন ॥
পাবক জালয়ে রামা মনের হরিষে।
শাক রন্ধন করি ওলায়ে বিশেষে ॥
মুগের ব্যঞ্জন রান্ধে ঘৃতেতে আগল।
জাতি কলা দিয়া রান্ধে ঝুনা নারিকেল ॥

[১] প্রাপ্ত পাঠ—রান্ধাব।

জলপাই অম্বল রান্ধে হরষিত হৈয়া।
সম্ভারি ওলায়ে তারে সোর্ষ পোড়া দিয়া ॥
নিরামিষ রান্ধিয়া থুইল এক ভিতে।
আমিষ রান্ধিতে খুলনা দিল চিতে ॥
ঝাল ব্যঞ্জন রান্ধে হিঙ্গ দিল তাহে।
সম্মোহন ঘৃত দিয়া সম্ভারি ওলায়ে ॥
মনের হরিষে রান্ধে রোহিতের মাছ।
দরিতা মিশালে রান্ধে উরিচা আনাজ ॥
অপূর্ব্ব শুরুল মৎস্য ভাজয়ে বিশেষে।
সুগন্ধি তণ্ডুল অন্ন রান্ধে অবশেষে ॥
ক্ষীরপুলি গঠি রামা হরষিত হয়ে।
ডুবাই ওলাইল তাহে ঘনাবর্ত্ত পয়ে ॥
অপূর্ব্ব পিষ্টক রান্ধে লাল মৃণাল।
চুপি পানা[1] পিঠা রচে অতিশয় ভাল ॥
সমুদ্রের ফেনা পিঠা অতিশয় গণি।
দুগ্ধ-চুয়া চন্দ্র-কান্তি[2] রান্ধে সুবদনী ॥
কলা-বড়া পিঠা রচে মনের হরিষে।
নানান সুগন্ধি দিয়া সম্ভারয়ে শেষে ॥
স্বর্ণ থালা পিড়ি আনি যোগায়ে দুবা দাসী।
অন্ন পরিবেষণ করে খুলনা রূপসী ॥
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হৈয়া শোভে ॥

রাগ মল্লার

ধনপতির ভোজন

আনিয়াত দুবা চেড়ি যোগাইল থালা পিড়ি
খোরায়ে করিয়া সন্নিধান।[3]
করিয়াত পরিপাটি ঘৃতের ভরিয়া বাটি
সাজাইয়া দিল বিদ্যমান ॥

ছ—পুষ্প পাণি। [2] প্রাপ্ত পাঠ—কাঁঞ্চিত।
খ—খোরাবাটি থুইল সন্নিধান; ঘ—কটোরা থুইল সন্নিধান।

অতি সুবাসিত বারি ভরিয়া হেম ঝারি
থুইয়া গেল অভ্যন্তরে।
চরণ পাখালি হইয়া কুতুহলী
ভোজনেতে বৈসে সদাগরে ॥
অন্নব্যঞ্জন অমৃত সমান
খুলনায়ে দেহি বারে বার।
ভাবিয়া সারদা মায়ে দ্বিজ মাধবে গায়ে
করযোড়ে করি পরিহার ॥

বিষ্ণুপদ

বন্ধু কানাই পরাণধন মোর।
যুগে যুগে না ছাড়িমু চরণখানি তোর ॥
জাতি দিলুঁ যৌবন দিলুঁ আর দিমু কি।
আর আছে শুধা প্রাণ তারে বোল দি ॥
আজি মোর আয়ত[১] যাপন।
কি করিব অনঙ্গ অবিসর[২] পঞ্চবাণ ॥

পয়ার

হরিষে ভোজন সাধু কৈল মনসুখে।
আচমনে শুচি হইয়া তাম্বূল দিল মুখে ॥
কর্পূর তাম্বূল সাধু বদনেতে পূরে।
শয্যা রচয়ে সেবক শয়নমন্দিরে ॥
বিচিত্র নেহালি পাতে খাটের উপর।
তথির উপরে পুষ্প পাতিল বিস্তর ॥
নেত্তের মশারি টানায়ে চান্দোয়া শোভে তাহে।
পবন প্রবেশ করে ঘর্ম্ম নাহি গায়ে ॥
শিয়রেত গাড়ু নিয়া থুইল সত্বর।
নানান প্রকারে শয্যা রচে মনোহর ॥
বাটা ভরিয়া থুইল কর্পূর তাম্বূল।
ভৃঙ্গার ভরিয়া থুইল সুবাসিত জল ॥

[১] অবিধবা + তি = এয়োতি = আয়ত। [২] তুঃ—তোহে 'বিসরি' মন—বিদ্যাপতি।

চরণ পাদুকা দিয়া সাধুর নন্দন।
শয্যার উপরে গিয়া করিল শয়ন ॥
দুবলাকে ডাকি তখন কহে ধনপতি।
ত্বরায়ে আনিয়া দেয় খুলনা যুবতী ॥

এথ শুনি দুবলায়ে করিল গমন।
খুলনার বিদ্যমানে দিলা দরশন ॥
হেন কালে দুবলায়ে কহে খুলনারে।
ত্বরিতে চলিয়া যাহ সাধুর গোচরে ॥

রাগ গান্ধার

দুর্ব্বলা ও খুলনার কথোপকথন

দুবা বোলে শুনরে খুলনী।
এবে সে জানিল আহ্মি বড় ভাগ্যবতী তুহ্মি
তোর লাগি বিকল তোর স্বামী ॥
এই যে সদাগরে যদি চাহে লহনারে
পুণ্য দিন[1] মানয়ে রূপসী।
হেন তোর ভাগ্য দশা তোমারে করিছে আশা
পাছে পাঠাইয়া দিছে দাসী ॥
জীবন যৌবন অস্থির দুই জন
সব[2] ভালা হইবার চাহি।
বুঝিয়া বেসাতি[3] করি তবে বুলি চতুরালি
এড়িলে মুলেত নাহি পাই ॥

খুলনা বোলে দুবা দাসী কথা কহ হাসি হাসি
আমারে নিদয় সদাগর।
আপনার স্ব অক্ষরে পত্র দিল লহনারে
কাননেতে রাখিতে ছাগল ॥
দুবা বোলে খুলনা ব্যর্থ এই ভাবনা
এহা নাহি ভাব এই দিনে।
সেই ক্ষৌম বাস লইয়া সাধুর পার্শ্বেত গিয়া
কি ফল ধরয়ে কোন জনে ॥

খ—পুনর্জন্ম। ২ ছ—সকল। ৩ খ, গ, ঘ, ঙ; ক—বেষলা।

জনমে জনমে যেন দুর্গার চরণধন
বিস্মরণ না হউক আমার।
দ্বিজ মাধবে বোলে দেবীপদ-কমলে
করযোড়ে করি পরিহার ।।*

পয়ার

খুলনার সজ্জা

চিরুণি আঁচুড়ি কেশ করিল সুসার।
কানড় বান্ধিয়া খোঁপা দিল পুষ্পমাল ।।
শ্রীমন্ত কপালে শোভে সুরঙ্গ সিন্দূর।
অলকা-তিলক ফোঁটা শোভিছে প্রচুর ।।
সুরঙ্গ কাঞ্চন[১] আঁখি রঞ্জিত কজ্জলে।
খঞ্জন পশিল যেন পঙ্ক-সুত-দলে ।।
নানারত্ন জড়িত মুক্তা নাসিকা উপর।
কণ্ঠে কণ্ঠাভরণ শোভিছে মনোহর ।।
শ্রুতিমূলে শোভা করে কনককুণ্ডল।
গলায়ে কনককাটি করে ঝলমল ।।

* ইহার পর খ, গ, ঘ, ঙ, ছ পুথিতে দ্বিজ পার্ব্বতীর ভণিতাযুক্ত নিম্নলিখিত পদটি আছে—

রাগ গান্ধার

বিনোদিনী বিলম্ব করিতে না জুয়ায়ে।
তুয়া পদ নিরক্ষিতে রহিয়াছে প্রাণনাথে
রাধা বলি মুরলী বাজায়ে ।।
নূপুরকিঙ্কিণীর ধ্বনি কেয়ূরকুণ্ডলমণি
পরিহরি করহ গমন।
প্রিয়সখীর করে ধরি নীলনিচোল পরি
দেখ গিয়া ঐ চান্দবদন ।।
ঐ রূপ হেরি হরি করে মুরলী ধরি
হেরিতে হরল ধ্যায়ান।
কহে দ্বিজ পার্ব্বতী শুন শুন পুণ্যবতী
অলক্ষিতে নিকুঞ্জ পয়ান ।।

[১] ছ—কুরঙ্গ চঞ্চল।

হীরা মণি মাণিক্য রত্ন কাঞ্চনে।
কর্ণে ঝলমল করে সুবর্ণ ভূষণে॥
কর-পল্লবে শোভে রত্ন অঙ্গুঠি।
অলক্ষিতে পুষ্প যেন ফুটে গাঠি গাঠি॥
মঞ্জু মঞ্জীর দুই পাদ-পদ্মে শোভা।
পদ-অঙ্গুলে শোভে রত্নের যে আভা॥
বাহু-যুগে শোভে তার বিচিত্রনির্ম্মাণ।
লাবণ্য প্রমাণ শঙ্খ কৈল পরিধান॥
বাছিয়া পরিল রামা দিব্য পট্ট সাড়ী[১]।
বিচিত্র নির্ম্মাইল যেন কনকপুতলী॥
অকারণে কামদেব কামবাণ ধরে।
এহা লইয়া ত্রিভুবন জিনিবারে পারে॥

বহুবিধ আভরণে করি অঙ্গন্যাস।
বিদায় হইতে গেল সতিনীর পাশ॥
লহনায়ে বোলে দুবা কর উপদেশ।
কথাকারে যায়ে সতা করি এমন বেশ॥
দুবা বোলে শুন লহনা ঠাকুরাণী।
বাসরে তলপ করে তোম্মার যে স্বামী॥
যেন মাত্র শুনিলেক বচন প্রকাশ।
লহনার মুণ্ডে ভাঙ্গি পড়িল আকাশ॥[২]
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হইয়া শোভে॥

রাগ কানড়

লহনা কর্ত্তৃক খুলনাকে বাসরে যাইতে নিষেধ

আজু বাসরে ন যাইয় অরে খুলনী।
মুঞি তোরে নিষেধ করোঁ জ্যেষ্ঠ ভগিনী॥
মধুর আলাপে লই যাইব পাশে।
শেষে পাইবা দুঃখ রতির সম্ভাষে[৩]॥

[১] ছ—চেলি। [২] এই দুই পংক্তি খ, ছ। [৩] ঘ—রতি অভিলাষে।

সাধুর মরম[১] লহনা ভাল জানে।
হৃদয়ে গরল সাধুর অমিয়া বচনে ॥
তথির[২] কারণে মুঞি না যাম কাছে।
তে কারণে সদাগর তোরে ডাকিয়াছে ॥

লহনার বচনে দুবলা চেড়ি কহে।
আর কথ কাল করিবা ভয়ে ॥
দ্বিজ মাধবানন্দে এই রস ভণে।
বাসরে যায়ে রামা দাসীর বচনে ॥

ত্রিপদী

দুর্ব্বলার উপদেশ

দুবা বোলে শুনরে খুলনী। ধু।
লহনা জিনিয়া যবে সোহাগে আগলী হবে
যত্নে রাখিয় মোর বাণী ॥
অম্বরে ঢাকিয়া গা লহু লহু দিয়া পা
প্রথমে প্রবেশ হইয় ঘরে।
তাম্বূল থুইয়া আগে দাঁড়াইয় বাম ভাগে
মৃদু মৃদু হাসিয় অধরে ॥
সাধু সম্ভোগ আশে লই যাইতে চাহিব পাশে
বিমুখ সম্বরি রৈহ গীম।
বসিয়া খাটের তলে আঞ্চল টানিবার ছলে
ঈষেত দেখাইয় কুচ-সীম ॥
তভো লজ্জা নাহি ঘুচে সাধু কর দিতে কুচে
তথি আচ্ছাদিয় ভুজ-দণ্ডে।
কুঞ্চিত করিয়া মুখ তুলিয় কপট দুখ
দুহার বিরহ দুঃখ খণ্ডে ॥
বিকল হইলে অতিশয়ে ঘুচাইয়া লজ্জা ভয়ে
তবে সে ঘনাইয়া বৈস কান্ত।
তৃষ্ণা পাইলে বুঝি রসের পসার সাজি
কহিয় যে আপনা বৃত্তান্ত ॥

১ খ, ঙ—মরণ। ২ খ, ঙ—রতির।

গীত। রাগ পাহিরা

কহ কহ কলাবতী কাহারে পয়ান।
ও রূপ বাজল যেন পঞ্চ-বাণ ॥
রূপে ডগমগ গোরির গাতে।
অঙ্গের সৌরভ গগনে সুজাতে ॥
নাসা নিরমল কনক বেশরী।
অঞ্জনে রঞ্জিত খঞ্জন-যুড়ি ॥
ভুরুর ভাঙ্গমা চাহনী ছান্দে।
ধনু-শর পেলাইয়া মদন কান্দে ॥
হাসে আধ আধ মধুর বোল।
গাহে মাধব কেশ খসি পড়ে ফুল ॥[১]

রাগ মল্লার

খুলনার বাসরে গমন

সহচরী করে ধরি চলে বর সুন্দরী
ভেটিবারে সাধুর নন্দন।
তহু কি পুছয়ে বাত কি কহে প্রাণনাথ
জিজ্ঞাসা করয়ে ঘন ঘন ॥
চমকি চমকি চলিল ইন্দুমুখী
হেলয়ে ডাহিন বাম।
বাসরে যাইতে কমল লইয়া হাতে
লীলায়ে ঘুরে অনুপাম ॥
হরিষে পঞ্চশর চাপে করিয়া ভর
যোগান ধরয়ে পাশে পাশে।
গুণেতে যুড়িয়া বাণ পুরিয়া সন্ধান
সাধুরে হানিতে কাম আইসে ॥
মত্ত করি স্থির[২] জিনিয়া গতি ধীর
চলিতে না পারে কামিনী।
পূর্ণ রসভরে হেলি[৩] চলিয়া পড়ে
সংশয় হইল মাঝাখানি ॥

১ এই গীত গ, ঘ, ছ-তে নাই। ২ ঘ—মত্ত করিবর; ছ—মত্ত করিণীর। ৩ খ; ক—হানি হানি।

ও রূপযৌবন দেখিয়া মুনির মন
সমাহিত করিবারে নারে।
বিষম অনঙ্গ করয়ে ধ্যানভঙ্গ
আপনে জাগিয়া শরীরে।।
এমত সাজনী করিয়া ত সুবদনী
গেলেন প্রভুর বাসরে।
সাধুর নিদ্রা দেখি বিস্ময়ে ইন্দুমুখী
বোলে কিছু দুবলার তরে।।

রাগ কহু

দাসী দুবলা বোল বুদ্ধি খুলনার তরে।
প্রভুরে চেয়াইমু কেমন প্রকারে।।
প্রভু নিদ্রা ভোলে হইলা অচেতন।
মুঞি বাসরে আইলু অকারণ।।
যদি বা জাতম হাত পা।
জাগিলে পাইমু বড় লজ্জা।।
খুলনার বচনে দুবা কহে।
চন্দন লেপয় সাধুর গায়ে।।*

পয়ার

শুনিয়া ত দুবার বচন পরিপাটি।
করেত তুলিয়া লইল চন্দনের বাটি।।

* ইহার পর ক ও ছ পুথিতে অনন্তদাসের ভণিতাযুক্ত নিম্নলিখিত পদটি আছে—
হরিরসে বাদল নিশি।
ভাবে আবেশ ভেল বৃন্দাবন বাসী।।
প্রেমে পিছল পন্থ গমন ভেল বঙ্ক।
মৃগমদ কুঙ্কুম চন্দন ভেল পঙ্ক।।
প্রেমরস বরিখয়ে চৌদিগে আন্ধার।
ক্রোড়ে বিনোদিনী রাধা বিজুলি সঞ্চার।।
দিগ্ বিদিগ্ নাহি রসের পসার।
ডুবিল অনন্তদাস না জানে সাঁতার।।

খট্টার উপরে সাধু সুখে নিদ্রা যায়ে।
মলয়জে লেপিল সাধুর সর্ব্ব গায়ে॥
অল্প বয়স সাধু বিদগ্ধ কামিনী।
চামরের বাও দিয়া চেয়াইল স্বামী॥
কামিনী পরশে জাগিল ধনপতি।
খট্টার নামাতে[১] গিয়া বসিল যুবতী॥
মন সে রহিল রামা-পয়োধর মাঝে।[২]
অন্তরে রহিল কাম লই নিজ সাজে॥
হাটিয়া যাইতে নহি চলে পদ এক।
প্রকাশ না পায়ে[৩] বাণী আনল যথেক॥
ভৃঙ্গ হইয়া সাধু দেবী-পদ আশ।
সাধুর[৪] হৃদয়ে কাম করিল প্রকাশ॥

রাগ পঠমঞ্জরী

ধনপতি কর্ত্তৃক খুলনার মানভঙ্গের চেষ্টা

মানিনী মান পরিহর দূর।
পড়িলু মুঞি কামদহে বড়হি পাইলু ভয়ে
কুচ-কুম্ভ দিয়া কর পার॥
কুচ তোর গিরিবর মাঝে কনকের হার
সুরচিত শোভয়ে তাহায়ে।
যেন হিমাচল মাঝে ভাগীরথী ধারা সাজে
দেখি ধন্দ পাইলু মনয়ে॥
তুয়া কুচ মন্দির যেন কনকের পুর
প্রবেশ করিতে মুঞি চাহো।
লৈয়া তুয়া আশ্রম ঘুচাও কাম-ভ্রম
অভিমত সিদ্ধি-বর পাও॥
ধনী ধনী আকুল করিল মোর মন।
বিষম অনঙ্গশর সহিতে না পারো ভর
মুঞি মাগো তোমার শরণ॥

[১] খ, ছ, ঙ—ওলানে। [২] খ, ঙ; ক, ঘ—মানসি রহিল রামা পয়োধির মাঝে; ছ—মনসিজ জাগে রামা হৃদয়ের মাঝে। [৩] খ—না করে। [৪] ঘ—সুহার।

রাগ কানোড়া

না বোল না বোল অয়ে সদাগর
ছাড়হ কপট বাণী।
বঞ্চহ সুরতি আনিয়া যুবতী
মোরে বোল তুহ্মি কেনি॥
লহনা বাণ্যানী তোমার রমণী
তানে আনহ বাসরঘরে।
দিয়া আলিঙ্গন সন্তোষে কর রমণ
অভিলাষী সে তোমার তরে॥
সেই ত সুন্দরী সোহাগে আগলী
সব রতিরস জানে।
আহ্মি দুঃখিনী তোমার রমণী
ছাগল চরাইছি বনে বনে॥
মুঞি কলিকা-কুসুম ভাঙ্গে নাহি ভ্রম[১]
এহারে দেখি কেন ভোল।
যদি মধু পাইবা প্রচুর হৃষ্ট হইবা
লহনার পাশেত চল॥

বোলে ধনপতি শুনহ যুবতী
আর না কহিয় এমন কথা।
মুঞি কাতর হইলু তোহ্মা নিশ্চয় কৈলু
পাইয়া মরমব্যথা॥
দেবীর চরণে গতি অন্য না লয়ে মতি
দ্বিজ মাধবানন্দে বোলে।
বিকার বাড়য়ে চিতে নারে সাধু নিবারিতে
ধরে সাধু খুলনার অঞ্চলে॥

রাগ কেদার

ঘুচাহ মান শুনহ যুবতী।
বিরহসাগরে উদ্ধার পতি॥

১ খ—কলিকা কমল নাহি লয়ে ভ্রমর।

শিরে দোলে তোর চম্পকমালা।
জলধরে যেন ঘনচপলা॥
তোর রূপ দেখি জীয়ে বা কে।
আঁখি নিরখিতে হারাইলু দে॥
কুচ-যুগ তোর কনককটোর।
দেখি মন বন্দী হইল মোর॥
লোচনযুগল কমলদল।
পেখিলু খঞ্জন তথি উপর॥
যারে দেখি লোক ভূপতি[১] হয়ে।
তারে দেখি মোর জীবন সংশয়॥
সুন্দরী রামা লও গুয়া-পান।
বিরহ সাগরে উদ্ধার প্রাণ॥

বারমাসিয়া

খুল্লনার বারমাসী

খুল্লনায়ে বোলে প্রভু যদি দেয় মন।
বার মাসের যথ দুঃখ করো নিবেদন॥
মাধবীতে জন্ম মোর দুঃখের অঙ্কুর।
সতিনীর হাতে লাঘব করাইল প্রচুর॥
কাড়িয়া লইল সতা অঙ্গের আভরণ।
পরিবারে দিল মোরে ভগ্ন বসন॥

জ্যৈষ্ঠ মাসেত প্রভু শুন মোর দুঃখ।
কহিতে সে সব কথা বিদরয়ে বুক॥
প্রচণ্ড রবির তাপে দহে কলেবর।
ললাটের ঘর্ম্ম মোর পড়ে পদতল॥
আমার বাক্য তবে শুন সদাগর।
তোহ্মার রমণী হৈয়া রাখিছি ছাগল॥

আষাঢ়ে রবির রথ চলে মন্দগতি।
ক্ষুধায়ে আকুল হৈয়া লোটাই আমি ক্ষিতি॥

১ ভূ—তৃপ্তি।

ক্ষেণে উঠি ক্ষেণে বসি চতুর্দ্দিকে চাহি।
হেন সাধ করে মনে অন্য জাতি[1] যাই ॥

শ্রাবণ মাসেত প্রভু বরিখে ঝিমানি।
ক্ষেণে ক্ষেণে প্রকাশিত হয়ে সৌদামিনী ॥
ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ছেলি ধায়ে চারি ভিত।[2]
খেদাইতে আছাড় খাই পড়ি মূর্চ্ছিত[3] ॥

ভাদ্র মাসেত প্রভু বিদ্যুৎ ঝঙ্কার।
হেনকালে ছেলি লইয়া কানন মাঝার ॥
ছেলি লইয়া কাননেত বঞ্চি আম্নি একা।
গহন ভ্রমিতে অঙ্গ খাইল[4] জলৌকা ॥

আশ্বিন মাসেত প্রভু জগৎ সুখময়ে।
দুর্গার আনন্দহেতু নাহি চিন্তাভয়ে ॥
বীণা বাঁশী বাহে কেহো লোকে গায়ে গীত।
দারুণ সতার ভয়ে সদায়ে কুঞ্চিত ॥

গিরি-সুতা-সুত মাসে শুন মোর দুঃখ।
শাশুড়ী ননন্দী থাকে বোলাম সম্মুখ ॥
উঠিয়া দাণ্ডাইতে মোর গায়ে নাহি বল।
ক্ষুধায় আকুল হইয়া[5] খাই বনফল ॥

অগ্রাণ মাসেত প্রভু শীত পড়ে বেশ।
ভাবিতে চিন্তিতে মোর তনু হইল শেষ ॥
ক্ষৌম বাস পরি শুই ঢেঁকিশালঘরে।
রজনীর শীত মোর খণ্ডে রবির জালে ॥

পৌষ মাসেত প্রভু হেমন্ত[6] প্রবল।
শীত ভয়ে দহে তনু কম্পিত অধর ॥
দোসর অম্বর চাহিলু শীতের কারণ।
ক্রোধ হইয়া সতিনীয়ে মারিল তখন ॥

[1] ছ—বনে। [2] খ, ঘ। [3] প্রাপ্ত পাঠ—মোহশ্চিত। [4] ঘ—ঠেকিছে; ঙ—ধরিছে।
[5] খ—এহ মাস গোয়াঞি আমি; ঘ—হেন সাধ করে মনে। [6] ঙ—হিম।

মাঘ মাসেত প্রভু গরুয়া লাগে শীত।
লোমে লোমে ভেদি মোর শোষয়ে শোণিত[১] ॥
ওষ্ঠ অধর অঙ্গ কম্পিত সঘন।
হেন সাধ করে মনে পোষাই হুতাশন ॥

ফাল্গুন মাসেত সাজি আইল ঋতুবতী।
নিজ পরিবার লইয়া সখার সঙ্গতি ॥
ভ্রমর ঝঙ্কারে রস কোকিলা নাদে।
নিরবধি মারে সত্য বিনি অপরাধে ॥

মধু মাসেত প্রভু শুন তত্ত্ববাণী।
কাননের মধ্যে মোর সহায় ভবানী ॥
সতিনী আনিল মোরে করিয়া আদর।
সর্ব্ব দুঃখ খণ্ডিলেক আইলা সদাগর ॥

খুলনায়ে দুঃখ কহে সদাগরের স্থানে।
দুয়ারে বসিয়া সব লহনায়ে শুনে ॥
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হইয়া শোভে ॥

রাগ ধানশী

ধনপতিকে লহনার ভর্ৎসনা

লহনা বোলে খুলনার তরে।
কথ না ভেজাও সদাগরে ॥
যৌবনের বলে বেটি করিস বড়াই।
তোহোর সমান নারী নাই ॥
বারে বারে ঠেলি পেল হাত।
তোর দোষ নাই অবোধ প্রাণনাথ ॥
বিদগ্ধ নাগর ছিলা গেলা ছারে খারে।
দন্তে তৃণ লয়্যা কেনে নিজ নারীর তরে ॥
কিলাই পনস খাইলে কিছু স্বাদ নাই।
দুগ্ধ এড়ি ঘোল খাইলে এ কোন বড়াঞি ॥

[১] ঙ—বিন্ধে শীতে।

বন্ধুলো বন্ধু এমন নি রে হয়ে।
সাধিলে আপনা কাজ কারর কেহ নহে।।
এদেশে বসতি বন্ধু পরিচয় আছে।
দেখি শুনি বলি বন্ধু কে বা কারে যাচে।।
একটি বচন প্রভু শুনিতে যত্ন কৈলা।
এবে নব প্রিয়া পাইয়া আম্মা পাসরিলা।।

পয়ার

লহনার প্রতি ধনপতির ক্রোধ

অতি ক্রোধে ধনপতি লহনারে কহে।
আজু লাঘব না করিলু লোকাচার[১] ভয়ে।।
আপনা গৌরব রাখি নিজ গৃহে চল।
কালুকা প্রভাতে পাইবা এহার প্রতিফল।।

প্রভুর বচনে রামা হইলা নৈরাশ।
কান্দিতে কান্দিতে গেল আপনার বাস।।
মনে ভাবে লহনায়ে ব্যর্থ মুঞি জীউ।
হলাহল পাইলে গণ্ডুষ করি পিউ।।
ফুকরি ফুকরি রামা করয়ে ক্রন্দন।
দুঃখিত হইয়া কন্যা করিল শয়ন।।

পুনর্ব্বার ধনপতি কহে খুলনারে।
দেবতা গন্ধর্ব্বে দুঃখ পাইছে সংসারে।।
দেবতা পাইছে দুঃখ কত দিব লেখা।
ত্রিলোক পূজিত রাম বানরের সখা।।
নল নামে নরাধিপ ভুবনে ঘোষিত।
যথ দুঃখ পাইল সেই দৈব নির্ব্বন্ধিত।।
যথেক দেখয়ে প্রিয়া সকলি অনিত্য।
কশ্যপপত্নী বিনতায়ে খাটিছে দাসীত্ব।।[২]
প্রভুরে বিনয় করি কহিছে খুলনা।
চরণে ধরহ প্রভু ছাড়হ যন্ত্রণা।।

[১] খ—লোকলাজ। [২] খ—মুনিপত্নী অহল্যায়ে পাইল পাষাণত্ব।

তোমার বচন প্রভু শুনিতে সুন্দর।
কলসীতে বিষ ভরি উপরে দুগ্ধ-সর ॥
আমার সনে সুরতির না করিয় সাধ।
শুনিলে লহনা দিদি ঠেকিব প্রমাদ ॥
লহনা রমণী যার আছয়ে সুন্দরী।
কি করিতে পারে তানে যৌবনের নারী ॥
যথেক দেখয়ে প্রিয়া সকল গ্রহ-ধন্ধ।
গাছ্ পাথর দিয়া সাগর গেল বন্ধ ॥

রাগ্ বড়ারি

খুলনার মান-ভঙ্গ

সুন্দরী বারেক পরিহর মান।
ক্ষমা কর অধিরোষ[১] কর পতি-পরিতোষ
দিয়াত বিরাট সুত দান ॥
ঐ ধনী তরে তোরে ক্লেশ দিবারে
লেখি নাই একু বাত।
কুচ-হেম-ঘট মাঝে হার-ভুজঙ্গ আছে
তথির উপরে দেহি হাত ॥
কহি থাকোঁ কোন অংশে সাঁপিনী সাধুরে দংশে
ইথে যদি না যাও প্রতীত।
আপনার অভিলাষে বান্ধ মোরে ভুজ-পাশে
কর শাস্তি যে হয়ে উচিত ॥
শিখরেতে বৈসে শিখী গগনেতে মেহু দেখি
নাদ শুনি হয়ে ত উল্লাস।
সুজনের প্রেম-চিহ্ন কভো নহে ভিন্ন ভিন্ন
যেন ইন্দু-কুমুদ-প্রকাশ ॥
জনমে জনমে যেন দুর্গার চরণ-ধন
বিস্মরণ না হউক আমার।
দ্বিজ মাধবে বোলে দেবীপদ-কমলে
করযোড়ে করি পরিহার ॥

[১] খ—খণ্ডাইমু মনের রোষ।

পয়ার

মিলন

ধনপতি বোলে প্রিয়া শুনরে খুলনী।
যৌবন-রত্ন দিয়া কিনি লও তোর স্বামী॥
আজুকা রজনী মোর বিফলে যে যায়ে।
রতি-সুখ নিদ্রা-সুখ এক নাহি হয়ে॥

সাধুর মুখেতে শুনি সকরুণ ভাষ।
খুলনার হৃদয়ে কাম করিল প্রকাশ॥
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হইয়া শোভে॥

রাগ ভূপালি

করে ধরি রমণীরে বৈসাইল বাম উরে।
সঘন চুমরে ইন্দু মুখের উপরে॥
পূর্ব্ব-উপহত-কাম সাধুর কুমার।
সেই ক্রোধে খুলনার লুটয়ে ভাণ্ডার॥
দেখিয়া হইল সাধু আনন্দিত মন।
চান্দ চকোর যেন হইল মিলন॥
বিদগ্ধ-শেখর[১] সাধুর বৈদগ্ধ্য অসীম।
দৃঢ় আলিঙ্গনে তান চাপি ধরে গীম॥
মত্ত করিবরে যেন ভাঙ্গে কলাবন।
তেন মতে সদাগরে করিল রমণ॥
রতি-সুখ সৈথে নারে মূরছে কামিনী।
ভ্রমর-দংশনে যেন অস্থির পদ্মিনী॥
রতি-শ্রমে দুহাকার সঘন নিঃশ্বাস।
স্বস্থান ছাড়িয়া ইন্দ্র[২] করিল প্রকাশ॥
কমলে ভ্রমর যেন ছিন্ন ভিন্ন কৈল।
তেন মতে সদাগরে কামিনী তেজিল॥

[১] খ—নাগর। [২] খ, ছ—ইন্দু।

পয়ার

কি আছে কি দিমু বন্ধু পীরিতি না ছাড়িয়।
যথা তথা যায়' বন্ধু মনেতে রাখিয়।। ধু।
রতি অথান্তরে শুচি হৈল সদাগর।
দুহ বসিল উঠি খট্টের উপর।।
কর্পুর তাম্বূল দোঁহে করিল ভক্ষণ।
আলস্য হইয়া দুহে করিল শয়ন।।
নিদ্রান্বিত হইয়া রহিল দুই জন।
দ্বিজ মাধবে তথি প্রণতি বচন।।

ইতি শনিবার রাত্রি পালা সমাপ্ত।

দ্বাদশ পালা

অগ্নি-পরীক্ষা

রাগ বসন্ত

জাগ জাগ আরে সাউধাইন নিশি অবসান।
পূর্ব্বে প্রকাশ ভেল অরুণ বিমান॥
বসন ছাড়িয়া উর[1] হইছে উদাস।
নাসিকাতে বহে ঘন প্রচণ্ড বাতাস॥
ছিড়িল গলার হার মনের ফুলকী।
আজু সে জানিল কাম সফল ধানুকী॥

রাগ সুহি

আল দুবলা নারী মধ্যে তুই চতুরাই।
মত্ত করিবর জানি তুই যোগাইলি আনি
জানাইলি আপনা বড়াই॥
সাধু বিদগ্ধ বড়ি রমণীতে করে কেলি
আলিঙ্গনে চাপে মোর গীম।
যে হেন শিরীষ ফুলে মত্ত অলি মধু লুরে
তেন মতে করিল অসীম॥
সাধু ধরি বাম করে বৈসাইল বাম উরে
চীর[2] মোর করিল হরণ।
সাধু দেখিতে রঙ্গ চিকুরে ঝাপিলঁ অঙ্গ
লাজে মোর হইছিল মরণ॥
বাড়াইল মোর মন[3] দিল ধীর আলিঙ্গন
গাও মোর কেমন করে।
তখনে কহিলু মুই না যাও না যাও ঐ
ঐ রস-কদম্বের তলে॥

[1] খ—উরু। [2] হ—চিত্ত; খ, ঘ—চিরণী আঁচড়ি কেশ করি বিলাসন। [3] খ—রমণ।

পয়ার

গৃহে আনন্দোৎসব : লহনার আক্ষেপ

হাসিয়াত দুবা দাসী করিল গমন।
লহনার বিদ্যমানে দিল দরশন॥
দুবলায়ে বোলে শুন লহনা ঠাকুরাণী।
ঋতুবতী হইয়াছে তোমার সতিনী॥
শুনিয়া বিরস হইল লহনা বাণ্যানী।
সদাগরের গায়ে দিল হেমঝারির পানি॥
ধনপতি বোলে প্রিয়া লাঘব না কর।
সর্ব্বথায়ে দিব আমি যেই দায় ধর॥
এথেক শুনিয়া তবে লহনা বাণ্যানী।
মনিস্য পাঠাইয়া আনে বণিক রমণী॥
সনকা কণকা আইল আর সুলোচনী।
স্বর্ণরেখা শশীমুখী সারদা রুক্মিণী॥
কমলা বিমলা আইল মদন-মঞ্জরী।
নিজ আহি সঙ্গে আইল রাঘব দত্তের নারী॥
মহোৎসব করে তারা সাধুর ভবনে।
সারদা ভাবিয়া দ্বিজ মাধবে ভণে॥

রাগ মল্লার

দুবলার উল্লাস

নাচে ত দুবলী দিয়া করতালি
আনন্দে বোলয়ে ঘন ঘন।
অম্বর দূর করি লজ্জা পরিহরি
শুনিয়া বেয়াল্লিশ বাজন [১]॥
কোন কোন নারী কহে ঘুচাইয়া লজ্জা ভয়ে
ধরিয়া আন লহনারে।
গোময় মৃত্তিকায়ে মিলাইয়া এক ঠায়ে
ঢালিয়া দিও তান শিরে॥

[১] খ—দেখি হাসে পুরী জন।

কেহো ত জল আনে কেহো সারিয়া তোলে
কেহো ত মঙ্গল গায়ে।
কেহ গায়ে সারি কেহ যায় গড়াগড়ি
কেহো ত ঢালিয়া দেহি গায়ে॥

পয়ার

মঙ্গল উৎসব করে সাধুর ভুবনে।
সরোবরের কূলে গিয়া দিলা দরশনে॥
কূলেত এড়িয়া সবে বস্ত্র-আভরণ।
জলেত নামিয়া কৈল অঙ্গ প্রক্ষালন॥
তৈল-সিন্দূর-পান দিয়া আহির তরে।
বিদায় হইয়া যায়ে যার যেই ঘরে॥
বিপ্র ডাকিয়া তবে কহে সদাগর।
দ্বিজ মাধবে গায়ে সারদা-মঙ্গল॥

রাগ ধানশী

জ্ঞাতিবর্গকে আমন্ত্রণ

বিপ্র ডাকিয়া আনি বোলে সাধু প্রিয় বাণী
চলরে বণিক জানাইবারে।
না রহিয় এক পাও ত্বরায়ে চলিয়া যাও
ভ্রমিতে চাহ ঘরে ঘরে॥
প্রথমে ইছানী গিয়া লক্ষপতি জানাইয়া
জানাইয় আর জ্ঞাতিগণ।
জানাইয় কংসারি আউট সহস্র মোহরী[১]
অঙ্গদ জানাইয় সনাতন॥
চম্পক নগর মাঝে চৌদ্দশত বণিক আছে
জানাইয় তান সভারে।
চান্দ সদাগরের ঠাই এই সব বৃত্তান্ত কহি
ত্বরায়ে আসিও এথায়ে॥

[১] খ—উগ্রসেন আদি করি।

পয়ার

পত্র লইয়া দ্বিজবরে করিল গমন।
লক্ষপতির পুরে দ্বিজের আগমন।।
শুনিয়াত লক্ষপতি হরষিত মন।
বস্ত্র-আভরণ তানে দিলেন তখন।।
তথা হোন্তে দ্বিজবর[1] করিল গমন।
চম্পক নগরে গিয়া দিল দরশন।।
চান্দ স্থানে দিল ধনপতির লিখন।
পত্র পাইয়া চান্দ সাধু হরষিত মন।।
ডাকাইয়া আনিলেক বণিকের গণ।
ধনপতি সদাগরের আসিছে ব্রাহ্মণ।।
সভাকারে দিল ধনপতির লিখন।
একে একে পড়ে সব বণিকের গণ।।

চান্দ সদাগর-কর্ত্তৃক আমন্ত্রণ গ্রহণের পক্ষে অভিমত-প্রকাশ

চান্দে বোলে কহি শুন বণিক-সমাজ।
ধনপতি সদাগরের পুনর্ব্বিহা কাজ।।
সকল সম্মত হইয়া করিব গমন।
ছল-চক্র এহাতে না করিও কখন।।[2]
চাঁদের বচনে বণিক রহিতে না পারে।
যার যেই পরিচ্ছদে বণিক সব চলে।।
প্রথমে চলিল বণিক সোম দে।
বণিক-সমাজ মধ্যে ঠাকুর বোলে যে।।[3]
তবে ত সাজিল ভাল সাধু পরাশর।
বণিক-সমাজ মধ্যে ধনের ঈশ্বর।।
দিবাকর সাজিল রুধাই বুধাই।
আপনার সাজে চলিল তিন ভাই।।

[1] ঙ; ক—আপনার সাজে সাধু। [2] ছ।
[3] খ—গৌড় রাজ্যে চান্দ-সদাগর বণিক যে

চৌদ্দ শত বাণ্যায়ে করিল গমন।
রাঘবদত্তের পুরে গিয়া দিল দরশন॥

রাঘবদত্তের প্রতিশোধ-গ্রহণ

সকল বণিকে বোলে রাঘবদত্ত আনি।
যাইবা কি না যাইবা নগর উজানী॥
রাঘবদত্তে বোলে শুন বণিক-সমাজ।
ধনপতির বাড়ীতে যাইবা মুখে নাই লাজ॥
অনেক যতনে কুল করিছি সাধন।
মজাইতে চাহ কুল করি কু-ভোজন॥
এথেক শুনিয়া তবে পরাশরে কহে।
স্বরূপে কহত রাঘাই কিবা দোষ হয়ে॥

রাঘবদত্তে বোলে শুন বণিকসকল।
যৌবনের কালে[১] ভার্য্যা রাখিছে ছাগল।
উন্নত বয়সে ছেলী রাখিছে কাননে।
তত্ব না জানিয়া তাহা লইমু কেমনে॥
চক্রপাণি দত্তে বোলে শুন সর্ব্ব জন।
পরীক্ষা করাইব কন্যা যেই লয়ে মন॥
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হৈয়া শোভে॥

পয়ার

ধনপতি-কর্ত্তৃক বণিকগণের অভ্যর্থনা

রাঘাইরে লইয়া হইল বণিক গমন।
ধনপতির পুরে গিয়া দিল দরশন॥
ধনপতি জানিলেক বণিক দুয়ারে।
অভ্যর্থনা করি পুরে লৈ গেল জ্ঞাতিরে[২]॥

[১] ঘ; খ—যুবক বয়সে; ক—যুবক কালেত। [২] ঘ, ছ—সভারে।

পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তবে যোগাইল আসন।
সেবকে আনিয়া কৈল পাদ-প্রক্ষালন॥
হেম থালায়ে পুরিয়া ত গুয়া-পান।
প্রচুর করিয়া দিল জ্ঞাতি বিদ্যমান॥
সেইবার গুয়া-পান না লইল জ্ঞাতি।
পুনরপি আপনা দিল ধনপতি॥

বণিকগণের গুয়া-পান গ্রহণে অসম্মতি ও রাঘবদত্ত-কর্ত্তৃক কারণ-বর্ণনা

হেম থালায়ে পান রহিছে সভায়ে।
বণিক-সমাজ গুয়া কেহ নাহি খায়ে॥
রাঘবদত্তে বোলে শুন সাধু ধনপতি।
পুনরপি গুয়া-পান দিয়াছ সম্প্রতি॥
ধনপতি বোলে শুন বণিক-সমাজ।
খুলনা রমণী মোর পুনর্ব্বিভা কাজ॥
তে কারণে গুয়া দিয়া মাগোঁ পরিহার।
আচার ধরিতে চাহি বণিক-কুমার॥

যেন মাত্র সদাগরে কৈল হেন কথা।
ক্রমে চৌদ্দ সহস্র বণিক হেঁট কৈল মাথা॥
অধোমুখী হইয়া রৈল না দিল উত্তর।
রাঘবদত্তে বলে কিছু সভার ভিতর॥
সংসার ভিতরে তোম্মার অপকীর্ত্তি সার।
আচার ধরিতে চাহ বণিক-কুমার॥
সভামধ্যে আনিয়া মিথ্যা হাসি হাস।
রমণী রাখিছে ছেলী লজ্জা নাহি বাস॥
সভামধ্যে কহ কথা হইয়া পাগল।
যুবক-বয়সে ভার্য্যা রাখিছে ছাগল॥
অধোমুখে রৈল সভে না কহে বচন।
চক্রপাণি দত্তে বোলে শুন সর্ব্ব জন॥

খুল্লনার সতীত্ব-পরীক্ষার প্রস্তাব

উচিত কহিছে রাঘাই এ সব বচন।
পরীক্ষা করাইব কন্যা যেমত লয়ে মন॥

এথেক শুনিয়া সাধু করিল গমন।
খুলনার বিদ্যমানে দিল দরশন।।
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হইয়া শোভে।।

পয়ার

ধনপতি বোলে প্রিয়া শুন সাবধানে।
পরীক্ষা করাইতে চাহে জ্ঞাতি সর্ব্ব জনে।।
রাঘবদত্তে অগ্রবাদী সর্ব্ব জন করে।
লহনা কারণে হৈল এতেক ফাঁফরে।।
বণিক-সমাজমধ্যে রাঘাই ইতর।
কত তিরস্কার করে সভার ভিতর।।
রাঘাইর বচনে প্রিয়া পাইনু বড় লাজ।
হেঁট মুণ্ডে রৈনু আমি জ্ঞাতি-সমাজ।।[১]

পরীক্ষা-দানে খুলনার সম্মতি

এথ শুনি খুলনায়ে বলিল তখন।
করাউক পরীক্ষা জ্ঞাতি যেমত লয়ে মন।।
কাননে রাখিছি ছেলী মনে পাইয়া তাপ।
পর-পতি দেখিয়াছি লক্ষপতি বাপ।।
সেই সব বাক্য কেবা খণ্ডাইতে পারে।
চন্দ্র সূর্য্য অপ্ বায়ু জানাইনু সভারে।।
এহাতে বিরস নাহি বোল ভালো ভালো।
হেন জানি জ্ঞাতিয়ে রাখিল কুল-শীল।।
এথেক শুনিয়া সাধু করিল গমন।
জ্ঞাতি-বিদ্যমানে গিয়া দিল দরশন।।

পরীক্ষার যুক্তি সভে করে এক ঠাই।
হেনকালে দিল কোটোয়াল রাজার দোহাই।।

[১] এই ৬ পংক্তি—হ।

কোটোয়ালে বোলে বেটা ধনের ঈশ্বর।
স্ত্রী-পরীক্ষা কর ঘরের ভিতর ।।
কোটোয়ালের বাক্যে সাধু করিল গমন।
ভূপতির বিদ্যমানে দিল দরশন ।।

নারীর সতীত্ব-পরীক্ষায় রাজ-সম্মতির প্রয়োজন

বণিক দেখিয়া জিজ্ঞাসিল নরপতি।
কি কারণে আইলা সব বণিকের জাতি ।।
চক্রপাণি দত্তে বোলে করি যোড় হাত।
বাক্য অবগতি কর ধরণীর নাথ ।।
ধনপতি সদাগরের পুনর্ব্বিহা কাজ।
তে কারণে আসিয়াছি বণিক-সমাজ ।।
সতিনীর কারণে ভার্য্যা রাখিছে ছাগল।
পরীক্ষা দিবারে চাহে জ্ঞাতিসকল ।।
যদি সে সদয় হৈ দেহ অনুমতি।
ধর্ম্ম-পরীক্ষায়ে শুদ্ধ করাইব যুবতী ।।

জাতি-ঘটিত ব্যাপারে রাজার বাধা-দানে অনিচ্ছা

দণ্ডধরে বোলে শুন বণিক-সমাজ।
করাও পরীক্ষা কন্যা যেমতে হয়ে কাজ ।।
জাতির উপরে আহ্মি নহি অধিকারী।
পরীক্ষা দিয়া শুদ্ধ করাও সুন্দরী ।।
বণিক লইয়া সাধু করিল গমন।
আপনার পুরে গিয়া দিল দরশন ।।

খড়্গ-পরীক্ষা

সকল বণিকে কহে করিয়া যুকতি।
খড়্গ পরীক্ষায়ে শুদ্ধ করাইব যুবতী ।।
তত্ত্ব জানিয়া খড়্গ আনে বিদ্যমান।
আপনে রাঘবদত্তে খড়্গে দিল শাণ ।।
সোমদত্তে খড়্গ নিয়া আমন্ত্রিয়া[১] থুইল।
ধনপতি গিয়া তখন খুল্লনারে কৈল ।।

[১] দ্র—সভামধ্যে।

অপর্ণা স্মরিয়া রামা করিল গমন।
জ্ঞাতি-বিদ্যমানে গিয়া দিল দরশন ॥

খড়্গাধার দেখি রামা মনে ভয় পায়ে।
মক্ষিকা পড়িলে ধারে দুই খান হয়ে ॥
প্রণমিয়া খড়্গের তরে কহে যোড় করে।
যদি দোষী হয় মুঞি সংহারিবা মোরে ॥
হৃদয়ে ভাবিয়া রামা অপর্ণা অভয়া।
খড়্গ শিরে বন্দিয়া ধারেত দিল পা ॥
যেন মাত্র খড়্গ সতীর পদ[১] পায়ে।
শাণ ছিল ধার খান খাড়ু প্রমাণ হয়ে ॥
পরীক্ষাতে এড়াইল খুলনা রমণী।
স্ত্রী-পুরুষে দিল জয় জয়-ধ্বনি ॥
সমাজে থাকিয়া তবে কহে রাঘবদত্ত।
এই ত পরীক্ষায়ে কন্যার না বুঝি সতীত্ব ॥
তবে যদি কন্যা সতীত্ব হেন জানি।
পুষ্পের সাজিতে করি আনি দেহ পানি ॥

রাগ মল্লার

জল-পরীক্ষা

ভাবিয়া ভবানী চলিল খুলনী
সতীত্ব জানাইবার কারণ।
বালক পরিহরি বধূ আদি করি[২]
দেখিতে আইল যথ জন ॥
জলেত নামিয়া করে জবাপুষ্প লইয়া
অর্ঘ্য দিল দিননাথে।
পুষ্প পানি লইয়া গগনমুখী হইয়া[৩]
নিবেদন করে যোড় হাতে ॥

[১] দ; ক—পড়ল। [২] খ—যুবা বৃদ্ধ নারী। [৩] খ—স্ফুট বাণী হইয়া কাকুতি করিয়া।

লোকের কৃতকর্ম্ম যথেক ধর্ম্মাধর্ম্ম
সকল তোমার বিদিত।
যদি সে হায় সতী খুলনা যুবতী
সাজিতে জল হউক স্থিত।।

নিবেদন করি সাজিতে জল ভরি
চলিল জ্ঞাতি বরাবরে।
সত্যার্থ তন্ত্রে স্থির হইল রন্ধ্রে
এক তিল মাত্র নাহি ঝরে।।
বণিক সভায়ে মনেতে ভয় পায়ে
রৈল যেন চিত্রের পোতলি।
রাঘবদত্তে কৈল হেলা এহা কি ছাওয়ালের খেলা
পরীক্ষা ইহারে নাহি বোলি।।

পয়ার

পরীক্ষাতে এড়াইল খুলনা কামিনী।
স্ত্রীয়ে-পুরুষে লোকে দিল জয়-ধ্বনি।।
বণিক-সমাজে থাকি রাঘবদত্তে কহে।
সর্প-ঘট এড়াইলে কন্যা সতী হ'য়ে।।

"সর্প-ঘট"

খুলনায়ে বোলে রাধাই কথ কর হট।
ওঝা ডাকিয়া আন করি সর্প-ঘট।।
গোময় দিয়া স্থান মার্জন করিল।
তথির উপরে হেম-ঘট আরোপিল।।
ঘটের ভিতরে ভরে নাগ বড়া বড়া।
গোক্ষুরা সিন্ধুরা ভরে যথ কাল বোড়া।।
উড়ুয়া বোড়া থুইল ধামনা কামনা।
সঘন ফোফায়ে সর্প বিষের আগুনা।
হরিদ্রা মাখিয়া বস্ত্র ঘটেত বান্ধিল।
তাহার ভিতরে হেম-অঙ্গুরী রাখিল।

কাঞ্চন-অঙ্গুরী সাধু দিলেন পেলাইয়া।
খুলনা চলিল তবে ভবানী ভাবিয়া ॥
নাগের তরে খুলনায়ে করে নমস্কার।
সর্প হোন্তে অঙ্গুরী তুলিল একবার ॥

পরীক্ষাতে এড়াইল খুলনা বাণ্যানী।
স্ত্রীয়ে-পুরুষে মিলি দিল জয়-ধ্বনি ॥
বণিক-সমাজে থাকি কহে রাঘবদত্ত।
এহ পরীক্ষায়ে কন্যার না বুঝি সতীত্ব ॥
বাদিয়ার বাজি যেন পরীক্ষা না হয়ে।
ঘৃত-কাঞ্চন এড়াইলে কন্যা সতী হয়ে ॥

"ঘৃত-কাঞ্চন"

এথেক জানিয়া সাধু বণিকের সুতে[১]।
ঘৃত দিয়া জ্বালে অগ্নি ভরি তাম্র-কুণ্ডে ॥
পরিমিত ঘৃতের অর্দ্ধেক নাহি টুটে।
প্রজ্বলিত হইয়া অগ্নির শিখা উঠে ॥
চূর্ণ-মৃত্তিকা আনি অশ্বত্থের পত্রে।
বিদ্বান ব্রাহ্মণে মন্ত্র লেখিল তাহাতে ॥
আদিত্য চন্দ্র লেখে বলী[২] হুতাশন।
দৌর্ভূমিরাপো লেখে ধর্ম্মের নন্দন[৩] ॥
অহশ্চ রাত্রি লেখে সন্ধ্যা উভয়ে।
ধর্ম্মস্থানে পাপ-পুণ্য এড়ান না যায়ে ॥
মিথ্যা বচন জান জলের তিলক।
সত্য বচন জান চন্দনের রেখ ॥
এই পত্র শিরে দিয়া বান্ধিল কবরী।
ঘৃতেত পেলিল সাধু সুবর্ণ-অঙ্গুরী ॥
পাবকেরে খুলনা করিল নমস্কার।
ঘৃত হোন্তে অঙ্গুরী তুলিল একবার ॥
বণিক-সমাজে থাকি কহে রাঘবদত্ত।
এহ পরীক্ষায়ে কন্যার না জানি সতীত্ব ॥

[১] খ—দণ্ডে; ষ, ছ—ভুণ্ডে। [২] ছ—বরুণ। [৩] অন্যান্য পুথিতে—হৃদয়ে শমন।

"জতু-গৃহ"

ঘৃত বাটি কাঁচা ছিল পরীক্ষা না হয়ে।
জতু-গৃহ এড়াইলে কন্যা সতী হয়ে॥
ঘোল মন জতু দিয়া মণ্ডপ গঠিল।
তাহার ভিতরে নিয়া খুলনারে থুইল॥
চারি ভিতে বণিক সভে দিল হুতাশন।
জতু গন্ধ পাইয়া অগ্নি উঠিল গগন॥
অগ্নিমধ্যে বসিল যে লক্ষপতির বালী।
তথির উপরে দিল ঘৃত ঢালি ঢালি॥
একেত জতুর অগ্নি ঘৃতের পরশে।
চক্ষুর নিমেষে অগ্নি ছুইল আকাশে॥
অগ্নি প্রজ্বলিত দেখি কান্দে ধনপতি।
দ্বিজ মাধবে গায়ে বন্দিয়া পার্ব্বতী॥

রাগ করুণ ভাটিয়াল

ভয়ার্ত্ত ধনপতির বিলাপ

অগ্নি হোতে উঠ প্রিয়া খুলনা সুন্দরী।
তোহ্মা না দেখিয়া প্রাণ ধরাইতে নারি॥
কৈতর উড়াইতে গেলু ইছানী নগরে।
তথায়ে দেখিয়া বিহা[১] করিলু তোহ্মারে॥
বিবাহ করিলু তোহ্মা অনেক যতনে।
জ্ঞাতির কারণে দহিলুঁ হুতাশনে॥
পরাণ না রহে প্রিয়া তোহ্মা না দেখিয়া।
আনলে দহিমু প্রাণ তোহ্মার লাগিয়া॥

বাপ লক্ষপতি কান্দে মাও রম্ভাবতী।
দাস-দাসীগণ কান্দে লোটাইয়া ক্ষিতি॥
লহনা সতিনী কান্দে লোকাচার ভয়ে।
মনে ভাবে লহনা খুলনা হউক ক্ষয়ে॥

[১] খ, ছ—সম্বন্ধ।

পয়ার

বণিকগণের নির্দ্দেশে মাঙ্গলিক কার্য্যের আয়োজন

বেদদণ্ড ধরিয়া জতুগৃহ[১] পোড়ে।
খুলনার অঙ্গ অগ্নি পরশ না করে ॥
ক্ষণেক বেয়াজে মন্দ হইল হুতাশন।
খুলনা দেখিতে আইল বণিকের গণ ॥
রাঘবদত্তে নিরখিয়া খুলনারে চাহে।
আছোক পুড়িব কন্যা বস্ত্র না শুখায়ে ॥
চক্রপাণি দত্তে বোলে শুন সাধুর পো।
সূর্য্য-অর্ঘ্য দেহ সাধু বিলম্ব না থো ॥
বণিকের আজ্ঞা পাইয়া সাধুর নন্দন।
সূর্য্য-অর্ঘ্য কর্ম্ম করয়ে তখন ॥
জ্ঞাতি বিপ্র চারিদিকে বৈসে সর্ব্বজন।
বস্ত্র-অলঙ্কারে তুষিলা নারীগণ[২] ॥
দম্পতি আইল তবে চান্দোয়ার তলে।
দ্বিজ মাধবানন্দে এহ রস বোলে ॥

রাগ কহু

ঋতু-সংস্কার

ঋতু-সংস্কার[৩] করে ধনপতি সদাগরে
মন্ত্র উচচারে পুরোহিত।
চৌদিকে নাটোয়া নাচে নানাবিধ বাদ্য বাজে
যন্ত্রে যন্ত্রীয়ে গায়ে গীত ॥
নাসিকা ধরিয়া হাতে সুষুম্না নাড়ীর পথে
জীবন্যাস করে সদাগর।
অঞ্জলি করিয়া সলিল পুরিয়া
সংক্ষেপে স্মরে বীজাক্ষর ॥

১ ক—জ্যোতির্ম্ময়। ২ খ—জ্ঞাতিগণ।
৩ প্রাপ্ত পাঠ—'গর্ভাধান'।

নানা যন্ত্রে বাদ্য বাজে হরষিতে পুর মাঝে
অন্তরে হৈয়া আনন্দিত।
করে হেমাঙ্গুরী লইয়া খুলনার নাভি ছুইয়া
বারে বারে দেহিত্ত গর্ব্ভেত ॥
গর্ভ দেহি সিনীবালি গর্ভ দেহি সরস্বতি
আর স্যুরে অশ্বিনীকুমার।
খুলনার নাভি এড়ি ঠেলিয়া বসিল পিড়ি
এ বোল বোলয়ে বারে বার ॥

পয়ার

খুলনার রন্ধন ও জ্ঞাতি-ভোজন

গর্ভদান কর্ম্ম সাধু কৈল সম্পাদন।
পুনর্ব্বার বণিকগণে দিল নিমন্ত্রণ ॥
দুবলায়ে করি দেহি যথ আস্বাদন।
লহনা খুলনা আসি করয়ে রন্ধন ॥

রন্ধন করয়ে তবে দুই ত যুবতী।
বণিকেরে স্নান করিতে কৈল ধনপতি ॥
তৈল-আমলকী তবে শিরে তুলি দিল।
সরোবর-জলে স্নান সকলে করিল ॥
স্নান করিয়া বণিক সব যায়ে।
স্বর্ণ থালা পিড়ি আনি সেবকে যোগায়ে ॥
ভোজন করিতে বণিক সারি দিয়া বসি।
অন্ন পরিবেশন করে দুই ত রূপসী ॥
সকল বণিক ভোজন কৈল মনসুখে।
আচমনে শুচি হৈয়া তাম্বুল দিল মুখে ॥
সভা করিয়া বসিলেক বণিকসকল।
সভাকারে দিল সাধু বস্ত্র-অম্বর ॥
এক বস্ত্র রাঘাইর তরে না দিল সদাগর।
খুলনায়ে বোলে প্রভু শুনহ উত্তর ॥

খুলনার আদর্শ-নিষ্ঠা

রাঘবদত্ত হোতে তোম্মার রহিল সকল।
জাতিকুল রৈল তোমার সর্ব্বত্রে কুশল ॥

দুই গুণ করি বেভার কর তার তরে।
তবে সে তোমার কীর্ত্তি ঘুষিব সংসারে।।
দুই গুণ বেভার করিল তাহারে।
বিদায় হইয়া গেল যার যেই ঘরে।।
ভট্ট-বিপ্র-সদাগরে করি সম্বোধন।
দিন কথ বঞ্চে সাধু লৈয়া পৌরজন।।
এথায়ে রহুক মন হরির চরণ।
চণ্ডিকা লইয়া কিছু শুনিবা কারণ।।

রাগ মালশী

তালভঙ্গে মালাধরের অভিশাপ

নিত্য দেখয়ে দুর্গা কৈলাসশিখরে।
মালাধরে নৃত্য করে দুর্গার গোচরে।।
তাথৈ তাতাথৈ নাদ উতরোল।[১]
দাদামা দ্রিমি দ্রিমি হইল করতাল-খোল।।[২]
নারদের তুম্বুরা বাজে নাচে বিদ্যাধর।
তালভঙ্গ পড়ে তার দুর্গার গোচর।।
ক্রোধ করিয়া তানে বলিলা ভবানী।
যা অরে পাপিষ্ঠ বেটা নগর উজানী।।
কনকা অম্বিকা তোরা দুই তো রমণী।
পতির সহিতে তোরা চলহ ধরণী।।
শাপ পাইয়া মালাধর রহিতে না পারে।
দুই রমণীর করে ধরি অগ্নিপ্রবেশ করে।।
মালাধর লইয়া হইল দুর্গার গমন।
খুলনার উদরে নিয়া থুইল তখন।।
আর দ্রব্য থুইল নিয়া নৃপতির পুরে।
অম্বিকা লইয়া গেল সিংহল[৩] নগরে।।
খুলনার উদরে হইল শ্রীমন্ত-জনম।
দ্বিজ মাধবে তথি প্রণতি-বচন।।*

[১] খ—তাথৈ তাথৈ তালে নাচে। [২] ক—অস্পষ্ট ; খ, গ, ছ। [৩] খ, ঙ, ছ ; ক—গৌড়।
* ইতি রবিবার রাত্রি-পালা সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ পালা

কমলে-কামিনী

পয়ার

পঞ্চমাস গর্ভ রামার বাড়ে দিনে দিন।
রাজার ভাণ্ডারে নাঞি চামর-চন্দন॥
লাস-বেশখান হইল রাজা হরষিতে।
ভাণ্ডারীরে কহে রাজা চন্দন লেপিতে॥
ভাণ্ডারী কহিল চন্দন নাহিক ভাণ্ডারে।
অগরু চন্দন রাজা না দেহি শরীরে॥

উজানী-রাজের ভাণ্ডারে চন্দন-কাষ্ঠের অভাব

কোটোয়ালের তরে আজ্ঞা কৈল দণ্ড রায়ে।
ত্বরায়ে আনিয়া দেঅ সাধুর তনয়ে॥
রাজার বচনে কোটোয়াল করিল গমন।
সাধুর ভুবনে গিয়া দিল দরশন॥
সদাগরের তরে কোটোয়াল কহে বারে বার।
তিলেক বিলম্ব হইলে দোহাই রাজার॥
কোটোয়ালের বাক্যে সাধু করিল গমন।
ভূপতির বিদ্যমানে দিল দরশন॥

রাগ পটমঞ্জরী

ধনপতিকে সিংহল হইতে চন্দন আনিবার জন্য পীড়াপীড়ি

সাধুরে কহিছে দণ্ডধর।
আরথি দিলু তোরে যাইবারে সিংহলে
আনিবারে সুগন্ধি অগর॥
তোর বাপ রঘুপতি যথ দিন ছিল ক্ষিতি
এই চিন্তা না ছিল আমার।
মোর তরে জানাইয়া পাটনে আপনে গিয়া
দ্রব্য আনি পুরায়ে ভাণ্ডার॥

স্বর্গবাসী হইল সেই সাধু আছে যেই যেই
কার্য্যের তিলেক না যুগায়ে।
ভাণ্ডার হইল খালি তে কারণে তোরে বলি
পাটনেতে পাঠাই তোমায়ে॥
সাধু বোলে মহাশয়ে হট মোরে না যুয়ায়ে
লই যাইমু যথ ধন আছে।
তেজি মুই নিজ পুরী বস্ত্র না লইমু পহ্নি
যাই মুঞি অন্য রাজার কাছে॥

বিষ্ণুপদ

মৈলু মৈলু মুঞি বাঁশীয়ার জ্বালায়ে।
গৃহকর্ম্ম লোকধর্ম্ম রাখন না যায়ে॥[১]
বাঁশের বাঁশী কহে কথা শুনিতে মধুর।
যে জনে দিয়াছে ফুক সে জন চতুর॥
যে বা সৃজিল বাঁশী না জানি নিশ্চয়ে।
ব্রহ্মরূপে কহে মোহন বাঁশী পরিচয়ে॥

পয়ার

ধনপতির সিংহল-যাত্রার আয়োজন

ভূপতি বোলেন শুন সাধুর কুমার।
পাটনে চলিয়া যাও পীরিতি আহ্মার॥
তুহ্মি হেন সদাগর আছে কোন জন।
কোন সাধু যাইতে পারে সিংহল পাটন॥
ধনপতি বোলে বাক্য শুন দণ্ডধরে।
চলিয়া যাইমু গোসাঞি আজ্ঞা লইয়া শিরে॥
বিদায় হইয়া সাধু করিল গমন।
নিজ পাটশালে[২] আসি দিল দরশন॥
ডাকাইয়া আনিল ডুবালু যথ জন।
সপ্ত-ডিঙ্গা তুলি দেঅ যাইতে পাটন॥

[১] ছ। [২] খ—আপনার পুরে।

ডুবালু নামিল যথ হাতে কাছি লইয়া।
আপনে রহিল সাধু কূলেত দাঁড়াইয়া ॥
বরুণেরে প্রণমিয়া সব ডুব দিল।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে ডিঙ্গার লাগ পাইল ॥
কাছি দিয়া ডিঙ্গা সব বান্ধে স্থানে স্থানে।
কূলেত উঠিয়া সব এক বলে টানে ॥
তুলানী দিলেক ডিঙ্গা কূলের উপরে।
গাব-গোবর দিয়া ডিঙ্গা ভাসাইল সাগরে ॥
তৈল-মধু লয়ে সাধু মাইঠ ভরিয়া।
ষণ্মোহন ঘৃত তোলে নায়ে ভরা দিয়া ॥
নানা বর্ণ বস্ত্র লইল বস্তা বস্তা বান্ধি।
ধাতুদ্রব্য লয়ে সাধু নাহিক অবধি ॥
সাত লক্ষ তঙ্কা তোলে ডিঙ্গার উপর।
পাইক কাণ্ডার তোলে যাইতে সিংহল ॥
লহনা খুলনা আনি কহে ধনপতি।
দ্বিজ মাধবে গায়ে ভাবিয়া পার্ব্বতী ॥

রাগ বরাড়ি

লহনা খুলনা শুনি লও আমার বচন।
ভূপতির অঙ্গীকারে যাই আমি সিংহলে
যতনে রাখিয় তোরা[১] মন ॥
মন যে মত্ত হাতী ছুটিয়া চলয়ে যদি
নিবারণ কর ক্ষেমাঙ্কুশে।
দেখিয় যে দুই কূল লোভ-মোহ কর দূর[২]
যেন মোরে বৈরী নাহি হাসে ॥

পয়ার

খুলনার বিষাদ

কি জানি বাহ্বাইলু মনে[৩] বন্ধুয়া ছাড়ি যায়ে ;
মরিমু তোমার আগে কহিলু নিশ্চয়ে ॥

[১] খ, গ, ঘ, ঙ ; ক—তোমার ; ছ—সবার। [২] খ, ঘ, ঙ, ছ ; ক—লোভে না হইর দূর।
[৩] খ—প্রেম।

অখনে কেমনে প্রভু মাগিলা আরথি।
পঞ্চমাস খুলনার গর্ব্ভের সন্ততি ॥
একবার এড়ি প্রভু গেলা ত যাহারে।
যত দুঃখ পাইল আহ্মি বিদিত সংসারে ॥
না রহিমু হেথায়ে শুন সাধুর নন্দন।
চলিয়া যাইমু সঙ্গে দক্ষিণ পাটন ॥
ধনপতি বোলে প্রিয়া কেমতে যাইবা তথা।
দেখিয়া ডরাইবা ঢেউ সমুদ্রের পাতা ॥
দ্বিজ মাধবে গায়ে প্রণতি বচন।
পঞ্চামৃত দিয়া যাইমু দক্ষিণ পাটন ॥

বিষ্ণুপদ

যাইবারে ওরে শ্যাম কে দিব বাধা।
দৈবে মরিব আহ্মি অভাগিনী রাধা ॥
সঙ্গে করি লই যাও হইয়া যাইমু দাসী।
ঘরে মুই রহইতে নারি না শুনিলে বাঁশী ॥
মথুরার নাগরী সবে বহু রস জানে।
গেলে না আসিব শ্যাম হেন লয়ে মনে ॥

পয়ার

বিদায়কালে ধনপতির অঙ্গীকারপত্র রচনা

স্নান করি কৈলা সাধু বস্ত্র পরিধান।
বেদ-বিহিত পুরোহিত কৈলা সমাধান[১] ॥
পঞ্চামৃত করি সাধু দিলেন তখন।
পত্র মসালি লইয়া করয়ে লিখন ॥
উজানী নগরে ঘর সাধু ধনপতি।
লহনা খুলনা তান এ দুই যুবতী ॥
যখনে খুলনা পঞ্চমাস গর্ভ ধরে।
ভূপতির আজ্ঞায়ে যাই নগর সিংহলে ॥

[১] খ—সম্বোধন।

যদি কন্যা হয়ে আসি রূপে তিলোত্তমা।
মোর সত্য পালি নাম থুইয় সত্যভামা ॥
যদি আসি হয়ে মোর কুলের নন্দন।
শ্রীমন্ত নাম থুইয় করি শুভক্ষণ ॥
পণ্ডিতের ঠাই তানে পঢ়াইয় অপার।
পাটনে পাঠাইয় জানি বিলম্ব আমার ॥
শক-তারিখ সদাগর দিল হরষিতে।
শ্রী লেখিয়া পত্র দিল খুলনার হাতে ॥
পত্র পাইয়া তবে খুলনা সুন্দরী।
আর নিশান দেঅ হস্তের অঙ্গুরী ॥
শুনিয়া ত হরষিত সাধু ধনপতি।
মাণিক্য অঙ্গুরী তানে দিল শীঘ্র গতি ॥
পত্র পাইয়া তবে খুলনায়ে যায়ে।
স্নান করিয়া রামা বসিল পূজায়ে ॥

খুলনার দেবী-পূজা

অঙ্গশুচি হইয়া রামা করয়ে দেবাৰ্চ্চা।
সাক্ষাতে হইল তানে দেবী দশভুজা ॥
দুর্গা দেখিয়া রামা করিলা প্রণাম।
উঠ উঠ বোলে মাতা লইয়া তান নাম ॥
এথায়ে লহনা গিয়া সাধুরে জন্মায়ে রোষে।
খুলনা নাহিক সঙ্গে নাই[১] মোর দোষে ॥
লহনার বচনে সাধু পাসরে আপনা।
লুকায়ে চলিয়া গেল যথায়ে খুলনা ॥

ধনপতি-কর্ত্তৃক দেবীর ঘটে পদাঘাত

যেইখানে দুর্গাপূজা করয়ে যুবতী।
বামপদ দিয়া ঘট ঠেলে ধনপতি ॥
সত্বরে রাখিল রামা অম্বরে ঢাকিয়া।
অন্তর্দ্ধান হইল দুর্গা সাধুরে দেখিয়া ॥
পঞ্চামৃতে পঞ্চগব্যে অভিষেক কৈল।
গলায়ে অম্বর বান্ধি কহিতে লাগিল ॥

১ খ—কি কর্ম্ম করয়ে খুলনা; ঘ—খুলনা না আইল সঙ্গে; ছ—খুলনারে সঙ্গে লও।

যোড় হাতে খুলনায়ে করয়ে নিবেদন।
প্রাণে না মারিয় প্রভুর রাখহ জীবন॥
পায়ে স্থূল হইল সাধুর চক্ষু হইল হানি।
দ্বিজ মাধবে কহে ভাবিয়া ভবানী॥

রাগ কানয়ার

ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের সূচনা

সুবুদ্ধিয়া[১] সাধু রে কুবুদ্ধি পাইল তোরে।
লঙ্ঘিলা দুর্গার ঘট ক্রোধ করি মোরে॥
হিরণ্যকশিপু ছিল দিতির নন্দন।
অল্প আয়ু হইল তার নিন্দি নারায়ণ॥
রাবণ, কুম্ভকর্ণ ছিল পুলস্ত্যের নাতি।
সবংশে মজিল সেই হরি সীতা সতী॥
তাহা কি দেখাইব প্রভু তোম্মার ফলিল।
বাম নয়ান হানি দক্ষিণ পদ স্থূল॥
দ্বিজ মাধবানন্দে এহ রস গায়ে।
যাত্রা করিতে সাধু দৈবজ্ঞ আনায়ে॥

রাগ সিন্ধুড়া

গণকের বাক্য উপেক্ষা

এবার না যাইয় সাধু মোর বাক্য শুন।
নবগ্রহগণ তোরে হইছে বিমন[২]॥
দিনকর বৈরী[৩] সাধু সম্পত্তি ঘরে কুজ।
অষ্টম রাশিতে তোর সোম-তনুজ[৪]॥
যাত্রা নাহি সাধু তোম্মার বৎসর অবধি।
বহু দুঃখ পাইবা এহাতে চল যদি॥
ধনপতি বোলে গণক মিথ্যা কহ যে।
হর বিনে ভাল মন্দ করিতে পারে কে॥

[১] খ—অবুধিয়া। [২] ছ—বিগুণ।
[৩] ঘ; খ, ছ—দিনকথ মহ; ক—দিনকর বলী। [৪] ছ, ক, ঘ—অনুজ।

বিষ্ণুপদ

তোমার বদলে শ্যাম থুইয়া যাও বাঁশী।
তবে সে আসিবা হেন মনে বাসি॥

এ বাঁশী যথেক কৈল গোকুলে কলঙ্ক হৈল
বাঁশী নহে পরম যে জ্ঞানী।
বাঁশী যদি সঙ্গে যাইব তবে না আসিতে দিব
মিলাইব রসের কামিনী॥

বাঁশীটি যতনে থুইমু গন্ধ-চন্দন দিমু
হীরা-মণি-রত্নে জড়াইয়া।
যখনে তোমার তরে মরমে বেদনা করে
নিবারিমু বাঁশী বুকে দিয়া॥

পয়ার

গণকের বাক্য সাধু কিছু নাহি শুনে।
হর স্মরিয়া সাধু চলিল পাটনে॥
যাত্রা করি বাহির হইতে সদাগর।
মধ্য নগরে বাদিয়া নাচায়ে বানর॥
তাহারে দেখিয়া সাধু চলয়ে তৎকাল।
যোগিনী মাগয়ে ভিক্ষা করে লইয়া থাল॥
তাহাকে দেখিয়া যাত্রা না করিল ভঙ্গ।
পন্থে যাইতে দেখে বামে কাল-ভুজঙ্গ॥
বাম দিক হোতে শিবা দক্ষিণে সে যায়ে।
তৈল লৈবা লৈবা তেলীয়ে বোলায়ে[১]॥

খুলনায়ে বোলে প্রভু শুনহ বচন।
এত অমঙ্গল দেখি না যাও পাটন॥
ধনপতি বোলে প্রিয়া তুমি যাও ঘর।
কি করিবে আন যারে সহায় শঙ্কর॥[২]

[১] খ, ছ—গোহরায়ে। [২] এই চারি পংক্তি—ছ।

সপ্ত-ডিঙ্গা লইয়া সিংহল-যাত্রা

অমঙ্গল দেখি ভয় নাহিক অন্তরে।
হর স্মরিয়া উঠে নৌকার উপরে ॥
আপনে বোসিল গিয়া রৈঘর ভিতর।
প্রথমে মেলিল ডিঙ্গা নামে মধুকর ॥
পাটন-পাগল[১] ডিঙ্গা মেলিল দুয়াজে।
যাহার উপরে সাধুর নানা বাদ্য বাজে ॥
তৃতীয়ে মেলিল ডিঙ্গা নক্ষত্র-মণ্ডল[২]।
যাহার ধনেত সাধু করে ঠাকুরাল ॥
চতুর্থে মেলিল ডিঙ্গা বরুণ-প্রসাদ।
যাহার প্রসাদে সাধু না গণে প্রমাদ ॥
পঞ্চমে মেলিল ডিঙ্গা বায়ু-মণ্ডল[৩]।
পবনের গতি চলে অতি খরতর[৪] ॥
ষষ্ঠে মেলিল ডিঙ্গা নামে গুয়ারেখী।
সর্ব্ব[৫] ডিঙ্গার অধিক মালুম যারে দেখি ॥
উদয়-তারা ডিঙ্গা মেলে তারা যেন ছুটে।
তাহার সমান কোন ডিঙ্গা নাহি আটে ॥
রৈঘরে থাকিয়া সাধু বোলে বাহ বা।
ত্বরায়ে গাবর সবে ডিঙ্গায়ে তোলে গা ॥
সপ্ত-ডিঙ্গার সপ্ত নাম মেলিল সদাগর।
সারি গাইয়া গাবরে দাঁড়েত দিল ভর ॥

নদী-পথে

মুনির ঘাট বাহিয়া এড়াইল তখনি।
ত্বরায়ে বাহিয়া চলে ইছানীর পানি ॥
ছিলিমপুর কাছিমপুর আগমপুর যায়ে।
মঙ্গলকোট বাহিয়া চামরী গাঙ্গ পায়ে ॥
ইন্দ্রাণীস্বরূপা বাহে সাধু দিয়া ত্বরা।
তাহার মেল্লানে ডিঙ্গা যায়ে কুমুদপুরা ॥

[১] খ, ঘ—পাঠান পাগ। [২] খ, ঘ, ছ—উজ্জ্বল। [৩] খ, ছ; ক—অস্পষ্ট; ঘ—রাহুত মণ্ডল।
[৪] খ—না মানে নজর। [৫] খ, ঘ—সপ্ত।

গাবর সবে সারি গায়ে শুনিতে অনুপাম।
গহরপুর বাহি ডিঙ্গা গেল সপ্তগ্রাম[১] ॥
ত্রিপিণীর ঘাটে নিয়া ছাপাইল না।
নৌকা ছাপান দিয়া কূলে তোলে গা ॥
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হইয়া শোভে ॥

গঙ্গা-বন্দনা

জয় জয় গঙ্গে পতিত-পাবনী
তুহ্মি দেবী শিব-শির-বাসী।
ভগীরথ-ভাগ্যেতে অবতরি মর্ত্ত্যেতে
তুয়া পরশে পাপ খণ্ডে রাশি।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব যে ত্রিগুণেতে তুমি সে
সত্ব রজঃ তমঃ গুণ জানি।
প্রভুর বচনে[২] তুহ্মি হইয়া ত তরঙ্গিণী
জানি শিরে ধরে শূলপাণি ॥

পয়ার

আমার নাকি এমন দিন হবে।
পাপ তনুখানি গঙ্গায় মজ্‌জাইয়া
হরি বোল বোলিতে প্রাণ যাইবে ॥ ধু ॥

গঙ্গাতীরের জনপদ

স্নান-তর্পণ যদি কৈল সদাগর।
কূলেত উঠিয়া পূজে দেব গঙ্গাধর ॥
ব্রাহ্মণেরে স্বর্ণ দিয়া সাধু উঠে নায়ে।
মহানন্দে সদাগরে গঙ্গা[৩] বাহি যায়ে ॥
ত্বরা এড়াইয়া যায়ে গোরিয়া রাজার ঘাট[৪]।
তাহার মেলানে ডিঙ্গা যায়ে কুমার হাট[৫] ॥

[১] খ—নন্দীগ্রাম। [২] ক—চরণে। [৩] খ—ডিঙ্গা।
[৪] খ—গোরি বাজার ঘাট; ঘ—গোরিয়া রাজার পাট; ছ—গৌরীয়ার পাঠ।
[৫] খ, ছ; ক—কুমুদ ঘাট।

তাহার মেলানে বাহে পাইকে দিয়া সাড়া।
ত্বরায়ে বাহিয়া সাধু যায়ে পাইকপাড়া[১]॥
মুলুয়াযোড়ের[২] মেলান বাহিল তখনি।
ত্বরায়ে বাহিয়া যায়ে দিয়া গঙ্গার পানি॥
নিমাই দত্তের ঘাটে গেল সাধুর নন্দন।
নিম গাছে ওড়[৩] পুষ্প অপূর্ব্বলক্ষণ॥
সেই বাঁক বাহে সাধু দাঁড়ে দিয়া ভর।
স্বর্গ-কোণা বাহে তবে সপ্ত মধুকর॥[৪]
সেই কোণাকুণি[৫] সাধু বাহে অবহেলে।
পান্যাটি বাহিয়া যায়ে আগরপুর[৬] জলে॥
খিরাইতলা[৭] বাহিল বুঝিয়া ধনপতি।
বরাহনগরে ডিঙ্গা হইল উপনীতি॥
চিত্রপুর[৮] বাহি সাধু যায় সাবধানে।
ত্বরায়ে বাহিয়া যায়ে ডিঙ্গা কুচিয়ানে॥
রৈঘরে বসিয়া সাধু বোলে বাহো বা।
বেতরেত[৯] উত্তরিল সাধুর সপ্ত না॥

সেই বাঁক বাহে সাধু হরিষ প্রচুর।
হাউল ঘাট[১০] বাহি সাধু গেল সৈদপুর॥
কাণ্ডারে ইঙ্গিত পাইয়া বাঁক সারি যায়ে[১১]।
ডাইনে গোপালনগর[১২] কানাইর ঘাট[১৩] পায়ে॥
সেই বাঁক বাহে সাধু হরষিত হইয়া।
ছেফলা[১৪] গাঙ্গ বাহি ডিঙ্গা যায়ে[১৫] হিজলিয়া॥
খালিয়া বাহিয়া সাধু স্মরে ত্রিপুরারি।
মদনমণ্ডল[১৬] বাহি চলে সাত-মেখলী॥

১ ঘ—বাইনপুরা।
২ খ—পুলুয়া জোড়ের; ছ—উলুয়া জোয়ারে।
৩ খ—নীর কাছে।
৪ ঘ, ছ—চাম্পানগর বাহি নৌকা গেল ভুরীশুরা
৫ খ—খড়্গাকোণা নগর; ঘ—শুদ্ধকা নগর; ছ—খড়দহ কোনুগর।
৬ খ—গহরপুর; ছ—আগরপাড়া।
৭ খ, ঘ—খীরাইত নারাইত; ছ—খীরাইতন।
৮ ঘ, ছ; ক—চিত্রকোণ; খ—ত্রিপুরনগর।
৯ ঘ; ক, খ—বেতালেত।
১০ খ—আউলঘাট।
১১ ঘ, ছ—পাইকে মারি গায়ে।
১২ ঘ—গৌরনগর; ছ—গোয়ালন্দ।
১৩ ছ—কালীঘাট।
১৪ খ—ছেফলা নগর; ছ—ছেফলা ছাড়িয়া।
১৫ খ, ঘ, ছ—যায়েত চলিয়া।
১৬ খ, ঘ—মেদ-মঙ্গল; ছ—মদনপুর।

দেবীর চেষ্টায় মকরায় ঝড়বৃষ্টি

তাহার মেলানে বাহে শতমুখীর জল।
মোকরায়ে উত্তরিল সপ্ত মধুকর॥
যেন মাত্র মোকরাতে গেল ধনপতি।
কৈলাসে থাকিয়া তাহা জানিল পার্ব্বতী॥
ওষ্ঠ-অধর কাঁপে দেবী দশ দিকে চাহে।
পবন পাঠাইয়া দেবী ইন্দ্রক আনায়ে॥
দেবীরে প্রণামে ইন্দ্রে লোটাইয়া দে।
দেবী বোলে সর্ব্ব মেঘ চাপাইয়া মোরে দে॥
আপনারে ধন্য মানে পাইয়া আরতি।
চৌষট্টি মেঘ তানে দিলেন সঙ্গতি॥
সেই মেঘ লইয়া হইল দুর্গার গমন।
মোকরাতে গিয়া দেবী দিলা দরশন॥
মেঘেরে ডাকিয়া বোলে জগতের মা।
মোকরাতে গিয়া তোরা কর ঝড়[1] বা॥
যেন মাত্র আজ্ঞা করিল বেদমাতা।
মেঘে পরিচয় দেহি নোঁয়াইয়া মাথা॥
আবর্ত্ত সাজন করে শুনিয়া বচন।
বলবন্ত দশ মেঘ তাহার যোগান॥
সম্বর্ত্তে সাজন করে শুনিয়া বচন।
বাছের বাছ্ ষোল মেঘ তাহার ঘিরন[2]॥
দ্রোণ মেঘ সাজি চলে দেবী-অঙ্গীকারে।
বিংশতি মেঘ তার পাছু আগ পুরে॥
পুষ্কর সাজিয়া চলে লোকে পায়ে ত্রাস।
আঠার মেঘ তার ঘোরে চারি পাশ॥
দুর্গার আজ্ঞায়ে যায়ে করিয়া গর্জন।
দক্ষিণ[3] কোণেতে কৈল আপনা পত্তন॥
দেখিতে দেখিতে হইল প্রচণ্ড বাতাস।
জলধরে আচ্ছাদিল রবির প্রকাশ॥
লহরী লহরী বহে বরিখে ঝিমালি।
অষ্ট করিবরে মেঘেরে যোগায়ে পানি॥

[1] খ, ঘ, ছ; ক—ঝগড়া। [2] ঘ—শোভন। [3] ঘ—পশ্চিম।

শিলাবৃষ্টি করে মেঘে থাকিয়া আকাশে।
সাধুর বৈঘর উড়ায়ে প্রচণ্ড বাতাসে ॥
একে ত মোকরার জল আর হইল মেহু।
সমুদ্র উচছল[১] হয়ে প্রচণ্ড বহে ঢেউ ॥
কাণ্ডারে ইঙ্গিত করে থাকি মধুকরে।
সপ্ত-ডিঙ্গা বান্ধিলেক লোহার জঞ্জিরে[২] ॥
তা দেখিয়া নারায়ণী রক্ত লোচনে।
পবনের পুত্র দেবী ডাকাইয়া আনে ॥
দেবীর বচনে ক্রোধ হইল হনুমান।
লোহার শিকল ধরি দিল এক টান ॥

ছয়খানি ডিঙ্গা জলমগ্ন

শিকল খণ্ড খণ্ড হইল বীরের পরশে।
ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ডিঙ্গা মোকরায়ে ভাসে ॥
পুনর্ব্বার সপ্ত-ডিঙ্গা কৈল একত্তর।
ঠেলাঠেলি করি ডুবায়ে ছয় মধুকর ॥

গীত

বাপৈ বাপৈ কান্দে বাঙ্গাল ভাইয়া[৩] রে।
আর কি লইয়া যাইব পাটনেরে ॥
এড়িলু উজানীর বাস সাধুর হইল সর্ব্বনাশ
পাইক সব সাঁচর দিল জলে।
জলে ভাসে ধনের জন সাধু চমকিত মন
ঢেউ পাইয়া উঠে গিয়া কূলে ॥

রাগ মালশী

শিব-বন্দনা

গৌরীনাথ লীলা তেরি বুঝন না যায়ে। ধু।
দেবের দেব নাম ধর শ্মশানে বসতি কর
কোন দেবের এমন ব্যবহার।
কুবের সেবক যার সে পৈরে ভুজঙ্গ হার
তপস্বীর এমন আচার ॥

[১] প্রাপ্ত পাঠ—ক, উজ্বল ; খ—সমুদ্র উত্তাল হইল। [২] খ, ঘ, ছ—শিকলে। [৩] ঘ—বাহিয়া।

হিমগিরি-সুতা সতী   সে তোহ্মা বরিল পতি
তপ করিয়া চিরকাল।
তাহা জানি শরণ লইলুঁ   তুয়া পাদ-পদ্ম পাইলুঁ
তে কারণে এ গতি আমার॥

পয়ার

সমুদ্র-পথে

ছয় ডিঙ্গা ডুবি থাকে মোকরার জলে।
এক ডিঙ্গা বাহি যায়ে নগর সিংহলে॥
মোকরা বাহিয়া যায়ে সাধুর নন্দন।
গঙ্গাসাগরে গিয়া দিল দরশন॥
সঙ্গম বাহিয়া সাধু সিন্ধুতে প্রবেশে।
তাহার মেলানে বাহে নক্ষত্র[1] উদ্দেশে॥
তাহার মেলানে বাহে দাঁড়ে দিয়া ভর।
কড়িয়াদহে উত্তরিলা এক মধুকর॥

কড়ি-দহ

যেন মাত্র কড়িয়ে ডিঙ্গার পাইল ঘ্রাণ।
ভাসিতে লাগিল শফরী মৎস্যের প্রমাণ॥
কাণ্ডারেরে কহে সাধু মধুকরে থাকি।
এমত শফরী মৎস্য কভো নাহি দেখি॥
কর্ণধারে বোলে শুন সাধুর তনয়ে।
কড়িয়াদহের কড়ি শফরী মৎস্য নহে॥
তাহা দেখিয়া সাধু করে নানা সন্ধি।
লোহার বাড়ান[2] গাঙ্গে দিয়া কড়ি কৈল বন্দী॥
কড়ি বন্দী করিয়া হরিষ সদাগর।
ত্বরায়ে বাহিয়া যায়ে শঙ্খদহের জল॥

শঙ্খ-দহ

যেন মাত্র শঙ্খে ডিঙ্গার পাইল ঘ্রাণ।
ভাসিতে লাগিল কোরাল মৎস্যের প্রমাণ॥

ছ—সিংহল।   [2] ক—বাঁরা।

তাহা দেখিয়া সদাগরে কৈল নানা সন্ধি।
লোহার জাল গাঙ্গে দিয়া শঙ্খ কৈল বন্দী ॥

জোঁক-দহ

শঙ্খ বন্দী করিয়া থুইল সদাগর।
ত্বরায়ে বাহিয়া যায় জোঁকদহের জল ॥
যেন মাত্র জোঁকে ডিঙ্গার পাইল ঘ্রাণ।
ভাসিতে লাগিল তাল গাছের প্রমাণ ॥
বুঢ়ণ নামে কাণ্ডার বড়হি[১] সদ্‌গুণ।
জোঁকের মুখেতে ঢালি দিল ক্ষার চুন ॥
ক্ষার চুন পাইয়া জোঁক পাতালে পশিল।
কাঁকড়াদহেতে ডিঙ্গা উপনীত হইল ॥

কাঁকড়া-দহ

যেন মাত্র কাঁকড়ায়ে ডিঙ্গার পাইল ঘ্রাণ।
ভাসিতে লাগিল বড় জন্তুর প্রমাণ ॥
গেঞ্জা[২] মারিতে রে চাহিল কর্ণধার।
হেনকালে কাঁকড়ায়ে তুলিল দুই দাঁড় ॥[৩]
বুঢ়ন নামে কর্ণধার বুদ্ধিয়ে আগল।
কাঁকড়ার মুখেতে দিল দগ্ধ ছাগল ॥
দগ্ধ ছাগল পাইয়া কাঁকড়া ডিঙ্গা এড়ি দিল।
মশাদহের জলে সাধু উপনীত হইল ॥

মশা-দহ

যেন মাত্র মশায়ে ডিঙ্গার পাইল ঘ্রাণ।
উড়িতে লাগিল যেন কৌতর প্রমাণ ॥
মধুকর নায়ে সাধু হানে ধুঁয়া-বাণ।
সেই বাঁকে সদাগর পাইল পরিত্রাণ ॥
ধুঁয়া-বাণ পাইয়া মশা ডিঙ্গা ছাড়ি দিল।
কালীদহে গিয়া ডিঙ্গা উপনীত হইল ॥

কালীদহ

যেন মাত্র কালীদহে গেল ধনপতি।
কৈলাসে থাকিয়া তাহা জানিল পার্ব্বতী ॥

১ খ, ছ—বুদ্ধি শতগুণ। ২ ছ—লেজা। ৩ এই দুই পংক্তি খ, ছ।

কমল সৃজিলা মাতা কালীদহের জলে।
আপনে কুমারী হইয়া ধরে করিবরে ॥
তাহাত দেখিয়া সাধু কাণ্ডারেরে কহে।
দ্বিজ মাধবানন্দে এহ রস গায়ে ॥

রাগ সুহি

ধনপতির কমলে-কামিনী-দর্শন

কাণ্ডার দৃষ্টি কর কালীদহের পানি।
বনসুতা-সুত-দলে[১] বসি নারী অবহেলে
গজরাজে গরাসে পদ্মিনী ॥
নির্ম্মল গভীর জল তছুপরি কমল
ভৃঙ্গ-ভৃঙ্গী নাচে মধু আশে।
মৃণালে ত বহে[২] ফণী অপূর্ব্ব হেন জানি
সুর-কেতু বৈসে এক পাশে ॥
কমলেতে কমলিনী বসি রামা একাকিনী
গজরাজ ধরে বাম করে।
ক্ষণেকে উঠাইয়া পেলে ক্ষণে ধরে অবহেলে
ক্ষণেকে আননে নিয়া ভরে ॥
ত্রিলোক জিনিয়া রামা জিনি রম্ভা তিলোত্তমা
পূর্ণ-যৌবন ষোল-কলা।
দেখিতে লাগয়ে ধন্দ রূপে তিরস্কার চন্দ
দোষ এই বড়হি চঞ্চলা ॥

ধনপতির কথায় কর্ণধারের অপ্রত্যয় ও মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার

সাধু বোলে কাণ্ডার ভাষে এইত নৌকার পাশে
কমলে কুমারী নাহি দেখি।
যদি এমত কহ রাজা পশ্চাতে পাইবা লজ্জা
পরিণামে আম্মারা নহি সাক্ষী ॥

১ খ, ঘ, ঙ, ছ; ক—বনসুতা শতদলে। ২ খ, ঘ, ঙ, ছ; ক—বৈসে।

সাধু বোলে কাণ্ডার ভাই ঐ আহ্মি দেখিতে পাই
বাম কূলে চাপাও নিয়া না।
সাধুর বচন শুনি কর্ণধারে ভয় মানি
গাইতরেরে বোলে বাহ বা ॥
জনমে জনমে যেন দুর্গার চরণ-ধন
বিস্মরণ না হউক আমার।
দ্বিজ মাধবে বোলে দেবীপদ-কমলে
করযোড়ে করো পরিহার ॥

পয়ার

ধনপতির সিংহল-গমন

কর্ণধারের বাক্যে গাইতরে পাইল ভয়ে।
কালীদহে বাহি ডিঙ্গা গেল সিংহালয়ে ॥
চাপাও চাপাও বলি ঘন পড়ে রা।
নৌকা চাপান দিয়া কূলে তোলে গা ॥
কূলে উঠি পালঙ্গীতে বৈসে সদাগর।
রাজার কোটোয়াল আইল সাধুর গোচর ॥

কোটোয়ালে বোলে শুন সাধুর নন্দন।
ত্বরায়ে চলহ তুহ্মি রাজা দরশন ॥
কোটোয়ালের বাক্যে সাধু করিল গমন।
দ্বারী বিদ্যমানে গিয়া দিল দরশন ॥
দ্বারী তুষিল সাধু দিয়া গুয়া-পান।
ত্বরায়ে চলিয়া যায়ে নৃপ বিদ্যমান ॥
প্রণাম করয়ে সাধু নৃপতির তরে।
করযোড় হইলেক রাজার গোচরে ॥
কিবা নাম ধর সাধু কোন্ দেশে ঘর।
কি কারণে বাহি আইলা আমার সিংহল ॥

উজানী নগরে ঘর সাধু ধনপতি।
বিক্রমকেশরী রাজা গন্ধবণিক জাতি ॥
ভাণ্ডারে বাড়িল তার চামর-চন্দন।
তে কারণে বাহি আইল তোমার পাটন ॥

পঞ্চপাত্রে বোলে ভিন্নদেশী সদাগর।
কোন গাঙ্গ বাহি আইলা সিংহল নগর॥

ধনপতি-কর্ত্তৃক কমলে-কামিনী দেখাইবার পণগ্রহণ

ধনপতি বোলে শুন সর্ব্ব সভাজন।
কালিদহে দেখিলাম কমলের বন॥
কমলের ফুলে ভর করিয়া পদ্মিনী।
গজরাজে সংহারয়ে ধরিয়া বাম পাণি॥[১]

পঞ্চপাত্রে বোলে ভিন্নদেশী সদাগর।
কমল দেখাইবা যদি প্রতিজ্ঞা যে কর॥

ধনপতি বোলে শুন পঞ্চপাত্রগণ।
দেখাইতে নারি যদি কমলের বন॥
মধুকরের যথ ধন লৈ যাইয় ভাণ্ডারে।
সত্য সত্য এই বাক্য শুন দণ্ডধরে॥
পাইক কাণ্ডার হারি যথ আছে নায়ে।
কারাগার ঘরে বন্দী রাখিয় আহ্মায়ে॥
আপনা নয়নে যদি দেখ সুলক্ষণ।
দণ্ড সহিত হার দক্ষিণ পাটন॥
সাধুর সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করিয়া দণ্ডধর।
সাজিয়া চলিল রাজা কালীদহের জল॥

কর্ণধারের সাক্ষ্যগ্রহণ

ধনপতি বোলে রাজা তথা যাম বা কি।
নৌকার কাণ্ডার আহ্মি করিয়াছি সাক্ষী॥
দ্বিজ মাধবে গায়ে ভাবিয়া ভবানী।
কর্ণধার আনি রাজা জিজ্ঞাসে আপনি॥

রাগ ধানশী

রহি রহি দণ্ডধরে কাণ্ডারে কহে।
তুহ্মিনি কমল দেখিলা কালীদহে॥

১ এই দুই পঙ্‌ক্তি ক-তে নাই।

সাক্ষীর যে পাপ শুনিছ সভায়ে।
মিথ্যা সাক্ষী দিলে পুরুষ অধঃপাতে যায়ে
অধঃপাতে গিয়া পুরুষ পচয়ে নরকে।
ক্রিমির[১] দংশনে পাপী পরিত্রাহি ডাকে॥
রৌরব প্রধান নরক তাতে হয়ে বাস।
রাত্রিদিন পরিচয় নাহিক প্রকাশ॥
উদ্ধার নাহিক তাতে কোটিকল্প-যুগে।
দূতে প্রহার করে উঠিতে চাহে যবে॥
আহ্মি শালবাহন রাজা অহে সদাগর।
কাহারে শঙ্কা[২] নাহি কহত উত্তর॥

কর্ণধারের প্রতিকল সাক্ষ্য ও ধনপতির কারাবন্ধন

কাণ্ডারিয়া বোলে শুন সর্ব্ব সভাজন।
কমলে কুমারী আহ্মি না দেখি নয়ন॥
কমলে কুমারী বোলি আহ্মা কৈল সাক্ষী।
আপনা নয়ানে কুমারী নাহি দেখি॥
কথায়ে কমল-কন্যা আহ্মি না দেখিল।
নাহকে করিয়া আমারে সাক্ষী কৈল॥

কোটোয়ালের তরে আজ্ঞা কৈল দণ্ডধর।
অখনে জিনিল আহ্মি ধর সদাগর॥
সাধু বন্দী করে কোটোয়াল নৃপতি আজ্ঞায়ে
লোহার জিঞ্জিরে বান্ধে হাতে আর গলায়ে।
কাড়িয়া লইল সাধুর অঙ্গের আভরণ।
চৌষট্টি বন্ধনে সাধু করিল বন্ধন॥
চর্ম্মপাশে ধনপতি বান্ধি স্থানে স্থানে।
দোমনী দারুকা তুলি দিলেক চরণে॥[৩]
কারাগারে বন্দী রইল সাধুর নন্দন।
উজানী লইয়া কিছু শুনিবা কারণ॥

১ ক—ক্রমর। ২ খ, ঘ, ছ—সঙ্কোচ।
৩ এই চারি পঙ্ক্তি ক-তে নাই।

রাগ করুণ

খুলনার সাধ-ভক্ষণের ইচ্ছা

লহনা দিদি ল নিবেদহু তুয়া পায়ে।
সাধ খাইতে ইচ্ছা হইছে আম্মায়ে॥ ধু।
পাকা ছোলঙ্গ পাম যদি।
কামরাঙ্গা খাউ নিরবধি॥
অখনে পাম পাকা বদরী।
হেন ইচ্ছা বদনেতে পুরি॥
দ্বিজ মাধবে রস গায়ে।
সাধের শাক তুলিতে দুবা যায়ে॥

রাগ ভাটিয়ালী

দুবলার শাকচয়ন

যায়ে দুবা শাক তুলিবারে।
কানড়ি বান্ধিয়া কেশ করিয়া ত নানা বেশ
রাঙ্গল চোপড়ি লইয়া করে॥
ভ্রমিয়া ত বাড়ী বাড়ী শাক তোলে দুবা চেড়ী
চোপড়িতে থুইয়া ভাগে ভাগে।
বাথুয়া তোলে চাপানোটি আপাঙ্গ তোলে খুটি খুটি
পালঙ্গ আর বহু শাকে॥
তেপাতিয়া বাসক[১] পাতা অপূর্ব্ব অমৃতলতা
ডাইট আর নাটা চান্দিয়া।
মূলাস্ত কোচড়া দল কাকড়িয়া কড়ার মূল
মিশালে তোলয়ে নাচিয়া॥
বনপুই আর পুনর্নবা তেলাকুচি তোলে দুবা
তুলিয়া বেড়ায়ে নীচ গাছে।
তোলে লাউ কুমড়ার ডোগ বাছিয়া মারয়ে পোক
দিল নিয়া লহনার কাছে॥

[১] খ, ঘ, ছ—বাস, বাঁশ।

পয়ার

লহনার রন্ধন

দুবলায়ে করি দিল যথ আসাদন।
হরষিতে লহনায়ে করয়ে রন্ধন ॥
পাবক জ্বালয়ে রামা মনের হরিষে।
শাক রন্ধন করি ওলায়ে বিশেষে ॥
নিরামিষ ব্যঞ্জন আর পিষ্টক রচিয়া।
খুলনায়ে ভোজন করে হরষিত হইয়া ॥
ভোজন করিয়া ক্ষণেক বসিল খুলনা।
উদরে জন্মিল রামার প্রসব-বেদনা ॥

রাগ মল্লার

শ্রীমন্তের জন্ম

সোনা দিদিলো কিনা ব্যথা জন্মিল উদরে।
প্রসব-বেদনা মোর না সহে শরীরে ॥
উরু গুরুভার হইল ভাঙ্গিল কেঁকালি।
ক্ষণে ক্ষণে ব্যথা মোর জন্মিল তখনি ॥
সঘন কম্পিত অঙ্গ ঘর্ম্ম হইল গায়ে।
প্রসব-বেদনা মোর মরণ নিশ্চয়ে ॥
প্রাণনাথ আইলে কহিয় আম্মার সম্বাদ।
পরলোকে এড়ি যাইব[১] প্রভু কৈলে শ্রাদ্ধ ॥

খুলনায় কাতর জানিয়া ভবানী।
উজানী নগরে দুর্গা গেলেন আপনি ॥
কন্যায়ে সুর-গুরু মীনেতে বৈসে কুজ।
চাপেতে বৈসয়ে সোম মঙ্গল-অনুজ ॥
নবকর সঙ্গে চান্দ পূর্ণ তেজোময়।
শুভক্ষণে রামার যে জন্মিল তনয় ॥[২]

[১] খ, ঘ, ছ—তৃপ্তি হইব।

[২] ইহার পর খ-পুথিতে নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলি পাওয়া যায়—

মায়ায়ে আলস্যযুক্ত কৈলা খুলনারে। সেবক ছলিতে দুর্গা ছিয়া লইলা কোলে ॥
নিদ্রায়ে পীড়িত দুর্গা দেখি খুলনারে। অন্তর্দ্ধান হইলা মাতা লইয়া কুমারে ॥

কুমারে দেখিয়া যথ সাধুর রমণী।
নাভিচেছদ করাইল দিয়া জয়ধ্বনি ॥
ছয় দিনে করিলেক ষষ্ঠীরে পূজন।
নৃত্য-গীত আনন্দিত সাধুর ভুবন ॥[১]
ছয় মাস আসিয়া হইল উপনীতি।
অন্ন দিয়া পুত্রের নাম থুইল শ্রীপতি ॥
এক বরিখের যদি হইল কুমার।
কনকা অম্বিকা জন্মে নৃপতির ঘর ॥
দুই বরিখের শিশু হইল তখন।
তিন বরিখ আসি দিল দরশন ॥
চারি বরিখের হইল সদাগরের বালা।
দিনে দিনে বাড়ে শিশু সহায় কমলা ॥
পঞ্চ বরিখের বালা হইল যখন।
কর্ণভেদ করাইল চূড়া-করণ ॥
খেলাইবারে যায়ে শিশু যথা শিশুগণ।
দ্বিজ মাধবে তথি প্রণতি রচন ॥*

ক্ষেণেক বেয়াজে রামা পাইল চেতন। শয্যাতে না দেখে রামা আপনা নন্দন ॥
কুমার না দেখি রামা হইলা বিস্মিত। আকুল হইয়া রামা চাহে চারি ভিত ॥
অস্থির হইয়া রামা জুড়িল ক্রন্দন। দিয়া আমারে বিধি নিলা কি কারণ ॥
ব্রাহ্মণেরে স্বর্ণ দিয়া পুনঃ কি হরিলু। গুরুজনের শাপে নাকি পুত্র হারাইলু ॥
জন্মান্তরে কার কিবা ফল কৈলু চুরি। তে কারণে পুত্র মোর সেই নিল হরি ॥
কেনে বিড়ম্বনা বিধি করিলা আমারে। (অস্পষ্ট) ॥
খুলনা অস্থির শোকে জানি নারায়ণী। খট্টার ওলানে দুর্গা দিলা ছিরা আনি ॥
পুত্র দেখিয়া রামা ক্রন্দন সম্বলে। আনন্দ হইয়া পুত্র লইল কোলে ॥

[১] দুর্গার ছলনা-বিষয়ক পঙ্‌ক্তিগুলি ছ-পুথিতে এইস্থানে আছে। কিন্তু উহার প্রথম কয়টি পঙ্‌ক্তি অন্য প্রকার :—

খুলনা ছলিতে দুর্গা ষষ্ঠীরূপ ধরে। স্বপ্নে কহেন তাঁর বসিয়া শিয়রে ॥
উঠ উঠ খুলনা সত্বরে তোল গা। আমি স্বপ্ন কহি তোরে ষষ্ঠী দেবতা ॥
চণ্ডীপূজা কর তুমি না পূজ আমারে। তোর পুত্র খাবে চণ্ডী কি পুজিবি মোরে ॥ ইত্যাদি ॥

* ইতি রবিবার রাত্রি পালা সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ পালা

শ্রীমন্তের বাল্যলীলা

রাগ পাহিরা

শ্রীমন্তের দুরন্তপনায় নারীগণের অভিযোগ

সাউধাইন ছিরা কেনে হইল এমন।
ঘরে আসি শিশু মারে কেহ ঠেকাইতে নারে
আর বোলে দুর্ব্বাক্য বচন॥

প্রভাত সময়ে গিয়া শিশুগণে ডাক দিয়া
মাঠেতে পাতয়ে গিয়া মেলা।
দেখিলে পলাইয়া যায়ে কাররে না করে ভয়ে
আয় বোলি ছাওয়াল মারে ঠেলা॥

তোমার ছিরার তরে বাহির হইতে নারে
বুকে জড়াই বান্ধে ত ছাওয়াল।
ননীর পোতলী যেন উনাইয়া পড়ে তেন
যেহেন শুইয়া থাকে কাল॥

খুলনায়ে বোলে মাও ধরম তোমার পাও
আহ্মার ছিরারে না দিয়[1] গালি।
অখনে তার লাগ পাম তবে তার কথা কহম
ঘরে আইলে আজি না দিমু এড়ি॥

খুলনার বাণী শুনি নারীগণে বোলে পুনি
তজিয়া ত নিজ গৃহে যায়ে।
দেবীর চরণ গতি অন্য না লয়ে মতি
দ্বিজ মাধবে রস গায়ে॥

[1] প্রাপ্ত পাঠ, ক—দ্য।

পয়ার

খুলনা ও শ্রীমন্ত

নারীগণে বিদায় দিয়া খুলনা কামিনী।
পুত্রের সন্ধানে রামা চলিল আপনি॥
মায়েরে দেখিয়া ছিরা উঠিয়া পলায়ে।
ধাইয়া খুলনা তার লাগ নাহি পায়ে॥
ধাইতে ধাইতে রামা তিতে শ্রমজলে।
হাতের বাড়ি ভূমি এড়ি বৈসে তরুতলে॥
মায়ে শ্রমযুক্ত দেখি ছিরার লাগে দুখ।
কহিতে লাগিল ছিরা দাণ্ডাইয়া সম্মুখ॥
শ্রীয়মন্তে বোলে দোষ নাহিক আমার।
শিশুগণে বেড়ি মোরে মারিছে অপার॥
শিশুগণে মারিয়াছে প্রজা আছে সাক্ষী।
অনেক পুণ্যের ফলে এড়াইয়াছি আখি॥
খুলনায়ে বোলে যদি তোর লাগ পাম।
তবে সে এহার কথা তোর স্থানে কহম॥
শ্রীয়মন্তে বোলে মর্ত্ত্যে হাতের পেলাও বাড়ি।
তবে যে তোমার সমুখে আসিবারে পারি॥
দুঃখিত হইলা রামা পুত্রের যে বোলে।
পেলাইয়া হাতের বাড়ি পুত্র লইলা কোলে॥
গৃহে নিয়া করাইল স্নান-ভোজন।
ডাকিয়া আনিল পণ্ডিত জনার্দ্দন॥
পণ্ডিত দেখিয়া রামা কহে স্ফুট ভাষে।
পড়াইয়া দেয় ছিরা করি দিলু দাসে॥
দ্বিজ মাধবে গায়ে ভাবি ভগবতী।
শুভক্ষণে খড়ি ধরি পঢ়ে শ্রীয়পতি॥

রাগ সুহি

জনার্দ্দন পণ্ডিতের পাঠশালায় শ্রীমন্তের বিদ্যারম্ভ

পড়েরে কুমার শ্রীয়পতি।
পুণ্য তিথি গুরুবারে কঠিনী লইয়া করে
পূজা করিয়া সরস্বতী॥

'ক'-বর্গ যে পঞ্চাক্ষর লেখি দিল ক্ষিতি-তল
প্রতি অক্ষর জানায়ে জনার্দ্দন।
চ-বর্গ ট-বর্গ যথ পড়িলেক শ্রীয়মন্ত
অন্তস্থয়ে প্রবেশিল মন ॥
ক্য ক্র ক্ল আদি ক্ষ ক্ষ্ম অবধি
রেফযুক্ত পড়ে যথ ফলা।
ক্র ক্ল আঙ্ক আস্ক অং পড়ে সিদ্ধি শেষে
বানানে পারগ হইল বালা ॥
পূজা করি সরস্বতী আরম্ভ করিল পুথি
জানিবারে সন্ধির প্রকার।
সূত্র সন্ধি করিয়া সুসম পদ্মেতে গিয়া
শব্দ সন্ধি জানিল অপার ॥
চণ্ডিকার ব্রত হেতু পড়িল সকল ধাতু
দীপিকায়ে জানিল কারণ।
ষত্ব ণত্ব জ্ঞান হয়ে সংস্কৃতে কথা কহে
পারগ হইল ব্যাকরণ ॥

পয়ার

শ্রীমন্তের অপমান ও অভিমানে আত্মগোপন

নিত্য নিত্য পড়েরে কুমার শ্রীয়পতি।
হাস্য পরিহাস করে সখার সঙ্গতি ॥
ক্ষুধাতুর হৈছে বিপ্র করি উপবাস।
শ্রীমন্তের হাস্যে ক্রোধ করিল প্রকাশ ॥
ক্রোধ আচছাদিয়া বিপ্র শ্রীয়মন্তে কহে।
আপনা না চিন তুহ্মি কাহার তনয়ে ॥

নম্র হইয়া শ্রীয়মন্ত কহে যুগপাণি।
অল্প অপবাদে গুরু-মন্দ বোল কেনি ॥

দ্বিজবরে বোলে তোর মুখে নাহি লাজ।
বাড়ীতে চলহ জারজ এথা নাহি কাজ ॥
শিশুরে জারজ বিপ্র বোলে বার বার।
হাসিয়া বিকল যথ পড়ুয়া কুমার ॥

পুনর্ব্বার উত্তর না যাইতে অধরে।[1]
গৃহে গিয়া শুই রহিল শয়ান মন্দিরে ॥
দুবলা ডাকিয়া তখন করিল যুকতি[2]।
গৃহে কেনে নহি আইল কুমার শ্রীয়পতি ॥
দুবলায়ে বোলে রামা ঘরে থাক তুহ্মি।
পণ্ডিতের বাড়ীতে গিয়া ছিরা আনি আহ্মি ॥

এথ বোলি দুবলায়ে করিল গমন।
পণ্ডিতের বাড়ীতে গিয়া দিল দরশন ॥
দুবলায়ে বোলে দ্বিজ করি নিবেদন।
ঘরেতে কেনে নাহি যায়ে সাধুর নন্দন ॥
দ্বিজবরে বোলে বেটী নহি চিন গা।
কথা গিয়া মৈল ছিরা কেবা জানে তা ॥
দুঃখিত হইয়া দুবা করিল গমন।
খুলনার বিদ্যমানে দিল দরশন ॥

দুবলায়ে বোলে শুন খুলনা যুবতী।
পণ্ডিতের বাড়ী না পাইলুম শ্রীয়পতি ॥
কবরী আউলাইয়া রামার পড়ে পৃষ্ঠদেশে।
মুকুতা গাঁথনি যেন চক্ষুর জলে ভাসে ॥

বিষ্ণুপদ

তোমরা নি মোর যাদব দেখিয়াছ।
চান্দ মুখের মধুর বাণী বাঁশীতে শুনিয়াছ ॥
ঘুমের আলসে রায় কালি কিছু নাহি খায়
মুই অন্ন না দিলুম যাচিয়া।
সে লাগি বিদরে বুক না দেখিয়া চান্দমুখ
আজু নিশি গোঁয়াইলু কান্দিয়া ॥
অরুণ-উদয়-কালে গোধেনু লইয়া চলে
নবনী খুজিল মায়ের আগে।
মুই অভাগিনী শুনি উত্তর না দিলুম পুনি
কোন দিকে গেলা যাদু রাগে ॥

[1] এই দুই পঙ্‌ক্তি ক-তে নাই।
[2] ঘ; খ, ছ—কহিছে যুবতী; ক—কহিছে রমণী।

পয়ার

খুলনা-কর্ত্তৃক শ্রীমন্তের অনুসন্ধান

নগর বাজারে রামা করয়ে ক্রন্দন।
যেই যেই খানে নিত্য খেলায়ে শিশুগণ ॥
ব্রাহ্মণী সইর বাড়ীত দিল দরশন।
করযোড় করিয়া করয়ে জিজ্ঞাসন ॥
খুলনায়ে বোলে সই করি নিবেদন।
এই দিকে দেখিছ নি আমার নন্দন ॥

ব্রাহ্মণীয়ে বোলে আহ্মি নিজ গৃহে থাকি।
এই দিগে তোহ্মার তনয় নাহি দেখি ॥
এথা পাড়া পড়শীয়ে লহনারে কহে।
কথাকারে গেল তোহ্মার সতিনী-তনয়ে ॥
লহনায়ে বোলে তোর লজ্জা নাহি গায়ে।
কথা গিয়া মৈল ছিরা কেবা জানে তায়ে ॥

লহনা ও শ্রীমন্ত

লহনায়ে যথ বোলে থাকিয়া বাহিরে।
শ্রীয়মন্তে রহি শুনে শয়ন-মন্দিরে ॥
বাহির হইল সাধু করে ঝারি লইয়া।
মৃত্যুকল্প হইল রামা ছিরারে দেখিয়া ॥
অধোমুখে লহনায়ে করিল গমন।
খুলনার বিদ্যমানে দিল দরশন ॥
খুলনা দেখিয়া বোলে তর্জন বচন।
দ্বিজ মাধবে তথি প্রণতি রচন ॥

রাগ সুহি

খুলনাকে লহনার ভর্ৎসনা

রামা লজ্জারে তিলেক নাহি ভয়ে।
লম্পট-নগর মাঝে আসিয়াছ কোন কাজে
চাহি বেড়াও আপন তনয়ে ॥

বসন নাহিক গায়ে দুই দিকে লোকে চাহে
লম্পটে লম্পটে ঠারাঠারি।
বাড়ীর কাছে রাঘবদত্ত শুনিলে টুটিব মর্ত্ত্য
ভ্রমি বেড়াঅ নগর ভিতরি॥
সাধুরে নাহিক বাস কৈলে সাধুর সর্ব্বনাশ
লজ্জারে দিলা তিলাঞ্জলি।
পুত্রেরে থুইয়া ঘরে ভ্রম যুবা শরীরে
অতএব হস্তিনী তোরে বোলি॥

বিষ্ণুপদ

তোমরা মোরে না বলিয় আর।
রাখিতে নারিলু কুলবধূর আচার॥
ব্রজকুলে জনমিয়া কলঙ্কিনী হৈলু।
জীবন থাকিতে মুই সবার আগে মইলু॥

পয়ার

খুলনায়ে বোলে দিদি করোঁ নিবেদন।
কথায়ে দেখিলা তুহ্মি ঐ চান্দ-বদন॥
গঞ্জনা ছাড়িয়া দিদি লক্ষ লাথি মার।
দাসী করি রাখ ঘরে দিয়াত কুমার॥

লহনায়ে বোলে শুন খুলনা যুবতী।
শয়ন-মন্দিরে শুইয়া আছে শ্রীয়পতি॥
কেশ নাহি বান্ধে রামা নাহি চাহে বাটে।
মন্দিরে প্রবেশ করে ঠেলিয়া কপাটে॥
খট্টার উপরে ছিরা আছে নিদ্রা ভোলে।
খুলনা আসিয়া তখন পুত্র লইল কোলে॥
মায়ের কোলেত ছিরা পাইল চেতন।
এড়হ জননী মোরে বোলে ঘন ঘন॥
খুলনায়ে বোলে ছিরা কহিয়ে তোমারে।
কেবা কি কহিছে পুত্র কহিবা আহ্মারে॥
হৃদয়ে কপট থুইয়া যদি মোরে কহ।
তিন দিবসের ভিতর মায়ের মাথা খাও॥

শ্রীমন্ত-কর্ত্তৃক খুলনার নিকট পিতার পরিচয়-প্রার্থনা

শ্রীয়মন্তে বোলে মাও কহি যুগপাণি।
কে আহ্মার জনক সত্য কহত জননী॥
শিরেত সিন্দুর শোভে নয়ানে কজ্জল।
শ্রুতিমূলে ধর দুহে রতন কুণ্ডল॥
বাম করে শঙ্খ ধর অঙ্গুলে অঙ্গুরী।
দক্ষিণ করেত ধর সুবর্ণ বাহুটি॥
নখের কিরণে ধর সুরঙ্গ আলতা।
সধবা আকৃতি ধর যদি নাহি পিতা॥
পণ্ডিতের বচনে বহুল পাইলু লাজ।
বিমুখ হইয়া বিপ্রে বোলয়ে জারজ॥
আমা অপমানে হাসে সঙ্গের যথ ভাই।
লাজে অধোমুখী হইয়া নিরখিয়া চাহি॥
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হৈয়া শোভে॥

রাগ পঠমঞ্জরী

শুন পুত্র শ্রীয়মন্ত আমার বচন।
উজানী নগরে তোমার জনকেরে
নাহি চিনে বা কোন জন॥
তান নাম ধনপতি উজানী নগরে স্থিতি
ভালে ভালে জানে মহাশয়ে।
কেমন মূঢ় জনে পুরীষ খাইয়া মনে
জারজ বলিয়া তোরে কহে॥
উজানী নগরে ভবে জিজ্ঞাসা করয়ে সবে
যেমত বিখ্যাত তোর বাপ।
যদি বা প্রত্যয় নাহ রাজার ঠাই জিজ্ঞাসি চাহ
পরিহর মনের সন্তাপ॥
দ্বিজ মাধবানন্দে তরিতে সংসার ধন্দে
হৃদয়ে ভাবিয়া মহেশ্বরী।
পুত্রের বচন শুনি দুঃখিত কামিনী
আনি দিল পত্র অঙ্গুরী॥

বিষ্ণুপদ

নাইয়র রে মোর হেন সাধ করে।
বুকের মাঝে বুক চিরি থুইমু তোমারে ॥
ব্রহ্মাণ্ড গোলোকপতি নাম শ্রীহরি।
সত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণে অধিকারী ॥
গঙ্গা যার পদরেণু হর শিরে ধরি।
হেন হরি না ভজিয়া দুঃখ পাইয়া মরি ॥

পয়ার

শ্রীমন্ত-কর্ত্তৃক ধনপতির পত্র-পাঠ ও সিংহল-গমনের অভিলাষ

পত্রখান মেলিয়া ধরয়ে বাম করে।
অনিমিখ হইয়া পড়ে অক্ষরে অক্ষরে ॥
উজানী নগর ঘর নাম ধনপতি।
লহনা খুলনা তান এ দুই যুবতী ॥
যখনে খুলনা পঞ্চ মাস গর্ভ ধরে।
ভূপতির আজ্ঞায়ে যাই নগর সিংহলে ॥
যদি কন্যা হয়ে প্রাসি রূপে তিলোত্তমা।
বাপের সত্য পালি নাম থুইয় সত্যভামা ॥
যদি আসি হয়ে মোর কুলের নন্দন।
শ্রীয়মন্ত নাম থুইয় করি শুভক্ষণ ॥
পণ্ডিতের ঠাই তারে পঢ়াইয় অপার।
পাটনে পাঠাইয় জানি বিলম্ব আমার ॥

পঢ়িয়া ত পত্রখান বান্ধিলেক মাথে।
এইত পিতার আজ্ঞা সিংহলে যাইতে ॥
শ্রীয়মন্তে বোলে মাও করি নিবেদন।
এইত পিতার আজ্ঞা যাইতে পাটন ॥
পতি ছাড়ি গতি নাই স্ত্রীধর্ম্ম হৈয়া।
হেন পতি নষ্ট কর আমারে রাখিয়া ॥

[১] খ—বহি।

যেন মাত্র কৈল সাধু বচন প্রকাশ।
খুলনার মুণ্ডে ভাঙ্গি পড়িল আকাশ ॥
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হৈয়া শোভে ॥

পয়ার

না বোল না বোল পুত্র এমন বচন।
খুলনা জীয়ন্তে তুহ্মি না যাইয় পাটন ॥
তোর বাপের বিলম্ব দেখি নগর সিংহলে।
ভাবিতে চিন্তিতে মোর পাঞ্জর বিন্ধে ঘুণে ॥
আর যদি যাঅ তুহ্মি নগর সিংহলে।
কাটারে করিমু ভর ঝাম্প দিমু জলে ॥
আনল খাইয়া মুই হইমু নিঃশঙ্ক।
মাতৃ বধিয়া তোর রহিব কলঙ্ক ॥
চিরিয়া চাহিমু মুই কি আছে কপালে।
শরীর ছাড়িমু গিয়া ভ্রমরার জলে ॥[১]

ইহার পরে খ-পুথিতে রায় অনন্তের ভণিতাযুক্ত নিম্নলিখিত পদটি আছে :

যাদু বাছা বনে যায়ে পন্থের দিগে মাত্র চাহে
পন্থ নিরখিয়া থাকি।
অভাগিনী মায়ের মন কবে হবে নিবারণ
যদি যাদুর চান্দ-মুখ দেখি ॥
দারুণ কংসের চর দূত ফিরে নিরন্তর
ফিরে দূত মায়ারূপ ধরি।
মায়েরে অনাথ করি যাদুরে লই যাইব ধরি
যাদুর শোকে মরিব জননী ॥
শ্রীদাম সুদাম ওরে বাছা বলরাম
সঙ্গে নবনী কিছু দিব।
রায় অনন্তের বাণী শুনলো যশোদা রাণী
মনদুঃখ না ভাবিয় আর।
বুজ বালকের সঙ্গে খেলে যাদু মনোরঙ্গে
হেরি দেখ ঐ চান্দ-বদন ॥

পয়ার

দেবীর আজ্ঞায় বিশ্বকর্ম্মার সপ্ত-ডিঙ্গা-নির্ম্মাণ

পদ্মাবতী বোলে শুন জগতের মা।
পাটনে যাইতে চাহে ধনপতির বালা॥
দেবী বোলে বিশ্বকর্ম্মা লও গুয়া-পান।
শ্রীয়মন্তের সপ্ত-ডিঙ্গা করহ নির্ম্মাণ॥
আরতি পাইয়া হৈল বিশাইর গমন।
সঙ্গতি চলিল তান পবননন্দন॥
ভ্রমরারঘাটে গিয়া দিল দরশন।
কাষ্ঠ বহিয়া আনে যথ ক্ষেত্রগণ॥
প্রথমেত সূত্র ধরিল বিশ্বম্ভর।
সপ্ত-ডিঙ্গার নারাচ পাতিল থরে থর॥
ছাটিয়া পাটিয়া তাহে লাগাইল পাট।
গুঢ়া রচিয়া তাহে রচিল কপাট॥
রৈ-ঘর রচিয়া তখন বান্ধে নল নীল।
যত্নে কাঞ্চনে গুঢ়া হানে স্বর্ণ খিল॥
মধ্যে তুলিয়া দিল দোলের যে গাছ।
আগ জোয়ারে তুলি দিল করি নানা সাজ॥
রচিয়া ত সপ্ত-ডিঙ্গা ভাসাইল জলে।
তখন কহিল গিয়া দুর্গারি গোচরে॥
ডিঙ্গা নির্ম্মাণ হইছে কর অবধান।
বিসাইকে দিলেন দুর্গা বস্ত্র-আভরণ॥
বিভাবরী অস্ত গেল উদিত দিবাকর।
চৈতন্য পাইয়া উঠে শ্রীমন্ত সদাগর॥

সজ্জিত সপ্ত-ডিঙ্গা-দর্শনে বিস্ময়

হাতে ঝারি করি যাইতে বাড়ীর নিকটে।
সাজনে সপ্ত-ডিঙ্গা দেখে ভ্রমরার ঘাটে॥
তরাতরি করি সাধু বোলে মাও মাও।
ভ্রমরার ঘাটে আইল কার সপ্ত-নাও॥
হরষিত হইল রামা পুত্রের যে বোলে।
পুত্র সহিতে গেল ভ্রমরার জলে॥

নৌকা নিরখয়ে রামা দাণ্ডাইয়া তটে।
পাইক কাণ্ডার কিছু না দেখে নিকটে॥
মনিষ্য না দেখে তবে খুলনা কামিনী।
হেনকালে আকাশে হৈল দৈববাণী॥

দেবীর আকাশ-বাণী

চণ্ডিকায়ে বোলে শুন খুলনা ধর্ম্মের ঝি।
বিসাইর গঠন নৌকা মনে ভাব কি॥
সত্তরে পাঠাঅ ছিরা যাউক সিংহলে।
নির্ব্বিঘ্নে তাহারে আহ্মি আনি দিমু ঘরে॥
আপনা শ্রবণে শুনে সাধুর নন্দন।
বিদায় হইতে গেল রাজার সদন॥

রাগ মল্লার

রাজার নিকট শ্রীমন্তের মেলানি

মেলানি মাগম রাজা তোহ্মার চরণে।
পিতৃ-অনুসারে যাইমু দক্ষিণ পাটনে॥
জননী বিমাতা থুইয়া যাইমু তুয়া দেশে।
দুহিতা সমান পালন করিবা বিশেষে॥
যথ কিছু আছে মোর ধনের ভাণ্ডার।
রাখিয় মনিষ্য ভাল দিয়া আপনার॥

ভূপতি বোলেন শুন সাধুর নন্দন।
এথ উগ্র হও কেন যাইতে পাটন॥
নিজ গৃহে রহ সাধু বচন আমার।
আজু কালু ভিতরে পিতা আসিব তোহ্মার॥

যুগপাণি সদাগরে নৃপস্থানে কহে।
এ কথা কহিতে গোসাঞি তোমার ধর্ম্ম নহে॥
দূর দেশে রহিল পিতা চির পরবাসে।
ইহাতে হাসিব লোকে আহ্মি রহিলে দেশে॥
দ্বিজ মাধবানন্দে এহ রস গায়ে।
কমলে ভ্রমর মধু অবিরত খায়ে॥

বিষ্ণুপদ

বাণিজ্য ভেল মোর গোবিন্দের নাম।
ভাবহু পরম পদ বৈস একু ঠাম ॥
আরের বাণিজ্য লভঙ্গ স্থপারি।
আহ্মার বাণিজ্যে ভাই বোল হরি হরি ॥
নয়ান তরাজু বয়ান পসারী।
হরি জিউ নাম তোলায়ে ফিরি ফিরি ॥
বাণিজ্যের লাগিয়া দ্বারকাতে যাম।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম চামর ঢুলাম ॥
কহে কবীরা[১] গোবিন্দ মোর সাথী।
আসিতে যাইতে[২] না পুছে জগতী ॥

পয়ার

সিংহল-যাত্রার আয়োজন

সাধুর গমন রাজা নিশ্চয়ে জানিয়া।
বিদায় দিলেন তানে বহু রত্ন দিয়া ॥
নৃপস্থানে বিদায় হইল সাধুর তনয়ে।
পাটনের সজ্জা সাধু সব তোলে নায়ে ॥
সোনা রূপা লোহা সীসা রাঙ্গা কাপড়[৩]।
তামা পিত্তল তোলে চামর গঙ্গার জল ॥
বহুবিধ বস্ত্র লৈল বস্থা বস্থা বান্ধি।
ধাতুদ্রব্য লইল সাধু নাহিক অবধি ॥
তৈল মধু লয়ে সাধু মাইট ভরিয়া।
মণ্ মোহন ঘৃত লইল নায়ে ভরা দিয়া ॥
জাঠি ঝগড়া শেল[৪] অস্ত্র নামে যে।
আজ্ঞা কৈল দারু গোলা নৌকায়ে তুলি দে ॥
সপ্ত লক্ষ তঙ্কা তোলে ডিঙ্গার উপর।
পাইক কাণ্ডার তোলে যাইতে সিংহল ॥
এথায়ে শুনিল তবে খুলনা রমণী।
স্নান করিয়া পূজা করয়ে ভবানী ॥

[১] ছ—সাধু।
[২] খ, ছ—আওত।
[৩] খ—রাঙ্গল পাথর ; ছ—রাঙ্গ অপার।
[৪] ঘ—শিলা কামান তোলে।

অঙ্গশুচি হইয়া রামা করয়ে দেবার্চ্চা।
সাক্ষাতে হইল তানে দেবী দশভুজা ॥
দুর্গা দেখিয়া রাজা করিলা প্রণাম।
উঠ উঠ বোলে মাতা লইয়া তান নাম ॥
দেবী বোলে শুনহ খুলনা ধর্ম্মের ঝি।
পাটনে যাইতে ছিরা তোমার দায় কি ॥

শ্রীমন্ত-কর্ত্তৃক দেবীর অষ্ট-দূর্ব্বা শিরে ধারণ

হের ধর অষ্ট-দূর্ব্বা মোর স্থানে নেঅ।
আপনে বুঝাইয়া তুহ্মি ছিরা স্থানে দেঅ ॥
যখনে দেখয়ে ছিরা বিপদ অপারে।
এহা শিরে করি স্মরণ করিব আমারে ॥
যখনে আমারে স্মরণ করিব শ্রীয়পতি।
কৈলাস ছাড়িয়া তখন হইব উপনীতি ॥
সত্য সত্য কহি আমি সত্য বচন।
এ বোলিয়া মহামায়া হইলা অন্তর্দ্ধান ॥

দেবী অন্তর্দ্ধানে পূজা কৈল সঙ্কলন[১]।
পুত্র বুঝাইতে রামা করিলা গমন ॥
অষ্ট-দূর্ব্বা তণ্ডুল দিয়া বুঝাইয়া বোলে।
বিপদে ভাবিয় দুর্গা এহা লইয়া শিরে ॥
দুর্গার প্রসাদ সাধু পায়ে মায়ের আগে।
পরম আনন্দে বান্ধে মাথার যে পাগে ॥
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হৈয়া শোভে ॥

রাগ কহু

খুলনার উপদেশ

রামা পুত্রে বুঝায়ে বিধিমতে।
লইতে পিতার সন্ধান ভ্রমিবা যে নানা স্থান
খুলনা কাণ্ডার লইয়া সাথে ॥

[১] খ—সঙ্কলন; ছ—সমাপন।

উত্তরিয়া পাটন ভেটিয় রাজন
সম্ভাষা করিয়া ক্ষিতিপতি।
পাত্র মিত্র বন্ধু[1] ভাগে দাঁড়াইয় সভার আগে
তবে সে বাসরে করিয় স্থিতি॥

সিংহলে পদ্মিনী আছে আসিব তোমার কাছে
বুঝিবারে প্রকৃতি তোমার।
করিয়া যে সবিনয় পাঠাইয় নিজালয়
মাতৃভাবে করিয় ব্যবহার॥

লাগল পাইলে তাত যুগল করিয় হাত
আগে জিজ্ঞাসিয় পরিচয়।
বাপ-পিতামহের নাম বসতি কেমন গ্রাম
তবে তানে এই পত্র দিয়॥

মনে বড় পাইয়া তাপ কান্দরে বোলয়ে বাপ
মজাইবা মোর জাতিকুল।
দুর্গা হইছে বাদী বাম নয়ান রদি
চিহ্ন দক্ষিণ পদ স্থূল॥

জনমে জনমে যেন দুর্গার চরণ-ধন
বিস্মরণ না হউক আমার।
দ্বিজ মাধবে বোলে দেবী-পদ-কমলে
করযোড়ে করো পরিহার॥

বিষ্ণুপদ

রহাঅ রহাঅ নদীয়ার লোক
বৈরাগে চলিল দ্বিজমণি।
কেমতে ধরাইব প্রাণ শচী ঠাকুরাণী॥
আগম পুরাণ পোথা লইয়া বাম করে।
করঙ্গ বান্ধিল গোরা কটির উপরে॥
নিজ পুর হোতে গোরা নদীতীরে যায়ে।
আউলাইয়া মাথার কেশ শচী পাছে ধায়ে॥

[1] খ, ঘ—বাস।

পয়ার

দৈবজ্ঞের অনুকূল গণনা ও শ্রীমন্তের যাত্রা

শুভক্ষণে যাত্রা করিতে সদাগর।
দৈবজ্ঞ ডাকিয়া আনে লগ্ন করিবার॥
সেই ক্ষণে নিজ ভৃত্য করিল গমন।
রমাই নামে জ্যোতিষী আনিল তখন॥
শুভক্ষণে রমাই খড়িতে দিল রেখ।
তিন যাত্রা গণিয়া পাইল পরতেক॥
আকাশের কাক যখন ভূমিতে নহি পড়ে।
হেনহি সময়ে ঈশ্বর মহাদেব লড়ে॥
দুই দণ্ড উদিল যাত্রা করিবারে পাই।
রাজা মারিয়া ভাই রাজ্যপাট লই॥
তিন দণ্ড উদিল যাত্রা করিবারে চাহি।
রাজা না হইলে হয়ে রাজার জামাই॥
যাত্রা করি দিয়া দৈবজ্ঞ ঘরে যায়ে।
বস্ত্র আভরণ দিয়া তুষিলেক তায়ে॥[১]
শুভক্ষণে শ্রীয়মন্ত যাত্রা করিল।
মা ও সৎমায়ের সাধু চরণ বন্দিল॥
যাত্রা করি বাহির হইতে সদাগর।
নগরে উঠিতে দেখে মত্ত করিবর॥
পাটনে যাইতে সাধু দিব্য বিপ্র দেখে।
সীমন্তিনীগণ দেখে পূর্ণ-ঘট কাঁখে॥
পাটনে চলিয়া যায়ে সদাগরের বালা।
নগরে উঠিতে মালী যোগায়ে পুষ্পের মালা॥
চলিয়া যাইতে সাধু ভ্রমরার ঘাটে।
গাভী প্রসবে বৎস দেখয়ে নিকটে॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত লইয়া ডাকে চারিভিতে।
মদ্য-মাংস দেখে সাধু নৌকায়ে চড়িতে॥
যেন মাত্র নৌকায়ে উঠিল শ্রীয়পতি।
অবনী লোটাইয়া কান্দে খুলনা যুবতী॥

[১] খ, ঘ; ক, ছ—কনক অঞ্জলি ধন দিলেক তাহায়ে।

রাগ করুণ

নদীতীরে খুলনার খেদ

কান্দে রামা ভাবিয়া আকুল।
হাপুতির পুত্র ছিরা পাটনেত যায়ে
মায়ের হৃদয়ে হানি শূল॥
বণিকের সোনা-মাষা দরিদ্রে করয়ে আশা
অন্ধের হাতের যেন লড়ি।
যেখানে সেখানে যাই এড়িলে প্রত্যয় নাই
হেন পুত্র ছাড়ে মায়ের[১] বাড়ী॥
কারে বা বোলিমু বাত ডাকিয়া খাবাইমু ভাত
কারে বা ক্ষীরের নাড়ু দিমু।
বিদরে মায়ের হিয়া পাসরিমু কি দেখিয়া
ঘরে গিয়া কার মুখ চাহিমু॥
দুই আখি অনিবার বহয়ে যে জলধার
কুন্তল আউলাইয়া পড়ে পৃষ্ঠে।
অনিমিখ হইয়া আখি নায়রা নিরখে সখী[২]
দাণ্ডাইয়া ভ্রমরার তটে॥
এ বোলি খুলনা রামা ভাবিয়া অক্ষেমা[৩]
লোটাইয়া কান্দে ক্ষিতি।
দ্বিজ মাধবে ভণে দশভুজা দরশনে
নায়রা মেলিল শ্রীয়পতি॥

পয়ার

শ্রীয়মন্তে বোলে কাণ্ডার শুনরে রচন।
কথবা সহিব আম্মি মায়ের ক্রন্দন॥

[১] খ, ঘ—মোর। [২] ছ—নিরখি থাকি।
[৩] খ, ছ—মনে ভাবি অক্ষেমা ; ঘ—এ বোলি খুলনা মাও বুকেত মারিয়া যাও।

না কান্দিয় জননী গো শ্রীয়মন্তে বোলে।
লহনা আসিয়া তানে লইয়া গেল ঘরে ॥

সপ্ত-ডিঙ্গার সিংহল-যাত্রা

জয়ধ্বনি দিয়া রে হরিষ সদাগর।
প্রথমে মেলিল ডিঙ্গা নামে মধুকর ॥
পাটন-পাগল ডিঙ্গা মেলিল দুয়াজে।
তাহার উপরে সাধুর নানা বাদ্য বাজে ॥
তৃতীয়ে মেলিল ডিঙ্গা নক্ষত্র উজ্জ্বল।
যাহার ধনেতে সাধু করে ঠাকুনাল ॥
চতুর্থে মেলিল ডিঙ্গা বরুণ-প্রসাদ।
যাহার কারণে সাধু না গণে প্রমাদ ॥
পঞ্চমে মেলিল ডিঙ্গা বায়ুমণ্ডল।
পবনের গতি চলে অতি খরতর ॥
ষষ্ঠে মেলিল ডিঙ্গা নামে গুয়ারেখী।
সর্ব্ব ডিঙ্গার অধিক মালুম যারে দেখি ॥
উদয়-তারা ডিঙ্গা মেলে তারা যেন ছুটে।
তাহার সমান কোন ডিঙ্গা নাহি আটে ॥
রৈ-ঘরে থাকিয়া সাধু বোলে বাহ বা।
ত্বরায়ে গাবর সবে ডিঙ্গায়ে তোলে গা ॥
সপ্ত-ডিঙ্গার সপ্ত নাম মেলিল সদাগর।
সারি গাইয়া গাবরে দাঁড়েত দিল ভর ॥

নদীপথে

রৈ-ঘরে থাকিয়া সাধু বোলে বাহ বা।
ত্বরায়ে বাহিয়া যায়ে গাঙ্গ ভ্রমরা ॥
মুনির ঘাট মেলানে যে বাহিল তখনি।
ত্বরায়ে বাহিয়া চলে ইছানীর পানি ॥
ছিলিমপুর কাছিমপুর বাহিয়া ত যায়ে।
মঙ্গলকোট বাহিয়া চামরী গাঙ্গ পায়ে ॥
ইন্দ্রাণী-স্বরূপা বাহে সাধু দিয়া ত্বরা।
তাহার মেলানে ডিঙ্গা যায়ে কুমুদপুরা ॥

তাহার মেলানে ডিঙ্গা যায়ে নগর-দ্বীপ।
ললিতপুর বাহি চলে আউর্গল সরিফ ॥[১]
গাবর সবে সারি গায়ে শুনিতে অনুপাম
গহরপুর বাহি ডিঙ্গা গেল সপ্তগ্রাম ॥
ত্রিপিনীর ঘাটে নিয়া ছাপাইল না।
নৌকা ছাপান দিয়া কূলে তোলে গা ॥
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হইয়া শোভে ॥*

১ এই পঙ্ক্তি দুইটি পূর্ব্বে ধনপতির সিংহল-যাত্রা-বর্ণনায় নাই।

* ইতি সোমবার সকাল পালা সমাপ্ত।

30—1760 B

পঞ্চদশ পালা

শ্রীমন্তের মশান

রাগ মালশী

গঙ্গা-বন্দনা

জয় দেবী গঙ্গে পতিত-পাবনী গো মা
তুয়া পদ-পঙ্কজ লাগো।
লোটাইয়া ক্ষিতি পরে পরলোক তরিবারে
যুগপাণি মুক্তি দেহ মাগো॥
দিয়া তোম্মার অম্বু পূজা করম শম্ভু
এই বড় মনে অভিলাষ।
মুঞি বড় পাপমতি তুয়া বিনে নাই গতি
মনে বড় পাইয়াছো ত্রাস॥
তুয়া জলে লীন[১] হই ভাসিয়া ত আসি যাই
কাক-শৃগালে মাংস খায়ে।
মীন হইয়া জলে[২] বেড়াম মুই কুতূহলে
এই ইচ্ছা বড়হি আমায়ে॥
তুয়া যুগল চরণ দেখম মুই অনুখন
করহ নিবাস তুয়া তটে।
তুয়া বিনা অন্য দেশে গোঁয়াইয়া রাজবেশে[৩]
তাহা মোর মনে নাহি আটে॥
দেবীপদ-কমল- যুগল অতি সুন্দর
ভ্রমর হইয়া মধু গন্ধে।
মাধবানন্দের মন তুয়া রসে অনুক্ষণ
রহু পড়ি তুয়া পদ বন্ধে॥[৪]

[১] খ, ঘ—শব।
[২] খ; ক—শব রৈহা তুয়া তীরে।
[৩] খ; ক,ঘ—পরম সুখে।
[৪] খ।

পয়ার

আমার নাকি এমন দিন হবে।
এই পাপ তনুখানি গঙ্গাতে মজ্‌জাইয়া
হরিবোল বোলিতে প্রাণ যাবে ॥ধু॥

স্নান তর্পণ তথা কৈল সদাগর।
কূলেত উঠিয়া পূজে দেব গঙ্গাধর॥

গঙ্গাতীরের জনপদ

ব্রাহ্মণেরে স্বর্ণ দিয়া সাধু উঠে নায়।
মহানন্দে সদাগর গঙ্গা বাহি যায়॥
ত্বরায়ে বাহিয়া যায়ে গোরিয়া রাজার পাট।
তাহার মেলানে ডিঙ্গা যায়ে কুমার[১] হাট॥
তাহার মেলানে বাহে পাইকে দিয়া সাড়া।
ত্বরায়ে বাহিয়া ডিঙ্গা যায়ে পাইকপাড়া॥
মুলুয়া-যোড়ের মেলান বাহিল তখনি।
ত্বরায়ে বাহিয়া যায়ে দিয়া গঙ্গার পানি॥
নিমাই দত্তের[২] ঘাটে গেল সাধুর নন্দন।
নিমের গাছে ওড় পুষ্প অপূর্ব্ব লক্ষণ[৩]॥
সেই বাঁক বাহে সাধু দাঁড়ে দিয়া ভর।
চাম্পান[৪] বাহিয়া সাধু গেল ভূরীশ্বর[৫]॥
স্বর্গকোণ নগর বাহিল অবহেলে।
পান্যাটি বাহিয়া যায়ে আগরপুর জলে॥
খিরাইতলা বাহিয়া চলে সাধু শ্রীয়পতি।
বরাহনগরে ডিঙ্গা হৈল উপনীতি॥
চিত্র-কোণ নগর বাহে হৈয়া সাবধান।
ত্বরায়ে বাহিয়া ডিঙ্গা যায়ে কুচিয়ান॥
রৈ-ঘরে থাকিয়া সাধু বোলে বাহ বা।
বেতরেত উত্তরিল সাধুর সপ্ত না॥
তাহার মেলানে বাহে হরিষ প্রচুর।
আড়িল[৬] বাহিয়া সাধু যায়ে সইদপুর॥

[১] খ; ক—কমল। [২] খ; ক—তীর্থের। [৩] ঘ; ক—(অস্পষ্ট) [৪] ছ—চাঁপানগর।
[৫] ক—কোটাশুর; খ—বুড়িচর। [৬] খ—আড়ল; ঘ—হাউলঘাট; ছ—আবিল।

কাণ্ডারে ইঙ্গিত পাইয়া বাঁক সারি যায়ে।
ডাইনে গোপালনগর কানাই ঘাট পায়ে॥
তাহার মেলানে বাহে হরষিত হইয়া।
বেলগাছি এড়ি আইল ছেফলা[১] গাঁ বাহিয়া॥
খালিয়া বাহিয়া সাধু স্মরে ত্রিপুরারি।
মণ্ডলপুর বাহি চলে সাত মেখলী॥

মকরায় সপ্ত-ডিঙ্গা

তাহার মেলানে বাহে শতমুখীর জল।
মোকরায়ে উত্তরিল সপ্ত মধুকর॥
যেন মাত্র মোকরায়ে গেল শ্রীয়পতি।
কৈলাস থাকিয়া তাহা জানিলা পার্ব্বতী॥
ওষ্ঠ অধর কাঁপে দশ দিগে চাহে।
পবন পাঠাইয়া দেবী ইন্দ্রক আনায়ে[২]॥
দেবীরে প্রণামে ইন্দ্রে লোটাইয়া দে।
দেবী বোলে সর্ব্ব মেঘ ঝাটে মোরে দে॥
আপনারে ধন্য মানে পাইয়া আরতি।
আবর্ত্ত প্রভৃতি মেঘ দিলেন সঙ্গতি॥
সেই সব মেঘ লইয়া দুর্গার গমন।
মোকরাতে গিয়া দুর্গা দিলা দরশন॥

দেবীর ছলনায় ঝড়-বৃষ্টি

মেঘেরে ডাকিয়া বোলে জগতের মা।
মোকরা রহিয়া তোরা কর ঝড়-বা॥
যেন মাত্র আজ্ঞা করিল বেদমাতা।
মেঘে পরিচয় দেহি লোটাইয়া মাথা॥
আবর্ত্ত সাজন করে হইয়া ক্রোধমন।
বলবন্ত দশ মেঘ তাহার যোগান॥
সম্বর্ত্ত সাজন করে শুনিয়া বচন।
বাছের বাছ ষোল মেঘ তাহার ঘিরন॥
পুষ্কর সাজিয়া চলে লোকে পায়ে ত্রাস।
আঠার মেঘে তার ঘেরে চারি পাশ॥

[১] ছ—বাইছ নগর দিয়া। [২] ঘ—আনায়ে মেঘরায়ে।

দ্রোণ সাজিয়া চলে দেবীর অঙ্গীকারে।
বিংশতি মেঘ তার পাছু আগ পুরে॥
দুর্গার আজ্ঞায়ে যায়ে করিয়া গর্জ্জন।
দক্ষিণ কোণেতে গিয়া করিল পত্তন॥
লহরী লহরী বহে বরিখে ঝিমানি।
অষ্ট করিবরে মেঘেরে যোগায়ে পানি॥
হুড়াহুড়ি করে মেঘ পড়ে ঝনা ঝনা।
হরিয়া মেঘে ডাকি বোলে কররে সাজনা॥
দেখিতে দেখিতে হৈল প্রচণ্ড বাতাস।
জলধরে আচছাদিল রবির প্রকাশ॥
একেত মোকরার জল আর হইল মেহু।
সমুদ্র উচছল হয়ে প্রচণ্ড বহে ঢেউ॥
শিলাবৃষ্টি করে মেহু থাকিয়া আকাশে।
রৈ-ঘর উড়াইল সাধুর প্রচণ্ড বাতাসে॥

রাগ মায়ুর

কাণ্ডার মোকরাতে কর অধিষ্ঠান।
আচম্বিতে ঝড়-বা উথলিল মোকরা
দেখি মোর উড়য়ে পরাণ॥
অম্বরেতে ঘন হৈয়া প্রভাকর আচছাদিয়া
দিবসে করিল অন্ধকার।
এক মধুকরে থাকি কারে কেহ নাহি দেখি
শবদ মাত্র পরিচয় সভার॥
দুই কূল জোয়ারে ভাঙ্গে দেখি মোর ভয় লাগে
তরু ভাঙ্গে লেখাজোখা নাই॥
দেখিতে না পাম কূল সব দেখি অকূল
মোরে জানি কি করে গোসাঞি॥
কাণ্ডারে বোলে সাধুর পো যদি মোর বাক্য থো
সর্ব্ব রক্ষা পাইব এখন।
মনে ভাব দুর্গা বল স্থির হইব মোকরার জল
সুখে বাহি যাইবা পাটন॥

রাগ মালশী

শ্রীমন্তের দেবী-বন্দনা ও বিপদ হইতে উদ্ধার-লাভ

রক্ষ রক্ষ মোরে জীবন হোতে।
আকুলি হৈয়া ভাবহু তোহ্মারে ॥
অতুল মহিমা অনন্ত দেহে।
ব্রহ্মায়ে ন জানে জানিব কে ॥
তোমার মহিমা না জানে শক্র-যমে।
মুঞি কি বোলিব মানব অধমে ॥
তোমার আজ্ঞায়ে পাটনে যাই।
এহাতে করহ বল এ কোন বড়াই ॥
ডুবাঅ আমারে যদি সিন্ধুর মাঝে।
আমার জননী স্থানে বহু পাইবা লাজে ॥
বারেক কর মোরে করুণা কটাক্ষ।
দাসের দাস করি পদতলে রাখ ॥
দ্বিজ মাধবানন্দে এহ স্ফুট ভাষে।
কৃপা করিয়া মাতা রাখ নিজ দাসে ॥

পয়ার

সমুদ্রপথে

রাখ রাখ করি তানে বলিল পার্ব্বতী।
কাতর হইয়া ডাকে বালক শ্রীয়পতি ॥
যেন মাত্র মেঘে দুর্গার আজ্ঞা পায়ে।
ঝড়-বা উড়াইয়া সুরপুরে যায়ে ॥
কনক অঞ্জলি ধন দিল মকরায়ে।
ত্বরায়ে সেই বাক বাহিয়া এড়ায়ে ॥
তাহার মেলানে বাহে দাঁড়ে দিয়া ভর।
সাগর-সঙ্গমে গেল সপ্ত মধুকর ॥
সঙ্গম বাহিয়া সাধু সিন্ধুতে প্রবেশে।
তাহার মেলানে বাহে নক্ষত্র উদ্দেশে ॥

কড়ি-দহ

তাহার মেলানে বাহে দাড়ে দিয়া ভর।
কড়িয়া-দহে উত্তরিল সপ্ত মধুকর ॥
যেন মাত্র কড়িয়ে ডিঙ্গার পাইল ঘ্রাণ।
ভাসিতে লাগিল শফরী মৎস্যের প্রমাণ ॥
কাণ্ডারেরে কহে সাধু রৈ-ঘরেত থাকি।
এমন শফরী মৎস্য কভো নহি দেখি ॥
কাণ্ডারিয়া কহে শুন সাধুর তনয়ে।
শফরী মৎস্য নহে এই কড়ি-দহ হয়ে ॥
কড়ি বন্দী করিতে সাধু করে নানা সন্ধি।
লোহার জাল গাঙ্গে দিয়া কড়ি কৈল বন্দী ॥

শঙ্খ-দহ

তাহার মেলানে বাহে দাঁড়ে দিয়া ভর।
শঙ্খ-দহে উত্তরিল সপ্ত মধুকর ॥
যেন মাত্রে শঙ্খে ডিঙ্গার পাইল ঘ্রাণ।
ভাসিতে লাগিল কোরাল মৎস্যের প্রমাণ ॥
কাণ্ডারেরে কহে সাধু রৈ-ঘরেত থাকি।
এমন কোরাল মৎস্য কভো নহি দেখি ॥
কর্ণধারে বোলে শুন সাধুর তনয়ে।
কোরাল মৎস্য নহে এই শঙ্খ-দহে ॥
শঙ্খ বন্দী করিতে সাধু করিল নানা সন্ধি।
লোহার জাল গাঙ্গে দিয়া শঙ্খ কৈল বন্দী ॥

জোঁক-দহ

তাহার মেলানে বাহে দাঁড়ে দিয়া ভর।
জোঁক-দহে উত্তরিল সপ্ত মধুকর ॥
যেন মাত্র জোঁকে ডিঙ্গার পাইল ঘ্রাণ।
ভাসিতে লাগিল তাল গাছের প্রমাণ ॥
খুলনা কাণ্ডার আছে বুদ্ধি শতগুণ।
জোঁকের মুখেত চালি দিল ক্ষার চুণ ॥

মশা-দহ

ক্ষার চুণ পাইয়া জোঁক ডিঙ্গা ছাড়ি দিল।
মশা-দহে গিয়া ডিঙ্গা উপনীত হৈল ॥
যেন মাত্র মশায়ে ডিঙ্গার পাইল ঘ্রাণ।
উড়িতে লাগিল মশা কৌতর প্রমাণ ॥
মধুকর নায়ে সাধুর ছিল ধুঁয়া বাণ।
সেই বাণ লইয়া সাধু করিল সন্ধান ॥
ধুঁয়া বাণ পাইয়া মশা ডিঙ্গা ছাড়ি দিল।
কাঁকড়া-দহে গিয়া ডিঙ্গা উপনীত হৈল ॥

কাঁকড়া-দহ

যেন মাত্র কাকড়ায়ে ডিঙ্গার পাইল ঘ্রাণ।
ভাসিতে লাগিল বড় জন্তুর প্রমাণ ॥
খুলনা কাণ্ডার আছে বুদ্ধিয়ে আগল।
কাকড়ায়ে পেলি দিল দগ্ধ ছাগল ॥
ছাগল পাইয়া কাকড়া ডিঙ্গা এড়ি যায়ে।
কালী-দহে গিয়া ডিঙ্গা উপনীত হয়ে ॥

কালী-দহ

যেন মাত্র কালী-দহে গেল শ্রীয়পতি।
অবতীর্ণা হইলা দেবী পদ্মার সঙ্গতি ॥
কমল স্বজয়ে মাতা কালী-দহের জলে।
আপনে কুমারী হইয়া ধরে করিবরে ॥
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হৈয়া শোভে ॥

রাগ পাহি

দেবী-কর্ত্তৃক মায়াপুরী রচনা

উত্তরিলা গৌরী কালী-দহের জলে
ছলিবারে সাধু শ্রীয়পতি।
ছাড়িয়া কৈলাস-বাস ছলিতে আপনা দাস
মায়ানগরে পাতে তথি[১] ॥

[১] খ, ছ—সতী।

কালীদহের জল[১]মাঝে বিচিত্র নগর সাজে
প্রবাল মুকুতা দিয়া ঝুরি[২]।
রজত কাঞ্চনে বিবিধ বিধানে
লীলায়ে সৃজিলা নিজ পুরী ॥
নারীগণ সৃজে মায়ে কেহ নাচে কেহ গায়ে
কেহ স্বচ্ছন্দে গায়ে গীত।
কোন নারী ধরে তান করে লইয়া অসিখান*
কেহ খায় মাংস-শোণিত ॥
কার দীঘল লম্বিত[৩] জটা গগনে লাগয়ে ছটা
মুখদন্ত বিকৃত আকার।
কাঁচলি বান্ধিয়া নারী করে লইয়া স্বর্ণথালি
নরমুণ্ডে করিছে বিহার[৪] ॥
সেবক ছলিবার কাজে কমলে কুমারী সাজে
কমল রচিয়া পরিপাটি।
সুবর্ণ কমলফুলে[৫] শোভা করে শ্রুতিমূলে
মৃণালে রচিল বাহুটি ॥
কমলে কাঞ্চুলী করি ঝাঁপিয়া ত কুচগিরি
গ্রীবায়ে কমলের মালা।
কমলে রচিয়া সারি মৃণালের দিয়া পালি
কটিদেশে পরিল কমলা ॥
কোনখানে সৃজে মাতা ব্যাঘ্র-মৃগে[৬] কহে কথা
শশকে বরাহে[৭] মিলন।
মৃগরাজ[৮] করিবরে একত্রে বসতি করে
কারে কেহ না করে হিংসন ॥
অজা শিবা[৯] খেলে রঙ্গে ভেক বঞ্চে ফণী সঙ্গে
সাঁইচান কৌতর এক বাস।
অহি নৌলে করে কেলি মূষিক মার্জারে মিলি
দেখি সাধু হইল তরাস ॥

[১] ক—বন। [২] খ—সারি সারি। [৩] খ, ছ—কাহার দীঘল।
[৪] খ, ছ; ক—ব্যবহার; ঘ, ঙ—বেহার। [৫] ঙ.; ক, খ, ঘ—কমলের কর্ণফুলে।
[৬] খ, ঘ, ছ—মৈষে। [৭] ঘ—সিংহে আর শশকে। [৮] ঘ—খড়্গরাজ। [৯] ছ—বাঘে।
* ঙ; অন্যান্য পুথি—কোন নারী ধরে তাল করেত লইয়া থাল।

দেখিয়া যে বিপরীত সাধু হইল চমকিত
গাইতর সভায়ে পাইল ভয়ে।
কহে দ্বিজ মাধু চৈতন্য পাইয়া সাধু
স্ফুট ভাষে কাণ্ডারেরে কহে ।।

রাগ পঠমঞ্জরী

শ্রীমন্তের কমলে-কামিনী দর্শন

কাণ্ডার দৃষ্টি কর কালীদহের পানি।
বনসুতা-সুতদলে বসি নারী অবহেলে
গজরাজে সংহারে পদ্মিনী ।।
নির্ম্মল গম্ভীর জল তদুপরি কমল
ভৃঙ্গ ভৃঙ্গী নাচে মধু আশে।
মৃণালেতে বহে ফণী অপূর্ব্ব হেন জানি
সুর-কেতু বৈসে একু পাশে ।।
ত্রিলোক[১] মোহিনী রামা জিনি রম্ভা তিলোত্তমা
পূর্ণ যৌবন ষোলকলা।
দেখিয়াত লাগে ধন্দ রূপে তিরস্কার চন্দ্র
দোষ এই বড়হি চঞ্চলা ।।
কমলেতে কমলিনী বসি নারী একাকিনী
গজরাজে ধরে বাম করে।
ক্ষণে ধরে অবহেলে ক্ষণেক উধাইয়া পেলে
ক্ষণেকে আননে নিয়া ভরে ।।

শ্রীমন্তের কথায় কর্ণধারের অপ্রত্যয় ও মিথ্যা সাক্ষ্যদানে অসম্মতি

সাধু বোলে কাণ্ডার ভাষে থাকিয়া নৌকার পাশে
কমলে-কুমারী নহি দেখি।
যদি এমত কহ রাজা পশ্চাতে পাইবা লজ্জা
পরিণামে আম্মরা নহি সাক্ষি ।।

[১] প্রাপ্ত পাঠ :—ক—ত্রিলক্ষ।

সাধু বোলে কাণ্ডার ভাই ঐ আন্ধি দেখিতে পাই
বাম কূলে ছাপাও নিয়া না।
সাধুর বচন শুনি কর্ণধার ভয়ে মানি
গাইতরে বোলে বাহ বা।।
জনমে জনমে যেন দুর্গার চরণ-ধন
বিস্মরণ না হউক আমার।
দ্বিজ মাধবে বোলে দেবীপদ-কমলে
করযোড়ে করো পরিহার।।

পয়ার

রত্নমালার ঘাটে শ্রীমন্ত

কাণ্ডারের বাক্যে গাইতরে পাইল ভয়ে।
কালীদহে বাহি ডিঙ্গা গেল সিংহালয়ে।।
ছাপাও ছাপাও করি ঘন পড়ে রা।
ব্যাল্লিশ বাজনিয়ায়ে বাজনে দিল ঘা।।
সিঙ্গা তাল বাজায়ে কেহো করি পরিপাটি।
গুড় গুড় করিয়া দগরে পড়ে কাঠি।।
সানাই ভেউর বাজে মুরজ প্রচুর।
পিনাক রবাব কেহ বাজায়ে মধুর।।
ঢাকরিয়া ঢাক বাহে কাংস করতাল।
নানা বাদ্যযন্ত্র বাজে পূরয়ে সংসার[১]।।
মহাশব্দ হইল রাজ্যে প্রজায়ে পায়ে ভয়।
চকিয়ান পাইকে গিয়া জানায়ে দণ্ডরায়।।
চকিয়ানের বাক্য শুনি দণ্ড নৃপমণি।
রাঘাই নামে নিশীশ্বর ডাক দিয়া আনি।।
রাঘাইরে ডাকিয়া আনে ধরণীর নাথ।
রত্নমালার ঘাটে গিয়া জানরে সম্বাদ।।
দ্বারীরে বোলয়ে দ্বারে দেয়রে কপাট।
কটি অস্ত্র[২] কাছি রাঘাই গেল চৌকির ঘাট।।
সঘন ফুকরে রাঘাই নায়রা দেখিয়া।
দ্বিজ মাধবে গায়ে ভবানী ভাবিয়া।।

[১] খ; ক—বিশাল। [২] ছ—বস্ত্র।

রাগ সুহি

কোটালের সতর্কতা ও আগন্তুকের পরিচয় গ্রহণ

রাধাই ডাকিয়া কহে কাহার নায়রা হয়ে
ঘাটে আনি ছাপাও ত্বরিত।
যদি মদগর্ব্ব হইয়া যাও এই বাক বাইয়া
দণ্ড করিমু সমুচিত ॥
সাধু হও ধনবান নৃপতির সমান
ডাইন পানিকে কর ভর।
কূলে উঠিয়া গাইতর ক্রয় বিক্রয় কর
সম্ভাষা করিয়া দণ্ডধর ॥
কিবা পর-দল হও তাহারে দঢ়াইয়া কহ
তার যুক্ত করম ব্যবহার।
চড়াইয়া[১] ধানুকীর ঠাট[২] চিরাইমু নায়রার পাট
ছন্ন করিমু অহঙ্কার ॥[৩]
সাধু বসিয়া হাসে কাণ্ডারে বাক্য প্রকাশে
শুন ভাই বচন আহ্মার।
মোরা হই সদাগর কিনি শস্য অগর
আসিয়াছি পাটনে তোহ্মার ॥
কোটোয়ালে বোলে ভাই তবে সে প্রত্যয় যাই
টোপর ভাসাইয়া দেয়' জলে।
তোহ্মারে কহিয়ে আহ্মি হাতের অস্ত্র এড় তুহ্মি
তবে সে উঠিতে দিমু কূলে ॥
দ্বিজ মাধবানন্দে ত্বরিতে সংসার ধন্ধে
সারদার চরণ ভাবি মন।
কোটোয়ালের বাক্য শুনি সদাগর মনে গুণি
টোপর ভাসাইয়া দিল ততক্ষণ ॥

[১] খ, ঘ—ভেজাইয়া।
[২] খ, ঘ, ছ ; ক—ছাট।
[৩] খ, ঘ, ছ—দেশে চলি যাও পুনর্ব্বার।

পয়ার

টোপর লইয়া হইল রাধাইর গমন।
ভূপতির আগে গিয়া দিল দরশন॥
রাজার গোচরে কোটোয়াল নোয়াইয়া মাথা।
যুগপাণি হইয়া কহে চৌকি ঘাটের কথা॥
ভিন্ন-দেশী এক সাধু আসিছে ধনবান।
বাজনা করিয়া নৌকা দিয়াছে ছাপান॥
তাহা দেখি প্রজা লোকে পাইছিল ভয়ে।
এই ত নিশ্চয় কথা শুন মহাশয়ে॥
দ্বারীরে বোলয়ে দ্বার ঘুচাও কপাট।
নৌকা ছাপাইয়া সাধু পাইলেক ঘাট॥
কূলেত উঠিয়া সাধু পালঙ্গিতে বৈসে।
সিংহলের পদ্মিনী সব সাধু চাহিতে আইসে॥

রাগ দেশ

শ্রীমন্ত ও সিংহলের পদ্মিনীগণ

ধন্য ধন্য বোলে পাটনের লোক
দেখিয়া সাধুর বালা।
যথেক যুবতীগণ কাম অচেতন মন
সদায়ে খায়ে মন-কলা॥
কেহো কেহো বোলে সই এমত নাগর পাই
লইয়া বহুল করি সুখ।
হিয়ার মাঝারে এড়ি বাহুলতায়ে বেড়ি
খণ্ডাই বিরহ দুখ॥
কেহো কেহো বোলে আক্মি পাইয়ে এমন স্বামী
আরাধিব গিয়া হর।
আনিয়া ত্রিদশের নাথ যুগল করিয়ে হাত
মাগিয়া লইনু এই বর॥

আশি বৎসরের বুড়ী গৃহকর্ম্ম সব ছাড়ি
সাধুরে দাঁড়াইয়া চাহে লাসে।
হেন লয়ে মোর হিয়া নাতিনীরে বিহা দিয়া
সাধুরে রাখম নিজ পাশে॥
খুলনার বাক্য স্মরি হৃদয়ে দৃঢ় করি
সাধু মাতৃভাবে সভারে সম্ভাষে।
দ্বিজ মাধবে বোলে দেবীপদ-কমলে
ভ্রমর হইয়া মধু আশে॥

রাগ পটমঞ্জরী

রাজ-সম্ভাষণে শ্রীমন্তের গমন

সাধু চলে শুভ কাজে সঙ্গে নিজগণ সাজে
ভেটিবারে ভূপতি-শেখর।
যেন তারাগণ সঙ্গে অবনী ভ্রময়ে রঙ্গে
অম্বর ছাড়িয়া শশধর॥
করিল বিবিধ যত্ন ভেট নিল নানা রত্ন
প্রবাল মুকুতা মণিমালা।
কাঁচা কর্পূর কসা কনকে রচিয়া পাশা
কনকে রচিয়া চাপা কলা[১]॥
কুঙ্কুম কস্তূরী কনক কলসী পুরি
বাছিয়া লইল কাকাতুয়া।
নানাবিধ উপহার নরপতি ভেটিবার
সুবর্ণ-পিঞ্জরে সারি শুয়া॥
চলিল সাধুর বালা যেন দেখি চন্দ্রকলা
মনে কিছু না ভাবিল ভয়ে।
দূরগামী যথ চলে সঘন
রিপু-কুল কম্পিত হৃদয়ে॥
শেল শ্রীফল তাল সাপ-লেজা বিশাল
পরশু পট্টিশ বহুতর।
ডাবুশ যে অস্ত্র জাঠি যমধারা কোটি কোটি
খাপুয়া খড়্গা অনেক খঞ্জর॥

[১] খ, ঘ, ছ; ক—ভাল।

লইয়া যে গুয়া-পান শর সহিতে কামান
স্বর্ণ ঘটে জাহ্নবীর জল।
করিয়াত পরিপাটি লইল গঙ্গার মাটি
চাউল চিড়া মিষ্ট নারিকেল ॥

বিষ্ণুপদ

চিকণ কালারে গো দেখিতে যাইবা কে।
নিরখিতে নারি কালার রূপ মেঘে ঝাপিয়াছে ॥
কালা নহে গোরা নহে কেবল রসময়ে।
হাঁটি যাইতে ঢলি পড়ে পরাণি কাড়ি লয়ে ॥

পয়ার

রাজসভায় শ্রীমন্ত

ভেট দেখি আনন্দিত সাধুর নন্দন।
খাড়ুয়ারে বোলে দোলা করয়ে সাজন ॥
সাধুর দোলায়ে সাজে খাড়ুয়া ষোল জন।
মলয়জ কুড়া আনে ত্বরিত গমন ॥
ভুবনমোহন চূড়া বান্ধে স্বর্ণ খিলে।
কথবা[১] নেহালি পাতে দোলার উপরে ॥
বেদহস্ত করি দোলা করিল প্রমাণ।
ঝাঁপা ঝাপিয়া দিল অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ ॥
স্থানে স্থানে পাটের থোপ রূপ অতিশয়ে।
প্রভাত সময়ে যেন অরুণ উদয়ে ॥
সভার চরণে নেপুর খাড়ুয়া হরিষ প্রচুর।
রাঙ্গা পাটের ধড়া পৈন্ধে কটির উপর ॥
তথির উপরে শোভে দোলার কাছুনি।
লাল চৈতনি মাথে খাড়ুয়া সাজনি ॥
গোপী চন্দনের ফোঁটা ললাটে শোভিত।
বৈরাগী[২] ধরিয়া খাড়ু হইল উপস্থিত ॥

১ খ—মুতিরার। ২ খ, ছ—বৈশাখী।

দোলা লইয়া আইল খাড়ু সাধুর গোচর।
নিজ পরিচ্ছদে দোলায়ে উঠিলা সদাগর ॥
যাইতে সম্মুখে দেখে পাষাণের বাড়ী।
পদাতির ঘর দেখে দুই সারি সারি ॥
নগরে যাইতে দেখে মদন-উদ্যান।
নানা পুষ্পে করে ভৃঙ্গ মকরন্দ পান ॥
ভূপতির পুরী পদব্রজে যায়ে।
ভেট সজ্জা থুইল সাধু নৃপতি সভায়ে ॥
তিন বার ভূপতিরে করিলা প্রণতি।
উঠ উঠ করি তানে কহে ক্ষিতিপতি ॥
বৈস বৈস করি রাজা পাত্রেরে বোলায়ে।
কাঞ্চন আসন আনি সেবকে যোগায়ে ॥
রাজার আসন সাধু শিরেত বন্দিয়া।
বসিলেন্ত সদাগর যুগপাণি হৈয়া ॥

রাগ সুহি

রাজ-প্রশস্তি

পরম চতুর সাধু বচনে রচিয়া মধু
বিনয়েতে তোষয়ে রাজন।
তোহ্মার সভার উপমা নাহি দিবার
অমরে বেষ্টিত মঘবান্ ॥
তব পাত্রগণ ধীর সদাচারী সুস্থির
বিচারেতে বাগীশ সমান।
শ্রীরামতুল্য রাজা তুহ্মি কি বলিতে পারি আহ্মি
তব বাণী পীযূষ সমান ॥

রাগ দেশাগড়া

রাজা শ্রীমন্তের রূপে ও আচরণে মুগ্ধ

দেঅ দেঅ সাধু রে আপনা পরিচয়।
কি নাম তোহ্মার সাধু কাহার তনয় ॥

কোন বংশে জন্ম বৈস কেমন সমাজে।
কোন রাজার রাজ্যে বৈস আসিছ কোন কাজে॥
ধন্য জননী তোমার ধন্য তোমার তাত।
যে দেশে বসতি কর ধন্য ক্ষিতিনাথ॥
রূপেত মদনসম গাম্ভীর্য্য অপার।
তোম্মার সমান নাই সাধুর কুমার॥
বয়সে ছাওয়াল সাধু লোকমুখে যশ।
বচনে-বয়ানে[1] সাধু আম্মা কৈলা বশ॥
কিসের লাগিয়া সাধু আসিছ পাটন।
নিশ্চয় করিয়া কহ সাধুর নন্দন॥
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হৈয়া শোভে॥

পয়ার

শ্রীমন্তের পরিচয় দান

ভূপতির বাক্যে সাধু যোড় কৈল হাত।
বাক্য অবগতি কর ধরণীর নাথ॥
বাপ মোর ধনপতি শুন মহাশয়ে।
শ্রীয়মন্ত নাম মোর তাহান তনয়ে॥
উজানী নগর ঘর গন্ধবণিক জাতি।
সপ্ত পুরুষে যোগাই রাজার আরতি॥
ভাণ্ডারে বাড়িল রাজার চামর চন্দন।
তে কারণে আসিয়াছি তোমার পাটন॥
ভূপতি বোলেন সাধু হওত বিদায়ে।
স্নান-ভোজন গিয়া করহ মহাশয়ে॥
ভূপতির আগে বিদায়ে হইল শ্রীয়পতি।
পঞ্চ-পাত্রের তরে দুর্গা দিলেন বিমতি॥

পঞ্চ-পাত্রের কৌতূহল

পঞ্চ-পাত্রে বোলে ভিন্ন দেশী সদাগর।
কোন কোন গাঙ্গ বাহি আইলা সিংহল॥

[1] খ—সিঞ্চিয়া মধু।

শ্রীয়মন্তে বোলে শুন সর্ব্ব সভাজন।
বিস্মরণ বাক্য মোরে করাইলা স্মরণ ॥
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হৈয়া শোভে ॥

রাগ পাহি

শ্রীমন্ত-কর্ত্তৃক পথের বর্ণনা : কমলে-কামিনীর উল্লেখ

ভূপতিরে কহে যোড় হাতে।
জিজ্ঞাসা করিলা যদি বাক্য কর অবগতি
সিন্ধু তরি আইলু যেন মতে ॥
ডিঙ্গা মেলানি দিয়া ভ্রমরার ঘাট বাইয়া
ইছানী এড়িয়া আইলাম বামে।
আর যথ স্রোত জলে বাহি আইলু অবহেলে
উপনীত হৈলু সপ্তগ্রামে ॥
ত্রিপিণী যে পুণ্যস্থল একত্রে ত্রিধারার জল
গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী।
এই ত আকুল ভবে পরিত্রাহি গঙ্গা সবে
পরশিলে হয়ে ত মুকুতি ॥
হরষিত গাইতর দাঁড়েত দিয়া ভর
খেওয়া দিলু তাহার মেলান।
আগ জোয়ারে টানাইয়া নায়ে এক ভাটি খড়দায়ে
আর ভাটি আইলুম কুচিয়ান ॥
বাহি আইলু বেলপুর গঙ্গা বাহিলু প্রচুর
অবিলম্বে আইলু এড়দায়ে।
বাহিলু হাতিয়ার[১] কূল আর শতমুখীর জল
মোকরাতে আসি পাইলু ভয়ে ॥
তাতে পাইলু পরিত্রাণ দেখিলু মাধবের স্থান
সিন্ধুতে করিলু প্রবেশ।
বাহিলু সিন্ধুয়ার বাঁক করিয়া জোয়ারের ঠাট
সীমাদহে আইলু তার শেষ ॥

[১] খ; ছ—হাতিয়াগড়; ক—অস্পষ্ট; ঘ—হাতিগড়।

আসি কালীদহের জলে কন্যা দেখি কমলে
গজরাজ সংহারে পদ্মিনী।
দ্বিজ মাধবে বোলে দেবীপদ-কমলে
এই বাক্য শুন নৃপমণি॥

পয়ার

কমলে-কামিনী দেখাইবার অঙ্গীকার

ভূপতি বোলেন শুন পঞ্চ-পাত্রগণ।
এই সাধু দেখিয়াছে কমলের বন॥
আর এক সদাগর আইল মোর পাশে।
কমলের কথা সেহো কহিল বিশেষে॥
সেই সাধু বন্দী হইছে কারাগার ঘরে।
শিশু সাধু কহে আসি সভার ভিতরে॥
পঞ্চ-পাত্রে বোলে ভিন্ন-দেশী সদাগর।
কমল দেখাইবা যদি প্রতিজ্ঞা যে কর॥

শ্রীয়মন্তে বোলে আগে[১] সম্ভাষি ক্ষিতিপতি।
প্রতিজ্ঞা করাইলে পাছে রাখিবা[২] খেয়াতি॥
কমলে কুমারী যদি নারি দেখাইবারে।[৩]
সপ্ত-ডিঙ্গার ধন আহ্মার লই যাইয় ভাণ্ডারে॥
পাইক সমেত হারি যথ আছে নায়ে।
দক্ষিণ মশানে বলি দিয়ত আহ্মায়ে॥
আপনে প্রতিজ্ঞা কর দণ্ড সুলক্ষণ।
দণ্ড সহিতে হার দক্ষিণ পাটন॥
তুহ্মি শালবাহন রাজা আহ্মরা সদাগর।
এক ডিঙ্গার ধনে কিনি সিংহল নগর॥

শ্রীমন্তের স্পর্দ্ধিত বচনে রাজার ক্রোধ

ক্রোধ করিয়া তবে বোলে দণ্ডরায়ে।
অর্দ্ধ রাজ্য হারি যদি এহা সত্য হয়ে॥

১ খ; ক—অথন। ২ খ—করিলে শেষে রাখিয়। ৩ খ।

সাধুর সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করিয়া দণ্ডধর।
সাক্ষী করি থুইল ভিন্ন-দেশী সদাগর॥
সাক্ষী হইল তারা সাধু জিজ্ঞাসিয়া।
কালীদহের জলে রাজা চলিল সাজিয়া॥
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হৈয়া শোভে॥

রাগ কহু

সিংহলরাজের কালীদহে গমন

সাজে রাজা ভূপতি-শেখর সাধুর শুনিয়া কটু বাণী।
সৈন্য সামন্ত দলে যায়ে কালীদহের জলে
কমলেত দেখিতে পদ্মিনী॥
কর্ণাল ভেউর বাজে চারিদিকে সৈন্য সাজে[১]
সিংহল করিয়া তোলপাল।
বসিয়া ত রৈ-ঘরে ভূপতি হুকুম করে
ঘাট হোন্তে নায়রা মেলিল॥
ভূপতির অঙ্গীকারে সিংহল-বাতারি[২] মেলে
বজরা মেলিল তার পাছে।
দাঁড়ি পাইকে সারি গায়ে সিংহল-বাতারি বাহে
বজরা রহিল তার পাশে॥
ঝুমকি ঝুমকি নায়ে হাতে খাড়ুয়ার বায়ে
গাইতরে করিল যাত্রামুখ।
মনকলা[৩] ডিঙ্গাখানি ছোয় বা না ছোয় পানি
যোগানে চলিল নয়নসুখ॥

[১] ইহার পর খ, ঘ, ছ পুথিতে কয়েকটি অতিরিক্ত পঙ্‌ক্তি আছে:—

তাল বাজয়ে শয়ে শয়ে।
লাখে লাখে বাজে কাড়া পাইকেরে দিয়া সাড়া
সাজি রাজা যায়ে কালীদহে॥
ঢাক বাজে কোটি কোটি দগরেত পড়ে কাঠি
সিংহল করিল তোলপাল।

[২] ঘ—সিংহল বাতালী। [৩] ছ—বনকলা।

যোগান করি চালায়ে নায়ে চলে নৃপরায়ে
কুমারীরে দেখিতে কমলে।
সদাগর সেই সঙ্গে নায়রা[1] বাহিল রঙ্গে
যায়ে রাজ্য কালীদহের জলে॥
জনমে জনমে যেন দুর্গার চরণ-ধন
বিস্মরণ না হউক আমার।
দ্বিজ মাধবে বোলে দেবীপদ-কমলে
করযোড়ে করি পরিহার॥

পয়ার

কমল লইয়া দেবীর অন্তর্দ্ধান

হিল্লোলে হিল্লোলে নৌকা যায়ে ধীরে ধীরে।
কালীদহে উপনীত হইল দণ্ডধরে॥
দেবী বোলে নরাধিপ মলমূত্রধারী।
কেমতে[2] দেখিতে পারে হেমন্তকুমারী॥
দুর্গার নৌকাতে লাগে নৌকার হিল্লোল।
কৈলাসে চলিলা মাতা লইয়া কমল॥
কালীদহে গিয়া রাজা চারিদিকে চাহে।
কথায়ে দেখিলা কমল এই কালীদহে॥
সাধু কহে এই দহে দেখিলু রূপবতী।
অখনে কথায়ে গেল সঙ্কলিয়া হাতী॥
অখনে এমন হইব মুঞি না জানিলু।
প্রতিজ্ঞা করিয়া মুঞি আপনা খাইলু॥
প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গেত আজ বহু পাইলু লাজ।
মিথ্যা কথা কহিয়া ভাণ্ডিলু মহারাজ॥

শ্রীমন্তের উপস্থিত-বুদ্ধি

অন্তরে কম্পিত[3] সাধু মুখে বজ্র বৈসে।
মধুকরে থাকি সাধু বচন প্রকাশে॥

[1] খ, ঘ—সিংহল। [2] খ—সে নাকি। [3] ঘ, ছ—ফাকর।

কমল দেখিলু মুই সার[১] ভাটি বেলা।
জোয়ারে ডুবিয়া অখন রহিছে চঞ্চলা ॥
যেন মাত্র সদাগরে কৈল হেন রাও।
দুই কূলে ছাপাই রৈল ভূপতির নাও ॥
ছাপানে রহিল নৌকা বেলা সপ্ত ঘটি।
হেনকালে কালীদহে পড়ি গেল ভাটি ॥
ডুবুয়া আসিয়া তখন ভূপতিরে কহে।
তিন পাবা ভাটি জল কালীদহে হয়ে ॥
ডুবুয়ার বাক্য শুনি দণ্ড সুলক্ষণ।
একে একে নিরখয়ে[২] কালীদহের বন[৩] ॥
দেখিতে না পায়ে কমল-কুমারীর অঙ্গ।
সবে মাত্র দেখিলেক জলের[৪] তরঙ্গ ॥
ভূপতিয়ে বোলে শুন পঞ্চ-পাত্রগণ।
তোমরা নি দেখিতেছ কমলের বন ॥
তোমরা বলিবা পাছে রাজা করে বল।
সাক্ষী হইয় বাণ্যার ঘরের নফর ॥

শ্রীমন্তের প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ ও বন্ধন

কোটোয়ালের তরে আজ্ঞা কৈল দণ্ডধর।
অখনে জিনিল আহ্নি ধর সদাগর ॥
যেন মাত্র কোটোয়ালে নৃপ আজ্ঞা পায়ে।
লাম্প দিয়া উঠে সাধুর মধুকর নায়ে ॥
কাড়িয়া লইল সাধুর অঙ্গের আভরণ।
চৌষট্টি বন্ধনে তারে বান্ধিল তখন ॥
অশেষ বিশেষে[৫] কোটোয়াল সদাগর বান্ধে
মাথে হাত দিয়া যথ দাঁড়ী-পাইক কান্দে ॥
বিবিধ প্রকারে বান্ধি পেলে নায়ের খোলে।
কালীদহ বাহি ডিঙ্গা গেলেক সিংহলে ॥

[১] খ, ঘ, ছ—সাল।
[২] প্রাপ্তপাঠ :—ক—নিরক্ষয়ে।
[৩] খ—জল ; ঘ—কালীদহ করে নিরীক্ষণ।
[৪] খ, ঘ, ঙ, ছ ; ক—গঙ্গার।
[৫] ঘ—বিবিধ প্রকারে।

নিজ টঙ্গিত রৈল দণ্ড সুলক্ষণ।
কোটোয়ালে লইয়া কিছু শুনিবা কারণ॥
আগে পাছে কোটোয়াল লইয়া নিজ ঠাট।
উপনীত হইল গিয়া যথা রাজপাট॥
ভূপতি সাক্ষাতে কোটোয়াল নোঁয়াইয়া মাথা।
যুগপাণি হইয়া বোলে সাধু থুইমু কোথা[১]॥
ভূপতি বোলেন কোটোয়াল ঘুচাও জঞ্জাল।
দক্ষিণ মশানে সাধু কাট রে তৎকাল॥
শ্রবণে শুনিয়া সাধু হৈল কাতর।
দ্বিজ মাধবে গায়ে সারদা-মঙ্গল॥

রাগ কহু

শ্রীমন্তের বিনয় ও সত্যনিষ্ঠা

যোড় করে কহে সদাগর।
ঘুচাও মনের রোষ ক্ষমহ সকল দোষ
রাখ মোরে করিয়া কিঙ্কর॥

অশেষ দোষের দোষী শরণ লইলে আসি
তবে তারে ক্ষমিতে যুয়ায়ে।
বিভীষণ রাবণের ভাই আইল শ্রীরামের ঠাঁই
বিধিমতে পালিল তাহায়ে॥

রাজা বোলে তবে রাখি কমলে-কুমারী দেখি
নহে বোল মিথ্যা করি কৈলু।
দশনেতে লও খড় নিজ মুখে মার চোয়াড়
তবে যে তোহ্মারে ক্ষমিলু॥

থাকিয়া রাজার পাশে কহে সাধু স্ফুট ভাষে
অখনে কমনে মিথ্যা কইমু।
জনম হইলে ভবে অবশ্য মরণ হবে
এহার লাগি চৈতন্য হারামু॥

[১] প্রাপ্ত পাঠ—কথা।

পয়ার

ধর্ম্মপথে থাকিয়া শ্রীমন্তের আত্মরক্ষার চেষ্টা

রাজা, নিবেদহুঁ তোমার পায়ে বাক্য মিথ্যা নহে।
আছিল কমল লুকাইল কালীদহে ॥
তোমার প্রতাপে[১] তরি আইলু সপ্তসিন্ধু।
কালীদহে আসিয়া দেখিলু অরবিন্দু ॥
অরুণসদৃশ তান দর্শন সুরঙ্গ।
মৃণাল বাহিয়া যেন উঠয়ে ভুজঙ্গ ॥
মধুকর ভ্রমিয়া যে পড়ে কুতূহলে।
সেই ত কমলে কন্যা বৈসয়ে মৃণালে ॥
তোমার চরণ দেখিবারে হৈল সাধ।
দেখিয়া ঘুচিল কর্ণ-চক্ষুর বিবাদ ॥
মর্য্যাদায়ে মহোদধি দানে কল্পতরু।
ধাম্মিক যে রাজা তুম্হি বুদ্ধি সুরগুরু ॥

ভূপতিয়ে বোলে কোটোয়াল ঘুচাঅ জঞ্জাল।
দক্ষিণ মশানে সাধু কাট রে তৎকাল ॥
ভূপতির বচনে কোটাল সাধু নিতে আইসে।
পুনর্ব্বার শ্রীয়মন্তে বচন প্রকাশে ॥
অদ্যাপিহ কালকূট ধরে শূলপাণি।
কূর্ম্ম না ছাড়ে গুরুভার মেদিনী ॥
বড়বা আনলে নহি হানে মহোদধি।
সুজনে আপনা বাক্য পালে নিরবধি ॥

ভূপতি বোলেন শুন পঞ্চ-পাত্রগণ।
সাধু নহে এই বেটা উজানীয়া টেটন ॥
কাট নিয়া সাধুরে জীয়াতে নাহি কাজ।
শ্রীয়মন্তে বোলে বাক্য শুন মহারাজ ॥
দৈবে কাটিতে দিলা কোটোয়ালের ঠাঁই।
প্রভাত কালের স্বপ্ন তোমারে কহি যাই ॥

[১] খ, ঘ, ছ—প্রসাদে।

যে স্বপ্ন দেখিলু মুই লোকে বোলে ভালো।
সেই স্বপ্নের ফল বিধি ঘটাইল তৎকাল[1] ॥

শ্রীমন্তের স্বপ্ন-বৃত্তান্ত : নাটকীয় পরিহাস

স্বপ্ন দেখিলু মুই আদিত্য প্রকাশ।
আপনার সুখে বসি খাম মহাগাস ॥
আর স্বপ্ন দেখিলুম কহিতে বাসো লাজ।
শুণ্ডে জড়িয়া পৃষ্ঠে তোলে গজরাজ ॥
ক্ষণেকে নৌকায়ে চড়ো ক্ষণেকে তুরগে।
ক্ষণে দিব্য স্ত্রী[2] দেখো দ্বিজবর আগে[3] ॥
আর স্বপ্ন দেখিলু শুন দণ্ডধর।
ত্রিকোণা পৃথিবী খাই ভরাছোঁ উদর ॥
যেমত দেখিলু রাজা কৈলু বারে বার।
রৈক্ষ জীবন মোর করিয়া বিচার ॥
সত্য কহিতে যদি বধয়ে জীবন।
অচিরাতে ফল দিব ধর্ম্ম নিরঞ্জন ॥

ভূপতি বোলেন কোটোয়াল ঘুচাঅ জঞ্জাল।
দক্ষিণ মশানে সাধু কাট রে তৎকাল ॥
যেন মাত্র কোটোয়ালে নৃপ আজ্ঞা পায়ে।
করে ধরি তুলিলেক সাধুর তনয়ে ॥
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হৈয়া শোভে ॥

পয়ার

কোটোয়ালে বান্ধিয়া সাধুরে লইয়া যায়ে।
দেখিয়া পাটনের লোক প্রাণে না ধরায়ে ॥
সাধুরে বান্ধিয়া কোটোয়াল করে অপমান।
দেখিয়া পাটনের লোক বিদরে পরাণ ॥

[1] ছ—রাজা বিপরীত হৈল। [2] ম—সীমন্তিনী। খ—পূর্ণ কুম্ভ কাঁখে।

শ্রীমন্তের বন্দী-দশা দেখিয়া নারীগণের শোক

কাঁদেরে পাটনের লোক বুকে দিয়া ঘাও।
কেহ বোলে কেমনে জীব ওহার বাপ মাও ॥
কোন কোন নারী কান্দে দেখি ছিরার মুখ।
সাধু দেখি পুত্রবতীর বিদরয়ে বুক ॥
কোন্ কোন নারী বোলে চল রাজার ঠাঁই।
ধন-বিত্ত দিয়া সাধুরে মাঙ্গি লই ॥
ঢেকায়ে লইয়া যায়ে সাধুর নন্দনে।
বলি দিতে লইয়া যায়ে দক্ষিণ মশানে ॥
দক্ষিণ মশান স্থান দিনে অন্ধকার।
আপনে দেখিতে নারে অঙ্গ আপনার ॥

মশানে শ্রীমন্ত

মশানেতে গিয়া ছিরা চারিদিকে চাহে।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি[১] দেখি মনে ভয় পায়ে ॥
শোণিতে পূর্ণিত দেখে শত শত কুণ্ড।
কোনখানে সমূহ দেখয়ে নরমুণ্ড ॥
কোনখানে গৃধিনী বসিয়া নর-অঙ্গে।
সুখে বসিয়া মাংস খায়ে শকুনীর[২] সঙ্গে ॥
কোনখানে নরমুণ্ড ছিড়য়ে শৃগালী।
পিশাচের শব্দে কর্ণেত লাগে তালি ॥[৩]
হুরাহুরি করিয়া বেড়ায়ে দানব।
উচচস্বরে ডাকি বোলে খাই রে মানব ॥
পিশাচে দানবে মেলি হুড়াহুড়ি পাড়ে।
তাহা দেখি অচৈতন্য হইল শরীরে ॥
অন্তরে ফাফর সাধু হৃদে বুদ্ধি আছে।
হাত-সান দিয়া কাণ্ডারে আনে কাছে ॥
কাণ্ডারে দেখিয়া সাধু স্ফুট-ভাষ হৈল।
খুলনা কাণ্ডারের তরে কহিতে লাগিল ॥
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হৈয়া শোভে ॥

[১] খ—স্থান। [২] ছ—শৃগালী। [৩] এই দুই পঙ্ক্তি ক-তে নাই।

রাগ করুণ

শ্রীমন্ত ও কর্ণধার

আহ্মা কোল দিয়া ভাই যাও রে দেশেরে।
আমার মরণ-সংবাদ জানাইয় মায়েরে ॥
কি ক্ষণে বিধাতা মোরে লেখিল কপালে।
ভিন্ন-দেশবাসী মৃত্যু হইল অকালে ॥
এহা খণ্ডাইতে নারে হরি-হর-ধাতায়ে।
দেবতার রাজা ইন্দ্র ভগ হইল গায়ে ॥
কিছু ধন দিয়া তুষিয় ভিন্ন-দেশী।
পিণ্ড দান করে যেন গয়া-বারাণসী ॥
আর এক বাক্য মোর রাখিয় হৃদয়ে।
তর্পণের জল দিয় স্নানের সময়ে ॥

কাণ্ডারীয়ে বোলে ভাই কি বলিলা তুহ্মি।
দক্ষিণ মশানে তোহ্মার সঙ্গী হইলু আহ্মি ॥

পয়ার

কাণ্ডারের সঙ্গে আছে কথোপকথনে।[১]
হেন কালে কোটোয়াল আইসে সেইখানে ॥
কোটোয়ালে বোলে বেটা শ্রীমন্ত বাণিয়া।
মশানে চলহ বেটা আপনা চিনিয়া ॥
শ্রীয়মন্তে বোলে কোটোয়াল করো নিবেদন।
তোমার আজ্ঞা পাইলে করি স্নানতর্পণ ॥

[১] কোন কোন পুথিতে ইহার পুর্বে একটি ধুয়া আছে:—

আর সাধ নাই ভাই ভারতভূমিতে গতাগতি।
পাথর কাঠ ঘর বান্ধে রামদাস ভারতী ॥
অনেক যতনে আহ্মি রচিল পসার।
এড়ি যাইতে কিম্বি চাইতে হইল ছারখার ॥

দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির কয়েকটি পাঠভেদ—(খ) পথে ঘর বান্ধিলেক রামদাস রথী। (ছ) পথে কায়া বান্ধে ঘর রামদাস রথী; ১৮১০ খ্রীঃ পুথি—পথের কাটা ভাজ রে রামদাস ভারথি।

শ্রীমন্তের স্নান ও তর্পণ

সাধুর বচনে কোটোয়াল গেল নদীতটে।
বন্ধন ঘুচাইয়া সেনা থুইল নিকটে॥
জলেত নামাইয়া দিল সাধুর তনয়ে।
চারিদিকে লোক নায়রা চাপি রহে॥
কোনখানে রহে সেনা দাড়া-ডাঙ্গি লইয়া।
হুসিয়ার হুসিয়ার কোটোয়াল কহিছে ডাকিয়া॥
সাধুর চারিদিকে কেহো লোহার[১] জাল পেলে।
সন্ধান পুরিয়া কেহো রহে আঠু জলে॥
স্নান করি মহী-ফোটা ধরিল ললাটে।
জলাঞ্জলি দিল সাধু জাহ্নবীর তটে॥[২]
পিতৃতর্পণ-কালে মনে উঠে দুখ।
উত্তরী ফিরাইয়া সাধু হইল দক্ষিণমুখ॥
তিল-তুলসী সাধু কর মাঝে লইয়া।
তর্পণ করয়ে সাধু গোত্র উচচারিয়া॥

বাপ ধনপতি হের শুনহ উত্তর।
পুত্রের হস্তের লও তর্পণের জল॥
তোম্মার নিমিত্ত দক্ষিণ দেশে আইলু।
তোম্মার চরণ বাপু দেখিতে না পাইলু॥
তর্পণের জল লও কর অবগতি।
দক্ষিণ মশানে কাটা যায়ে শ্রীয়পতি॥
লহনা বিমাতা হের শুন মোর বাণী।
পুত্রের হস্তের লও তর্পণের পানি॥
তর্পণের জল লও কর অবগতি।
দক্ষিণ মশানে কাটা যায়ে শ্রীয়পতি॥
খুলনা জননী হের শুন মোর বাণী।
পুত্রের হস্তের লও তর্পণের পানি॥
তর্পণের জল লও কর অবগতি।
দক্ষিণ মশানে কাটা যায়ে শ্রীয়পতি॥

[১] ঘ—খেপলার; ছ—ঘেরা।
[২] খ, ঘ, ছ—পুনর্ব্বার সাধু স্নান কৈল নম্রপাটে।

পুনঃ পুনঃ নিষেধিলা আসিতে পাটন।
আর তুয়া সনে আহ্মার না হইব দর্শন॥
গুরু জনার্দ্দন হের শুন মোর বাণী।
শিষ্যের হস্তের লও তর্পণের পানি॥
ছাত্রশালে[১] গালি দিলে জারজ বলিলে।
তে কারণে আইল মুঞি নগর সিংহলে॥
তর্পণ করয়ে সাধু যথ উঠে মনে।
কূলে থাকি কোটোয়ালে ডাকে ঘন ঘনে॥

কোটোয়ালে বোলে বেটা কূলে তোল গা।
সেইখানে কাটিমু মাথা চাপাইয়া না॥

বস্ত্র-পরিবর্ত্তনকালে দেবীর অষ্ট-দূর্ব্বা প্রাপ্তি

কোটোয়ালের বাক্য শুনি সাধুর নন্দন।
কূলেত উঠিল সাধু সঙ্কলি তর্পণ॥
সেবকে আনিয়া তবে যোগায়ে অম্বর।
ঝাড়িয়া পহ্নিতে প্রসাদ পায়ে সদাগর॥[২]
অষ্ট-দূর্ব্বা তণ্ডুল পাইয়া শিরে বান্ধে।
খণ্ডিল আপদ মোর এহার নাই সন্ধে॥

চৌতিশা[৩]

শ্রীমন্তের চৌতিশা

ক-য়ে কমলা দেবী কমলবদনী।
কালী কাত্যায়নী মাতা কামরূপিণী॥
কটাক্ষেতে কামদেব করিলা উদ্ধার।
কায়মনে করো স্তুতি কর প্রতিকার॥

[১] প্রাপ্ত পাঠ—ছত্রশালে। [২] ঘ—ঝাড়িতে প্রসাদ পড়ে পায়ে সদাগরে।
[৩] কোন কোন পুথিতে ইহার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত পদটি পাওয়া যায়:—

রক্ষহ মাতা ভকত-কল্পলতা সংশয় দেখি আপনার।
ছাড়িয়া কৈলাস-বাস রাখহ আপনা দাস রক্ষা কর দাসীর কুমার॥
চারি বেদেতে শুনি দেবের দেবতা বাণী গুণময়ী জগত-ঈশ্বরী।
পুরাণ ভারত পোথা গোপত-বেকতা তুহ্মি যজ্ঞ জপ দান বলি।

খ-য়ে খর্পরা দুর্গা খাবর করে ধরি।
খণ্ড খণ্ড কৈলা মাতা অসুর ক্ষয় করি ॥
খরসানে দৈত্যে ভুঞ্জি কৈলা খানি খানি।
খণ্ডাইলা দেবের বিঘ্ন হইয়া খড়্গপাণি ॥

গ-য়ে গৌরিকা মাতা গগন-বাহিনী।
গঙ্গা গোদাবরী হইলা আপনি ॥
গাউক তোম্মার গুণ এ তিন ভুবন।
গিরি-সুতা রূপে মাতা রক্ষহ জীবন ॥

ঘ-য়ে ঘরিণী শিবের ঘোষে ত্রিভুবন।
ঘাতিকা অসুরগণ কৈলা সংহারণ ॥
ঘণ্টা ঘাঘর বাজে শুনিতে সুসার।
ঘরের সেবক দুর্গা রক্ষ এই বার ॥

উঙে[১] উঙ্কারিণী[২] মাতা উদ্ধারিলা পুরী।
উগ্রকারারূপে মাতা উমা মহেশ্বরী ॥
উপজিয়া ত্রিভুবনের কৈলা উপকার।
উগ্র মশানে দুর্গা রক্ষ এই বার ॥

চ-য়ে চামুণ্ডা দেবী চরণে নূপুর।
চতুর্ভুজারূপে দুর্গা বধিলা চিকুর ॥
চন্দ্রবদনী মাতা কি বলিব আর।
চামুণ্ডা-স্বরূপে মাতা রক্ষ এইবার ॥

ছ-য়ে ছন্ন কৈলা মাতা এ তিন ভুবন।
ছন্ন করিলা মাতা ত্রিদেশের দেবগণ ॥
ছাড়িলা শরীর মাতা দক্ষরাজ ঘরে।
ছাড়িয়া কপট মাতা রক্ষহ আমারে ॥

জ-য়ে জননী মাতা জগৎ-পূজিতা।
জন্মে জন্মে জন্মাইয়া জন্মের কর হিত
জননী পূজিল তোম্মা জানে জগজনে।
যত্ন করিয়া রাখ দক্ষিণ পাটনে ॥

[১] প্রাপ্ত পাঠ—উবে। [২] হুঙ্কারিণী (?)।
[৩] হ—জন্মে জন্মে জন্মিয়া জগতের কৈলা হিত।

ঝয়ে ঝঞ্ঝাবাত দুর্গা ঝড় বরিষণ।
ঝউল ঝগড়া যথ তোম্মার কারণ॥
ঝগড়া না কর ঝাটে কর প্রতিকার।
ঝলকে ঝলকে রউ[1] বাহিরায়ে ছিরার॥

ঞি-য়য়ে একাকিনী মাতা এ তিন ভুবন।
এড়ি আইলু মোকরায়ে রক্ষহ জীবন॥
এবার উদ্ধার মোরে ছাড়িয়া কৈলাস।
এই দেশে আনিয়া মোরে না কর বিনাশ॥

ট-য়ে টুয়াইলা মাতা যথ দুষ্ট বীর।
টঙ্কারে অসুরগণ রণে নহে স্থির॥
টঙ্কারে অসুরমুণ্ড কইলা খানি খানি।
টুকেক আসিয়া মোরে রক্ষয়ে ভবানী॥

ঠ-য়ে ঠাকুরাণী মাতা ঠমকে সর্ব্বজয়ে।
ঠেলায়ে অসুরগণ ঠমকে কৈলা ক্ষয়ে॥
ঠিকরিয়া পড়ে মাতা ঠেলা দেঅ যারে।
ঠেকিছুম সঙ্কটে মাতা রক্ষয়ে আমারে॥

ড-য়ে ডলিলা মাতা ডাঙ্গ লইয়া করে।
ডলিলা অসুরগণ পশিয়া সমরে॥
ডমরুধারিণী গৌরী[2] ডাকিনী যোগিনী।
ডরে ডরাইয়া ডাকো রক্ষয়ে ভবানী॥

ঢ-য়ে ঢঙ্গ বধ কৈলা ঢাল খাঁড়া করে।
ঢোকে ঢোকে রক্ত পান করিয়া সমরে॥
ঢোল না কর মাতা কর প্রতিকার।
ঢেকায়ে ঢেকায়ে রক্ত বাহির ছিরার॥

আনমতে আন কৈলা অনাথের মাতা।
আনন্দস্বরূপে পূজম হও প্রসন্না॥
আন্ধল হইয়াছি মাতা না দেখি নয়ানে।
আন্ধল[3] ঘুচাইয়া রাখ দক্ষিণ মশানে॥

[1] খ, ঘ, ছ—রুধির। [2] খ, ছ—তুমি। [3] খ, ছ—আপদ।

ত-য়ে ত্রিপুরারি দুর্গা ত্রিশূলধারিণী।
ত্রিদশের দেবতা তুহ্মি ত্রিপুর-বধিনী॥
স্তুতি করিলা তোহ্মা ত্রিদশের দেবগণ।
ত্রাসিত হইয়া ডাকি দাসীর নন্দন॥

থ-য়ে স্থাপিলা মাতা স্থল বসুমতী।
স্থাপিলা ভুবনে পূজা আপনা শকতি॥
স্থাপিলা আপনা যশ থুইলা ঘুষিবার।
স্থাপিয়া সেবকে দুর্গা না কর সংহার॥

দ-য়ে দুর্গা মাতা তুহ্মি দুর্গতি-নাশিনী।
দরিদ্রেরে পরিত্রাণ করো নারায়ণী॥
দেব-দানবেরে বর দিলা এক মনে।
দাসীর নন্দন রাখ দক্ষিণ মশানে॥

ধ-য়ে ধূম্রলোচন বধ কৈলা ধরিয়া ধরণী।
ধরিলা অশেষ মায়া কামরূপিণী॥
ধ্যানে না জানে তোহ্মা ধাতা ত্রিলোচন।
ধাত্রিকা-স্বরূপে দুর্গা রক্ষয়ে জীবন॥

ন-য়ে নমো বন্দোম মুঞি নমো নারায়ণী।
নখে বিদারিয়া দৈত্য কৈলা খানি খানি॥
নিজ কিঙ্করেরে দুর্গা হও সুপ্রকাশ।
নারসিংহী রূপে দুর্গা শত্রু কর নাশ॥

প-য়ে পার্ব্বতী মাতা পর্ব্বত-নন্দিনী।
পতিতেরে পরিত্রাণ কর নারায়ণী॥
প্রণতি করিয়া কহম পতিত যে জন।
পাষণ্ড ঘুচাইয়া রাখ দক্ষিণ মশান॥

ফ-য়ে ফণিরূপে মাতা ধরিলা ধরণী।
ফিরিলা ভুবনমধ্যে হইয়া যোগিনী॥
ফাঁফর হইয়াছি মাতা না দেখি নয়ানে।
ফাঁফর ঘুচাইয়া রাখ দক্ষিণ মশানে॥

ব-য়ে বৈষ্ণবী দুর্গা বিষ্ণুর ঘরিণী।
বৈকুণ্ঠে নায়িকা তুমি বেদ-পরায়ণী॥
বাণ প্রাণ রৈক্ষা কৈলা হৈয়া দিগম্বরী।
বারেক উদ্ধার কর শত্রুসৈন্য মারি॥[১]

ভ-য়ে ভবানী মাতা ভবের বনিতা।
ভকত-বৎসলা তুমি ভুবনের মাতা॥
ভকতি করিয়ে তোমা ভয় পাইয়া মনে।
ভব-ভীত হৈয়া ডাকি[২] দাসীর নন্দনে॥

ম-য়ে মহেশ্বরী মধুকৈটভ-নাশিনী।
মৈষাসুর আদি দৈত্য কৈলা খানি খানি॥
মুঞি মূঢ় মন্দমতি কি বোলিব আর।
মায়ের সত্য পালি মোরে রক্ষ এই বার॥

য-য়ে যমুনা[৩] মাতা যম-দরশনী।
যমুনার গোচরে তুমি[৪] যমের ভগিনী॥
জয় জয় জয় দুর্গা জয় নারায়ণী।
যশোদা-নন্দিনী দুর্গা রক্ষয়ে পরাণী॥

র-য়ে রম্ভা-রূপে রক্তবীজ-বিনাশিনী।
রুষিয়া সমরে দৈত্য কৈলা খানি খানি॥[৫]
রুষিলা সমরমধ্যে একা মহেশ্বরী।
রক্ষ রক্ষ প্রাণ মোর শত্রুসৈন্য মারি॥

ল-য়ে লক্ষ্মী-রূপে লোক করিলা পালন।
লীলায়ে করিলা তুমি দুষ্ট সংহরণ॥[৬]
লক্ষ লক্ষ প্রণাম করোঁ লোটাইয়া ধরণী।
লক্ষ্মীরূপা মাতা মোর রক্ষয়ে পরাণী॥

[১] ঘ—

বিকটদশনা দুর্গা শত্রু কর নাশ।
বিপত্তি-কালেত মাতা হও সুপ্রকাশ॥

[২] ঘ—ভয় ঘুচাইয়া রাখ। [৩] খ, ছ—জননী। [৪] খ, ঘ, ছ—যমুনা গো মাতা।
[৫] খ, ঘ, ছ; ক—রুষিলা সমরমধ্যে ডাকিনী যোগিনী।
[৬] ঘ—লীলায়ে পূজিত তোমা শিশুমাতৃগণ।

ব-য়ে বারাহিণী মাতা বরাহ-মূরতি।
বিষম সঙ্কটমধ্যে রক্ষ ভগবতী ॥
বিকট-দশন[১] করি বৈরি কর নাশ।
বিপত্তির কালে মোরে হও সুপ্রকাশ ॥

শ-য়ে সনাতনী[২] মাতা শুভ্র-দরশনী[৩]।
শেষ-শয়নে নিদ্রা গেলা নারায়ণী ॥
শিশুমতি হৈয়া মাতা কি বোলিব আর।
শাকম্ভরী হৈয়া মাতা রক্ষ এইবার ॥

ষ-য়ে ষষ্ঠীরূপে মাতা করিলা পালন।
সানন্দে পূজিল তোম্মা শিশুমাতৃগণ ॥
ষষ্ঠরাত্রি পূজা লইয়া থাক সেই ঘরে।
শঠতা ছাড়িয়া দুর্গা রক্ষয়ে আমারে ॥

স-য়ে সনাতনী মাতা সংসারের সার।
সরস্বতী সত্যভামা তুয়া অবতার ॥
সেবক উদ্ধার কর শিবের ঘরিণী।
সিংহবাসিনী আসি রক্ষয়ে পরাণী ॥

হ-য়ে হর-জায়া তুম্মি হাস্যবদনী।
হেলায়ে হরিতে পার হরের পরাণী ॥
হেলায়ে মোহিতে পার হর মহামায়া।
হুহুঙ্কার দিয়া মোরে রক্ষ সর্ব্ব-জয়া ॥

ক্ষ-য়ে ক্ষেমঙ্করী-রূপে করিলা পালন।
খ্যাতি রাখিলা রাখি ত্রিদশের দেবগণ ॥
খ্যাতি রাখিয় মাতা ঘুচাও অবসাদ।
দ্বিজ মাধবে গায়ে ভবানী-প্রসাদ ॥

ইতি চৌতিশা পালা সমাপ্ত

[১] ঘ; ক, খ, ছ—দর্শন। [২] ছ—শাকম্ভরী। [৩] ঘ—ভুম্ভবিনাশিনী; ছ—শম্ভুর ঘরিণী।

মালসী

জয় ভবানী গো মা তরাইয়া নে।
তুহ্মি না তরাইলে মোরে তরাইবে কে॥
তুহ্মি মাতা তুহ্মি পিতা তুহ্মি দীনবন্ধু।
তুহ্মি না তরাইলে তবে কে তরাইবে সিন্ধু॥
জগত-জননী তুহ্মি জানে জগজনে।
জননী হইয়া দুঃখ দিয় অকারণে[১]॥
আপনা করম-ভোগ ভোগিলে আপনি।
তবে কেন ধর নাম পতিতপাবনী॥
দ্বিজ মাধবানন্দে এহ রস গায়ে।
কৃপা করিয়া মোরে রাখ নিজ পায়ে॥

পয়ার

দেবীর অঙ্গ-স্পন্দন ও পদ্মা-কর্ত্তৃক কারণনির্ণয়

মশানেতে শ্রীয়মন্তে ভাবে মহামায়ে।
সঘন স্পন্দন করে দেবীর বাম পায়ে॥
মনস্থির করিতে নারে জগত-জননী।
পদ্মা আদি পঞ্চ-কন্যা ডাক দিয়া আনি॥
দেবী বোলে পদ্মাবতী জান কি কারণ।
কোন সেবকে আহ্মা করিল স্মরণ॥

দেবীর বচনে পদ্মা হৈয়া হরষিত।
শাস্ত্রবিহিত পোথা আনিল ত্বরিত॥
পাঞ্জী-পোথা পদ্মাবতী সম্মুখে থুইয়া।
ক্ষিতি-রেখ দিয়া গণে মহা হৃষ্ট হৈয়া॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব গণে যথ স্বর্গবাসী।
দেবগণ গণিয়া গণে মেনকা উর্ব্বশী॥
স্বর্গেত গণিয়া পদ্মা না দেখে দুঃখ-শোক।
পাতালেত ক্রমে ক্রমে গণে নাগলোক॥
অনন্ত বাসুকী গণে কর্কট মহাশয়ে।
শঙ্খ মহাশঙ্খ গণে সদয় হৃদয়ে॥

[১] ঘ—দেখ বা কেমনে।

পাতালেত কাহার না দেখে দুঃখ-ক্লেশ।
মর্ত্ত্যে নরলোক গণে জানিতে বিশেষ।।
প্রথমে গণিল পদ্মা নৃপ-ছত্রদণ্ড।
পাত্রভাগ গণি গণে যথ সভা-খণ্ড।।
প্রজাগণ গণি গণে প্রতি ঘরে ঘরে।
অবশেষে গণিলেক শ্রীমন্তের তরে।।
মর্ত্ত্য-মণ্ডল গণি খড়িতে দিল রেখ।
শ্রীয়মন্তের খড়িতে পাইল প্রত্যেক।।

পঞ্জী-পোথা পদ্মা দূরেত থুইয়া।
দুর্গার অগ্রেত কহে যুগ-পাণি হৈয়া।।
তোমার প্রেমের দাসী খুলনা যুবতী।
ভিন্ন দেশে আনি বন্দী কৈলা তান পতি।।
তোমার আজ্ঞায়ে পুত্র পাটনে পাঠাইল।
দক্ষিণ মশানে ছিরা জীবন হারাইল।।

যেন মাত্র পদ্মাবতী কৈল হেন রাও।
সক্রোধে আদেশ কৈল জগতের মাও।।
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হৈয়া শোভে।।

রাগ কেদার

শ্রীমন্তের সঙ্কটে দেবীর উৎকণ্ঠা

শুনিয়া পদ্মার বাণী জগতের জননী
বোলে ক্রোধে হইয়া আবেশ।
রথ সাজাও ঝাট করি যাইমু সিংহলপুরী
দেখিমু রাজা শালবাহনের দেশ।।
দেবী বোলে বারে বার করে লৈয়া অসি ধার
ডাকিনীরে বোলে শীঘ্রগতি।
প্রবেশি সিংহল-দেশ হইয়া উন্মত্ত-বেশ
উদ্ধার করিমু শ্রীয়পতি।।

পয়ার

দেবীর আজ্ঞায় দেবী-সেনার রণ-সজ্জা

সাজে দেবীর দানব নহি বিমরিষে[1]।
ঘোর অন্ধকার হইল নাহিক প্রকাশে॥
সূচি-মুখ দানব সাজে পাইয়া আরতি।
শুক-মুখ[2] দানব সাজে তাহান সঙ্গতি॥
লোলজিহ্বা দানব সাজে জিহ্বা লম্বিত।
ঊনকোটি দানব সাজে তাহার সহিত॥
ডাকিনী-যোগিনী সাজে আর গন্ধর্ব্বিণী।
চৌষট্টি দানব সাজে চৌষট্টি যোগিনী॥
গুণশিলা যোগায়ে সাজন রথখান।
মৃগরাজ বহে রথ অপূর্ব্বনির্ম্মাণ॥
দানব সকলে তবে রহিতে না চাহে।
দুর্গার আজ্ঞায়ে রথ মশানেতে যায়ে॥
অবতার[3] পাতিতে চাহে দানবের গণ।
হেনকালে পদ্মা কহে দশ ভুজা-স্থান॥

দেবীর জরতী বেশে মশানে গমন

পদ্মাবতী বোলে মাতা শুন দশভুজা।
আপনে স্থাপিয়া আছ সিংহলের রাজা॥
আমার বচন শুন জগতের মাও।
কোটোয়ালের স্থানে তুহ্মি ছিরা মাগি লও॥
পদ্মার বচন শুনি জগত-জননী।
সেবক তরাইতে হইল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণী॥
শিরের কেশ পাকিল বুড়ার দশন লড়ে বায়ে।
বদনে না স্ফুটে বাক্য ওষ্ঠে ঠেকি রয়ে॥
ভুরুর ভঙ্গিমা দেবীর পাকালে আখির ডিম।
গায়ের মাংস দড়ি দড়ি চক্র হইল গীম॥
ক্ষণে ক্ষণে যাইতে আছাড় খাইয়া পড়ে।
ক্ষণে মূর্চ্ছা ক্ষণে উঠে তাহা পরিহরি॥

[1] ছ—ভয়ানক বেশে। [2] ঘ—উর্দ্ধমুখ; ছ—তিন কোটি। [3] ছ—খগুড়া।

ধীরে ধীরে সারদা মশানের দিকে যায়ে।
কুবুদ্ধি লাগিল কোটোয়াল ডাকিয়া রহায়ে।।

পয়ার[১]

দেবী ও কোটাল

দেবী বোলে কোটোয়াল বচন প্রকাশি।
ব্রাহ্মণের কন্যা আমি ঘর বারাণসী।।
জনম অবধি আহ্মি করিয়ে ভ্রমণ।
নানা তীর্থ বেড়াই আহ্মি পুণ্যের কারণ।।
উদয়গিরি গিয়াছিলাম সূর্য্যের উদয়।
নীলাচল গিয়াছিলাম যথা মহাশয়।।
বড় ক্লেশে গিয়াছিলাম কৈলাস পর্ব্বতে।
মহাদেব দেখিলাম ভবানী সহিতে।।
কহিতে বাসম লজ্জা আপনার শিক্ষা।
হিঙ্গুলিয়া গিয়াছিলাম কামরূপ কামাখ্যা।।
গঙ্গাসাগরে যাইতে চিত্ত উতরোল।
এথাতে আসিল আহ্মি শুনি গণ্ডগোল।।
হেনকালে মশানেতে দেখিয়া সাধুর বালা।
ধীরে ধীরে ছিরার কাছে গেলেন কমলা।।
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হৈয়া শোভে।।

১ কোন কোন পুথিতে (ক, ছ) ইহার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত পদটি পাওয়া যায় :—

আর না রহিমু মুই কৈলাস দেশে।
ভক্ত বিনা অন্যের ঠাই আমার বসতি নাই পিতা যেন পুত্র পালে সে।।
মম নাম যেবা লয়ে মম নামে ভক্ত হয়ে সে নরের তুলনা দিতে নারি।
সেই সে আমারে-জানে আমি জানি সেই জনে জন্মে জন্মে তারে নাহি ছাড়ি।।
মহিমা বাড়াই যার আজ্ঞা সুখে পালি তার যথায়ে বোলে তথায়ে চলি যাই।
সুরভির কোলের বাচচা আমার এই মন ইচছা অনুক্ষণ তারে পাছে ধাই।।

রাগ ভূপালি

কোটালের নিকট শ্রীমন্তের প্রাণভিক্ষা

কোটোয়াল বড় পুণ্যবান।
ঘুচাইয়া কপট হাসি পিতা কর স্বর্গবাসী
শ্রীয়মন্তে মোরে দেঅ দান।।
বৃথা দেঅ দান উহার মাও খুলনা
বিধিমতে সেবিছে আমায়ে।
তাহান পুত্রের দুখ দেখিয়া বিদরে বুক
প্রাণ মোর হৃদয়ে স্থির নহে।।
শুন মোর সোনা বাপ না লইয় ব্রহ্মশাপ
ভিক্ষা মোরে দেঅ সাধুর বালা।
পুণ্য পথে দেঅ চিত বাড়িবা যে নিত নিত
সদয় হৈব কমলা।।

পয়ার

কোটাল-কর্ত্তৃক দেবীর অপমান

কোটোয়ালে বোলে শুন ব্রাহ্মণের ঝি।
তীর্থভ্রমণ কর সাধুর দায়[1] কি।।
সেনাগণে বোলে কোটোয়াল মনে ভাব কি।
অভিপ্রায় বুঝি এই লঙ্কার রাক্ষসী।।
কথা হোতে আইলা বুড়া ডাকিনীর চিন।
দৃষ্টিমাত্র আম্হরা হইলাম শক্তিহীন।।
মশান হোতে বাহির কর বুড়া একা।
বাক্যে না যায়ে যদি পাছে[2] মার ঢেকা।।

[1] খ, ঘ, ছ—কার্য্য। [2] ঘ—পৃষ্ঠে।

পাইকে ঠেকায়ে লই যায়ে সারদায়ে।
ওমা বুলি পড়ে বুড়া পদে উঝট খায়ে।।
দেবী বোলে কোটোয়াল দেখিলাম দেশ।
কাট নিয়া সাধুরে মোরে কেনে ক্লেশ।।

সারদার বাক্য শুনি কোটোয়ালে কহে।
বুড়ারে এড়িয়া তোরা আইস এথায়ে।।
কোটোয়ালে মোরে ডাইন বলিয়াছে।
পুনর্ব্বার ভবানী দাঁড়াইয়া ছিরার কাছে।।
দেবী বোলে ছিরার অঙ্গ হউক বজ্রলেপ।
কোটোয়ালের অস্ত্র তাতে না হউক প্রক্ষেপ।।
দেবী বোলে ছিরাই অবোধ ছাওয়াল।
মশান ছাড়িমু রাজার খাইমু কোটোয়াল।।
অন্তর্দ্ধান হৈল দুর্গা ছিরারে দেখিয়া।
মশানে শুনিবা কিছু কোটোয়াল লইয়া।।

দেবী-কর্ত্তৃক খড়্গের আঘাত হইতে শ্রীমন্তকে রক্ষা

হাতে ধরি শ্রীয়মন্ত আনিল তখনি।
মশানে আসিয়া বৈসে হৈয়া খড়্গপাণি।।
কাটিবারে লইয়া গেল মশান ভিতরে।
ছায়ারূপা হইয়া দুর্গা ছিরা লইল কোলে।।
ছিড় ছিড় বলি কোপ হানে কালু দণ্ড।
ছিরার অঙ্গে ঠেকি খড়্গা হইল খণ্ড খণ্ড।।

লোহার মহিষ ছিড়ম খড়্গের বাতাসে।
হেন খড়্গা ব্যর্থ গেল লোকে মোরে হাসে।।
পরামর্শ করি কোটোয়াল নহি ছাড়ে কাজ।
ডাব থাকি বাছি আনাইল খড়্গা-রাজ।।
ছিড় ছিড় বোলি কোপ হানে কালু দণ্ড।
ছিরার অঙ্গে ঠেকি খড়্গা হৈল খণ্ড খণ্ড।।
দ্বিজ মাধবানন্দে এহ রস গায়ে।
সদয় হইয়া ছিরা রাখে মহামায়ে।।

রাগ মায়ুর

রাজসৈন্য কর্ত্তৃক শ্রীমন্ত আক্রান্ত

রাজসৈন্য ক্রোধের[১] তরঙ্গে।
লোচন রুধির রূপে দশন অধরে চাপে
অস্ত্র হানে শ্রীমন্তের অঙ্গে॥
মত্ত মাতঙ্গ সবে ঘোর নাদ করে রবে[২]
ফুকারয়ে[৩] মাহুত সকল।
গণ্ডে অঙ্কুশ দিয়া তহু নহে আগু হৈয়া
সাধুরে দেখয়ে দাবানল॥
অঙ্কুশ ডাবুশ ভাঙ্গে অঙ্গে অস্ত্র নাহি লাগে
ধনুর্গুণ ছাড়ে লাখে লাখে।
উফারি কিরিচ পড়ে সঘনে চিৎকার করে
দেখি কোটাল পড়িল বিপাকে॥
দ্বিজ মাধবে বোলে দেবীপদ-কমলে
করযোড়ে করো পরিহারে।
কিঙ্করে ক্লেশযুতা দেখিয়া ত শৈল-সুতা
বারে বারে মশানে ফুকারে॥

পয়ার[৪]

দেবীর আজ্ঞায় দেবী-সেনার রণে অবতরণ

যেন মাত্র দানবে দুর্গার আজ্ঞা পায়ে।
একবল হৈয়া তবে মশানেতে যায়ে॥

[১] খ, ঙ—ক্রোধিত। [২] ঘ, ঙ—ঘোর ঘন ঘন রবে। [৩] ঘ ; ক, খ, ছ—ক্রোধে চলে।
[৪] ইহার পূর্ব্বে ছ-পুথিতে নিম্নলিখিত ত্রিপদী-পদটি আছে :

যুদ্ধে ভবানী চলে যুঝিবারে নৃপদলে
মার কাট সঘন ফুকারে।
সারদার আজ্ঞা পায়্যা অস্ত্রবাহন হইয়া
মাতৃগণে দশ দিকে বেড়ে॥
কমণ্ডলুর জল ভরি চারি মুখে বেদ পড়ি
চড়ি দেবী হংস-বিমানে।
রক্ত অম্বর পরি ব্রাহ্মণী রূপ ধরি
উড়ে দেবী বায়ু স্বাসবে॥

ঘোড়া হইয়া দানব ধায় উর্দ্ধমুখে।
ক্ষিতিতলে মারে ঠাট কামড়াইয়া বুকে ॥
ব্যস্ত হইয়া দানব উড়াইয়া চুলে।
পর্ব্বতে তুলিয়া মারে গুরুয়া পাছাড়ে ॥
যেই দিকে পলায়ে সৈন্য পাইয়া তরাস।
সেইদিকে মাতৃগণে করয়ে গরাস ॥

মার মার শব্দ শুনি কোটোয়ালে চিন্তে।
কথা হৈতে কার সৈন্য আইল আচম্বিতে ॥
কাট কাট করিয়া কোটালে করে রোল।
হেনকালে ঘোড়িয়া ক্ষেত্র[১] তার কাছে গেল ॥
ঘোড়ায়ে থাকিয়া পাড়ে ধরি দীঘল চুল।
নিজ দানব দিয়া লাঘব করাইল বহুল ॥

সসৈন্যে কোটাল নিহত

অনেক প্রহারে কোটাল ছাড়িল জীবন।
কালীক্ষেত্রে আনি মাথা কাটিল তখন ॥
সমস্ত কটক রাজার কাটিল পার্ব্বতী।
এক চরে এড়ি দিল জানাইতে ভূপতি ॥
এড়ান পাইয়া চর প্রাণ লইয়া যায়ে।
ভূপতির আগে গিয়া রণের কথা কহে ॥

রাগ কানড়া

চর কর্ত্তৃক রাজাকে সংবাদ দান

রাজা অবলা প্রবলা হইল রণে।
তোমার সৈন্য বধিল মশানে ॥

কাছলী বান্ধিয়া নারী করে লৈয়া তরবারি
উত্তম বিভূতি দিয়া অঙ্গে।
সেবক তরিতে আগে উড়ি গেলা বায়ুবেগে
যুথে যুথে শিবা করি সঙ্গে ॥ ইত্যাদি।

[১] —ঘোড়সওয়ার; ছ গৌরব ক্ষেত্র; খ, ঘ—গোরাইয়া। [২] ঘ—পাকে।

সাধুরে কাটিতে হুড়াহুড়ি।
হেনকালে আইল এক বুড়ী ॥
ভিক্ষা মাগে কোটোয়ালের ঠাই।
দান দেঅ কুমার ছিরাই ॥
তানে ক্রোধ হইল নিশিরায়ে।
ঢেকা মারি বাহির কৈলাম তায়ে ॥
বুড়া বোলয়ে কাট কাট।
মশানে বেড়িল রিপুঠাট ॥
সৈন্য সহিতে পড়ে নিশিপতি।
মুই আইলু পাই অব্যাহতি ॥
দ্বিজ মাধবে রস ভণে।
ক্রোধ হইল চরের বচনে ॥

রাগ মঙ্গল-মঞ্জরী[১]

রাজার রণ-সজ্জা

সাজ সাজ যুদ্ধমুখে ভূপতি সঘন ডাকে
রাজ্য সমেত পড়ে সাড়া।
যে অস্ত্র ধরিতে জানে চলহ রাজার স্থানে
ঘন ঘন বাজে সিঙ্গা কাড়া ॥
সাজিলেক রণ-চাপ রণসিংহ করে দাপ
চলি যায়ে রাজ-সৈন্যগণ।
সিন্ধুবিক্রমে ধায়ে সেনাগণ সব যায়ে
সিংহ যেন ছাড়ে কোপানল ॥
সাজিল সকল রাজ করিয়া আপনা সাজ
জাম্বুকিতে আনল ভেজায়ে।
দারু কাচলী করি তাপকেত গুলি ভরি
শব্দেত পৃথিবী কাঁপয়ে ॥
সাজিলেক ধনুর্দ্ধর চাপ-গুণে যুড়ি শর
ডাকিয়া কহিছে বারে বার।
যাই থাক স্থানে স্থানে জাগি থাক সর্ব্ব জনে
কেহ পাছে ভাঙ্গে পাটোয়ার ॥

১ —ছ।

সাজিলেক মহাশয় রিপুকুল করিতে ক্ষয়
ধরিবারে সাধুর নন্দন।
অশ্ব চলে প্রচুর গগনে লাগয়ে ধূর
লক্ষ লক্ষ চলে গজগণ॥

পয়ার

সাজো সাজো করি রাজা সভার দিকে চাহে।
দ্বারী প্রহরী পাইক সাজে সমুদায়ে॥
রণ গাজি সাজিলেক রণেরে পাগল।
প্রতি কোপে ছিড়ে রণে লোহার শিকল॥
রসিক মঙ্গল সাজে রাজার বাচার।
বিরোধ বাধাইতে দিছে এক হাতে তার॥
তিন লক্ষ সেনা লৈয়া সাজে নয়ন-সুখ[১]।
লীলায়ে টানয়ে তারা রাজার ধনুক॥
রাজার ভাই শুভঙ্কর সাজিল আপনি।
তান সঙ্গে তিন কোটি সৈন্যের সাজনি॥
স্বর্ণজড়িত শৃঙ্গ ললাটে দর্পণ।
মহিষ-পৃষ্ঠেত চড়ি যম-দরশন॥
দেবাই দুভাই সাজে দুই সহোদর।
তিন লক্ষ সেনা সাজে রাজার দোসর॥
বাহির হৈয়া সৈন্য ধায়ে উর্দ্ধ-মুখে।
কটকে গৃধিনী পক্ষী পড়ে লাখে লাখে॥
পর্ব্বতীয়া ঘোড়া চলে মন্দমন্দগতি।
মশানে যাইতে কান্দে অবিশ্রাম হাতী॥[২]
এথ অমঙ্গল দেখি ভয় নাই মনে।
মার কাট করি পাইক চলিল মশানে॥
মায়া করি নারায়ণী[৩] রৈল এক ধারে।
নৃপতির সৈন্য আইল মশান ভিতরে॥

[১] প্রাপ্ত পাঠ—সুক। [২] ইহার পর ছ, অতিরিক্ত—বাম বাহু বাম চক্ষু ঘন ঘন স্পন্দে। আপনার মুণ্ড কেহ নাহি দেখে স্কন্ধে॥
[৩] ঘ—উত্তর ঘিরিয়া; ছ—উত্তর না দিলা।

দেবী বোলে শুন পুত্র যক্ষ[১] দানব।
ভীমা মূর্ত্তি ধরি তোরা খাও রে মানব ।।
যেন মাত্র দানবে দুর্গার আজ্ঞা পায়ে।
একবল হইয়া সব মশানে বেড়য়ে ।।
দ্বিজ মাধবে গায়ে ভাবি মহামায়ে।
নিজ গণ লইয়া আপনি যুঝে মায়ে ।।

রাগ কানড়া

যুদ্ধ-বর্ণনা

যুদ্ধেত প্রচণ্ড মাতা ধরি অশেষ রূপ।
মশানেত দিলা হানা বধিবারে রাজসেনা
রুধিরে ভরিয়া দিল কূপ ।।
বারাহিণী রূপ ধরি সমর ভূমিত বৈরি
সেনাগণ ধায়ে বিদারিয়া।
মত্ত মাতঙ্গ ধরি যূথ ছিন্নভিন্ন করি
শুণ্ডে ধরি মারে আছাড়িয়া ।।
বিক্রমে গর্জ্জিত রিপুকুল নির্জ্জিত
যেন কোটি শমন হুঙ্কার।
দন্তের কড়মড়ি অতি ভীমা ভয়ঙ্করী
যেন দেখি বিজুলি সঞ্চার ।।
মত্ত মাতঙ্গ হাতী ধরিয়া রাখয়ে গতি
শুণ্ডে শুণ্ডে শিকলি বরিয়া।
সুমেরু শিখরে তুলিয়া আছাড়ে
ভূমিতলে এড়িল মারিয়া ।।
কোটি কোটি হয়বর সম্মুখে সঞ্চর
যোগিনীয়ে যোগায়ে যে পাশ।
চৌদিগে বেড়িয়া পেলিল কাটিয়া
সকল করিল বংশ নাশ ।।

১ ক—দৈত্য।

পয়ার

ভূত বেতালগণ ধাইয়া একযোগে।
নৃপসেনা বধিয়া করয়ে রক্তভোগে॥
মশানে পড়িল যদি রাজার অনুজ।
সকলে পড়িল রণে না করিল যুঝ॥
এড়ান পাইয়া চর প্রাণ লইয়া যায়ে।
ভূপতির আগে গিয়া রণের কথা কহে॥

পরাজিত হইয়া রাজার পলায়নের চেষ্টা ও মূর্চ্ছা

যেন মাত্র শুনে রাজা পড়িলেক ঠাট।
পলাইতে চাহে রাজা এড়ি রাজ্যপাট॥
পঞ্চ-পাত্রে বোলে রাজা পলাইবা কি।
মায়া পাতি যুদ্ধ করে হেমন্তের ঝি॥
পাত্রের বচন শুনি দণ্ডের ঈশ্বর।
গলায়ে অম্বর বাঁধি গেল মশান ভিতর॥
দ্বিজ মাধবানন্দে এহ রস গায়ে।
সৈন্য বধিয়া হরিষ মহামায়ে॥

রাগ বসন্ত

রুধির-স্রোতে দেবীর কমলে-কামিনী মূর্ত্তি-ধারণ

সৈন্য বধিয়া দেবী নাচন্তি মশানে।
জয় জয় করয়ে সকল মাতৃগণে॥
ভূত বেতাল তান ধরি গীত গায়ে।
নরমুণ্ডে যোগিনীরা মন্দিরা বাজায়ে॥
কোনখানে রুধিরে সৃজিলেক তরণী।
কৌতুকে বিহার করে ডাকিনী যোগিনী॥
সারিঙ্গা মন্দিরা পাক্‌খাজ করিলা বিলাস।
লড়ালড়ি দিয়া করে শব্দের প্রকাশ॥
রুধির ভিতর মাতা সৃজিলা কমল।
আপনে কুমারী হৈয়া ধরে করিবর॥

রাগ মালশী

আজু জগৎ জনে দুর্গা দেখ।
কোটি কোটি জনম সফল করি লেখ ॥
রত্ন-সিংহাসনে বৈঠল দেবী।
হেন লয়ে মোর মনে তুয়া পদ সেবি ॥

পয়ার

সিংহলরাজের দেবী-বন্দনা ও প্রতিশ্রুতি-দান

ক্ষণেক বেয়াজে রাজা পাইল চেতন।
যুগ-পাণি সারদারে করয়ে স্তবন ॥
দেবী বোলে শ্রবণ কর দণ্ড সুলক্ষণ।
জিয়াইয়া দিব আহ্মি তোহ্মার সৈন্যগণ ॥
কন্যা বিহা দেঅ সাধুরে দেঅ অর্দ্ধ রাজ্য।
আপনা ভালাই চাহ কর এই কার্য্য ॥
রাজা বোলে যেই আজ্ঞা কৈলা বেদমাতা।
সৈন্য জিয়াও সাধু করিমু জামাতা ॥
দেবী বোলে আর বাক্য শুন দণ্ডধরে।
কমল না দেখিলা তুমি কালীদহের জলে ॥

রাজার কমলে-কামিনী-দর্শন

কমল দেখহ তুহ্মি রুধির উপর।
ঘুচউক মনের ধন্ধ সাধুর উত্তর ॥
আপনা নয়নে দেখি দণ্ড সুলক্ষণ।
শ্রীমন্তেরে প্রশংসা করয়ে ঘন ঘন ॥
অমৃত নয়ানদৃষ্টি চণ্ডিকায়ে চাহে।
জিয়া উঠে রাজসৈন্য হাতে অস্ত্র ধায়ে ॥
কাটা হস্তপদ লাগে স্থানে স্থানে যোড়া।
লাখে লাখে জিঞি উঠে পর্ব্বতীয়া ঘোড়া ॥
কটক জিলেক রাজার দেখিয়া নয়ানে।
লক্ষ বলি দিয়া পূজা করিল মশানে ॥

দেবী বোলে অবোধ ছিরা শুন কহি কথা।
অনেক দিবস সাধু হইছে অন্যথা ।।
শ্রীয়মন্তে বোলে মাতা সকলি আহ্মি জানি।
যন্ত্রণা দিয়াছ বাপে না মারিয় প্রাণী ।।
দেবী বোলে শ্রীয়মন্ত বলি রে তোহ্মারে।
তোর বাপ বন্দী আছে কারাগার-ঘরে ।।
এতেক কহিয়া দেবী হৈলা অন্তর্দ্ধান।
কারাগার-ঘরে সাধু করিল প্রয়াণ ।।
যুগ-পাণি সদাগর নৃপস্থানে কহে।
কারাগার-ঘর দান দেঅ মহাশয়ে ।।
রাজা বোলে বাপু আমার সম্পত্তি যথেক।
তোহ্মারে দিলাম আহ্মি তাহান অর্দ্ধেক ।।

পিতা-পুত্রে মিলন

এথেক জানিয়া সাধু করিলা গমন।
কারাগার-দ্বারে গিয়া দিল দরশন ।।
কারাগারে বন্দিয়া চোর ভাগে ভাগ।[১]
অবশেষে পাইল গিয়া বাপের যে লাগ ।।
শ্রীয়মন্তে বোলে তুহ্মি কোন জন হও।
নিশ্চয় করিয়া মোরে পরিচয় দেও ।।

উজানী নগর ঘর সাধু ধনপতি।
পাটনে চলিয়া আইলুঁ রাজার আরথি ।।
দৈবহেতু কমল দেখিলু কালীদহে।
তত্ব জানিয়া মুঞি জানাইলু রাজায়ে ।।
কাণ্ডারে না দিল সাক্ষী রাজার গোচর।
বার বৎসর বন্দী আছি কারাঘর ।।
রাত্রিদিন পোড়ে মন দুই ভার্য্যার তরে।
না জানি কি হৈল তথা উজানী নগরে ।।

তত্ব সহিতে কথা শুনিয়া ছিরাই।
মায়ে-দিহা পত্রখান দিল বাপের ঠাই ।।

১ ছ—বন্দী ছিল যত জন ছাড়ে ভাগে ভাগ।

পত্রখান পড়ি সাধুর তিতে[১] সর্ব্ব অঙ্গ।
নয়ানে গলয়ে জল বহয়ে তরঙ্গ ॥
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হৈয়া শোভে ॥

রাগ সুহি

কহ কহ রাজার জামাই কহ সত্য বাণী।
উজানী নগরে কেমন প্রকারে
পাইলা এই পত্রখানি ॥
প্রাণের খুলনা রামা আমার প্রাণের সমা
যবে পঞ্চমাস গর্ভ ধরে।
ভূপতির আজ্ঞা পাইয়া এই পত্র তানে দিয়া
মুই আইলুঁ সিংহল নগরে ॥
বাহিলুম সিন্ধুর বাক জোয়ারে করিয়া আগ
দৃষ্টি করিয়া কলানিধি।
আসি কালীদহের জলে কন্যা দেখম কমলে
এথ দুঃখ দিল দারুণ[২] বিধি ॥
বার বৎসরের কথা কি হৈল না জানি তথা
উজানী নগরের তরে।
নাহি মোর বাপ ভাই জাতির রক্ষক নাই
ঘরে মাত্র দুইটি ভার্য্যা সবে ॥
বাক্যের জানিয়া অন্ত বোলে বাণী শ্রীয়মন্ত
পরিহর মনের সন্তাপ।
পরিহাস বাক্য নহে আহ্মি তোমার তনয়ে
তুহ্মি মোর জন্মদাতা বাপ ॥

পয়ার

ধনপতি বোলে বাপু কহ দেশের কথা।
কুশলে নি আছে তোমার জননী বিমাতা ॥

[১] খ, ঙ; ক—পোড়ে; ছ—পুলকিত। [২] খ—আমারে বিমুখ হইল।

শ্রীয়মন্তে বোলে ভাল আছে[১] সর্ব্ব জন।
তোমা ঠাঞি আম্নি এক করি নিবেদন॥[২]
মশানভূমিতে আজ্ঞা কৈল বেদমাতা।
বিবাহ করিতে আম্না রাজার দুহিতা॥

বিবাহে ধনপতির আপত্তি

ধনপতি বোলে বাপু খল এই রাজ্য।
এহার কন্যা বিহা করা বড়হি অকার্য্য॥
শ্রীয়মন্তে বোলে মোর বিহার নাঞি সাধ।
সঙ্কটে পড়িছি[৩] পাছে ঠেকিব প্রমাদ॥

অঙ্গ পরিষ্কার পিতার করিল তখন।
স্নান করি পহ্নাইল উত্তম বসন॥
শিবপূজা করি সাধু করিল ভোজন।
পুত্রেরে লইয়া কোলে বসিল তখন॥
বিবাহ উৎসব রাজা করে দিব্য স্থানে।
দিব্য দোলা পাঠাইল সাধুর কারণে॥

শ্রীমন্তের বিবাহ

দোলায়ে চড়িয়া দোহে করিল গমন।
ভূপতির বিদ্যমানে দিল দরশন॥
ধনপতি দেখি রাজা বোলে নীচ বোল।
আমার অযোগ্য[৪] কিছু না লইয় সদাগর॥
ধনপতি বোলে রাজা নাহি করি রোষ।
যথ কিছু হইল মোর পাপ-কর্ম্ম-দোষ॥
ঢাক ঢোল বাহে রাজার মৃদঙ্গের লেখা নাই।
শতে শতে বাজে রাজার পিতলি সানাই॥[৫]
আহিগণ সাজি আইল বিজলির ছটা।
তিলক শোভিছে ভালে চন্দনের ফোটা॥
নানাবিধ বাদ্য বাজে হরষিত মন।
জয়ধ্বনি দিয়া কৈল মুকুট-বন্ধন॥

[১] ঘ—আছি।

[২] খ, গ, ঘ, ঙ—এই সকল পুথিতে ধনপতির স্নানাহারের পর শ্রীমন্ত কর্ত্তৃক বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন—"স্নান ভোজন করি আগে শান্ত হও তুমি"—ইত্যাদি।

[৩] ঘ—সিংহলে রহিলে। [৪] খ—অন্যায়; ছ—অপরাধ। [৫] এই ৮ পঙ্ক্তি—খ, ঘ, ঙ, ছ।

শ্রীমন্তেরে ধরিয়া তুলিল অষ্ট জন।
সুশীলারে বাহির কৈল যথ বন্ধুগণ॥
সম্প্রদানের মন্ত্র রাজা উচচারে বদনে।
দানের সজ্জা নিয়া থুইল বিদ্যমানে॥
মন্ত্র পড়িয়া কৈল স্বস্তিবাচন।
সুশীলা কন্যারে দিল অর্দ্ধরাজ্য ধন॥
ধবল চামর দিল বিচিত্র পাটন।
নানা অলঙ্কার দিল রজত-কাঞ্চন॥
মদমত্ত হস্তী তারে দিল একশত।
দুই শত হস্তী দিল বৎসসহিত॥
সুশীলা-সেবনহেতু পরম রূপসী।
রত্নে বিভূষিত দিল দুই শত দাসী॥

দম্পতি-গৃহেতে গেল সাধুর নন্দন।
রসই মন্দিরে দুহে করিল ভোজন॥
সেই নিশি বঞ্চে সাধু রমণীর সঙ্গে।
প্রভাত সময়ে উঠে শুচি হৈয়া অঙ্গে॥
নিত্য ভোগ উপভোগে পাসরিলা দেশ।
জননী বিমাতা কারো না করে উদ্দেশ॥

শ্রীমন্তের স্বপ্ন-দর্শন

শ্রীয়মন্তে ছলিতে দেবী খুলনা রূপ ধরে।
স্বপন কহেন তান বসিয়া শিয়রে॥
উঠ উঠ ছিরাই সত্বরে তোল গা।
আমি স্বপ্ন কহি তোরে মাতা খুলনা॥
যথ ধন বিত্ত ছিল লৈ গেল রাজন।
স্থানান্তরে গেল তোর দাসদাসীগণ॥
তবে যদি ভালাই দেখিবা তোর মাও।
বিদায় হৈয়া শীঘ্র নৌকায়ে তোল গা॥
কৈলাস পর্ব্বতে গেলা হইয়া হরষিত।
দ্বিজ মাধবে গায়ে সারদা-চরিত॥*

* ইতি সোমবার রাত্রি-পালা সমাপ্ত।

ষোড়শ পালা

প্রত্যাবর্ত্তন

রাগ আহির

মাতৃভক্ত শ্রীমন্ত

স্বপ্ন দেখিয়া সাধু পাইল চেতন।
শয্যার উপরে বসি করয়ে ক্রন্দন॥
উঠ উঠ অয়ে প্রিয়া রাজার নন্দিনী।
নিশি অবসানে আমি দেখিলু জননী॥
আমার সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা থাকয়ে তোমায়ে।
তোমার বাপের স্থানে হও তো বিদায়ে॥

কেনে প্রাণনাথ ছাড়ি যাইতে চাহ আমা।
কেমতে রহিব আহ্মি চিত্তে দিয়া ক্ষমা॥
মদন আক্ষটি তাতে না করে বিচার।
তোহ্মারে কি দোষ দিব দৈব আপনার॥[১]
জননী বিমাতা মোর রৈল নিজ দেশে।
তোহ্মা প্রেমে রৈলে আমি হাসিবেক লোকে॥
এথেক বোলিয়া সাধু রহিলা তখন।
দ্বিজ মাধবে তথি প্রণতি রচন॥

বারমাস

সুশীলার বারমাসী

প্রাণনাথ প্রাণনাথ না ছাড়িয় দয়া।
সিংহল রাজ্য মা বাপের মায়া॥ ধু।

[১] এই ৪ পঙ্‌ক্তি—খ, ঘ, ছ।

অঘ্রাণে গহন নিশি হেমন্তের কাল।
দূরদেশে যাইবা প্রভু না দেখিয়ে ভাল॥
আহ্মি রাজকন্যা প্রভু বিহা কৈলে সাধে।
এড়িয়া যাইতে চাহ কোন অপরাধে॥
নিষেধিলু প্রাণনাথ না যাইয় দেশে।
আনাইমু তোমার মাও প্রকার-বিশেষে॥

পৌষে প্রবল শীত হিম পড়ে বেশ।
হেনকালে প্রাণনাথ যাইতে চাহ দেশ॥
বিচিত্র খট্টেত প্রভু নওবার যে[1] তুলি।
নিদ্রা যাইবা সুখে আহ্মা করি কেলি॥
যদি প্রাণনাথ তুহ্মি যাঅ দূর দেশে।
গলায়ে কাটারি দিয়া মরিমু বিশেষে॥

মাঘে মুগধি মুঞি শয়ন-মন্দিরে।
আহ্মি ত না জানি প্রভু ছাড়ি যাইবা মোরে॥
মিষ্ট অন্ন জল দিয়া করাইমু ভোজন।
বিচিত্র শয্যাত[2] প্রভু করাইমু শয়ন॥
দীঘল যামিনী অতি তিমির সঘন।
তোহ্মার বিহনে[3] প্রভু তেজিমু জীবন॥

ফাল্‌গুন মাসেতে পুষ্প ফুটে বৃন্দাবনে।
ফুটিল মাধবীলতা পলাশ-কাঞ্চনে॥
দক্ষিণ পবনে আর কোকিলার নাদে।
কেমতে ধরাইমু চিত্তে তোহ্মার বিচ্ছেদে॥
এমত সময়ে যদি আহ্মা যাঅ এড়ি।
নিশ্চয়ে মরিমু আহ্মি গলে দিয়া দড়ি॥

চৈত্রে বাপেরে কহি করাইমু রাজা।
মিলাইমু সকল দেশ আর যথ প্রজা॥
তুহ্মি পাটেশ্বর হৈবা আহ্মি পাটেশ্বরী।
দিন কথ রহ প্রভু সঙ্গে লইয়া নারী॥

[1] ঘ; ক—তথি বার। [2] ঘ, ছ—মন্দিরে। [3] খ, গ, ঘ; ক—বিহীনে।

না যাইয় না যাইয় দেশে সাধুর নন্দন।
তিলমাত্র না দেখিলে না রহে জীবন॥

বৈশাখে বিষম সুখ মলয়ার বাও।
প্রভাত-সময়ে শুন কোকিলার রাও॥
ফুলের ভূষণ দিমু ফুলের আভরণ।
পুষ্পের শয্যাতে প্রভু করাইমু শয়ন॥
এমত সময়ে যদি আহ্মা যাঅ এড়ি।
নিশ্চয়ে মরিমু আহ্মি গলায়ে দিয়া দড়ি॥

জ্যৈষ্ঠে করিমু কেলি মদনমন্দিরে।
সর্ব্বাঙ্গ লেপিয়া দিমু গন্ধ পরিমলে॥
অগুরু চন্দন দিমু কস্তুরী ভূষণ।
শ্বেত চামরে আহ্মি করিমু পবন॥
এ নব যৌবনকালে সুখের সময়।
এড়িয়া যাইতে বোল নিদয়-হৃদয়॥

আষাঢ়ে অধিক মেহু সমুদ্র উথলে।
দূর দেশে যাইবা বোল বরিষার কালে॥
দিক্ বিদিক্ নাঞি আকাশ-মণ্ডলে।
কল্লোল হিল্লোল করে সাগরের জলে॥
হেনকালে প্রাণনাথ যাইতে চাহ নায়ে।
কি করিব রাজ্যপাটে কি করিব মায়ে॥

শ্রাবণে গলিত মেহু উদিত আকাশে।
টলমল করে পদ্ম ভ্রমর-পরশে॥
অবিরত বায়ু-মেহু সমুদ্র গহন।
এই মাস না যাইয় করোঁ নিবেদন॥
যদিবা যাইতে চাহ আপনার দেশে।
বিদায় হইয়া যাইমু বরিষার শেষে॥

কাকেও না ছাড়ে বাসা কাল ভাদ্র মাসে।
হেনকালে যাইতে চাহ দূর পরদেশে॥

কিরূপে বঞ্চিমু মুঞি অভাগিনী নারী।
রান্ধিয়া যোগাইমু অন্ন নেঅ সঙ্গে করি।।
কিবা বাপ মাও মোর নগর সিংহল।
তোমার বিহনে প্রভু সকল বিফল।।

আশ্বিনে অম্বিকা দেবী করি আরাধন।
রত্ন-মন্দিরে ঘট স্থাপি করিমু পূজন।।
এহা থুন অধিক আর কি আছে বিশেষ।
সুখের সময়ে প্রভু না যাঅ দূর দেশ।।
সিংহলে আইলা প্রভু ছাড়িয়া জননী।
বড় পুণ্যফলে তোহ্মা রাখিল ভবানী।।

গিরি-সুতা-সুত মাসে হরির উত্থানে।
যাইবা আপন দেশে হরষিত মনে।।
দ্বিজ মাধবে গায়ে গৌরীর চরণে।
সুশীলায়ে যথ কহে সাধু নাহি শুনে।।

পয়ার

প্রত্যাবর্ত্তনে বাধা

দুঃখিত হইয়া রামা করিল গমন।
জননীর বিদ্যমানে দিল দরশন।।
মায়ের আগে দাড়াঞি সুশীলা কহে কথা।
দেশেতে যাইতে চাহে তোমার জামাতা।।
দুঃখিত হইল রামা কন্যার যে ভাষে।
মনুষ্য পাঠাইয়া রামা আনাইল বিশেষে।।
অথান্তরে কহে কথা শুনহে জামাই।
এথ উগ্র হও কেনে যাইতে মায়ের ঠাই।
শ্রীয়মন্তে বোলে মাও মরিবেন শোকে।
তবে ত বিনাশ ধর্ম্ম কি বোলিবে লোকে।।
রাণী বোলে শ্রীয়মন্ত উজানীয়া শঠ।
বালা নিতে চাহ মোর করি ছটফট।।

শ্রীয়মন্তে বোলে তোমার দুষ্ট প্রজাগণ।[১]
ধনবিত্ত নিয়া চাহে বধিতে জীবন॥

এথেক বোলিয়া সাধু করিল গমন।
ভূপতির বিদ্যমানে দিল দরশন॥
ভূপতিরে বোলে সাধু হইয়া নিঃশঙ্ক।
তোমার দেশে আসি হইল গোত্রের কলঙ্ক॥

রাগ পঠমঞ্জরী[২]

ভূপতিরে কহে যুগ-পাণি।
জনক-অনুসার-কার্য্যে আইলু তোমার রাজ্যে
আজ্ঞা দেঅ দেখিতে জননী॥
যখনে উঠিলু নায়ে তটে দাঁড়াইয়া মায়ে
সাক্ষী কৈল গাইতরের আগে।
সিংহলে যাইতে শেষে ছিরা লৈয় আশে পাশে
নহে ওহার মাতৃবধ লাগে॥
ভূপতি বোলেন বাপ ঘুচাও সন্তাপ
সিংহলেতে স্থির হও তুম্হি।
উজানী নগরে পাঠাইব রায়বারে
আনাইব তোম্হার জননী॥
দাঁড়াইয়া রাজার পাশে কহে সাধু গলবাসে
এ তোমার উচিত ধর্ম্ম নহে।
দ্বিজ মাধবে বোলে দেবীপদ-কমলে
যাব দেশে মোর প্রাণ দহে॥

পয়ার

স্বদেশ-যাত্রা

সাধুর গমন রাজা নিশ্চয়ে জানিয়া।
বিদায় দিলেন তানে বহু রত্ন দিয়া॥

[১] খ, ঘ, ছ—আম্হারা হইলাম দুষ্ট তোম্হারা সুজন। [২] এই পদটি ক-পুথিতে নাই।

অষ্ট ডিঙ্গা পূরণ আজ্ঞা দিলেন তখন।
ক্রমে ক্রমে অষ্ট ডিঙ্গা কৈল পূরণ॥
মধুকর নায়ে সাধু জনকেরে তোলে।
আপনে রৈঘরে বৈসে ভার্য্যা লইয়া কোলে॥
রত্নমালার ঘাটে আইল রাজা-রাণী।
বিস্তর কাঁদিল তারা দেখিয়া মেলানি॥
জয় জয় নাদে চলে গাইতরের ঠাট।
তোলা দাঁড়ে বাহি[১] যায়ে রত্নমালার ঘাট॥
বিষম সমুদ্র সাধু বাহিল নিঃশঙ্ক।
শঙ্খ-দহে গিয়া সাধু নায়ে ভরে শঙ্খ॥
কড়ি-দহে কড়ি ভরে লঙ্কার যে পাশে।
সেতুবন্ধ বাহি গেল রামেশ্বর কাছে॥

দেবী হারাধন পুনঃপ্রাপ্তির দেবতা

মকরাতে গিয়া সাধু পুত্রের তরে কহে।
বাও-বৃষ্টিয়ে ডিঙ্গা ডুবাইছে এথায়ে॥

জনকের বাক্য শুনি সাধুর নন্দন।
কূলেত উঠিয়া করে দুর্গার স্তবন॥
হেলা না করিলা মাতা শ্রীমন্তের কাজ।
ডিঙ্গা তুলিতে মাতা পাঠাইল বিঘ্নরাজ॥
অনেক আদরে তবে তোলে[২] গণপতি।
মকরাতে ভাসে ডিঙ্গা গাইতর সংহতি॥
শ্রীয়মন্তে বোলে তোরা বাজাও কাড়া সিঙ্গা।
মকরাতে ভাসে দেখ পিতার ছয় ডিঙ্গা॥

জয় জয় শব্দ উঠে গাইতরের ভাগে।
তোলা দাঁড়ে বাহি যায়ে মকরার বাঁকে॥
চৌদ্দগ্রাম বাহি যায়ে সাধুর নন্দন।
চিত্রপুর বাঁকে সাধু দিলা দরশন॥
সাত বাজনিয়া বাজনে দিল ঘা।
রৈঘরে থাকিয়া সাধু বোলে বাহবা॥

[১] খ, ঘ, ঙ—ত্বরায়ে। [২] ঘ—রাখে।

তাহার মেলানে বাহে দাঁড়ে দিয়া ভর।
ত্রিবেণীতে উত্তরিল চৌদ্দ মধুকর॥
সপ্তগ্রাম বাহি চলে সাধুর নন্দন।
ভ্রমরার ঘাটে আসি দিল দরশন॥
ভ্রমরাতে রহিল তবে সাধু দুই জন।
সম্বাদ জানাইতে কাণ্ডার পাঠায়ে তখন॥*

কাণ্ডার ও খুলনা

নৌকা হোতে উঠি কাণ্ডার করিল গমন।
খুলনার বিদ্যমানে দিল দরশন॥
অশ্রুমুখী হইয়া কহে কাণ্ডারের ঠাই।
কথায়ে এড়িয়া আইলা কুমার ছিরাই॥
তোমার হাতে পুত্র মুঞি কৈলু সমর্পণা।
তবে সে আইলা ঘরে অভাগী খুলনা॥

কাণ্ডারিয়া বোলে মাও গর্জ[১] অনুচিত।
দেশেতে আইল সাধু তনয় সহিত॥
অষ্টদূর্ব্বা-তণ্ডুল দিয়া কৈলা আশীর্ব্বাদ।
হেলায়ে তরিলা সাধু অনেক প্রমাদ॥
রাজা দিল কন্যা-দান পরম সাদরে।
চৌদ্দ ডিঙ্গা লইয়া সাধু আসিল দেশেরে॥
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হৈয়া শোভে॥[২]

পয়ার

ভ্রমরার ঘাট

কাণ্ডারে দিলা রামা যোগ্য বিভূষিত।
ভ্রমরার ঘাটে আইল সতিনী সহিত॥

* ক পুথির পরবর্ত্তী অংশটুকু পাওয়া যায় নাই। সেজন্য অবশিষ্ট অংশ প্রধানতঃ খ পুথি হইতে গৃহীত হইল।

[১] ঘ; খ—গঞ্জনা।

[২] ইহার পর খ-পুথিতে সৈয়দ মর্ত্তুজার ভণিতাযুক্ত একটি বিষ্ণুপদ আছে।

আইগণ লইয়া দুবা যায়ে পাছে পাছে।
সত্বরে দাণ্ডাইল গিয়া শ্রীমন্তের কাছে॥
মায়েরে দেখিয়া ছিরা কূলে তোলে গা।
প্রদক্ষিণ করিয়া বন্দিল সৎমা॥
অবশেষে বন্দিলেক মায়ের চরণে।
সানন্দিত হইয়া চুম্ব দিলেক বদনে॥
লহনা খুলনা তবে হরিষ প্রবন্ধে।
প্রণাম করিল পতির চরণারবিন্দে॥
ধনপতি বোলে লহনা খুলনা।
পুত্রবধূ ঘরে নেঅ করি নির্ম্মঞ্ছনা॥
চৌদ্দ ডিঙ্গার ধনে রামার ভাণ্ডার ভরিল।
পুত্র সহিতে সাধু নৃপস্থানে গেল॥

রাজ-সম্ভাষণে গমন

তিনবার ভূপতিরে করিল প্রণতি।
পরম সাদরে রাজা করিল পীরিতি॥
ভূপতিয়ে বোলে শুন সাধুর নন্দন।
পাটনে বিলম্ব তোমার হইল কি কারণ॥

দৈবহেতু কমল দেখিলু কালীদয়ে।
তত্ত্ব না জানিয়া জানাইলু নৃপরায়ে॥
কাণ্ডারে না দিল সাক্ষী রাজার গোচর।
বার বৎসর বন্দী আছিলাম কারাঘর॥
কি কহিমু মহারাজ তোমার গোচরে।
শ্রীয়মন্তে পুত্রে ছোড়াইল আমারে॥
রাজা দিল কন্যা-দান পরম সাদরে।
চৌদ্দ ডিঙ্গা লইয়া রাজা আইলু দেশেরে॥

ভূপতিয়ে বোলে শুন পঞ্চ-পাত্রগণ।
কোন দানে তুষ্ট হয়ে সাধুর নন্দন॥
পঞ্চ-পাত্রে বোলে রাজা ছিরারে কর দয়া।
জামাতা করহ সাধু কন্যা বিহা দিয়া॥
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হৈয়া শোভে॥

পয়ার

বিক্রমকেশরীর কন্যাসহ শ্রীমন্তের বিবাহ

পুষ্প-চন্দন দিয়া সভার গোচরে।
বিবাহ উদ্যোগ রাজা করে থরে থরে ॥
বিদায়ে হইয়া গেল সাধু আপনা ভবন।
সুশীলারে কহে গিয়া সকল বিবরণ ॥
শ্রীয়মন্তে বোলে প্রিয়া সুশীলা রূপসী।
জয়ারে করিলে বিহা হইবে তোমার দাসী ॥

সুশীলায়ে বোলে প্রভু বচন অনিত্য।
রাজকন্যা হৈয়া কেন খাটিব দাসীত্ব ॥
স্ত্রী সঙ্গে আছে সাধু কথোপকথনে।
দিব্য দোলা পাঠাইয়া রাজা দিল ততক্ষণে ॥
দোলায়ে চড়িয়া সাধু করিল গমন।
ভূপতির বিদ্যমানে দিল দরশন ॥

ঢাক ঢোল বাহে রাজা মৃদঙ্গ লেখা নাই।
শতে শতে বাজে রাজার পিতলি সানাই ॥
নানা বাদ্য বাজে রাজার হরষিত মন।
জয়-কার দিয়া কৈল মুকুট-বন্ধন ॥
শ্রীয়মন্তে ধরি তোলে চান্দোয়ার তলে।
রাজকন্যা বাহির করিল চতুর্দ্দোলে ॥
সম্প্রদানের মন্ত্র রাজা উচচারে বদনে।
দানের সজ্জা আনি দিল সভার বিদ্যমানে ॥
সুরঙ্গ চামর দিল বিচিত্র পাটন।
নানা অলঙ্কার দিল রজত-কাঞ্চন ॥
মদমত্ত হস্তী রাজা দিল চারিশত।
দুইশত ধেনু দিল বৎস-সহিত ॥
জয়ার সেবন-হেতু পরম রূপসী।
রত্নে ভূষিত দিল দুই শত দাসী ॥
দম্পতী গৃহের মাঝে গেল দুই জন।
রসই মন্দিরে দুহে করিল ভোজন ॥

সরসে ভোজন করিলা মন-সুখে।
আচমন করিয়া তাম্বূল দিল মুখে॥
শয়ন-মন্দিরে সাধু দিল দরশন।
জয়াকার দিয়া দোহে করিলা শয়ন॥
সেই নিশি বঞ্চে সাধু রমণীর সঙ্গে।
প্রভাত সময়ে উঠে শুচি হইয়া অঙ্গে॥
শ্বশুর শাশুড়ী স্থানে মাগিয়া মেলানি।
আপনার পুরে চলি আইলা আপনি॥
ভট্ট-বিপ্র সদাগরে কৈল সম্বর্দ্ধনা।
ধনপতির ব্যাধি দেখি ব্যাকুল খুলনা॥
খুলনায়ে বোলে বাক্য শুন সদাগর।
দুর্গাপূজা কর সুস্থ হইব কলেবর॥

ধনপতির দেবী-পজায় সম্মতি ও দেবীর কৃপায় রোগ-মুক্তি

ধনপতি বোলে মোর ব্যাধি যদি খণ্ডে।
শিবের ঘরিণী মুই পূজিমু এই দণ্ডে॥
এথেক শুনিয়া তবে খুলনা যুবতী।
স্নান করিয়া রামা পূজয়ে পার্ব্বতী॥
অঙ্গ-শুচি হৈয়া রামা করয়ে দেবার্চ্চা।
সাক্ষাতে হইল তান দেবী দশভুজা॥
দুর্গারে দেখিয়া রামা করিলা প্রণাম।
উঠ উঠ বোলে দেবী লইয়া তান নাম॥
দেবী বোলে দাসী তুমি না কর প্রবন্ধ।
ঘুচাইতে নারিমু মুই সাধুর চক্ষু অন্ধ॥
অবনী লোটাইয়া রামা কহে যুগপাণি।
তবে কেন নাম ধর পতিত-পাবনী॥
খুলনার বাক্যে দয়া হইল সারদায়ে।
পদ্ম-হস্ত বুলাইল ধনপতির গায়ে॥
পায়ের স্থূল ঘুচিল চক্ষুর ঘুচে ছানি।
গন্ধর্ব্ব জিনিয়া রূপ হইল তখনি॥
আপনা নয়ানে সাধু দেখে দশভুজা।
নানাবিধ সজ্জা আনে করিবারে পূজা॥

স্বর্গে প্রত্যাবর্ত্তন

ধনপতির পূজা লইয়া খুলনারে বোলে।
পুত্রবধূ লইয়া চল কৈলাসশিখরে॥
শ্রীয়মন্তে বোলে শুন জগতের মাতা।
জনক লইমু সঙ্গে জননী বিমাতা॥

দেবী বোলে ছিরা তুমি বোল অকারণে।
আমার ঘট ঠেলিয়াছে লহনার বচনে॥
অবনী লোটাইয়া সাধু কহে যুগপাণি।
তবে কেন নাম ধর পতিত-পাবনী॥
তোমার জঠরে যত, ত্রিভুবনে ঘোষে।
মায়ে পুত্রে নাহি বধে পদাঘাত দোষে॥
শ্রীমন্তের বাক্যে দয়া হইল সারদায়ে।
হাতে ধরি রথে তুলিলা মহামায়ে॥
আপনে চলিলা মাতা চড়িয়া বিমান।
শ্রীমন্তের রথখান যায়ে আগুয়ান॥
যমদ্বার দিয়ারে দুর্গার রথ যায়ে।
পন্থে নর দেখি তত্ব জানায়ে নৃপরায়ে॥

যমের সহিত দেবীর বিরোধ ও মায়া-যম সৃষ্টি

অতি ক্রোধে ডাকি বোলে দূত কালানল।
নর কাড়ি আনিতে আপনে সাজি চল॥
মুদ্গর মুষল লৈয়া চামের যে দড়ি।
সমর করিতে দূত যায়ে লড়ালড়ি॥
মৈষ-বাহনে চড়ি আইসে ধর্ম্মরায়ে।
আর এক যম মাতা সৃজিল লীলায়ে॥
যমের বাহন আর যথ সেনাপতি।
মায়া-যম করি তানে দিলেক বিভূতি॥

যম বোলেন দুর্গা বোলিরে তোমারে।
আহ্মার নর লইয়া যাও কোন অহঙ্কারে॥
প্রাণবন্ত যথ জন জন্মিয়াছে ভবে।
এহার উপর অধিকারী হই আমি সবে॥

মায়া-যম বোলে যম মরিতে আইলা যে।
দুর্গার সেবকের উপর অধিকারী কে॥
বারে বারে বোল যদি না মান প্রবোধ।
কালুদণ্ড দিয়া তোর চিরিবাম গোদ॥

এথেক শুনিয়া যম নহি বিমরিষে।
একাকী চলিল যম চড়িয়া মহিষে॥
কালুদণ্ড দিয়া তোরে করিমু খানি খানি।
তাহা শুনিয়া যম রুষিলা আপনি॥
মায়া-যমে রণে দেবতা নাহি আটে।
গন্ধর্ব্ব-অস্ত্রে যমের সকল সেনা কাটে॥
দুর্গার প্রসাদে সেই রণের জানে সন্ধি।
নাগপাশে ধর্ম্মরাজার মহিষ কৈল বন্দী॥
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হৈয়া শোভে॥

পয়ার

পরাজিত যম ও ব্রহ্মা

দেবী-মাহাত্ম্য

একাকী চলিলা যম করিয়া রোদন।
ব্রহ্মার সদনে গিয়া দিল দরশন॥
যমে বোলে আর বিষয়ের[১] কার্য্য কি।
নর আনিতে লাঘব করে হেমন্তের ঝি॥
যমের করুণা যদি পড়ি গেল সীমা।
কহিতে লাগিল ব্রহ্মা দুর্গার মহিমা॥

জগৎ মণ্ডলে দুর্গা মায়াপতিরূপে।
আমি হেন কোটি ব্রহ্মা স্বজিল লোমকূপে॥
হেন দুর্গার সনে তুমি করিতে চাহ রণ।
ভাগ্যবলে যম তোর রহিল জীবন॥
ব্রহ্মার বচনে যম ক্রোধ করি সাম[২]।
দুর্গার গোচরে গিয়া করিল প্রণাম॥

১ ঘ—বিষের।

২ ম; খ, ছ—ক্রোধে দিল খাম।

অবনী লোটাইয়া যম কহে যুগপাণি।
অপরাধ ক্ষম মোর জগত-জননী।।
যমের বচনে দয়া হৈল সারদায়ে।
পদ্মহস্ত বুলাইল ধর্ম্মরাজার গায়ে।।
সদয় হইয়া তার জিয়াইল কটক।
হরষিতে নিজ পুরে চলিলা অন্তক।।

লহনা খুলনা আর সাধু ধনপতি।
তিন জন লইয়া গেল দেব পশুপতি।।
সুশীলা জয়া আর সাধু শ্রীয়পতি।
তিন জন লইয়া গেল দেবী পার্ব্বতী।।
ইন্দু-বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত।
দ্বিজ মাধবে গায়ে সারদা-চরিত।।
জনমে জনমে দুর্গা তুয়া গুণ গাই।
অন্তকালে ভবানী চরণে দিয় ঠাই।।
রাম রাম রাম রাম রাম গুণ গাম।
চণ্ডিকার চরণে মোর সহস্র প্রণাম।।*

সমাপ্ত

* ইতি অষ্টমঙ্গলার অষ্টম দিবসীয় দিবা-রাত্র পালা সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট

[বিভিন্ন পুথি হইতে প্রাপ্ত কয়েকটি নূতন পদ*]

১

রহাঅ রহাঅ নদীয়ার লোক
বৈরাগে চলিলা দ্বিজ-মণি।
কেমতে ধরাইব প্রাণ শচী ঠাকুরাণী॥
আগম পুরাণ পোথা লইয়া বাম করে।
করঙ্গ বান্ধিল গোরা কটির উপরে॥
নিজ পুর হোতে গোরা নদী-তীরে যায়ে।
আউলাইয়া মাথার কেশ শচী পাছে ধায়ে॥ (পৃঃ ২২৯)

২

কি বা করি কেনে মরি কি গতি আমার।
দেখা পাইয়া না ভজিলু নন্দের কুমার॥
কোটি কোটি জন্ম পাপী সংসারে বসিলু।
অনেক জন্মের ফলে মনুষ্য জন্ম পাইলু॥
এথ দিন চাহিলু মুই সকলি অসার।
হরির চরণ বিনা গতি নাহি আর॥
(দ্বিজ) কামদেবে কহে নাথ সকলি নৈরাশা।
দয়ালু হরির নাম এই সে ভরসা॥ (পৃঃ ১০৯)

৩

নাইয়র রে মোর হেন সাধ করে।
বুকের মাঝে বুক চিরি থুইমু তোমারে॥
ব্রহ্মাণ্ড গোলোক-পতি নাম শ্রীহরি।
সত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণে অধিকারী॥

* ভূমিকা—৩৷৷৵০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

গঙ্গা যার পদরেণু হর শিরে ধরি।
হেন হরি না ভজিয়া দুঃখ পাইয়া মরি ॥ (পৃঃ ২২৩)

৪

বাণিজ্য ভেল মোর গোবিন্দের নাম।
ভাবহ পরম পদ বৈস একু ঠাম ॥
আরের বাণিজ্য লভঙ্গ সুপারী।
আহ্মার বাণিজ্যে ভাই বোল হরি হরি ॥
নয়ান তরাজু বয়ান পসারী।
হরি জীউ নাম তোলায়ে ফিরি ফিরি ॥
বাণিজ্যের লাগিয়া দ্বারকাতে যাম।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-চামর ঢুলাম ॥
কহে কবীরা গোবিন্দ মোর সাথী।
আসিতে যাইতে না পুছে জগতী ॥ (পৃঃ ২২৭)

৫*

জয় ভবানী গো মা তরাইয়া নে।
তুহ্মি না তরাইলে মোরে তরাইব কে ॥ ইত্যাদি

৬

তোমরা নি মোর যাদব দেখিয়াছ।
চান্দ মুখের মধুর বাণী বাঁশীতে শুনিয়াছ ॥
ঘুমের আলসে রায়ে কালি কিছু নাহি খায়ে
মুই অন্ন না দিলুম যাচিয়া।
সে লাগি বিদরে বুক না দেখিয়া চান্দ মুখ
আজু নিশি গোঁয়াইলু কান্দিয়া ॥
অরুণ-উদয়-কালে গোধেনু লইয়া চলে
লবনী খুজিল মায়ের আগে।
মুই অভাগিনী শুনি উত্তর না দিলুম পুনি
কোন দিকে গেলা যাদু রাগে ॥ (পৃঃ ২১৯)

* এই মালসী পদটি একস্থানে দ্বিজ লক্ষ্মীনাথের ভণিতায় পাওয়া যায়; গীত, পৃঃ ৭৮ দ্রষ্টব্য। পরে এই পদটাই দ্বিজ মাধবানন্দের ভণিতায় ব্যবহৃত হইয়াছে; পৃঃ ২৬৭।

৭

যাদু বাছা বনে যায়ে পন্থের দিগে মায়ে চাহে
পন্থ নিরক্ষিয়া থাকি।
অভাগিনী মায়ের মন কবে হবে নিবারণ
যদি যাদুর চান্দ-মুখ দেখি ॥
দারুণ কংসের চর দূত ফিরে নিরন্তর
ফিরে দূত মায়া-রূপ ধরি।
মায়েরে অনাথ করি যাদুরে লই যাইব ধরি
যাদুর শোকে মরিব জননী ॥
শ্রীদাম সুদাম ওরে বাছা বলরাম
সঙ্গে নবনী কিছু দিব।
রায় অনন্তের বাণী শুনলো যশোদা রাণী
মন-দুঃখ না ভাবিয় আর।
ব্রজ-বালকের সঙ্গে খেলে যাদু মনোরঙ্গে
হেরি দেখ ঐ চান্দ-বদন ॥ (পৃঃ ২২৪)

৮

কার ঘরের কালিয়া চান্দ হের দেখা যায়।
সুগন্ধি কুসুম তেজি অলি পাছে ধায় ॥
নয়ান-চন্দ্রিমা ভুরুর ভঙ্গিমা
শরের সহিতে একু ধায়ে।
এ কি পরমাদ ভুবন ভোলায়ে
রহি রহি মুরলি বাজায়ে ॥ (পৃঃ ২৯)

৯

কার ঘরে চিকন কালা হের দেখা যায়ে।
সুগন্ধি কুসুম তেজি অলি পাছে ধায়ে ॥
চিকন কালারে গো দেখিতে যাইবা কে।
নিরখিতে নারি কালা মেঘে ঝাঁপিয়াছে ॥
কালা নহে গোরা নহে কেবল রসময়।
হাঁটি যাইতে চলি পড়ে প্রাণী কাড়ি লয়ে ॥ (পৃঃ ৭৮)

১০

ঘরেত যাইমু কি না ধন লইয়া।
কানুরে দেখিতে আইলু প্রাণী বান্ধা দিয়া॥
বহু আশা করি আমি বাণিজ্যে আসিলুঁ।
আছুক লাভের কাজ মূলে হারাইলুঁ॥
উপায়ে না দেখম ভাই কি বুদ্ধি করিমু।
না পাইলে বাণিজ্যের ভাও কিরূপে তরিমু॥
দ্বিজ মাধবে কহে বাণিজ্যের ভাও।
বাণিজ্য করিবা যদি সাধু-সঙ্গ লও॥ (পৃঃ ৪৮)

১১

বিনোদিনী, বিলম্ব করিতে না জুয়ায়ে।
তুয়া পথ নিরক্ষিতে রহিয়াছে প্রাণনাথে
রাধা বলি মুরলী বাজায়ে॥
নূপুর-কিঙ্কিণীর ধ্বনি কেয়ূর-কুণ্ডল-মণি
পরিহরি করহ গমন।
প্রিয় সখীর করে ধরি নীল নিচোল পরি
দেখ গিয়া ঐ চান্দ-বদন॥
ঐ রূপ হেরি হেরি করে মুরলী ধরি
হেরিতে হরল ধ্যায়ান।
কহে দ্বিজ পার্ব্বতী শুন শুন পুণ্যবতী
অলক্ষিতে নিকুঞ্জ পয়ান॥ (পৃঃ ১৬৬)

১২

কহ কহ কলাবতী কাহারে পয়ান।
ও রূপ যৌবন যেন পঞ্চ-বাণ॥
রূপে ডগমগ গোরিয়া গাতে।
অঙ্গের সৌরভ গগন সুজাতে॥
নাসা নিরমল কনক বেশরী।
অঞ্জনে রঞ্জিত খঞ্জন-যুড়ি॥

ভুরুর ভঙ্গিমা চাহনী ছান্দে।
ধনুশর পেলাইয়া মদন কান্দে॥
হাসে আধ আধ মধুর বোল।
গায়ে মাধব কেশ খসি পড়ে ফুল॥ (পৃঃ ১৬৯)

১৩

আজু এমন ভেসে কথার সাজনী।
ওই রূপ দেখিলে প্রাণ না ধরে কামিনী॥
চিকন কালিয়া যায়ে নানা আভরণ গায়ে
তাহে শোভে মুকুতার ঝুরি।
পিন্ধন পাটের ধড়া গায়ে শোভে বর-মালা
নীল-মেঘে করিছে বিজুলি॥ (পৃঃ ১৯)

১৪

কাহ্নাই তুমি ভাল বিনোদিয়া।
নব কোটি চান্দ পেলাম মুখানি নিছিয়া॥
বনের ফুলে মালা গাঁথি পর গলে হার।
গোপের ঘরে ননী খাইয়া ভঙ্গিমা তোমার॥
গোঠে থাক ধেনু রাখ বাঁশীতে দেও সান।
গোপ-ঘরের রমণী-চোরা কানাই তোমার নাম॥ (পৃঃ ১১৭)

১৫

নব নব অনুরাগে প্রাণ বন্ধুয়ারে
তারে না লয়ে মনে।
নব নাগর টান দেখিয়া নাগরীগণ
গৃহকর্ম্ম কিছু নাহি জানে॥
নবীন বসন্তের বাও নবীন কোকিলের রাও
ভ্রমরা নাদে উতরোল।
বিধি কৈল পরাধীনী ভাল-মন্দ নাহি জানি
দ্বিজ মাধবে গায়ে বন্দিয়া ভবানী॥ (পৃঃ ১২০)

১৬

সজনী সই তুমি যাও আমার বদলে।
আমি গেলে জীব না প্রাণনাথ কানাইরে দেখিলে ॥
সর্ব্ব সখী সঙ্গে আমি বসিয়া খেলাই।
কানাইরে দেখিলে আমি উঠিয়া পলাই ॥
যমুনার জলেরে যাইতে সখীগণ মেলে।
ঠেকিছিলাম কানাইর হাতে বিধি রক্ষা কৈলে ॥
নন্দের নন্দন কানাই বড়ই দুর্জন।
নাহি রাখে লাজ-ভয় না রাখে ভরম ॥ (পৃঃ ১৩১)

১৭

বন্ধু কানাই পরাণ-ধন মোর।
যুগে যুগে না ছাড়িমু চরণখানি তোর ॥
জাতি দিলুঁ যৌবন দিলুঁ আর দিমু কি।
আর আছে শুধা প্রাণ তারে বোল দি ॥
আজি মোর আয়ত যাপন।
কি করিব অনঙ্গ অবিসর পঞ্চবাণ ॥ (পৃঃ ১৬৪)

১৮

মৈলু মৈলু মঞি বাঁশীয়ার জ্বালায়ে।
গৃহকর্ম্ম লোকধর্ম্ম রাখন না যায়ে ॥
বাঁশের বাঁশী কহে কথা শুনিতে মধুর।
যে-জনে দিয়াছে ফক সে জন চতুর ॥
যে-বা সৃজিল বাঁশী না জানি নিশ্চয়ে।
ব্রহ্মরূপে[১] কহে মোহন বাঁশী পরিচয়ে ॥ (পৃঃ ১৯৬)

১৯

যাইবা রে ওরে শ্যাম কে দিব বাধা।
দৈবে মরিব আহ্মি অভাগিনী রাধা ॥

[১] পদকর্ত্তার নাম।

সঙ্গে করি লই যাও হই যাইমু দাসী।
ঘরে মুই রহইতে নারি না শুনিলে বাঁশী॥
মথুরার নাগরী সবে বহু রস জানে।
গেলে না আসিব শ্যাম হেন লয় মনে॥ (পৃঃ ১৯৮)

২০

তোমার বদলে শ্যাম থুইয়া যাও বাঁশী।
তবে সে আসিবা হেন মনে বাসি॥
এ বাঁশী যথেক কৈল গোকুলে কলঙ্ক হৈল
বাঁশী নহে পরম যে জ্ঞানী।
বাঁশী যদি সঙ্গে যাইব তবে না আসিতে দিব
মিলাইব রসের কামিনী॥
বাঁশীটি যতনে থুইমু গন্ধ চন্দন দিমু
হীরা-মণি-রত্নে জড়াইয়া।
যখনে তোমার তরে মরমে বেদনা করে
নিবারিমু বাঁশী বুকে দিয়া॥ (পৃঃ ২০১)